

बह्विवाह

रहित इण्डा उचित कि ना

एतद्विषयक विचार

श्री ईश्वर चन्द्र विद्या सागर प्रणीत ।



तृतीय संस्करण ।



CALCUTTA :

PUBLISHED BY THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY

Nº, 3 MIRZAPORE STREET, COLLEGE SQUARE, SOUTH.

1878.

বিজ্ঞাপন

—

এ দেশে বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকাতে, স্ত্রীজাতির যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ও সমাজের বহুবিধ অনিষ্ট ঘটিতেছে। রাজশাসন ব্যতিরেকে, সেই ক্লেশের ও সেই অনিষ্টের নিবারণ সম্ভাবনা নাই। এজন্য, দেশস্থ লোকে, সময়ে সময়ে, এই কুৎসিত প্রথার নিবারণ প্রার্থনায়, রাজদ্বারে আবেদন করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ, ১৬ বৎসর পূর্বে, ত্রিযুক্ত বারু কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের উদ্যোগে, বঙ্গবর্গসমবায় নামক সমাজ হইতে, ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সমাজে এক আবেদনপত্র প্রদত্ত হয়। বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত কার্য্য, তাহা রহিত হইলে হিন্দুদিগের ধর্ম্মলোপ হইবেক, অতএব এ বিষয়ে গবর্ণমেন্টের হস্তক্ষেপ করা বিধেয় নহে, এই মর্মে প্রতিকূল পক্ষ হইতেও এক আবেদনপত্র প্রদত্ত হইয়াছিল। ঐ সময়ে, এই দুই আবেদনপত্রের প্রদান ভিন্ন, এ বিষয়ের অন্য কোনও অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

২। দুই বৎসর অতীত হইলে, বর্দ্ধমান, নবদ্বীপ, দিনাজপুর, নাটোর, দিঘাপতি প্ৰভৃতি স্থানের রাজারা ও দেশস্থ প্রায়সাবতীর প্রধান লোকে, বহু বিবাহের নিবারণ প্রার্থনায়,

ব্যবস্থাপক সমাজে আবেদনপত্র প্রদান করেন । এই সময়ে, দেশস্থ লোকে এ বিষয়ে একমত হইয়াছিলেন, বলা যাইতে পারে ; কারণ, নিবারণ প্রার্থনায় প্রায় সকল স্থান হইতেই আবেদনপত্র আসিয়াছিল, প্রতিকূল কথা কোনও পক্ষ হইতে উচ্চারিত হয় নাই । লোকান্তরবাসী সুপ্রসিদ্ধ বাবু রমাপ্রসাদ রায় মহাশয়, এই সময়ে, এই কুৎসিত প্রথার নিবারণ বিষয়ে সেরূপ যত্নবান হইয়াছিলেন, এবং নিরতিশয় উৎসাহ সহকারে অশেষ প্রকারে যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে সহস্র সাধুবাদ প্রদান করিতে হয় । ব্যবস্থাপক সমাজ বহুবিবাহনিবারণী ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিবেন, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ আশ্বাস জন্মিয়াছিল । কিন্তু, এই হতভাগ্য দেশের দুর্ভাগ্য ক্রমে, সেই সময়ে রাজবিদ্রোহ উপস্থিত হইল । রাজপুরুষেরা বিদ্রোহ নিবারণ বিষয়ে সম্পূর্ণ ব্যাপৃত হইলেন ; বহু বিবাহ নিবারণ বিষয়ে আর তাঁহাদের মনোযোগ দিবার অবকাশ রহিল না ।

৩। এইরূপে এই মহোদ্দ্যোগ বিফল হইয়া যায় । তৎপরে, বারাণসীনিবাসী, অধুনা লোকান্তরবাসী, রাজা দেবনারায়ণ সিংহ মহোদয় বহু বিবাহ নিবারণ বিষয়ে অত্যন্ত উৎসাহী ও উদ্দ্যোগী হইয়াছিলেন । এই সময়ে, উদারচিত্ত রাজাবাহাদুর ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সমাজের সভ্য ছিলেন । তিনি নিজে সমাজে এ দিসয়ের উত্থাপন করিবেন, স্থির

করিয়াছিলেন। তদনুসারে তদ্বিবয়ক উদ্দেশ্যও হইতেছিল। কিন্তু, আক্ষেপের বিষয় এই, তাঁহার ব্যবস্থাপক সমাজে উপবেশন করিবার সময় অতীত হইয়া গেল; সুতরাং, তথায় তাঁহার অভিপ্রেত বিষয়ের উত্থাপন করিবার সুযোগ রহিল না।

৪। পাঁচ বৎসর অতিক্রান্ত হইল, পুনরায় বহু বিবাহ নিষারণের উদ্দেশ্য হয়। ঐ সময়ে, বর্দ্ধমান, নবদ্বীপ প্রভৃতির রাজা, দেশের অন্যান্য ভূম্যধিকারিগণ, তদ্ব্যতিরিক্ত অনেকানেক প্রধান ব্যক্তি, এতৎ বহুসংখ্যক সাধারণ লোক, একমতাবলম্বী হইয়া, এ দেশের তৎকালীন লেপ্টেনেন্ট গবর্নর শ্রীযুক্ত সন্ন্যাসী সিমিল বীডন মহোদয়ের নিকট আবেদনপত্র প্রদান করেন। মহামতি সন্ন্যাসী সিমিল বীডন, আবেদনপত্র পাইয়া, ঐ বিষয়ে বিলক্ষণ অনুরাগ প্রকাশ ও অনুকূল বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন; কিন্তু, উপরিস্থ কর্তৃপক্ষের অনভি-প্রায় বশতঃ, অথবা কি হেতু বশতঃ বলিতে পারা যায় না, তিনি এতদ্বিবয়ক উদ্দেশ্যও হইতে বিরত হইলেন।

৫। শেষ বার আবেদনপত্র প্রদত্ত হইলে, কোনও কোনও পক্ষ হইতে আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল। সেই সকল আপত্তির মীমাংসা করা উচিত ও আবশ্যক বোধ হওয়াতে, এই পুস্তক মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু, ঐ বিষয় আপাততঃ স্থগিত রহিল, এবং আমিও, ঐ সময়ে অতিশয়

পীড়িত হইয়া, কিছু কালের জন্য শয্যাগত হইলাম ; সুতরাং তৎকালে পুস্তক মুদ্রিত করিবার আর তাদৃশ আবশ্যকতাও ছিল না, আর, তাহা সম্পন্ন করিয়া উঠি, আমার তাদৃশ ক্ষমতাও ছিল না। এই দুই কারণ বশতঃ, পুস্তক এত দিন অর্দ্ধমুদ্রিত অবস্থায় কালযাপন করিতেছিল।

৬। সম্প্রতি শুনিতেছি, কলিকাতাস্থ সনাতনধর্ম্মরক্ষিণী সভা বহু বিবাহ নিবারণ বিষয়ে বিলক্ষণ উদ্যোগী হইয়াছেন ; তাঁহাদের নিতান্ত ইচ্ছা, এই অতিজঘন্য, অতিনৃশংস প্রথা রহিত হইয়া যায়। এই প্রথা নিবারিত হইলে, শাস্ত্রের অবমাননা ও ধর্ম্মের ব্যতিক্রম ঘটিবেক কি না, এই আশঙ্কার অপনয়ন জন্য, সভার অধ্যক্ষ মহাশয়েরা ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়ী প্রধান প্রধান পণ্ডিতের মত গ্রহণ করিতেছেন, এবং রাজদ্বারে আবেদন করিবার অপরাপর উদ্যোগ দেখিতেছেন। তাঁহারা, সদভিপ্রায়প্রণোদিত হইয়া, যে অতি মহৎ দেশ-হিতকর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, হয় ত সে বিষয়ে তাঁহাদের কিছু আনুকূল্য হইতে পারিবেক, এই ভাবিয়া, আমি পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম।

৭। শেষ বারের উদ্যোগের সময়, কেহ কেহ কহিয়াছিলেন, রাজপুরুষেরা পরামর্শ দিয়া, কোনও ব্যক্তিকে এ বিষয়ে প্ররত্ত করিয়াছেন, তাহাতেই বহু বিবাহ নিবারণ প্রার্থনায় আবেদনপত্র প্রদত্ত হইয়াছে। কেহ কেহ কহিয়া-

ছিলেন, যাঁহাদের উদ্দেশ্যে আবেদনপত্র প্রদত্ত হইয়াছে ; তাহারা হিন্দুধর্মদ্বেষী, হিন্দুধর্ম লোপ করিবার অভিপ্রায়ে এই উদ্দেশ্যে করিয়াছে। কিন্তু, সনাতনধর্মরক্ষিণী সভার এই উদ্দেশ্যে তাদৃশ অপবাদ প্রবর্তনের অণু মাত্র সম্ভাবনা নাই। যাঁহাতে এ দেশে হিন্দুধর্মের রক্ষা হয়, সেই উদ্দেশ্যে সনাতনধর্মরক্ষিণী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। ঈদৃশ সভার অধ্যক্ষেরা, রাজপুরুষদিগের উপদেশের বশবর্তী হইয়া, হিন্দুধর্ম লোপের জন্য, এই উদ্দেশ্যে করিয়াছেন, নিতান্ত নির্বোধ ও নিতান্ত অনভিজ্ঞ না হইলে, কেহ এরূপ কহিতে পারিবেন না। তবে, প্রস্তাবিত দেশহিতকর বিষয় মাত্রে প্রতিপক্ষতা করা যাঁহাদের অভ্যাস ও ব্যবসায়, তাঁহারা কোনও মতে ক্ষান্ত থাকিতে পারিবেন না। তাঁহারা, এরূপ সময়ে, উন্নতির ন্যায় বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া উঠেন ; এবং, যাঁহাতে প্রস্তাবিত বিষয়ের ব্যাঘাত ঘটে, স্বতঃ পরতঃ সে চেষ্টার ক্রটি করেন না। ঈদৃশ ব্যক্তির সামাজিক দোষ সংশোধনের বিষয় বিপক্ষ। তাঁহাদের অদ্ভুত প্রকৃতি ও অদ্ভুত চরিত্র ; নিজেও কিছু করিবেন না, অন্যকেও কিছু করিতে দিবেন না। তাঁহারা চিরজীবী হউন।

৮। পরিশেষে, সনাতনধর্মরক্ষিণী সভার নিকট প্রার্থনা এই, যখন তাঁহারা এ দিনে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, সবিশেষ যত্ন ও যথোচিত চেষ্টা না করিয়া, যেন ক্ষান্ত না হয়েন।

তঁাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিলে, দেশের ও সমাজের যে, যার পর নাই, হিতসাধন হইবেক, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র ; মেরূপ সংস্কার না জন্মিলে, তঁাহারা কদাচ এ বিষয়ে প্ররত্ত হইতেন না। বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকাতে, সমাজে যে মহীয়সী অনিষ্টপরম্পরা ঘটিতেছে, তদর্শনে তদীয় অশুঃকরণে বহু বিবাহ বিষয়ে ঘৃণা ও দ্বেষ জন্মিয়াছে ; সেই ঘৃণা প্রযুক্ত, সেই দ্বেষ বশতঃ, তঁাহারা এই প্রথার নিবারণ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছেন, তাহার সংশয় নাই।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মা

কাশীপুর

১লা আশ্বিন । সংবৎ ১৯২৮ ।

বহুবিবাহ

স্ত্রীজাতি অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও সামাজিক নিয়ম দোষে পুরুষজাতিব
নিতান্ত অধীন। এই দুর্বলতা ও অধীনতা নিবন্ধন, তাঁহারা পুরুষ-
জাতির নিকট অবনত ও অপদস্থ হইয়া কালহরণ করিতেছেন। প্রভুতা-
পন্ন প্রবল পুরুষজাতি, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া, অত্যাচার ও অত্যাচারণ
করিয়া থাকেন; তাঁহারা, নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, নেই সমস্ত সহ্য
করিয়া, জীবনযাত্রা সমাধান করেন। পৃথিবীর প্রায় সর্ব প্রদেশেই
স্ত্রীজাতির ঈর্ষান্বিত অবস্থা। কিন্তু, এই হতভাগ্য দেশে, পুরুষজাতিব
নৃশংসতা, স্বার্থপরতা, অবিমৃশ্যকাবিতা প্রভৃতি দোষের আতিশয্য
বশতঃ, স্ত্রীজাতির যে অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা অত্র কুত্রাপি লক্ষিত
হয় না। অত্র পুরুষজাতি, কতিপয় অতিগর্হিত প্রথার অনু-
বর্তী হইয়া, হতভাগা স্ত্রীজাতিকে অশেষবিধ যাতনা প্রদান করিয়া
আনিতেছেন। তন্মধ্যে বহুবিবাহপ্রথা এক্ষণে সর্বাপেক্ষা অধিকতর
অনর্থকর হইয়া উঠিয়াছে। এই অতি জঘন্য অতি নৃশংস প্রথা প্রচ-
লিত থাকাতে, স্ত্রীজাতির দুর্ববস্থার ইয়ত্তা নাই। এই প্রথার প্রবলতা
প্রযুক্ত, তাঁহাদিগকে যে সমস্ত ক্লেশ ও যাতনা ভোগ করিতে হইতেছে,
সে সমুদয় আলোচনা করিয়া দেখিলে, হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। ফলতঃ,
এতদ্ব্যতীত অত্যাচার এত অধিক ও এত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে যে
যাঁহাদের কিস্কিৎ মাত্র হিতাহিতবোধ ও সদসদ্বিবেকশক্তি আছে,

তাদৃশ ব্যক্তি মাত্রেই এই প্রথার বিষয় বিদেবী হইয়া উঠিয়াছেন । তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা, এই প্রথা এই দণ্ডে রহিত হইয়া যায় । অধুনা এ দেশের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে রাজশাসন ব্যতিরেকে, ঈদৃশ দেশব্যাপক দোষ নিবারণের উপায়ান্তর নাই । এজন্য, অনেকে উদ্বুদ্ধ হইয়া, অশেষদোষাস্পাদ বহুবিবাহপ্রথার নিবারণের নিমিত্ত, রাজদ্বারে আবেদন করিয়াছেন । এ বিষয়ে কোনও কোনও পক্ষ হইতে আপত্তি উত্থাপিত হইতেছে । যথাশক্তি সেই সকল আপত্তির উত্তর প্রদানে প্রবৃত্ত হইতেছি ।

প্রথম আপত্তি ।

এরূপ কতকগুলি লোক আছেন যে বহুবিবাহপ্রথা দোষকীৰ্ত্তন বা নিবারণকথার উৎপাদন হইলে, তাঁহারা খড়্গাহস্ত হইয়া উঠেন। তাঁহাদের এরূপ সংস্কার আছে, বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রানুযত ও ধৰ্ম্মানুগত ব্যবহার। যাঁহারা এ বিষয়ে বিরাগ বা বিদ্বেষ প্রদর্শন করেন, তাদৃশ ব্যক্তি সকল, তাঁহাদের মতে, শাস্ত্রদ্রোহী ধৰ্ম্মদ্বেষী নাস্তিক ও নরাধম বলিয়া পরিগণিত। তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন, বহুবিবাহপ্রথা নিবারণিত হইলে, শাস্ত্রেব অবমাননা ও ধৰ্ম্মলোপ ঘটবেক। তাঁহারা, শাস্ত্রেব ও ধৰ্ম্মের দোহাই দিয়া, বিবাদ ও বাদানুবাদ করিয়া থাকেন, কিন্তু, এ বিষয়ে শাস্ত্রেই বা কত দূর পর্য্যন্ত অনুমোদন আছে, এবং পুরুষজাতির উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার দ্বারাই বা কত দূর পর্য্যন্ত অনার্য্য আচরণ ঘটিয়া উঠিয়াছে, তাহা সবিশেষ অবগত নহেন। এ দেশে সকল ধৰ্ম্মই শাস্ত্রমূলক, শাস্ত্রে যে বিষয়ের বিধি আছে, তাহাই ধৰ্ম্মানুগত বলিয়া পরিগৃহীত, আর, শাস্ত্রে যাহা প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহাই ধৰ্ম্মবহির্ভূত বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। সুতরাং, বিবাহ বিষয়ে শাস্ত্রকাবদ্দিগেব যে সমস্ত বিধি অথবা নিষেধ আছে, সে সমুদয় পরীক্ষিত হইলেই, বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রানুযত ও ধৰ্ম্মানুগত ব্যবহার কি না, এবং বহুবিবাহপ্রথা নিবারণিত হইলে, শাস্ত্রেব অবমাননা ও ধৰ্ম্মলোপের আশঙ্কা আছে কি না, অবধারণিত হইতে পারিবেক।

দক্ষ করিয়াছেন,

অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেতু দিনমেকমপি দ্বিঃ ।

আশ্রমেণ বিনা তিষ্ঠন্ প্রায়শ্চিত্তীয়তে হি সঃ ॥ (১)

দ্বিজ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন বর্ণ আশ্রমবিহীন হইয়া এক দিনও থাকিবেক না, বিনা আশ্রমে অবস্থিত হইলে পাতকগ্রস্ত হয় ।

এই শাস্ত্র অনুসারে, আশ্রমবিহীন হইয়া থাকা দ্বিজের পক্ষে নিবন্ধ ও পাতকজনক । দ্বিজপদ উপলক্ষ্য মাত্র, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চারি বর্ণের পক্ষেই এই ব্যবস্থা ।

বামনপুরাণে নির্দিষ্ট আছে,

চত্বার আশ্রমশৈব ব্রাহ্মণস্য প্রকীর্তিতাঃ ।

ব্রহ্মচর্য্যং গার্হস্থ্যং বানপ্রস্থং ভিক্ষুকম্ ।

ক্ষত্রিয়স্যপি কথিতা আশ্রমাস্ত্রয় এব হি ।

ব্রহ্মচর্য্যং গার্হস্থ্যমাশ্রমদ্বিতয়ং বিশঃ ।

গার্হস্থ্যমুচিতভেদং শূদ্রস্য ক্ষণমাচরেৎ ॥ (২)

ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস, ব্রাহ্মণের এই চারি আশ্রম নির্দিষ্ট আছে, ক্ষত্রিয়ের প্রথম তিন, বৈশ্যের প্রথম দুই; শূদ্রের গার্হস্থ্য মাত্র এক আশ্রম, সে হুকু চিত্তে তাহাবই অনুষ্ঠান করিবেক ।

এই ব্যবস্থা অনুসারে, সমুদয়ে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস, এই চারি আশ্রম । কালভেদে ও অধিকারিভেদে, গনুয্যেব পক্ষে এই আশ্রমচতুষ্টয়েব অত্যন্ত অবলম্বন আবশ্যিক, নতুবা আশ্রমভ্রংশ নিবন্ধন পাতকগ্রস্ত হইতে হয় । ব্রাহ্মণ চারি আশ্রমেই অধিকারী, ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এই তিন আশ্রমে, বৈশ্য ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য

এই দুই আশ্রমে, শুদ্ধ একমাত্র গার্হস্থ্য আশ্রমে অধিকারী। উপনয়ন সংস্কারের পর, গুরুকূলে অবস্থিতি পূর্বক, বিদ্যাভ্যাস ও সদাচার-শিক্ষাকে ব্রহ্মচর্য্য বলে, ব্রহ্মচর্য্য সমাপনের পর, বিবাহ করিয়া, সংসারযাত্রা সম্পাদনকে গার্হস্থ্য বলে, গার্হস্থ্যধর্ম্ম প্রতিপালনের পর, যোগাভ্যাসের নিযুক্ত, বনবাস আশ্রমকে বানপ্রস্থ বলে; বানপ্রস্থধর্ম্ম সমাপনের পর, বিষয়বাসনা পরিত্যাগকে সন্ন্যাস বলে ।

মনু কহিয়াছেন,

গুরুণানুমতঃ স্নাত্ব সমারভো যথাবিধি ।

উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সৰ্গাং লক্ষণাহিতাম্ ॥ ৩ । ৪ ।

দ্বিজ, গুরুর অনুজ্ঞা লাভের পর, যথা বিধানে স্নান ও সমারভন(৩)

করিয়া, সজ্জাতীয়া সুলক্ষণা ভার্য্যার পাণি গ্রহণ করিবেক ।

বিবাহের এই প্রথম বিধি। এই বিধি অনুসারে, বিদ্যাভ্যাস ও সদাচার শিক্ষার পর, দারপরিগ্রহ করিয়া, মনুষ্য গৃহস্থ্যশ্রমে প্রবিষ্ট হয় ।

ভার্য্যায়ৈ পূর্বমারিণ্যৈ দত্ত্বাগ্নীনন্ত্যকর্ম্মণি ।

পুনর্দারক্রিয়াং কুর্য্যাৎ পুনরাধানমেব চ ॥ ৫ । ১৬৮ । (৪)

পূর্বমৃত্যু স্ত্রীর যথাবিধি অন্ত্যক্ৰিয়া নিবাহ করিয়া, পুনরায়

দার পবিগ্রহ ও পুনরায় অগ্ন্যাধান কবিবেক ।

বিবাহের এই দ্বিতীয় বিধি। এই বিধি অনুসারে, স্ত্রীবিয়োগ হইলে গৃহস্থ ব্যক্তির পুনরায় দার পবিগ্রহ আবশ্যক ।

মদ্যপাসাপ্পুরভা চ প্রতিকুলা চ যা ভনেৎ ।

ব্যাধিতা বাধিবেভব্য! হিংস্রার্থদ্বী চ সর্বদা ॥ ১ । ৮০ । (৪)

(৩) বেদাধ্যয়ন ও ব্রহ্মচর্য্য সমাপনের পর, গৃহস্থ্যশ্রম প্রবেশের পূর্বক, অনুজ্ঞীমান ক্রিাবিশেষ ।

(৪) মাসংহিতা ।

যদি স্ত্রী সুবাপাশিনী, ব্যভিচারিণী, সতত স্বামীর অভিপ্রায়ে
বিপরীতকারিণী, চিররোগিণী, অতি ক্লেশভাবা, ও অর্থনাশিনী
হয়, তাহা হইলে অধিবেদন, অর্থাৎ পুনরায় দারপরিগ্রহ,
করিবেক ।

বক্ষ্যাত্মেহধিবেদ্যাদে দশমে তু মৃতপ্রজা ।

একাদশে স্ত্রীজননী সদ্যস্থপ্রিয়বাদিনী ॥ ৯।৮১। (৫)

স্ত্রী বক্ষ্যা হইলে অষ্টম বর্ষে, মৃতপুত্র হইলে দশম বর্ষে, কন্ডামাত্র-
প্রসবিনী হইলে একাদশ বর্ষে, ও অপ্রিয়বাদিনী (৬) হইলে
কালান্তিপাত ব্যতিরেকে, অধিবেদন করিবেক ।

বিবাহের এই তৃতীয় বিধি । এই বিধি অনুসারে, স্ত্রী বক্ষ্যা প্রভৃতি
অবধারিত হইলে, তাহার জীবদ্ধশায় পুনরায় বিবাহ কবা আবশ্যক ।

সবর্ণাণ্ডে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মণি ।

কামতস্ত প্রবর্তনামিমাং স্যাৎ ক্রমশো বরাঃ ॥ ৬।১২।

শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে ।

তে চ স্বা চৈব রাজশ্চ তাশ্চ স্বা চাণ্ডজন্মনঃ ॥ ৩।১৩। (৭)

দ্বিজাতির পক্ষে অগ্রে সবর্ণবিবাহই বিহিত । কিন্তু, যাহাবা
বদৃচ্ছা ক্রমে বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা অনুলোম ক্রমে
বর্ণান্তবে বিবাহ করিবেক । ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যা,
শূদ্রা, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, শূদ্রা ; বৈশ্যের বৈশ্যা, শূদ্রা ;
শূদ্রের একমাত্র শূদ্রা ভার্য্যা হইতে পাবে ।

বিবাহের এই চতুর্থ বিধি । এই বিধি অনুসারে, সবর্ণবিবাহই ব্রাহ্মণ,
ক্ষত্রিয়, বৈশ্যা এই তিন বর্ণের পক্ষে প্রশস্ত কর্ম । কিন্তু, যদি কোনও
উৎকৃষ্ট বর্ণ, যথাবিধি সবর্ণা বিবাহ করিয়া, যদৃচ্ছা ক্রমে পুনরায়
বিবাহ করিতে অভিলাষী হয়, তবে সে আপন অপেক্ষা নিকট বর্ণে
বিবাহ করিতে পারে ।

(৫) মনুসংহিতা ।

(৬) যে সতত স্বামীর প্রতি দৃশ্য বটুকি প্রয়োগ করে ।

(৭) মনুসংহিতা ।

যে সমস্ত বিধি প্রদর্শিত হইল, তদনুসারে বিবাহ ত্রিবিধ নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য । প্রথম বিধি অনুসারে যে বিবাহ করিতে হয়, তাহা নিত্য বিবাহ ; এই বিবাহ না করিলে, মনু্য গৃহস্থাশ্রমে অধিকারী হইতে পাবে না । দ্বিতীয় বিধির অনুযায়ী বিবাহও নিত্য বিবাহ, তাহা না কবিলে, আশ্রমভ্রংশ নিবন্ধন পাতকগ্রস্ত হইতে হয় (৮) । তৃতীয় বিধির অনুযায়ী বিবাহ নৈমিত্তিক বিবাহ ; কারণ, তাহা স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ত প্রভৃতি নিমিত্ত বশতঃ করিতে হয় । চতুর্থ বিধির অনুযায়ী বিবাহ কাম্য বিবাহ । এই বিবাহ নিত্য ও নৈমিত্তিক বিবাহের ত্রায়ী আবশ্য কর্তব্য নহে, উহা পুরুষের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন, অর্থাৎ ইচ্ছা হইলে তাদৃশ বিবাহ কবিতে পারে, এই মাত্র । কাম্য বিবাহে কেবল ত্রাক্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ের অধিকার প্রদর্শিত হওয়াতে, শূদ্রের তাদৃশ বিবাহে অধিকার নাই ।

পুল্ল লাভ ও ধর্ম্যকার্য্য সাধন গৃহস্থাশ্রমের উদ্দেশ্য । দারপরিগ্রহ ব্যতিরেকে এ উভয়ই সম্পন্ন হয় না ; এ নিমিত্ত, প্রথম বিধিতে দারপরিগ্রহ গৃহস্থাশ্রম প্রবেশের দ্বার স্বরূপ, ও গৃহস্থাশ্রম সমাধানের অপবিহার্য্য উপায় স্বরূপ, নির্দিষ্ট হইয়াছে । গৃহস্থাশ্রম সম্পাদন কালে, স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে, যদি পুনরায় বিবাহ না করে, তবে সেই দারবিরহিত ব্যক্তি আশ্রমভ্রংশ নিবন্ধন পাতকগ্রস্ত হয়, এজন্য, ঐ অবস্থায়, গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষে, পুনরায় দারপরিগ্রহেব অবশ্যকর্তব্যতা বোধনের নিমিত্ত, শাস্ত্রকারেরা দ্বিতীয় বিধি প্রদান কবিয়াছেন । স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ত চিররোগিত্ত প্রভৃতি দোষ ঘটিলে, পুল্ল লাভের ও ধর্ম্যকার্য্য সমাধানের ব্যাঘাত ঘটে ; এজন্য, শাস্ত্রকারেরা, তাদৃশ স্থলে, স্ত্রী সত্ত্বে পুনরায় বিবাহ করিবার তৃতীয় বিধি দিয়াছেন । গৃহস্থাশ্রম সমাধানের নিমিত্ত, শাস্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে সর্বণাপরিণয়নের পব, যদি কোনও উৎকৃষ্ট

(৮) স্ত্রীবিয়োগরূপ নিমিত্ত বশতঃ কবিতে হয়, এজন্য এই বিবাহেব নৈমিত্তিকত্বও আছে ।

বর্ণ, যদৃচ্ছা ক্রমে, বিবাহে প্রবৃত্ত হয়, তাহাব পক্ষে অসবর্ণা বিবাহে অধিকার বোধনের নিমিত্ত, শাস্ত্রকাবেরা চতুর্থ বিধি প্রদর্শন কবিয়াছেন । বিবাহ বিষয়ে এতদ্ব্যতিবিক্ত আর কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না । সুতবাং, স্ত্রী বিজ্ঞমান থাকিতে, নির্দিষ্ট নিমিত্ত ব্যতিরেকে, যদৃচ্ছা ক্রমে পুনরায় সবর্ণা বিবাহ করা শাস্ত্রকারদিগেব অনুমোদিত নহে । কলতঃ, সবর্ণা বিবাহের পব, যদৃচ্ছা ক্রমে বিবাহপ্রবৃত্ত ব্যক্তির পক্ষে অসবর্ণা বিবাহেব বিধি প্রদর্শিত হওয়াতে, তাদৃশ ব্যক্তির, তথাবিধ স্থলে, সবর্ণা বিবাহ নিষিদ্ধ কল্প হইতেছে ।

এরূপ বিধিকে পরিসংখ্যা বলে । পরিসংখ্যা বিধির নিয়ম এই, যে স্থল খরিয়া বিধি দেওয়া যায়, তদ্ব্যতিরিক্ত স্থলে নিষেধ সিদ্ধ হয় । বিধি ত্রিবিধ অপূর্ববিধি, নিয়মবিধি ও পরিসংখ্যাবিধি । বিধি ব্যতিরেকে যে স্থলে কোনও রূপে প্রবৃত্তি সম্ভবে না, তাহাকে অপূর্ববিধি কহে ; যেমন, “স্বর্গকামো যজেত” স্বর্গকামনায় যাগ করিবেক । এই বিধি না থাকিলে, লোকে স্বর্গ লাভ বাসনায় কদাচ যাগে প্রবৃত্ত হইত না ; কারণ, যাগ করিলে স্বর্গ লাভ হয়, ইহা প্রমাণাস্তব দ্বারা প্রাপ্ত নহে । যে বিধি দ্বারা কোনও বিষয় নিয়মবদ্ধ করা যায়, তাহাকে নিয়মবিধি বলে ; যেমন, “সমে যজেত” সম দেশে যাগ করিবেক । লোকেব পক্ষে যাগ করিবার বিধি আছে, সেই যাগ কোনও স্থানে অবস্থিত হইয়া করিতে হইবেক ; লোকে, ইচ্ছা অনুসাবে, সমান অসমান উভয়-বিধ স্থানেই যাগ করিতে পারিত ; কিন্তু “সমে যজেত”, এই বিধি দ্বারা, সমান স্থানে যাগ করিবেক, ইহা নিয়মবদ্ধ হইল । যে বিধি দ্বারা বিহিত বিষয়ের অতিরিক্ত স্থলে নিষেধ সিদ্ধ হয়, এবং বিহিত স্থলে বিধি অনুযায়ী কার্য্য করা সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন থাকে, তাহাকে পরিসংখ্যা বিধি বলে, যেমন, “পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ”, পাঁচটি পৃষ্ঠে ভক্ষণীয় । লোকে, যদৃচ্ছা ক্রমে যাবতীয় পঞ্চনখ জন্তু ভক্ষণ করিতে পারিত ; কিন্তু “পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ”, এই বিধি দ্বারা বিহিত শস্য প্রভৃতি পঞ্চ

ব্যতিরিক্ত কুব্জ প্রভৃতি যাবতীয় পঞ্চনখ জন্তুর ভক্ষণনিষেধ সিদ্ধ হইতেছে ; অর্থাৎ, লোকের পঞ্চনখ জন্তুর মাংস ভক্ষণে প্রবৃত্তি হইলে, শশ প্রভৃতি পঞ্চ ব্যতিরিক্ত পঞ্চনখ জন্তুর মাংস ভক্ষণ করিতে পারিবেন না , শশ প্রভৃতি পঞ্চনখ জন্তুর মাংস ভক্ষণও লোকের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন ; ইচ্ছা হয় ভক্ষণ করিবেন, ইচ্ছা না হয় ভক্ষণ করিবেন না । সেইরূপ, যদৃচ্ছা ক্রমে অধিক বিবাহে উত্তৃত পুরুষ সর্বণা অসবর্ণা উভয়বিধ স্ত্রীরই পাণি গ্রহণ করিতে পারিত , কিন্তু, যদৃচ্ছা ক্রমে বিবাহে প্রবৃত্ত হইলে, অসবর্ণা বিবাহ করিবেন, এই বিধি প্রদর্শিত হওয়াতে, যদৃচ্ছান্তরে অসবর্ণা ব্যতিরিক্ত স্ত্রী বিবাহনিষেধ সিদ্ধ হইতেছে । অসবর্ণাবিবাহও লোকের ইচ্ছাধীন, ইচ্ছা হয় তাদৃশ বিবাহ করিবেন, ইচ্ছা না হয় করিবেন না , কিন্তু যদৃচ্ছা প্রবৃত্ত হইয়া বিবাহ করিতে হইলে, অসবর্ণা ব্যতিরিক্ত বিবাহ করিতে পারিবেন না, ইহাই বিবাহবিষয়ক চতুর্থ বিধির উদ্দেশ্য । এই বিবাহবিধিকে অপূর্ববিধি বলা যাইতে পারে না , কারণ, ঈদৃশ বিবাহ বাগপ্রাপ্ত অর্থাৎ লোকের ইচ্ছা বশতঃ প্রাপ্ত হইতেছে ; যাহা কোনও রূপে প্রাপ্ত নহে, তদ্বিবয়ক বিধিকেই অপূর্ববিধি বলে । এই বিবাহবিধিকে নিয়মবিধি বলা যাইতে পারে না ; কারণ, ইহা দ্বারা অসবর্ণা বিবাহ অবশ্যকর্তব্য বলিয়া নিয়মবদ্ধ হইতেছে না । সুতরাং, এই বিবাহবিধিকে অগত্যা পরিসংখ্যাবিধি বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবেক (৯) ।

বিবাহবিষয়ক বিধিচতুষ্টয়ের স্থল তাৎপর্য্য এই, প্রথম বিধি অনুসারে গৃহস্থ ব্যক্তির সর্বণা বিবাহ অবশ্য কর্তব্য ; গৃহস্থ অবস্থায়

(৯) বিধি বাগবিধির অপূর্ববিধিনিয়মবিধিপারিসংখ্যাবিধিভেদান্ত্রিবিধঃ
বিধিঃ বিনা ব পি যদর্গগোচর প্রবৃত্তির্নোপগম্যতে অসাবপূর্ববিধিঃ নিয়ম-
প্রবৃত্তিকালকে বিধিনিয়মবিধিঃ ব্যবসাদন্যত্র প্রবৃত্তিবিরোধী বিধিঃ পবি-
সংখ্যাবিধিঃ ক্রম বিধিবত্যান্তপ্রাপ্তৌ নিয়মঃ পাক্ষিকৈক সতি । তত্র চান্যত্র
চ প্রাপ্তৌ পাক্ষিকৈকৈক্যেণ গীযতে ॥ বিধিস্বরূপ ।

প্রাণিযোগ হইলে, দ্বিতীয় বিধি অনুসারে, সর্বণী বিবাহ অবশ্য কত্তব্য।
 স্ত্রী বক্ষ্যা প্রভৃতি স্থিৰ হইলে, তৃতীয় বিধি অনুসারে, সর্বণী বিবাহ
 অবশ্য কৰ্ত্তব্য, সর্বণী বিবাহ করিয়া, যদৃচ্ছা ক্রমে বিবাহে প্রবৃত্তি হইলে,
 ইচ্ছা হয়, চতুর্থ বিধি অনুসারে, অসর্বণী বিবাহ করিবেক, অসর্বণী
 ব্যতিবিক্ত বিবাহ কবিত্তে পারিবেক না। কলিয়ুগে অসর্বণী বিবাহেব
 ব্যবহাৰ রহিত হইয়াছে, সুতরাং যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বিবাহেব আৰ স্থল নাই।

একগুণে ইহা স্পষ্ট প্রতাপন্ন হইতেছে যে ইদানীন্তন যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত
 বহুবিবাহকাণ্ড কেবল শাস্ত্রকারদিগের অনুমোদিত নয় এরূপ নহে,
 উহা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হইতেছে। সুতরাং, যাঁহারা যদৃচ্ছা ক্রমে বহু
 বিবাহ করিতেছেন, তাঁহারা, নিষিদ্ধ কার্যের অনুষ্ঠান জন্য, পাতক-
 গ্রস্ত হইতেছেন। যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন,

বিহিতস্থাননুষ্ঠানান্নিন্দিতস্ত চ সেবনাৎ ।

অনি গ্রহাচ্ছেন্দিয়াণাং নরঃ পতনয়চ্ছতি ॥ ৩। ২১৯।

বিহিত বিষয়ের অবহেলন ও নিষিদ্ধ বিষয়ের অনুষ্ঠান কবিলে,
 এবং ইন্দ্রিববশীকরণ করিতে না পারিলে, মনুষ্য পাতকগ্রস্ত হয়।

কোনও কোনও মূনিবচনে এক ব্যক্তির অনেক স্ত্রী বিদ্যমান থাকি
 নির্দিষ্ট আছে, তদ্বশনে কেহ কেহ কহিয়া থাকেন, যখন শাস্ত্রে এক
 ব্যক্তির যুগপৎ বহু স্ত্রী বিদ্যমান থাকার স্পষ্ট উল্লেখ দৃষ্টিগোচর
 হইতেছে, তখন যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহু বিবাহ শাস্ত্রকাবদিগের অনুমোদিত
 কার্য্য নহে, ইহা কি রূপে পরিগৃহীত হইতে পারে। তাঁহাদের
 অভিপ্রেত শাস্ত্র সকল এই,—

১। সর্বণীসু বহুভার্য্যাসু বিদ্যমানাসু জ্যেষ্ঠায়া সহ
 ধর্ম্মকার্য্যং কারয়েৎ (১০)।

সজাতীয়া বহু ভার্য্যা বিদ্যমান থাকিলে জ্যেষ্ঠার সহিত ধর্ম্ম-
 কার্য্যেব অনুষ্ঠান কবিবেক।

২। সৰ্বসাম্যেকপত্নীনামেকা চেৎ পুত্রিণী ভবেৎ ।

সৰ্বাস্তান্তেন পুত্রেণ গ্রাহ পুত্রবতীৰ্হনুঃ ॥৯।১৮৩।(১১)

মনু কহিয়াছেন, সপত্নীদের মধ্যে যদি কেহ পুত্রহীন হয়, সেই সপত্নীপুত্র দ্বারা তাহার সকলেই পুত্রবতী গণ্য হইবেক ।

৩। ত্রিবিবাহং কৃতং যেন ন করোতি চতুর্থকম্ ।

কুলানি পাতয়েৎ সপ্ত ভ্রূণহত্যাত্রতং চরেৎ ॥ (১২)

যে ব্যক্তি তিন বিবাহ করিয়া চতুর্থ বিবাহ না করে, সে সাত ব্ল পাতিত করে, তাহার ভ্রূণহত্যাপ্রায়শ্চিত্ত কৰা আবশ্যক ।

এই সকল বচনে এক্রূপ কিছুই নির্দিষ্ট নাই যে তদ্দ্বারা, শাস্ত্রোক্ত নিমিত্ত ব্যতিবেকে, পুরুষের ইচ্ছাধীন বহু বিবাহ প্রতিপন্ন হইতে পারে । প্রথম বচনে এক ব্যক্তির বহু ভার্য্যা বিদ্যমান থাকার উল্লেখ আছে, কিন্তু ঐ বহু ভার্য্যা বিবাহ অধিবেদনের নির্দিষ্ট নিমিত্ত নিবন্ধন নহে, তাহার কোনও হেতু লক্ষিত হইতেছে না । দ্বিতীয় বচনে যে বহু বিবাহের উল্লেখ আছে, তাহা যে কেবল পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ম নিবন্ধন ঘটিয়াছিল, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, কাবণ, ঐ বচনে পুত্রহীনা সপত্নীদের বিষয়ে ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে । তৃতীয় বচনে, তিন বিবাহের পর বিবাহান্তরের অবশ্য কর্তব্যতানির্দেশ আছে । কিন্তু এই বচন বহুবিবাহবিষয়ক নহে । ইহান স্থল এই,—যে ব্যক্তির ক্রমে দুই স্ত্রী গত হইয়াছে, সে পুনরায় বিবাহ করিলে, তাহার তিন বিবাহ হয় ; চতুর্থ বিবাহ না করিলে, তাহার প্রত্যবায় ঘটে । এই প্রত্যবায় পরিহারের নিমিত্ত, বিবাহার্থী ব্যক্তি, প্রথমতঃ এক ফল লাভকে স্ত্রী কাম্পনা করিয়া, উঁহাব সহিত তৃতীয়

বিবাহ সম্পন্ন করে, তৎপরে যে বিবাহ হয়, তাহা চতুর্থ বিবাহের স্থলে পরিগৃহীত হইয়া থাকে। এইরূপ তিন বিবাহ ও চারি বিবাহই এই বচনের উদ্দেশ্য। কেহ কেহ এই ব্যবস্থা করেন, যেখানে তিন স্ত্রী বর্তমান থাকে, সেই স্থলে এই বচন খাটিবেক (১৩)। যদি এই ব্যবস্থা আদরণীয় হয়, তাহা হইলে, বর্তমান তিন স্ত্রীর বিবাহ অধিবেদনের নির্দিষ্ট নিমিত্ত নিবন্ধন, আর চতুর্থ বিবাহ এই বচনে উল্লিখিত দোষের পরিহার স্বরূপ নিমিত্ত নিবন্ধন বলিতে হইবেক। অর্থাৎ, প্রথমতঃ স্ত্রী বক্ষ্যাত্ত প্রভৃতি নিমিত্ত বশতঃ ক্রমে তিন বিবাহ ঘটিয়াছে, পরে, তিন স্ত্রী বিদ্যমান থাকিলে, এই বচনে যে চতুর্থ বিবাহের অবশ্যকর্তব্যতা নির্দেশ আছে, তদনুসারে পুনরায় বিবাহ করা আবশ্যক হইতেছে। মনুবচনে অধিবেদনেব যে সমস্ত নিমিত্ত নির্দিষ্ট আছে, এই বচনে উল্লিখিত দোষের পরিহার তদতিরিক্ত নিমিত্তান্তর বলিয়া পবিগণিত হইবেক। ফল কথা এই, যখন শাস্ত্রকারেরা কাম্য-বিবাহস্থলে কেবল অসবর্ণা বিবাহেব বিধি দিয়াছেন, যখন ঐ বিধি দ্বারা, পূর্বপাদিনীতা স্ত্রীর জীবদ্ধশায়, যদৃচ্ছা ক্রমে সবর্ণাবিবাহ সর্বতোভাবে নিবিদ্ধ হইয়াছে, যখন উল্লিখিত বহুবিবাহ সকল অধিবেদনের নির্দিষ্ট নিমিত্ত বশতঃ ঘট্য সম্পূর্ণ সম্ভব হইতেছে, তখন যদৃচ্ছা ক্রমে যত ইচ্ছা বিবাহ করা শাস্ত্রকারদিগেব অনুমোদিত কার্য্য, ইহা কোনও মতে প্রতিপন্ন হইতে পারে না।

কেহ কেহ কহিয়া থাকেন, যখন পুৰাণে ও ইতিহাসে কোনও কোনও রাজাব যুগপৎ বহু স্ত্রী বিদ্রুমান থাকাব নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে, তখন পুরুষের বহু বিবাহ শাস্ত্রানুমত কর্ম্ম নহে, ইহা কিরূপে অঙ্গীকৃত হইতে পারে। ইহা যথার্থ বটে, পূর্বকালীন কোনও কোনও রাজাব বহু বিবাহেব পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু, সে সকল

বিবাহ যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বিবাহ নহে। রামায়ণে উল্লিখিত আছে, রাজা দশরথের অনেক মহিলা ছিল। কিন্তু তিনি যে যদৃচ্ছা ক্রমে সেই সমস্ত বিবাহ করিয়াছিলেন, কোনও ক্রমে এরূপ প্রতীতি জন্ম না। রামায়ণে যেরূপ নির্দিষ্ট আছে, তদনুসারে তিনি বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত পুত্রমুখ নিরীক্ষণে অধিকারী হয়েন নাই। ইহা নিশ্চিত বোধ হইতেছে, তাঁহার প্রথমপরিণীতা স্ত্রী বন্ধ্যা বলিবা পরিগণিতা হইলে, তিনি দ্বিতীয় বাব বিবাহ করেন; এবং সে স্ত্রীও পুত্রপ্রসব না করাতে, তাঁহারও বন্ধ্যাত্ব বোধে, রাজা পুনরায় বিবাহ করিয়াছিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাঁহার অনেক বিবাহ ঘটে। অবশেষে, চরম বয়সে, কোশল্যা, কেকয়ী, স্মিত্রা, এই তিন মহিষীর গর্ভে তাঁহার চারি সন্তান জন্মে। সুতরাং, রাজা দশরথের বহু বিবাহ পূর্ব পূর্ব স্ত্রীর বন্ধ্যাত্বশঙ্কা নিবন্ধন ঘটিয়াছিল, স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। দশরথ যে কারণে বহু বিবাহ করিয়াছিলেন, অত্যাশ্রয় রাজারাও সেই কারণে, অথবা শাস্ত্রোক্ত অশ্রু কোনও নিমিত্ত বশতঃ, একাধিক বিবাহ কবেন, তাহার সংশয় নাই। তবে, ইহাও লক্ষিত হইতে পারে, কোনও কোনও রাজা, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া, বহু বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু, তাদৃশ দৃষ্টান্ত দর্শনে, বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রানুমত ব্যাপার বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না। রাজার আচার সর্বসাধারণ লোকের পক্ষে আদর্শস্বরূপে পরিগৃহীত হওয়া উচিত নহে। ভাবতবলী রাজাবা স্ব স্ব অধিকারে এক প্রকার সর্বশক্তিমান ছিলেন। প্রজাবা ধর্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা অতিক্রম করিয়া চলিলে, রাজা, দণ্ড বিধান পূর্বক, তাহাদিগকে গ্রাযপথে অবস্থাপিত করিতেন। কিন্তু, রাজাবা উৎপত্তপ্রতিপন্ন হইলে, তাহাদিগকে গ্রাযপথে প্রবর্তিত করিবার লোক ছিল না। বস্তুতঃ, রাজারা সর্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রেচ্ছ ছিলেন। সুতরাং, যদি কোনও রাজা, উচ্ছৃঙ্খল হইয়া, শাস্ত্রোক্ত নিয়ম ন্যাত্যবেকে, যদৃচ্ছা ক্রমে বহু বিবাহ করিয়া থাকেন, সর্বসাধারণ লোক, সেই দৃষ্টান্ত

অনুবর্তী হইয়া, বহু বিবাহ করিলে, তাহা কোনও ক্রমে বৈধ বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না । মনু কহিয়াছেন,—

সোহগ্নিৰ্ভবতি বায়ুশ্চ সোহর্কঃ সোমঃ স ধর্মরাট্ ।

স কুবেরঃ স বরুণঃ স মহেন্দ্রঃ প্রভাবতঃ ॥ ৭ । ৭ ।

বালোহপি নাবমন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ ।

মহতী দেবতা হেযা নররূপেণ তিষ্ঠতি । ৭ । ৮ ।

রাজা প্রভাবে সাক্ষাৎ অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ, ইন্দ্র । রাজা বালক হইলেও, তাঁহাকে সামান্য মনুষ্য জ্ঞান করা উচিত নহে । তিনি নিঃসন্দেহ মহতী দেবতা, নররূপে বিবাজ করিতেছেন ।

রাজা প্রাকৃত মনুষ্য নহেন, শাস্ত্রকাবেবা তাঁহাকে মহতী দেবতা বলিয়া গণ্য করিয়াছেন । অতএব, যেমন দেবতার চরিত্র মনুষ্যের অনুকরণীয় নহে ; সেইরূপ, রাজার চরিত্রও মনুষ্যের পক্ষে অনুকরণীয় হইতে পারে না । এই নিমিত্ত, যাহা সর্বসাধারণ লোকের পক্ষে সর্বত্র। অবৈধ, তেজীযানের পক্ষে তাহা দোষাবহ নয় বলিয়া, শাস্ত্রকাবেরা ব্যবস্থা দিয়াছেন ।

ফলতঃ, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড যদৃচ্ছাপ্রবৃত্তব্যবহাবমূলক মাত্র । এই অতিজঘন্য অতিনৃশংস ব্যাপার শাস্ত্রানুমত বা ধর্ম্মানুগত ব্যবহার নহে ; এবং ইহা নিবাবিত হইলে, শাস্ত্রের অবমাননা বা ধর্ম্মলোপের অণুমাত্র সম্ভাবনা নাই ।

দ্বিতীয় আপত্তি ।

কেহ কেহ আপত্তি করিতেছেন, বহুবিবাহপ্রথা নিবাদিত হইলে, কুলীন ব্রাহ্মণদিগের জাতিপাত ও ধর্মলোপ ঘটিবেক । এই আপত্তি অযোপেত হইলে, বহুবিবাহপ্রথার নিবারণচেষ্টা কোনও মতে উচিত কর্ম্য হইত না । কোলীঅপ্রথাব পূর্ক্সাপব পর্যালোচনা কবিয়া দেখিলে, উহা অযোপেত কি না, তাহা প্রতীয়মান হইতে পারিবেক ; এজন্ত, কোলীঅধর্ম্যাদার প্রথম ব্যবস্থা ও বর্ত্তমান অবস্থা সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে ।

রাজা আদিহুব, পুত্রেষ্ঠিবাগের অনুষ্ঠানে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, অধিকাবস্থ ব্রাহ্মণদিগকে যজ্ঞ সম্পাদনের নিমিত্ত, আহ্বান কবেন । এ দেশেব তৎকালীন ব্রাহ্মণেবা আচারভ্রষ্ট ও বেদবিহিত ক্রিযাব অনুষ্ঠানে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন . সুতরাং, তাঁহাবা আদিহুবের অতিশ্রেত যজ্ঞ সম্পাদনে সমর্থ হইলেন না । রাজা, নিকপায় হইয়া, ৯৯৯ শাকে (১) কাঅকুজ্বাজেব নিকট, শাস্ত্রজ্ঞ ও আচারপূত পঞ্চ ব্রাহ্মণ প্রেরণ প্রার্থনায়, দূত প্রেবণ কবিলেন । কাঅকুজ্বাজ, তদনুসারে, পঞ্চ গোত্রের পঞ্চ ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া দিলেন—

- | | | |
|---|----------------|---------------|
| ১ | শাণ্ডিল্যগোত্র | ভট্টনারায়ণ । |
| ২ | কাশ্যপগোত্র | দক্ষ । |

(১) আদিহুেরা নবনবত্যাধিকনবশতীশতাব্দে পঞ্চ ব্রাহ্মণানায়গামাস ।

কৃষ্ণচন্দ্রচরিত্র ।

৩ বাৎসর্যগোত্র	ছান্দড ।
৪ ভরদ্বাজগোত্র	শ্রীহর্ষ ।
৫ সাবর্ণগোত্র	বেদগর্ভ । (২)

ব্রাহ্মণেরা সস্ত্রীক সভূত্য অশ্বাবোহনে গোড়দেশে আগমন করেন । চব্বণে চর্মপাছুকা, সর্ষাক্ষ সূচীবিদ্ধ বস্ত্রে আবৃত, এইরূপ বেশে তামূল চর্কণ করিতে করিতে, রাজবাটীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া, তাঁহারা দ্বারবানকে কহিলেন, ত্বরায় রাজার নিকট আমাদের আগমনসংবাদ দাও । দ্বারী, নরপতিগোচরে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাদের আগমন-সংবাদ প্রদান করিলে, তিনি প্রথমতঃ অতিশয় আশ্চর্য্যবোধিত হইলেন ; পরে, দৌবারিকের মুখে, তাঁহাদের আচার ও পরিচ্ছদের বিষয় অবগত হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এ দেশের ব্রাহ্মণেরা আচারভ্রষ্ট ও ক্রিয়াহীন বলিয়া, আমি দূর দেশ হইতে ব্রাহ্মণ আনাহঁলাম । কিন্তু, যেরূপ শুনিতেছি, তাহাতে উঁহাদিগকে আচারপুত বা ক্রিয়ানিপুণ বলিয়া বোধ হইতেছে না । যাহা হউক, আপাততঃ সাক্ষাৎ না কবিয়া, উঁহাদের আচার প্রভৃতির বিষয় সবিশেষ অবগত হই, পরে যেরূপ হয় করিব । এই স্থির করিয়া, রাজা দ্বারবানকে কহিলেন, ব্রাহ্মণ ঠাকুরদিগকে বল, আমি কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত আছি, এক্ষণে সাক্ষাৎ করিতে পারিব না, তাঁহারা বাসস্থানে গিয়া শ্রান্তিদূর করুন ; অবকাশ পাইলেই, সাক্ষাৎ করিতেছি ।

এই কথা শুনিয়া দ্বারবান, ব্রাহ্মণদিগের নিকটে আসিয়া, সমস্ত

(২) ভট্টনারায়ণো দক্ষো বেদগর্ভোহথ ছান্দঃ ।

অথ শ্রীহর্ষনামা চ কান্যকুব্জাৎ সমাগতাঃ ॥

শান্তিল্যগোত্রজশ্চেষ্ঠো ভট্টনারায়ণঃ কবিঃ ।

দক্ষোহথ কাশ্যপশ্চেষ্ঠো বাৎসর্যশ্চেষ্ঠোহথ ছান্দঃ ॥

ভরদ্বাজকুলশ্চেষ্ঠঃ শ্রীহর্ষো হর্ষবর্চনঃ ।

বেদগর্ভোহথ সাবর্ণো যথা দেব ইতি শ্রুতঃ ॥ কুলরাম ।

নিবেদন করিল । রাজা অবিলম্বেই তাঁহাদের সংবর্দ্ধনা করিবেন, এই বশুর করিয়া, ব্রাহ্মণেরা, আশীর্বাদ করিবার নিমিত্ত, জলগণ্ডু হস্তে দণ্ডায়মান ছিলেন, এক্ষণে, তাঁহার অনাগমনবাস্তা শ্রবণে, করস্থিত আশীর্বাদবারি নিকটবর্তী মল্লকাঠে নিক্ষিপ্ত করিলেন । ব্রাহ্মণদিগের এমনই প্রভাব, আশীর্বাদবারির স্পর্শ মাত্র, চিরশুষ্ক মল্লকাঠ সজীবিত, পল্লবিত ও পুষ্পফলে সুশোভিত হইয়া উঠিল (৩) । এই অদ্ভুত সংবাদ তৎক্ষণাৎ নরপতিগোচরে নীত হইল । রাজা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন । তাঁহাদের আচার ও পরিচ্ছদেব কথা শুনিয়া, প্রথমতঃ তাঁহার মনে অশ্রদ্ধা ও বিবাগ জন্মিয়াছিল, এক্ষণে বিলক্ষণ শ্রদ্ধা ও অনুবাগ জন্মিল । তখন তিনি, গলবস্ত্র ও কুতাঞ্জলি হইয়া, দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন, এবং দৃঢ়তর ভক্তিযোগ মহাকারে সাক্ষাৎ প্রণিপাত করিয়া, ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন (৪) ।

অনন্তর, রাজা, নির্দ্ধারিত শুভ দিবসে, সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণ দ্বারা, পুন্ড্রৈক্যাগ করাইলেন । যাগপ্রভাবে রাজমহিষী গর্ভবতী ও যথাকালে পুত্রবতী হইলেন । রাজা, যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া, নিজ রাজ্যে বাস করিবার নিমিত্ত, ব্রাহ্মণদিগকে অত্যন্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন । ব্রাহ্মণেরা, রাজার নির্বন্ধ উল্লঙ্ঘনে অসমর্থ হইয়া, তদীয় প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, এবং পঞ্চকোটি, কামকোটি,

(৩) বিক্রমপুরের লোকে বলেন, বল্লালসেনের বাগীর দক্ষিণে যে দিঘি আছে, তাহার উত্তর পাড়ে, পাকা ঘাটের উপর, ঐ বৃক্ষ অদ্যাপি সজীব আছে । বৃক্ষ অতি বৃহৎ, নাম গজারিবৃক্ষ । এতজাতীয় বৃক্ষ বিক্রমপুরের আব কোথাও নাই । ময়মনসিংহ জিলার মধুপুর পাহাড় ভিন্ন অন্যত্র কুত্রাপি লক্ষিত হয় না । মল্লকাঠ স্থলে অনেক গজের আলানপুত্ত বসিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন ।

(৪) এই উপাখ্যান সচরাচর যেকণ উল্লিখিত হইয়া থাকে, অবিকল সেইরূপ নির্দিষ্ট হইল ।

হবিকোট, কক্কগ্রাম, বটগ্রাম এই বাক্তদত্ত পঞ্চ গ্রামে (৫) এক এক জন বসতি করিলেন ।

ক্রমে ক্রমে এই পাঁচ জনের ষট্পঞ্চাশৎ সম্ভান জন্মিল । ভট্টনাভাষণের ষোড়শ, দক্ষের ষোড়শ, ত্রিহর্ষের চাবি, বেদগর্ভের দ্বাদশ, ছান্দেবের আট (৬) । এই প্রত্যেক সম্ভানকে রাজা বাসার্থে এক এক গ্রাম প্রদান করিলেন । সেই সেই গ্রামের নাম অনুসারে, তাঁহাদের সম্ভানপবম্প্রবা অমুকগ্রামীণ, অর্থাৎ অমুকগাঁই, বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন । শাণ্ডিল্যগোত্রে ভট্টনাভাষণবংশে বন্দ্য, কুম্ভ, দীর্ঘাক্ষী, ঘোষলী, বটব্যাল, পারিহা, কুলকুলী, কুশারি, কুলভি, সেধক, গডগডি, আকাশ, কেশরী, মাষচটক, বসুয়ারি, করাল, এই ষোল গাঁই (৭) , কাশ্যপগোত্রে দক্ষবংশে চট্ট, অম্বুলী, তৈলবাটী, পোড়ারি, হড, গুড, ভূবিষ্ঠাল, পালধি, পাকডাসী, পুষলী, মূলগ্রামী, কোষাবী, পলসায়ী, পীতমুণ্ডী, সিমলায়ী, ভট্ট এই ষোল গাঁই (৮) । ভবদ্বাজগোত্রে ত্রিহর্ষবংশে মুখুটী, ডিংসাই, সাহবি, রাই এই চাবি গাঁই (৯) ।

(৫) পঞ্চকোটঃ কামবোটীহ্রিকোটীশ্চতৈব চ ।

কক্কগ্রাম, বটগ্রামস্তেষাং স্থানানি পঞ্চ চ ॥ কুলবাম ।

(৬) ভট্টঃ ষোড়শোদ্ভূতা দক্ষতশ্চাপি ষোড়শ ।

চন্দ্রাবঃ ত্রিহর্ষজাতা দ্বাদশ বেদগর্ভতঃ ।

অষ্টাদশ পবিজ্ঞেয়া উদ্ভূতাশ্চান্দ্রান্মনৈঃ ॥ কুলবাম ।

(৭) বন্দ্যঃ কুম্ভমা দীর্ঘাক্ষী ঘোষলী বটব্যালকঃ ।

পাবী কুলী কুশারিশ্চ কুলভিঃ সেধকো গডঃ ।

আকাশঃ কেশরী মাষো বসুয়ারিঃ করালকঃ ।

ভট্টবংশোদ্ভবা এতে শাণ্ডিল্যে ষোড়শ স্মৃতাঃ ॥ কুলবাম ।

(৮) চট্টািম্বুলী তৈলবাটী পোড়ারিহডগুডকৌ ।

ভূবিষ্ঠ পালধিশ্চৈব পর্গটিঃ পুষলী তথা ।

মূলগ্রামী কোষাবী চ পলসায়ী চ পীতমঃ ।

সিমলায়ী তথা ভট্ট ইমে কাশ্যপসংজ্ঞকঃ ॥ কুলবাম ।

(৯) আদৌ মুখুটী ডিঙী চ সাহরী রাইক তথা ।

সার্বগোত্র বেদগর্ভবংশে গাঙ্গুলি, পুংসিক, নন্দিগ্রামী, ঘটেশ্বরী, কুন্দগ্রামী, সিয়ারি, মাটেশ্বরী, দায়ী, নায়েরী, পানিহাল, বালিয়া, সিদ্ধল এই বার গাঁই (১০) । বাৎস্রগোত্র ছান্দভবংশে কাজিলাল, মহিস্তা, পুতিতুও, পিপলাই, ঘোষাল, বাপুলি, কাজাবী, সিমলাল এই আট গাঁই (১১) ।

ভট্টনারায়ণ প্রভৃতির আগমনের পূর্বে, এ দেশে সাত শত ঘর ব্রাহ্মণ ছিলেন । তাঁহারা তদবধি হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইয়া বহিলেন, এবং সপ্তশতী নামে প্রসিদ্ধ হইয়া, পৃথক্ সম্প্রদায় রূপে পরিগণিত হইতে লাগিলেন । তাঁহাদের মধ্যে জগাই, ভাগাই, সাগাই, নানসী, আরথ, বালথবি, পিথুবি, মুলুকজুবি প্রভৃতি গাঁই ছিল । সপ্তশতী পঞ্চগোত্রবহির্ভূত, এজত, কাথকুজ হইতে আগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সম্মানেনা ইহাদের সহিত আহার ব্যবহার ও আদান প্রদান করিতেন না ; যাঁহারা করিতেন, তাঁহারাও সপ্তশতীর স্থায় হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইতেন ।

কাল ক্রমে আদিসূরের বংশধর হইল । সেনবংশীয় বাজাবা গৌড়দেশের সিংহাসনে অধিবোধন করিলেন (১২) । এই বংশে উদ্ভূত সুপ্রসিদ্ধ রাজা বল্লালসেনের অবিকারকালে কোলাহলমর্যাদা ব্যবস্থাপিত হয় । ক্রমে ক্রমে, কাথকুজ হইতে আগত ব্রাহ্মণদিগের সম্মানপরম্পরার মধ্যে বিজ্রালোপ ও আচাবত্রংশ ঘটয়া আসিতেছিল,

ভারদ্বাজা ইমে জাতাঃ জীর্হস্য তনুদ্বাঃ ॥ কুলদান ।

(১০) গাঙ্গুলিঃ পুংসিকো নন্দী ঘটাকুন্দসিয়ারিকাঃ ।

মাটো দায়ী তথা নায়ী পাবী বালী চ সিদ্ধলঃ ।

বেদগর্ভোদ্ভবা এত সার্বগে দ্বাদশ স্রুতাঃ ॥ কুলরাম ।

(১১) কাজিবিলা মহিস্তা চ পুতিতুও পিপলী ।

ঘোষালো বাপুলিস্তেব কাজাবী চ ভটেশ্ব চ ।

সিমলালশ্চ বিজ্ঞেয়া ইমে বাৎস্যকসংজ্ঞকাঃ ॥ কুলরাম ।

(১২) আদিসূরের বংশধর সেনবংশ ভাজা ।

কৈকুসেনেন কৈকজ পুত্র বল্লালসেন বাজা । ঘটবর্ণনিকা ।

উহাদের নিবারণই কোলীজমর্যাদা স্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য । রাজা বজ্রালসেন বিবেচনা করিলেন, আচার, বিনয়, বিদ্যা প্রভৃতি সদগুণের যথোপযুক্ত পুস্কার করিলে, ত্র্যাক্ষণেবা অবশ্যই সেই সকল গুণের রক্ষা বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান হইবেন । তদনুসারে, তিনি পরীক্ষা দ্বারা যাঁহা-দিগকে নবগুণবিশিষ্ট দেখিলেন, তাঁহাদিগকে কোলীজমর্যাদা প্রদান করিলেন । কোলীজপ্রবর্তক নয় গুণ এই,—আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আর্জি, ভপশ্রা, দান (১৩) । আর্জিগণের অর্থ পরিবর্ত, পরিবর্ত চারিপ্রকার, আদান, প্রদান, কুশত্যাগ ও ঘটকাগ্রে প্রতিজ্ঞা (১৪) । আদান, অর্থাৎ সমান বা উৎকৃষ্ট গৃহ হইতে কন্যাগ্রহণ ; প্রদান, অর্থাৎ সমান অথবা উৎকৃষ্ট গৃহে কন্যাদান ; কুশত্যাগ, অর্থাৎ কন্যার অভাবে কুশময়ী কন্যার দান ; ঘটকাগ্রে প্রতিজ্ঞা, অর্থাৎ উভয় পক্ষে কন্যার অভাব ঘটিলে, ঘটকের সম্মুখে বাক্য মাত্র দ্বারা পরস্পর কন্যাদান । সংকুলে কন্যাদান ও সংকুল হইতে কন্যাগ্রহণ কুলের প্রধান লক্ষণ ; কিন্তু কন্যার অভাব ঘটিলে, আদানপ্রদান সম্পন্ন হয় না ; স্নাতবাৎ কন্যাহীন ব্যক্তি সম্পূর্ণ কুল-লক্ষণাক্রান্ত হইতে পাবেন না । এই দোষ পরিহারের নিমিত্ত, কুশময়ী কন্যার দান ও ঘটক সমক্ষে বাক্য মাত্র দ্বারা পরস্পর কন্যাদানের ব্যবস্থা হয় ।

পূর্বে উল্লিখিত হইবাছে, কাণ্ডকৃত্ত হইতে আগত পঞ্চ ত্র্যাক্ষণেব বটপক্ষাংশ সন্তান এক এক গ্রামে বাস কবেন, সেই সেই গ্রামেব নাম অনুসারে, এক এক গাঁই হয়, তাঁহাদেব সন্তানপরম্পরা সেই সেই

(১৩) আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম ।

নিষ্ঠাভূক্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণম ॥ কুলরাম ।

একপ প্রবাদ আছে, পূর্বে নিষ্ঠাশাস্তিস্তপো দানম এইকপ পাঠ ছিল, নবধ বজ্রালকালীন ঘটকেরা শাস্তিশব্দস্থলে আর্জি শব্দ নিবেশিত করিয়াছেন ।

(১৪) আদানঞ্চ প্রদানঞ্চ কুশত্যাগস্তথা চ ।

প্রতিজ্ঞা ঘটবাক্যযু পরিবর্তশ্চতুর্নিধিঃ ॥ কুলরাম ।

গাঁই বলিয়া প্রসিদ্ধ হন । সমুদয়ে ৫৬ গাঁই, তন্মধ্যে বন্দা, চট্ট, মুখুটী, ঘোষাল, পুতিতুণ্ড, গাজুলি, কাজিলাল, কুন্দগ্রামী এই আট গাঁই সর্বতোভাবে নবগুণবিশিষ্ট ছিলেন (১৫), এজন্য কোলীয়া-মর্যাদা প্রাপ্ত হইলেন । এই আট গাঁইর মধ্যে, চট্টোপাধ্যায়বংশে বহুরূপ, সূচ, অরবিন্দ, হলধ্বজ, বাঙ্গাল এই পাঁচ ; পুতিতুণ্ডবংশে গোবর্দ্ধনাচার্য্য ; ঘোষালবংশে শির ; গাজোপাধ্যায়বংশে শিশ ; কুন্দগ্রামবংশে রোষাকর, বন্দোপাধ্যায়বংশে জাহ্নব, মহেশ্বর, দেবল, বামন, জৈশান, মকরন্দ এই ছয় ; মুখোপাধ্যায়বংশে উৎসাহ, গকড এই দুই ; কাজিলালবংশে কানু, কুতুহল এই দুই ; সমুদয়ে এই উনিশ জন কুলীন হইলেন (১৬) । পালধি, পাকডাশী, সিমলায়ী, বাপুলি, ভূবিষ্ঠাল, কুলকুলী, বটব্যাল, কুশারি, সেষক, কুমুম, ঘোবলী, মাঘচটক, বসুয়ারি, করাল, অমুলী, তৈলবাটী, মূলগ্রামী, পুখলী, আকাশ, পলসায়ী, কোয়ারী, সাহরি, ভট্টাচার্য্য, মাটেশ্বরী, নায়েরী, দাখী, শাবিহাল, সিমাবী, সিদ্ধল, পুংসিক, নন্দগ্রামী, কাজারী, সিমলাল, বালী, এই ৩৪ গাঁই অষ্টগুণবিশিষ্ট ছিলেন,

(১৫) বন্দ্যচট্টোহ্ম মুখুটী ঘোষালশ্চ ততঃ পরঃ ।

পুতিতুণ্ডশ্চ গাজুলিঃ কাজিঃ কুন্দেন চাষ্টমঃ ॥ কুলবান ।

(১৬) বহুরূপঃ সূচো নায় অরবিন্দো হলধ্বজঃ ।

বাঙ্গালশ্চ সমাখ্যাতাঃ পটকতে চট্টবংশজাঃ ॥

পুতিগোবর্দ্ধনাচার্য্যঃ শিরো ঘোষালসত্ত্ববঃ ।

গাজুলীঃ শিশো নাম্না কুন্দো রোষাকরোহপিচ ॥

জাহ্নবনাথাস্থা বন্দো মহেশ্বর উদারদীঃ ।

দেবলো বামনশ্চৈব জৈশানো মকরন্দকঃ ॥ .

উৎসাহগকডখ্যাতে মুখবংশসমুদ্ভবৌ ।

কানুকুতুহলাবেতৌ কাজিকুলপ্রতিষ্ঠিতৌ ।

উনবিংশতিসংখ্যাত, মনোরাঞ্জন পুজিতাঃ ॥ কুলবান ।

এজ্ঞা শ্রোত্রিয়সংজ্ঞাতাজন হইলেন (১৭) । পূর্বেকৃত নয় গুণের মধ্যে ইঁহারা আয়ত্তিগুণে বিহীন ছিলেন , অর্থাৎ, বন্দ্য প্রভৃতি আট গাঁই আদান প্রদান বিষয়ে যেমন সাবধান ছিলেন, পালধি প্রভৃতি চৌত্রিশ গাঁই সে বিষয়ে তদ্রূপ সাবধান ছিলেন না , এজ্ঞা তাঁহারা কোলীন্মর্মর্যাদা প্রাপ্ত হইলেন না । আর দীর্ঘাক্ষী, পারিহা, কুলভী, পোডারি, রাই, কেশবী, ষষ্ঠেশ্ববী, ডিংসাই, পীতমুণ্ডী, মহিস্তা, গৃড, পিপলাই, হড, গডগডি. এই চৌদ্দ গাঁই সদাচাব-পরিভ্রষ্ট ছিলেন, এজ্ঞা গোণ কুলীন বলিয়া পরিগণিত হইলেন(১৮) ।

এরূপ প্রবাদ আছে, রাজা বল্লালসেন, কোলীন্মর্মর্যাদা স্থাপনের দিন স্থির করিয়া, ব্রাহ্মণদিগকে নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে রাজসভার উপস্থিত হইতে আদেশ করেন । তাহাতে কতকগুলি ব্রাহ্মণ এক প্রহরের সময়, কতকগুলি দেড় প্রহরের সময়, আর কতকগুলি আড়াই প্রহরের সময়, উপস্থিত হন । যাঁহারা আড়াই প্রহরের সময় উপস্থিত হন, তাঁহারা কোলীন্মর্মর্যাদা প্রাপ্ত হইলেন , যাঁহারা দেড় প্রহরের সময়, তাঁহারা শ্রোত্রিয়, আর যাঁহারা এক প্রহরের সময়, তাঁহারা গোণ কুলীন, হইলেন । ইহাব তাৎপর্য্য এই, প্রকৃত প্রস্তাবে নিত্যক্রিয়া করিতে অধিক সময় লাগে , সুতরাং যাঁহারা আড়াই

(১৭) পালধিঃ পর্কটিশ্চব সিমলায়ী চ বাপুলিঃ ।

ভূবিঃ কুলী বটব্যালঃ কুশাবিঃ সেযকন্তথা ।

কুম্বমো ঘোষলী নাষো বস্মাবিঃ কবালকঃ ।

অপুলী টেলবাটী চ মূলগ্রামী চ পুমলী ।

আকাশঃ পলসায়ী চ বোঘারী সাত্তরিশুখা ।

ভউঃ সটিশ্চ নাঘেরী দায়ী পারী সিরিয়াকঃ ।

সিদ্ধলঃ পুংসিকো নন্দী কাঙ্কাবী সিমলালকঃ ।

বালী চেতি চতুঃস্বংশদ্বল্লান্নপৃচ্ছিতাঃ ॥ কুলবাম ।

(১৮) দীর্ঘাক্ষী পারিঃ কুলভী পোডাবী বাই কেশরী ।

মণ্ডা ডিণ্ডী পীতমুণ্ডী মহিস্তা গৃড পিপলী ।

তৎসং গডগডিশ্চ ইমে গোণাঃ প্রবীৰ্ত্তিতাঃ ॥ কুলবাদ ।

প্রহরের সময় আসিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে নিত্যক্রিয়া করিয়াছিলেন ; তদ্বারা রাজা তাঁহাদিগকে সদাচারপূত বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, এজন্য তাঁহাদিগকে প্রধান মর্যাদা প্রদান করিলেন । দেড় প্রহরের সময় আগতেরা আচারাংশে ন্যূন ছিলেন, এজন্য ন্যূন মর্যাদা প্রাপ্ত হইলেন ; আর এক প্রহরের সময় আগতেরা আচারভ্রষ্ট বলিয়া অবধারিত হইলেন, এজন্য রাজা তাঁহাদিগকে, হেয়জ্ঞান করিয়া, অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত করিলেন ।

এই রূপে কোলীন্দ্ৰমর্যাদা ব্যবস্থাপিত হইল । নিয়ম হইল, কুলীনেরা কুলীনের সাহিত আদানপ্রদান নির্বাহ করিবেন ; শ্রোত্রিয়ের কথ্যা গ্রহণ করিতে পারিবেন, কিন্তু শ্রোত্রিয়কে কথ্যাদান করিতে পারিবেন না, করিলে কুলভ্রষ্ট ও বংশজভাবাপন্ন হইবেন (১৯) ; আর গোণ কুলীনের কথ্যাগ্রহণ করিলে, এক কালে কুলক্ষয় হইবেক ; এই নিমিত্ত, গোণ কুলীনেবা অরি, অর্থাৎ কুলের শত্রু, বলিয়া প্রসিদ্ধ ও পরিগণিত হইলেন (২০) ।

কোলীন্দ্ৰমর্যাদা ব্যবস্থাপনের পৰ, বল্লালসেনের আদেশ অনুসারে, কতকগুলি ব্রাহ্মণ ঘটক এই উপাধি প্রাপ্ত হইলেন । ঘটকদিগের এই ব্যবসায় নিরূপিত হইল যে, তাঁহারা কুলীনদিগের স্তুতিবাদ ও বংশাবলী কীর্ত্তন করিবেন এবং তাঁহাদের গুণ, দোষ ও কোলীন্দ্ৰ-মর্যাদা সংক্রান্ত নিয়ম বিষয়ে সবিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন (২১) ।

(১৯) শ্রোত্রিয়াষ স্তুতাং দত্ত্বা কুলীনো বংশজো ভবেৎ । কুলরাম ।

(২০) অরযঃ কুলনাশকাঃ ।

তৎকন্যালাভসাদ্বেণ সমূলস্ত বিনশ্যতি ॥ কুলরাম ।

(২১) বল্লালবিষয়ে নৃনঃ কুলীনো দেবতাঃ স্বয়ম্ ।

শ্রোত্রিয়া ধেরেবা জেখা ঘটকাঃ স্তুতিপাঠকাঃ ॥

অশং বংশ" তথা দোষং যে জানন্তি মহাজনাঃ ।

ত এব ঘটক জেখা ন নামগ্রহণাৎ পরম্ ॥ কুলরাম ।

কুলীন, শ্রোত্রিয় ও গোণকুলীন ব্যতিরিক্ত আর একপ্রকার ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাদের নাম বংশজ । এরূপ নির্দিষ্ট আছে, ব্রাহ্মণদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিবার সময়, বঙ্গালের মুখ হইতে বংশজশব্দ নির্গত হইয়াছিল এই মাত্র, বাস্তবিক, তিনি কোনও ব্রাহ্মণদিগকে বংশজ বলিয়া স্বতন্ত্র শ্রেণীতে সন্নিবেশিত করেন নাই, উত্তর কালে বংশজব্যবস্থা হইয়াছে । যে সকল কুলীনের কন্যা ঘটনা ক্রমে শ্রোত্রিয়গৃহে বিবাহিতা হইল, তাঁহারা কুলভ্রষ্ট হইতে লাগিলেন । এইরূপে যাঁহাদের কুলভ্রংশ ঘটিল, তাঁহারা বংশজসংজ্ঞাতাজন ও মর্যাদা বিষয়ে গোণ কুলীনের সমকক্ষ হইলেন ; অর্থাৎ, গোণ কুলীনের কন্যা গ্রহণ করিলে যেমন কুলক্ষয় হইয়া যায়, বংশজকন্যা গ্রহণ করিলেও, কুলীনেব সেইরূপ কুলক্ষয় ঘটে ! এতদনুসারে বংশজ ত্রিবিধ, — প্রথম, শ্রোত্রিয় পাত্রে কন্যাদাতা কুলীন বংশজ ; দ্বিতীয়, গোণ কুলীনের কন্যাগ্রাহী কুলীন বংশজ ; তৃতীয়, বংশজের কন্যাগ্রাহী কুলীন বংশজ । স্থূল কথা এই, কোনও ক্রমে কুলক্ষয় হইলেই, কুলীন বংশজভাবাপন্ন হইয়া থাকেন (২২) ।

কৌলীন্দ্ৰমর্যাদা ব্যবস্থাপিত হইলে, এতদেশীয় ব্রাহ্মণেরা পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন—প্রথম, কুলীন, দ্বিতীয়, শ্রোত্রিয় ;

(২২) বঙ্গালের মুখ হইতে বংশজ নির্গত হইয়াছিল এই মাত্র, তিনি বংশজব্যবস্থা করেন নাই, ঘটকদিগের এই নির্দেশ সম্যক্ সংলগ্ন বোধ হয় না । ৫৩ গাঁইর মধ্যে, ৩৪ গাঁই শ্রোত্রিয়, ও ১৪ গাঁই গোণ কুলীন, বলিয়া ব্যবস্থাপিত হইয়াছিলেন ; অবশিষ্ট ৮ গাঁইর লোকের মধ্যে কেবল ১২ জন কুলীন হন, এই ১২ জন ব্যতিরিক্ত লোকদিগের বিষয়ে কোনও ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না । বোধ হইতেছে, বঙ্গাল এই সকল লোকদিগকে বংশজশ্রেণীবদ্ধ করিয়াছিলেন । বোধ হয়, ইঁহারা ইঁ আদিবংশজ ; তৎপরে, আদানপ্রদানদোষে যে সকল কুলীনের কুলভ্রংশ ঘটিয়াছে, তাঁহারাও বংশজসংজ্ঞাতাজন হইয়াছেন । ইহাও সম্পূর্ণ সম্ভব বোধ হয়, এই আদিবংশজেরাই বঙ্গালের নিকট ঘটক উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

তৃতীয় বংশজ ; চতুর্থ, গোঁণ কুলীন ; পঞ্চম, পঞ্চগোত্রবহির্ভূত
দশপুত্রী সম্প্রদায় ।

কাল ক্রমে, গোঁণ কুলীনেবা শ্রোত্রিয়শ্রেণীতে নিবেশিত হইলেন,
কিন্তু সর্বাংশে শ্রোত্রিয়দিগের সমান হইতে পারিলেন না । প্রকৃত
শ্রোত্রিয়েরা শুদ্ধ শ্রোত্রিয়, ও গোঁণ কুলীনেবা কষ্ট শ্রোত্রিয়, বলিয়া
উল্লিখিত হইতে লাগিলেন । গোঁণ কুলীন এই সংজ্ঞাকালে তাঁহারা
যে রূপ হয় ও অশ্রদ্ধেয় ছিলেন, কষ্ট শ্রোত্রিয় এই সংজ্ঞাকালেও
সেইরূপ রহিলেন ।

কৌলীভূম্যর্যাদা ব্যবস্থাপনের পর, ১০ পুরুষ গত হইলে, দেবীবর
ষট্‌কবিশারদ কুলীনদিগকে মেলবদ্ধ করেন । যে আচার, বিনয়, বিদ্যা
প্রভৃতি গুণ দেখিয়া, বজ্রাল ত্রাক্ষণদিগকে কৌলীভূম্যর্যাদা প্রদান
করিয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে তাহার অধিকাংশই লোপাপত্তি পায় ; কেবল
আবৃত্তিগুণ মাত্রে কুলীনদিগের যত্ন ও আস্থা থাকে । কিন্তু, দেবীবরের
সময়ে, কুলীনেরা এই গুণেও জলাঞ্জলি দিবাছিলেন । আদান-
প্রদানের বিশুদ্ধি বজ্রালদত্ত কুলমর্য্যাদার এক মাত্র অবলম্বন ছিল,
তাঁহাও লয়প্রাপ্ত হয় । যে সকল দোষে এককালে কুল নির্মূল হয়,
কুলীন মাত্রেই সেই সমস্ত দোষে দূষিত হইয়াছিলেন । যে যে কুলীন
একবিধ দোষে দূষিত, দেবীবর তাঁহাদিগকে এক সম্প্রদায়ে শিবিষ্ট
করেন । সেই সম্প্রদায়ের নাম মেল । মেলশব্দের অর্থ দোষমেলন,
অর্থাৎ দোষ অনুসারে সম্প্রদায়বন্ধন (২৩) । দেবীবর ব্যবস্থা করেন,
দোষ যায় কুল ভায় (২৪) । বজ্রাল গুণ দেখিয়া কুলমর্য্যাদার ব্যবস্থা
করিয়াছিলেন ; দেবীবর দোষ দেখিয়া কুলমর্য্যাদার ব্যবস্থা করিলেন ।
পৃথক্ পৃথক্ দোষ অনুসারে, দেবীবর তৎকালীন কুলীনদিগকে ৩৬

(২৩) দোষান্ মেলয়তীতি মেলঃ ।

(২৪) দোষো যত্র কুলং ভায় ।

মেলে (২৫) বন্ধ করেন । তন্মধ্যে ফুলিয়া ও খডদহ মেলের প্রাপ্ত্যুর্ভাব অধিক । এই দুই মেলের লোকেরাই প্রধান কুলীন বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন , এবং, এই দুই মেলের লোকেবাই, যার পর নাই, অত্যাচারকারী হইয়া উঠিয়াছেন । যে যে দোষে এই দুই মেল বন্ধ হয়, তাহা উল্লিখিত হইতেছে ।

গঙ্গানন্দমুখোপাধ্যায় ও শ্রীপতিবন্দ্যোপাধ্যায় উভয়ে একবিধ দোষে লিপ্ত ছিলেন ; এজন্য, দেবীবর এই দুই ফুলিয়ামেল বন্ধ কবেন । নাশা, ধন্ধ, বাকুইহাটী, মুলুকজুবী এই দোষচতুষ্টয়ে ফুলিয়ামেল বন্ধ হয় । নাথানামকস্থানবাসী বন্দ্যোপাধ্যায়েরা বংশজ ছিলেন , গঙ্গানন্দের পিতা মনোহর তাঁহাদের বাটীতে বিবাহ করেন । এই বংশজ-কন্যাবিবাহ দ্বারা তাঁহার কুলক্ষয় ও বংশজভাবাপত্তি ঘটে । মনোহরের কুলক্ষার নিমিত্ত, ঘটকেবা পরামর্শ করিয়া নাথার বন্দ্যোপাধ্যায়দিগকে শ্রোত্রিয় করিয়া দিলেন । তদবধি, নাথার বন্দ্যোপাধ্যায়েরা, বান্ধবিক বংশজ হইয়াও, মাঘচটক নামে শ্রোত্রিয় বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিলেন । বস্তুতঃ, এই বিবাহ দ্বারা মনোহরের কুলক্ষর স্বটিয়াছিল, কেবল ঘটকদিগের অনুগ্রহে কথঞ্চিৎ কুলক্ষয় হইল । ইহার নাম নাশাদোষ । শ্রীনাথচটোপাধ্যায়ের দুই অবিবাহিতা ছুহিতা ছিল । হাঁসাইনামক মুসলমান, ধন্ধনামক স্থানে, বলপূর্বক ঐ দুই কন্যার জাতিপাত করে । পরে, এক কন্যা কংসারিতনয় পরমানন্দ পুতিতুও, আর এক কন্যা গঙ্গাবরবন্দ্যোপাধ্যায় বিবাহ করেন । এই গঙ্গাবরের

(২৫) ১ ফুলিয়া, ২ খডদহ, ৩ সর্দানন্দী, ৪ বন্ধভী, ৫ সুবাই, ৬ আচার্য্যশেখরী, ৭ গণ্ডিতরত্নী, ৮ বাঙ্গাল, ৯ গোপালঘটকী, ১০ ছায়ানবল্লী, ১১ বিজয়পণ্ডিতী, ১২ চাঁদাই, ১৩ মাধাই, ১৪ বিদ্যাপরী, ১৫ পারিহাল, ১৬ জীরঙ্গভট্টী, ১৭ মালাধরখানী, ১৮ কাকুহী, ১৯ হরিমজুমদারী, ২০ জীবদনী, ২১ প্রমোদনী, ২২ দশরথঘটকী, ২৩ শুভরাজখানী, ২৪ নভিয়া, ২৫ রায়মেল, ২৬ চট্টরায়বী, ২৭ দেহাটী, ২৮ ছয়ী, ২৯ ঈশ্বরঘটকী, ৩০ আচম্বিতা, ৩১ ধনধরী, ৩২ বালী, ৩৩ রায়বঘোষলী, ৩৪ শুদ্ধোঙ্গসর্দানন্দী, ৩৫ সদানন্দ-খানী, ৩৬ চন্দ্রবতী ।

সহিত নীলকণ্ঠ গঙ্গোর আদানপ্রদান হয় । নীলকণ্ঠগঙ্গোর সহিত আদানপ্রদান দ্বারা, গঙ্গানন্দও যবনদোষে দূষিত হবেন । ইহার নাম ধনুদোষ (২৬) । বাকইহাটীগ্রামে ভোজন করিলে, ব্রাহ্মণের জাতিভ্রংশ ঘটিত । কাঁচনার মুখুটী অর্জুনমিশ্র ঐ গ্রামে ভোজন করিয়াছিলেন । ত্রিপতিবন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার সহিত আদানপ্রদান করেন । এই ত্রিপতিবন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত আদানপ্রদান দ্বারা গঙ্গানন্দও সেই দোষে দূষিত হইবেন । ইহার নাম বাকইহাটীদোষ । গঙ্গানন্দের ভ্রাতৃপুত্র শিবাচার্য্য, মুলুকজুবাকন্যা বিবাহ করিবা, কুলভ্রষ্ট ও মপ্তশতীভাবাপন্ন হইবেন, পরে ত্রিপতিবন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা বিবাহ করেন । ইহার নাম মুলুকজুরীদোষ ।

যোগেশ্বর পণ্ডিত ও মধুচটোপাধ্যায়, উভয়ে একবিধ দোষে লিপ্ত ছিলেন ; এজন্ত এই দুয়ে খুদদহমেল বদ্ধ হয় । যোগেশ্বরের পিতা হরিমুখোপাধ্যায় গজাডিকন্যা, যোগেশ্বর নিজে পিপলাই কন্যা, বিবাহ করেন । মধুচটোপাধ্যায় ডিংসাই রায় পরমানন্দের কন্যা বিবাহ করেন । যোগেশ্বর এই মধুচটোকে কন্যাদান করিয়াছিলেন ।

বংশজ, গোণ কুণীন ও মপ্তশতী সম্প্রদায়ের কন্যা বিবাহ করিলে, এক কালে কুলক্ষয় ও বংশজভাবাপত্তি ঘটে । ফুলিয়ামেলের প্রকৃতি গঙ্গানন্দমুখোপাধ্যায়ের পিতা মনোহর বংশজকন্যা বিবাহ করেন, গঙ্গানন্দভ্রাতৃপুত্র শিবাচার্য্য মুলুকজুবাকন্যা বিবাহ করেন । খুদদহমেলের প্রকৃতি যোগেশ্বর পণ্ডিতের পিতা হরিমুখোপাধ্যায় গজাডিকন্যা, যোগেশ্বর নিজে পিপলাইকন্যা, আর মধুচটোপাধ্যায়

(২৩) অনুচা জীনাখমুতা ধনুঘটিস্থলে গতা ।

হাঁসাইখানদারোণ যবনেন বলাংকুতা ॥

ধনুস্থানগতা কন্যা জীনাখচটীজায়জা ।

যবনেন চ সংসৃষ্টা সোতা কংসস্তুতেন বৈ ॥ দোমমানা ।

নাগাইচাউর কন্যা হাঁসাইখানদাবে ।

সেই কন্যা বিস্তা বৈল বন্দা গঙ্গাবরে ॥ ঘটবকরিব ।

ডিংসাইকন্যা, বিবাহ করেন। মুলুকজুবী পঞ্চগোত্রবহির্ভূত সপ্তশতী-সম্প্রদায়ের অন্তর্বর্তী, গড়গড়ি, পিপলাই ও ডিংসাই গোণ কুলীন। কুলিয়া ও খডদহ মেলের লোকেরা কুলীন বলিয়া যে অভিমান করেন, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক, কারণ, বংশজ, গোণ কুলীন ও সপ্তশতী কন্যা বিবাহ দ্বারা বহু কাল তাঁহাদের কুলক্ষয় ও বংশজ-ভাবাপত্তি ঘটয়াছে। অধিকন্তু, যবনদোষস্পর্শ বশতঃ, কুলিয়ামেলের লোকদিগের জাতিভ্রংশ হইয়া গিয়াছে। এইরূপ, সকল মেলের লোকেরাই কুবিবাহ প্রভৃতি দোষে কুলভ্রষ্ট ও বংশজভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছেন। ফলতঃ, মেলবন্ধনের পূর্বেই, বল্লালপ্রতিষ্ঠিত কুলমর্য্যাদার লোপাপত্তি হইয়াছে। এক্ষণে যাঁহারা কুলীন বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারা বাস্তবিক বহু কালের বংশজ। যাঁহারা বংশজ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন, কোলীন্যপ্রথাব নিয়ম অনুসারে, তাঁহাদের সহিত ইদানীন্তন কুলাভিমानी বংশজদিগের কোনও অংশে কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই (২৭)।

যে রূপ দর্শিত হইল, তদনুসারে বহুকাল রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের কোলীন্যমর্য্যাদা লয়প্রাপ্ত হইয়াছে। কোলীন্যের নিয়ম অনুসারে কুলীন বলিয়া গণনীয় হইতে পারেন, ইদানীং দৃঢ় ব্যক্তিই অপ্রাপ্য ও অপ্রসিদ্ধ। অতএব, যখন কুলীনের একান্ত অসম্ভাব ঘটয়াছে, তখন, বহুবিবাহপ্রথা নিবারিত হইলে, কুলীনদিগের জাতিপাত ও ধর্মলোপ ঘটবেক, এ আপত্তি কোনও মতে ন্যায্যোপেত বলিয়া অঙ্গীকৃত হইতে পারে না।

দেবীবর যে যে ঘর লইয়া মেল বদ্ধ করেন, সেই সেই ঘরে

(২৭) কি কি দোষে কোন কোন মেল বদ্ধ হয়, দোষমালাগ্রহে তাহার সবিস্তর বিবরণ আছে, বাহুল্যভয়ে এস্থলে সে সকল উল্লিখিত হইল না। যাঁহারা সবিশেষ জানিতে চাহেন, তাঁহাদের গকে দোষমালাগ্রহ দেখা আবশ্যক।

আদানপ্রদান ব্যবস্থাপিত হয়। মেলবন্ধনের পূর্বে, কুলীনদিগের আট ঘরে পরস্পর আদান প্রদান প্রচলিত ছিল। ইহাকে সর্কদ্বারী বিবাহ কহিত। তৎকালে আদানপ্রদানের কিছু মাত্র অসুবিধা ছিল না। এক ব্যক্তির অकारণে একাধিক বিবাহ করিবার আবশ্যকতা ঘটিত না, এবং কোনও কুলীনকন্যাকেই, যাব-জীবন, অবিবাহিত অবস্থায় কালযাপন করিতে হইত না। এক্ষণে, অল্প ঘরে মেল বদ্ধ হওয়াতে, কাপ্পনিক কুল রক্ষার জন্ত, এক পাত্রে অনেক কন্যাব দান অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল। এই রূপে, দেবীবরের কুলীনদিগের মধ্যে বহু বিবাহেব হ্রতপাত হইল।

অবিবাহিত অবস্থায় কন্যার ঋতুদর্শন, শাস্ত্র অনুসারে, ঘোরতর পাতকজনক। কাশ্যপ কহিয়াছেন,

পিতুর্গেহে চ যা কন্যা রজঃ পশ্যত্যসংস্কৃত।

ভ্রূণহত্যা পিতৃস্তুত্যাঃ সা কন্যা রুঘলী স্মৃতা ॥

যন্তু তাং বরয়েৎ কন্যাং ব্রাহ্মণো জ্ঞানদুর্বলঃ।

অশ্রাদ্ধেষমপাংক্তেয়ং তং বিদ্যাধ্বলীপতিম্ ॥ (২৮)

যে অবিবাহিতা কন্যা পিত্রালয়ে রজস্বলা হয়, তাহার পিতা ভ্রূণ-হত্যাপাপে লিপ্ত হন। সেই কন্যাকে রুঘলী বলে। যে জ্ঞান-বান ব্রাহ্মণ সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করে, সে অশ্রাদ্ধেয় (২৯), অস্যাংক্তেয় (৩০) ও রুঘলীপতি।

যম কহিয়াছেন।

মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা তথৈব চ।

ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্টা কন্যাং রজস্বলাম্ ॥ ২৩ ॥

(২৮) উদাহৃত।

(২৯) যাহাকে শ্রাদ্ধে নিমজ্জন করিয়া স্তোজন করাইলে শ্রাদ্ধ পণ্ড হয়।

(৩০) যাহার সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া স্তোজন করিলে গাপ হয়।

যস্তাং বিবাহয়েৎ কন্যাং ব্রাহ্মণো যদমোহিতঃ ।

অসন্ত্যম্যো হপাংক্তেয়ঃ স বিপ্রো বৃষলীপতিঃ ॥২৪॥ (৩১)

কন্তাকে অবিবাহিত অবস্থায় রজস্বলা দেখিলে, মাতা, পিতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, এই তিন জন নবকগামী হয়। যে ব্রাহ্মণ অজ্ঞানান্ধ হইয়া, সেই কন্তাকে বিবাহ কবে, সে অসন্ত্যম্য, (৩২) অপাংক্তেয় ও বৃষলীপতি ।

পৈচীনসি কহিয়াছেন,

যাবন্মোদ্ভিদ্যোতে স্তনৌ তাবদেব দেয়া । অথ ঋতুমতী
ভবতি দাতা প্রাতিগ্রহীতা চ নরকমাপ্নোতি পিতৃ-
পিতামহপ্রপিতামহাশ্চ বিষ্ঠায়াং জায়ন্তে । তস্মাৎ
নগ্নিকা দাতব্যা ॥ (৩৩)

স্তনপ্রকাশের পূর্বেই কন্তাদান করিবেক । যদি কন্তা বিবাহেব পূর্বে ঋতুমতী হয়, দাতা ও গ্রহীতা উভয়ে নরকগামী হব, এবং পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ বিষ্ঠার জঘগ্রহণ করে। অতএব ঋতুদর্শনের পূর্বেই কন্তাদান করিবেক ।

ব্যাস কহিয়াছেন,

যদি সা দাতৃবৈকল্যাদ্ভ্রজঃ পশ্যেৎ কুমারিকা ।

ভ্রণহত্যাশ্চ তাবত্যাঃ পতিতঃ স্মাত্তদপ্রদঃ ॥ (৩৪)

যে ব্যক্তি দানাদিকারী, যদি তাহাব দোষে কুমারী ঋতুদর্শন ক'ব, তবে, ঐ কুমারী অবিবাহিত অবস্থায় যত বার ঋতুমতী হয়, সে তত বার ভ্রণহত্যাপীপে লিপ্ত, এবং যথাকালে তাহাব বিবাহ না দেওয়াতে, পতিত হয় ।

(৩১) যমসংহিতা ।

(৩২) যাহার সহিত সন্তাষণ করিলে পাতক জন্মে ।

(৩৩) জীমূতবাহনপ্রণীত দায়ভাগসূত্র ।

(৩৪) ব্যাসসংহিতা । দ্বিতীয় অধ্যায় ।

অবিবাহিত অবস্থায় কন্যার ঋতুদর্শন ও ঋতুমতী কন্যার পাণিগ্রহণ এক্ষণকার কুলীনদিগের গৃহে সচরাচর ঘটনা । কুলীনেরা, দেবীববের কপোলকম্পিত প্রথার অনুবর্তী হইয়া, ঘোরতর পাতকগ্রস্ত হইতেছেন । শাস্ত্র অনুসারে বিবেচনা করিতে গেলে, তাঁহারা বহু কাল পতিত ও ধর্ম্মচ্যুত হইয়াছেন (৩৫) ।

কুলীনমহাশয়েরা যে কুলের অহঙ্কারে মত্ত হইয়া আছেন, তাহা বিধাতার সৃষ্টি নহে । বিধাতার সৃষ্টি হইলে, সে বিষয়ে স্বতন্ত্র বিবেচনা করিতে হইত । এ দেশের ব্রাহ্মণেরা বিদ্যাহীন ও আচারভ্রষ্ট হইতেছিলেন । যাহাতে তাঁহাদের মধ্যে বিদ্যা, সদাচার প্রভৃতি গুণের আদর থাকে, এক রাজা তাহার উপায় স্বরূপ কুলমর্য্যাদা ব্যবস্থা, এবং কুলমর্য্যাদা রক্ষার উপায় স্বরূপ কতকগুলি নিয়ম সংস্থাপন করেন । সেই রাজপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম অনুসারে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, কুবিবাহ প্রভৃতি দোষে বহু কাল কুলীন বাত্রে কুলক্ষয় হইয়া গিয়াছে ।

(৩৫) অবিবাহিত অবস্থায় কন্যার ঋতুদর্শন ও ঋতুমতী কন্যার পাণিগ্রহণ, শাস্ত্র অনুসারে, ঘোরতর পাতকজনক হইলেও, কুলাভিমानी মহাপুরুষেরা উহাকে দোষ বলিয়া গ্রাহ্য করেন না । দোষ বোধ করিলে, অকিঞ্চিৎকর কুলাভিমানের বশবর্তী হইয়া চলিতেন না, এবং কন্যাদিগকে অবিবাহিত অবস্থায় রাখিয়া, নিজে নরকগামী হইতেন না, এবং পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ এই তিন পূর্বপুরুষকে পরলোকে বিড়াকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত করিতেন না । ইহত, তাঁহারা,

কানমায়রগাভিষ্টেগদূহে কন্যার্কুমত্যপি ।

নচৈতেননাং প্রযচ্ছতু গুণহীনায় কহিচিৎ ॥ ৯ । ৮৯ ॥

কন্যা ঋতুমতী হইবা মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ববং গৃহে থাকিবেক, তথাপি তাহাকে কদাচ নিঃসর্গ পাত্র প্রদান করিবেক না ।

এই মানবীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া চলেন বলিয়া ভাবিয়া থাকেন । মনু নিঃসর্গ পাত্র কন্যাদান অবিধেয় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । কিন্তু, ইদানীন্তন কুলাভিমानी মহাশয়েরা সর্ব্বাপেক্ষা নিঃসর্গ ; আচার, বিনয়, বিদ্যা প্রভৃতি গুণে তাঁহারা একনাবে বর্জিত হইয়াছেন । সুতরাং, তাঁহাদের অভিমত শাস্ত্র অনুসারে বিবেচনা করিতে গেলে, এক্ষণকার কুলীন পাত্র কন্যাদান করাই সর্ব্বতোভাবে অবিধেয় বলিয়া নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইবেক ।

বধন, রাজপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম অনুসারে, রাজদত্ত কুলমর্যাদার উচ্ছেদ হইয়াছে, তখন কুলীনমণ্ডল মহাপুরুষদিগের ইদানীন্তন কুলাভিমান নিরবচ্ছিন্ন ভ্রান্তি মাত্র । অনন্তর, দেবীঘর যে অবস্থায় যে রূপে কুলের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে কুলীনগণের অহঙ্কার করিবার কোনও হেতু দেখিতে পাওয়া যায় না । কুলীনেরা স্ত্রীবোধ হইলে, অহঙ্কার না করিয়া, বরং তাদৃশ কুলের পরিচয় দিতে লজ্জিত হইতেন । লজ্জিত হওয়া দূরে থাকুক, সেই কুলের অভিমানে, শাস্ত্রের মন্তকে পদার্পণ করিয়া, স্বয়ং নরকগামী হইতেছেন, এবং পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, তিন পুরুষকে পরলোকে বিষ্ঠাভূদে বাস করাইতেছেন । ধন্য রে অভিমান ! তোর প্রভাব ও মহিমার ইয়ত্তা নাই । তুই মনুষ্যজাতির অতি বিষম শত্রু । তোর কুহকে পড়িলে, সম্পূর্ণ মতিচ্ছন্ন ঘটে ; হিতাহিতবোধ, ধর্মাধর্ম্যবিবেচনা একবারে অন্তর্হিত হয় ।

কৌলীন্যমর্যাদা ব্যবস্থাপনের পর, দশ পুরুষ গত হইলে, দেবীঘর, কুলীনদিগের মধ্যে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত দেখিয়া, মেলবন্ধন দ্বারা নূতন প্রণালী সংস্থাপন করেন । এক্ষণে, মেলবন্ধনের সময় হইতে দশ পুরুষ অতীত হইয়াছে (৩৬) ; এবং কুলীনদিগেব মধ্যে নানা বিশৃঙ্খলাও ঘটিয়াছে । সুতরাং, পুনরায় কোনও নূতন প্রণালী সংস্থাপনের সময় উপস্থিত হইয়াছে । প্রথমতঃ, ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত দেখিয়া, বজ্জালসেন, উহার নিবারণের অতিপ্রায়ে, কৌলীন্যমর্যাদা সংস্থাপন করেন । তৎপরে,

(৩৬) ১ জীহর্য, ২ জীগর্ভ, ৩ জিনিবাস, ৪ আরব, ৫ ত্রিবিক্রম, ৬ কাক, ৭ সাধু, ৮ জলাশয়, ৯ বাণেশ্বর, ১০ গুহ, ১১ মাধব, ১২ কোলাহল । জীহর্য প্রথম গৌড়দেশে আগমন করেন ।

১ উৎসাহ, ২ আহিত, ৩ উজ্জব, ৪ শিব, ৫ কৃষ্ণিংহ, ৬ গর্ভেশ্বর, ৭ মুবারি, ৮ অনিরুদ্ধ, ৯ লক্ষ্মীধর, ১০ মনোহর । মুখুটীবংশে উৎসাহ প্রথম কুলীন হন ।

১ গঙ্গানন্দ, ২ রামাচার্য্য, ৩ রাঘবেন্দ্র, ৪ নীলকণ্ঠ, ৫ বিষ্ণু, ৬ রামদেব, ৭ সীতারাম, ৮ সদাশিব, গোরচাঁদ, ১০ ইন্দ্র । গঙ্গানন্দ কুলিয়ামেলের প্রকৃতি । ইন্দ্রমুখোপাধ্যায় খড়দহগ্রামবাসী ।

কুলীনদিগের মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত দেখিয়া, দেবীবর উহার নিবারণেব আশায়ে মেলবন্ধন করেন। এক্ষণে, কুলীনদিগের মধ্যে যে অশেষ-বিধ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে, অগ্নিক কুলাভিমান পরিত্যাগ ভিন্ন, উহার নিবারণের আর উপায় নাই। যদি তাঁহারা স্মবোধ, ধর্ম্মভীরু ও আত্মমঙ্গলাকাজী হন, অকিঞ্চিৎকর কুলাভিমানে বিসর্জ্ঞন দিয়া, কুলীননামের কলঙ্ক বিমোচন করুন। আর, যদি তাঁহারা কুলাভিমান পরিত্যাগ নিতান্ত অসাধ্য বা একান্ত অবিধেয বোধ করেন, তবে তাঁহাদের পক্ষে কোনও নুতন ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যিক। এ অবস্থায়, বোধ হয়, পুনরায় সর্বদ্বাবী বিবাহ প্রচলিত হওয়া ভিন্ন, কুলীনদিগের পরিত্রাণেব আর পথ নাই। এই পথ অবলম্বন করিলে, কোনও কুলীনের অকাবণে একাধিক বিবাহের আবশ্যকতা থাকিবেক না, কোনও কুলীনকন্যাকে, যাবজ্জীবন বা দীর্ঘ কাল অবিবাহিত অবস্থায় থাকিয়া, পিতাকে নবকগামী কবিত্তে হইবেক না; এবং রাজন্যম দ্বারা বহুবিবাহপ্রথা নিবারিত হইলে, কোনও ক্ষতি বা অন্ত্রবিধা ঘটবেক না। এ বিষয়ে কুলীনদিগের ও কুলীনপক্ষপাতী মহাশয়দিগের যত্ন ও মনোযোগ করা কর্তব্য। অনর্থকর, অধর্ম্মকর কুলাভিমানের রক্ষা বিষয়ে, অন্ধ ও অবোধের ন্যায়, সহায়তা করা অপেক্ষা, যে সকল দোষ বশতঃ কুলীনদিগের ধর্ম্মলোপ ও যাব পর নাই অনর্থসংঘটন হইতেছে, সেই সমস্ত দোষের সংশোধন পক্ষে যত্নবান হইলে, কুলীনপক্ষপাতী মহাশয়দিগের বুদ্ধি, বিবেচনা ও ধর্ম্ম অনুযায়ী কর্ম্ম করা হইবেক।

ইদানীন্তন কুলাভিমानी মহাপুরুষেবা কুলীন বলিয়া অভিমান কবিত্তেছেন, এবং দেশস্ত লোকের পূজনীয় হইতেছেন। যদি তদীয় চরিত্র বিশুদ্ধ ও ধর্ম্মমার্গের অনুযায়ী হইত, তবে তাহাতে কেহ কোনও ক্ষতিবোধ বা আপত্তি উত্থাপন করিতেন না। কিন্তু, তাঁহাদের আচরণ, যার পর নাই, জঘন্য ও ঘৃণান্দ হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদের

আচরণ বিষয়ে লোকসমাজে শত শত উপাখ্যান প্রচলিত আছে ; এস্থলে সে সকলের উল্লেখ করা নিম্প্রয়োজন । কলকথা এই, দয়া, ধর্মভয়, লোকলজ্জা প্রভৃতি একবারে তাঁহাদের হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে । কন্যাসম্ভানের সুখ দুঃখ গণনা বা হিত অহিত বিবেচনা তদীয় চিন্তে কদাচ স্থান পায় না । কন্যা যাহাতে করণীয় যবে অর্পিত হয়, কেবল সেই বিষয়ে দৃষ্টি থাকে । অঘরে অর্পিত হইলে, কন্যা কুলক্ষয়কারিণী হয় , এজন্ত, কন্যাব কি দশা ঘটিবেক, সে দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, যেন তেন প্রকারেণ, কন্যাকে পাত্রসাৎ করিতে পারিলেই, তাঁহা চরিতার্থ হয়েন । অবিবাহিত অবস্থায়, কন্যা বাটী হইতে বহির্গত হইয়া গেলে, তাঁহাদের কুলক্ষয় ঘটে , বাটীতে থাকিয়া, ব্যভিচারদোষে আক্রান্ত ও জগৎহত্যাপাপে বাবংবাব লিপ্ত হইলে, কোনও দোষ ও হানি নাই । কথঞ্চিৎ কুলরক্ষা করিয়া, অর্থাৎ নামমাত্র বিবাহিতা হইয়া, কন্যা বারাক্ষরিত্তি অবলম্বন করিলে, তাঁহাদের কিঞ্চিৎ মাত্র ক্ষোভ, লজ্জা বা ক্ষতিবোধ হয় না । তাহার কারণ এই যে, এ সকল ঘটনায় কুললক্ষ্মী বিচলিতা হয়েন না । যদি কুললক্ষ্মী বিচলিতা না হইলেন, তাহা হইলেই তাঁহাদের সকল দিক রক্ষা হইল । কুললক্ষ্মীরও তাঁহাদের উপর নিরতিশয় স্নেহ ও অপবিসীম দয়া । তিনি, কোনও ক্রমে, সে স্নেহ ও সে দয়া পরিত্যাগ করিতে পাবেন না । এ স্থলে কুললক্ষ্মীর স্নেহ ও দয়ার একটি আশ্চর্য্য উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে ।

অমুক গ্রামে অমুক নামে একটি প্রধান কুলীন ছিলেন । তিনি তিন চারিটি বিবাহ করেন । অমুক গ্রামে যে বিবাহ হয়, তাহাতে তাঁহার দুই কন্যা জন্মে । কন্যারা জন্মাবধি মাতুলালয়ে থাকিয়া প্রতিপালিত হইয়াছিল । মাতুলেরা ভাগিনেয়ীদের প্রতিপালন করিতেছেন ও যথাকালে বিবাহ দিবেন এই স্থির করিয়া, পিতা নিশ্চিন্ত থাকিতেন, কোনও কালে তাহাদের কোনও তদ্বাবধান করিতেন না । দুর্ভাগ্য ক্রমে, মাতুলদের অবস্থা ক্ষুণ্ণ হওয়াতে, তাঁহারা ভাগিনেয়ীদের

বিবাহকার্য্য নির্বাহ করিতে পারেন নাই । প্রথমা কন্যাটির বয়ঃক্রম ১৮, ১৯ বৎসর, দ্বিতীয়াটির বয়ঃক্রম ১৫, ১৬ বৎসর, এই সময়ে, কোনও ব্যক্তি ভুলাইয়া তাহাদিগকে বাটী হইতে বাহির করিয়া লইয়া যায় ।

প্রায় এক পক্ষ অতীত হইলে, তাহাদের পিতা এই দুর্ঘটনার সংবাদ পাইলেন, এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া, এক আত্মীয়ের সহিত পরামর্শ করিবার নিমিত্ত, কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন । আত্মীয়ের নিকট এই দুর্ঘটনার বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া, তিনি গলদশ্রু লোচনে আকুল বচনে কহিতে লাগিলেন, তাই, এত কালের পর আমার কুললক্ষ্মী পরিত্যাগ করিলেন, আর আমার জীবনধারণ বুধা ; আমি অতি হতভাগ্য, নতুবা কুললক্ষ্মী বাম হইবে কেন । আত্মীয় কহিলেন, তুমি যে কখনও কন্যাদের কোনও সংবাদ লও নাই, এ তোমার সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত । যাহা হউক, কুলীন ঠাকুর, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, অবশেষে কন্যাপহারীর শরণাগত হইলেন এবং প্রার্থনা করিলেন, আপনি দয়া করিয়া, তিন মাসের জন্য, কন্যা দুটি দেন, আমি, তিন মাসের মধ্যে, উহাদিগকে আপনকার নিকট পঁতছাইয়া দিব । কন্যাপহারী ষাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা কবেন, এরূপ অনেক ব্যক্তি, কুলীনঠাকুরের কাতবতা দর্শনে ও আন্তরিক্য শ্রবণে অনুকম্পাপরতন্ত্র হইয়া, অনেক অনুরোধ করিয়া, তিন মাসের জন্য, সেই দুই কন্যাকে পিহুহুস্তে সমর্পণ করাইলেন । তিনি, চরিতার্থ হইয়া, তাহাদের দুই ভাগিনীকে আপন বসতিস্থানে লইয়া গেলেন. এবং এক ব্যক্তি, অদ্বৈত বিবাহ দিবান্বিত, চুবী করিয়া লইয়া গিয়াছিল, অনেক যত্নে, অনেক কৌশলে, ইহাদের উদ্ধার করিয়াছি, ইহা প্রচার কবিয়া দিলেন । কন্যারা না পলায়ন কবিত্তে পাবে, এজন্য, এক রক্ষক নিযুক্ত করিলেন । সে সর্বক্ষণ তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল ।

এইরূপ ব্যবস্থা কবিয়া, কুলীনঠাকুর, অর্থের সংগ্রহ ও বরের অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত, নির্গত হইলেন এবং এক মাস পরে, ভাদ্রমাসের শেষে,

বিবাহের উপযোগী অর্থ সংগ্রহ পূর্বক, এক ষষ্টিবর্ষীয় বর সমভি-
 ব্যাহারে, বাগীতে প্রত্যাগমন করিলেন । বর কন্যাদের চরিত্র বিষয়ে
 সমস্তই সবিশেষ জানিতে পারিয়াছিলেন , কিন্তু অগ্রে কোনও অংশে
 আপত্তি উত্থাপন বা অসম্মতি প্রদর্শন না করিয়া, বিবাহের সময়,
 উপস্থিত সর্ব জন সমক্ষে, অম্লান মুখে কহিলেন, আমি শুনলাম এই
 দুই কন্যা অতি দুষ্চরিত্রা , আমি ইহাদের পাণিগ্রহণ কবিব না । কন্যা-
 কর্তাকে ভয় দেখাইয়া, নিবন্ধিত দক্ষিণা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক প্রাপ্তিই
 এই অসম্মতি প্রদর্শনের এক মাত্র উদ্দেশ্য । সামান্যরূপ বাদানুবাদ ও
 উপরোধ অনুবোধের পর, বর, আব বাব টাকা পাইলে বিবাহ করিতে
 পাবেন, এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ কবিলেন । কন্যাকর্তা, এক বিঘা
 ত্রক্কত্র ভূমি বন্ধক রাখিয়া, বাব টাকা আনিয়া, বরের হস্তে সমর্পণ
 কবিলে, শেষ রাত্রিতে, নির্বিবাদে, কন্যা দুয়েব সম্প্রদানক্রিয়া সম্পন্ন
 হইয়া গেল । কুলীনঠাকুরেব কুলবক্ষা হইল । যাঁহারা বিবাহক্ষেত্রে
 উপস্থিত ছিলেন, স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কুললক্ষ্মী বিচলিতা
 হইলেন না, এই আনন্দে ত্রাঙ্কণের নবনয়ুগলে অশ্রুধারা বহিতে
 লাগিল ।

পর দিন প্রভাত হইবা মাত্র, বর স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন ।
 কতিপয় দিবস অতীত হইলে, বিবাহিতা কুলপালিকারাও অন্তর্হিতা
 হইলেন । তদবধি, আব কেহ তাঁহাদের কোনও সংবাদ লয় নাই ;
 এবং, সংবাদ লইবার আবশ্যকতাও ছিল না । তাঁহারা পিতার কুলরক্ষা
 করিয়াছেন , অতঃপর তাঁহারা যথেষ্টচারিণী বলিয়া সর্বত্র পরিচিত
 হইলেও, ইদানীন্তন কুলীনদিগের কুলধর্ম অনুসারে, আর তাঁহাদের
 পিতাব কুলোচ্ছেদের আশঙ্কা ছিল না । বিশেষতঃ, তিনি কন্যাপহারীর
 নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তিন মাসের মধ্যে, কন্যাদিগকে তাঁহাব
 নিকট পৌঁছাইয়া দিবেন । বিবাহেব অব্যবহিত পরেই, প্রতিশ্রুত
 সময় উত্তীর্ণপ্রায় হয় । সে বাহা হউক, কুলীনঠাকুর কুললক্ষ্মীর স্নেহে

ও দয়ায় বঞ্চিত হইলেন না, ইহাই পরম সৌভাগ্যের বিষয় । চকলা বলিয়া লক্ষ্মীর বিলক্ষণ অগবাদ আছে । কিন্তু কুলীনের কুললক্ষ্মী সে অগবাদের আশ্পদ নহেন ।

অনেকেই এই ঘটনার সবিশেষ বিবরণ অবগত হইয়াছিলেন, কিন্তু, তজ্জন্য, কেহ কুলীনঠাকুরের প্রতি অশ্রদ্ধা বা অনাদর প্রদর্শন করেন নাই ।

তৃতীয় আপত্তি ।

কেহ কেহ আপত্তি করিতেছেন, বহুবিবাহপ্রথারহিত হইলে, ভঙ্গ-কুলীনদের সর্বনাশ । এক ব্যক্তি অনেক বিবাহ কবিত্তে না পারিলে, তাঁহাদের কৌলীন্যমর্যাদার সমূলে উচ্ছেদ ঘটবেক । এই আপত্তির বলাবল বিবেচনা করিতে হইলে, ভঙ্গকুলীনের কুল, চরিত্র প্রভৃতির পরিচয় দেওয়া আবশ্যক ।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, বংশজকন্যা বিবাহ কবিলে, কুলীনের কুলক্ষয় হয়, এজন্য কুলীনেরা বংশজকন্যার পাণিগ্রহণে পরাধুখ থাকেন । এ দিকে, বংশজদিগের নিতাস্ত বাসনা, কুলীনে কন্যাদান করিয়া বংশের গৌরববর্দ্ধন কবেন । কিন্তু সে বাসনা অনায়াসে সম্পন্ন হইবার নহে । যাঁহারা বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন, তাদৃশ বংশজেরাই সেই সৌভাগ্যলাভে অধিকারী । যে কুলীনের অনেক সম্ভান থাকে, এবং অর্থলাভ সাতিশয় প্রবল হয়, তিনি, অর্থলাভে চরিতার্থ হইয়া, বংশজকন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দেন । এই বিবাহ দ্বারা কেবল ঐ পুত্রের কুলক্ষয় হয়, তাঁহার নিজের বা অন্যান্য পুত্রের কুলমর্যাদার কোনও ব্যতিক্রম ঘটে না ।

এইরূপে, যে সকল কুলীনসম্ভান, বংশজকন্যা বিবাহ কবিয়া, কুলভ্রষ্ট হয়েন, তাঁহারা স্বকৃতভঙ্গ কুলীন বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকেন । ঈদৃশ ব্যক্তির অতঃপর বংশজকন্যা বিবাহে আর আপত্তি থাকে না । কুলভঙ্গ কবিয়া কুলীনকে কন্যাদান করা বহুব্যয়সাধ্য, এজন্য সকল বংশজের ভাগ্যে সে সৌভাগ্য ঘটিলে উঠে না । কিন্তু স্বকৃতভঙ্গ কুলীনেরা কিঞ্চৎ পাইলেই তাঁহাদিগকে চরিতার্থ করিতে

প্রস্তুত আছেন। এই সুযোগ দেখিয়া, বংশজেরা, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দিয়া সমুষ্ঠ কবিয়া, স্বরূতভঙ্গ পাত্রে কন্যাদান করিতে আরম্ভ করেন। বিবাহিতা স্ত্রীর কোনও ভার লইতে হইবেক না, অর্থাৎ আপাততঃ কিঞ্চিৎ লাভ হইতেছে, এই ভাবিয়া স্বরূতভঙ্গেরাও বংশজদিগকে চবিতার্থ করিতে বিমুখ হইবেন না। এইরূপে, কিঞ্চিৎ লাভের লোভে, বংশজকন্যা বিবাহ করা স্বরূতভঙ্গের প্রকৃত ব্যবসায় হইয়া উঠে।

এতদ্বির, ভঙ্গকুলীনদের মধ্যে এই নিয়ম হইয়াছে, অন্ততঃ সমমান পর্যায়ের ব্যক্তিদিগকে কন্যাদান করিতে হইবেক, অর্থাৎ স্বরূতভঙ্গের কন্যা স্বরূতভঙ্গ পাত্রে দান করা আবশ্যিক। তদনুসারে, যে সকল স্বরূতভঙ্গের অবিবাহিতা কন্যা থাকে, তাঁহারাও, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দিয়া সমুষ্ঠ করিয়া, স্বরূতভঙ্গ পাত্রে কন্যাদান করেন। স্বরূতভঙ্গের পুত্র, পৌত্র প্রভৃতির পক্ষেও, স্বরূতভঙ্গ পাত্রে কন্যাদান করা শ্লাঘাব বিষয়; এজন্য, তাঁহারাও, সবিশেষ যত্ন কবিয়া, স্বরূতভঙ্গ পাত্রে কন্যাদান করিয়া থাকেন।

স্বরূতভঙ্গ কুলীন এইরূপে ক্রমে ক্রমে অনেক বিবাহ করেন। স্বরূতভঙ্গের পুত্রেরা এ বিষয়ে স্বরূতভঙ্গ অপেক্ষা নিতান্ত নিরুচ্চ মনেন। তৃতীয় পুরুষ অবধি বিবাহের সংখ্যা ন্যূন হইতে আবস্ত হয়। পূর্বে, বংশজকন্যা গ্রহণ করিলে, কুলীন এককালে কুলভ্রষ্ট ও বংশজভাবাপন্ন হইয়া, হয় ও অশ্রদ্ধেয় হইতেন; ইদানীং, পাঁচ পুরুষ পর্য্যন্ত, কুলীন বলিয়া গণ্য ও মান্য হইয়া থাকেন।

যে সকল হস্তভাগা কন্যা স্বরূতভঙ্গ অথবা দুপুকুরিয়া পাত্রে অর্পিতা হইলেন, তাঁহারা যাবজ্জীবন পিত্রালয়ে বাস করেন। বিবাহকর্তা মহাপুরুষেরা, কিঞ্চিৎ দক্ষিণা পাইয়া, কন্যাকর্তার কুলরক্ষা অথবা বংশের গৌরববর্দ্ধন করেন, এই মাত্র। সিদ্ধান্ত করা আছে, বিবাহকর্তাকে বিবাহিতা স্ত্রী তত্ত্বাবধানের, অথবা ভরণপোষণের, ভার বহন করিতে হইবেক না। সুতরাং, কুলীনমহিলাবা, নাম মাত্র বিবাহিতা

হইয়া, বিধবা কন্যার কন্যা, যাবজ্জীবন পিতৃকালয়ে কাশ্যপাশ করেন। স্বামিসহবাসসৌভাগ্য বিধাতা তাঁহাদের অদৃষ্টে লিখেন নাই, এবং তাঁহাও সে প্রত্যাশা রাখেন না। কন্যাপক্ষীয়েবা সবিশেষ চেষ্টা পাইলে, কুলীন জামাতা স্বশুরালয়ে আসিয়া দুই চারি দিন অবস্থিতি করেন, কিন্তু সেবা ও বিদায়ের ক্রটি হইলে, এ জন্মে আর স্বশুরালয়ে পদার্পণ করেন না।

কোনও কারণে কুলীনমহিলাব গর্ভসঞ্চাব হইলে, তাহার পবিপাকের নিমিত্ত, কন্যাপক্ষীয়দিগকে ত্রিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হয়। প্রথম, সবিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করিয়া, জামাতার আনয়ন। তিনি আসিয়া, দুই এক দিন স্বশুরালয়ে অবস্থিতি করিয়া, প্রস্থান কবেন। ঐ গর্ভ তাঁহার সহযোগে সম্ভূত বলিয়া প্রচারিত ও পরিগণিত হয়। দ্বিতীয়, জামাতার আনয়নে রূতকার্য্য হইতে না পারিলে, ব্যভিচার-সহচরী ভ্রূণহত্যা দেবীর আরাধনা। এ অবস্থায়, এ ব্যতিবিক্ত নিমিত্তের আর পথ নাই। তৃতীয় উপায় অতি সহজ, ও সাতিশয় কৌতুকজনক। তাহাতে অর্থব্যয়ও নাই, এবং ভ্রূণহত্যা দেবীর উপাসনাও করিতে হয় না। কন্যার জননী, অথবা বাটীর অপর গৃহিণী, একটি ছেলে কোলে করিয়া, পাডাব বেড়াইতে যান, এবং একে একে প্রতিবেশীদিগের বাটীতে গিয়া, দেখ মা, দেখ বোন, অথবা দেখ বাছা, এইরূপ সম্ভাষণ করিয়া, কথাপ্রসঙ্গে বলিতে আরম্ভ করেন, অনেক দিনের পর, কাল রাত্রিতে জামাই আসিয়াছিলেন; হঠাৎ আসিলেন, রাত্রিকাল, কোথায় কি পাব, ভাল করিয়া খাওয়াতে পারি নাই, অনেক বলিলাম, এক বেলা থাকিয়া, খাওয়া দাওয়া করিখা বাও; তিনি কিছুতেই রহিলেন না, বলিলেন, আজ কোনও মতে থাকিতে পারিব না; সন্ধ্যার পরেই অমুক গ্রামের মজুমদারদেব বাটীতে একটা বিবাহ করিতে হইবেক, পরে, অমুক দিন, অমুক গ্রামের হালদারদের বাটীতেও বিবাহের কথা আছে, সেখানেও যাইতে

হইবেক । যদি সুবিধা হয়, আসিবার সময় এই দিক হইয়া যাইব । এই বলিয়া ভোব ভোব চলিয়া গেলেন । স্বর্ণকে বলিয়াছিলাম, ত্রিপুরা ও কাশ্মিনীকে ডাকিয়া আন, তারা জামাইর সঙ্গে খানিক আমোদ আশ্বাদ করিবেক । একলা যেতে পারিব না বলিয়া, ছুঁড়ী কিছুতেই এল না । এই বলিয়া, সেই দুই কন্ঠার দিকে চাহিয়া, বলিলেন, এবাব জামাই এলে, যা তোরা যাস্ ইত্যাদি । এইরূপে, পাতার বাড়ী বাড়ী বেড়াইয়া, জামাতার আগমনবার্তা কীর্তন করেন । পরে স্বর্ণমঞ্জরীর গর্ভসংস্কার প্রচার হইলে, ঐ গর্ভ জামাতৃকৃত বলিয়া পরিপাক পায় ।

এই সকল কুলীনমহিলাই পুত্র হইলে, তাহারা দুপুরুষিয়া কুলীন বলিয়া গণনীয় ও পূজনীয় হয় । তাহাদের প্রতিপালন ও উপনয়নান্ত সংস্কার সকল মাতুলদিগকে করিতে হয় । কুলীন পিতা কখনও তাহাদের কোনও সংবাদ লয়েন না ও তত্ত্বাবধান করেন না, তবে, অন্নপ্রাশন আদি সংস্কারের সময়, নিমন্ত্রণপত্র প্রেরিত হইলে, এবং কিছু লাভের আশ্বাস থাকিলে, আসিয়া আভ্যুদয়িক করিয়া যান । উপনয়নের পর, পিতার নিকট পুত্রের বড় আদর । তিনি সঙ্কতিপন্ন বংশজদিগের বাটীতে তাহার বিবাহ দিতে আরম্ভ করেন, এবং পণ, গণ প্রভৃতি দ্বারা বিলক্ষণ লাভ করিতে থাকেন । বিবাহের সময়, মাতুলদিগের কোনও কথা চলে না, ও কোনও অধিকার থাকে না । পুত্র যত দিন অস্পবয়স্ক থাকে, তত দিনই পিতার এই লাভজনক ব্যবসায় চলে । তাহার চক্ষু কুটিলে, তাঁহার ব্যবসায় বন্ধ হইয়া যায় । তখন সে আপন ইচ্ছায় বিবাহ করিতে আরম্ভ করে, এবং এই সকল বিবাহে পণ, গণ প্রভৃতি যাহা পাওয়া যায়, তাহা তাহারই লাভ, পিতা তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না । কথাসম্মতান জন্মিলে, তাহার নানীছেদ অবধি অশেষ্যজিক্রিয়া পর্য্যন্ত, যাবতীয় ক্রিয়া মাতুলদিগকেই সম্পন্ন করিতে হয় । কুলীনকন্ঠার বিবাহ ব্যয়সাধ্য, এজন্য পিতা এ বিবাহের সময় সে দিক দিয়া চলেন না ।

কুলীনভাগিনেরী যথাযোগ্য পাত্রে অর্পিতা না হইলে, বংশের গৌরব-
হানি হয় ; এজত, তাঁহারা, ভক্তকুলীনেব কুলমর্যাদার নিয়ম অনুসারে,
ভাগিনেরীদের বিবাহকার্য্য নির্বাহ করবেন। এই মঙ্গল কল্পারা,
স্ব স্ব জননীর স্থায়, নাম মাত্রে বিবাহিতা হইয়া, মাতুলালয়ে কাল-
যাপন করেন।

কুলীনভাগিনী ও কুলীনভাগিনেরীদের বড় দুর্গতি। তাঁহাদিগকে,
পিত্রালয়ে অথবা মাতুলালয়ে থাকিয়া, পাচিকা ও পরিচরিকা উভয়ের
কর্ম্ম নির্বাহ করিতে হয়। পিতা যত দিন জীবিত থাকেন,
তত দিন কুলীনমহিলার নিতান্ত দুর্বস্থা ঘটে না। পিতার দেহাত্যয়ের
পর, ভ্রাতারা সংসারের কর্তা হইলে, তাঁহারা অতিশয় অপদস্থ হন।
প্রথরা ও মুখরা ভ্রাতৃতার্য্যারা তাঁহাদের উপর, যাব পর নাই, অত্যাচার
করেন। প্রাতঃকালে নিদ্রাত্ত, রাত্রিতে নিদ্রাগমন, এ উভয়ের
অন্তর্বর্তী দীর্ঘ কাল, উৎকর্ষ পরিশ্রম সহকারে, সংসারের সমস্ত কার্য্য
করিয়াও, তাঁহারা সুশীলা ভ্রাতৃতার্য্যাদের নিকট প্রতিষ্ঠা লাভ
করিতে পারেন না। ভ্রাতৃতার্য্যারা সর্বদাই তাঁহাদের উপর খড়্গহস্ত।
তাঁহাদের অশ্রুপাতের বিশ্রাম নাই বলিলে, বোধ হয়, অভ্যুক্তিদোনে
দুঃখিত হইতে হয় না। অনেক সময়, লাঞ্ছনা সহ করিতে না পারিয়া,
প্রতিবেশীদিগের বাটীতে গিয়া, অশ্রুবিসর্জন করিতে করিতে, তাঁহারা
আপন অদৃষ্টের দোষ কীর্তন ও কোলোত্তপ্রথার গুণ কীর্তন করিয়া
থাকেন, এবং পৃথিবীর মধ্যে কোথাও স্থান থাকিলে চলিয়া যাইতাম,
আর ও বাড়ীতে মাথা গলাইতাম না, এইরূপ বলিয়া, বিলাপ ও
পরিতাপ করিয়া, মনের আক্ষেপ মিটান। উত্তরসাধকের সংযোগ
ঘটিলে, অনেকানেক বয়স্থা কুলীনমহিলা ও কুলীনদুহিতা, যন্ত্রণাময়
পিত্রালয় ও মাতুলালয় পরিত্যাগ করিয়া, বারান্দনাবৃত্তি অবলম্বন করেন।

কলতঃ, কুলীনমহিলা ও কুলীনদুহিতাদিগের যন্ত্রণার পরিসীমা নাই।
যাহারা কখনও তাঁহাদের অবস্থার বিষয়ে দৃষ্টিপাত করেন, তাঁহারা ই

বুঝিতে পারেন, ঐ হতভাগা নারীদিগকে কত ক্রেশে কালযাপন করিতে হয়। তাঁহাদের যন্ত্রণার বিষয় চিন্তা করিলে, হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, এবং যে হেতুতে তাঁহাদিগকে ঐ সমস্ত দুঃসহ ক্রেশ ও যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে, মনুষ্যজাতির উপর অত্যন্ত অশ্রদ্ধা জন্মে। এক পক্ষের অমূলক অকিঞ্চির গৌরবলাভলোভ, অপর পক্ষের কিঞ্চিৎ অর্থলাভলোভ, সমস্ত অনর্থের মূল কারণ; আর, এই উভয় পক্ষ ভিন্ন, দেশস্থ যাবতীয় লোকের এ বিষয়ে ঔদাস্য্য অবলম্বন উহার সহকারী কাৰণ। যাঁহাদের দোষে কুলীনকন্যাদেব এই দুঃবস্থা, যদি তাঁহাদের উপর সকলে অশ্রদ্ধা ও বিদ্বেষ প্রদর্শন কবিতেন, তাহা হইলে, ক্রমে এই অসহ্য অত্যাচাৰেব নিবারণ হইতে পারিত। অশ্রদ্ধা ও বিদ্বেষের কথা দূরে থাকুক, অত্যাচাৰকারীরা দেশস্থ লোকের নিকট, যার পর নাই, মাননীয় ও পূজনীয়। এমন স্থলে, রাজদ্বারে আবেদন ভিন্ন, কুলীনকামিনীদিগের দুঃবস্থাবিমোচনের কি উপায় হইতে পারে। পৃথিবীর কোনও প্রদেশে স্ত্রীজাতিব ঈদৃশী দুঃবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি ধর্ম থাকেন, রাজা বল্লালসেন ও দেবীর দটক-বিশারদ নিঃসন্দেহ নরকগামী হইয়াছেন। ভারতবর্ষের অত্যাচার অংশে, এবং পৃথিবীর অপরাধব প্রদেশেও বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু, তথায় বিবাহিতা নারীদিগকে, এতদ্দেশীয় কুলীনকামিনীদের মত, দুর্দশায় কালযাপন করিতে হয় না। তাহারা স্বামীর গৃহে বাস করিতে পায়, স্বামীর অবস্থানরূপ গ্রাসাচ্ছাদন পায়, এবং পর্যায় ক্রমে স্বামীর সহবাসও লাভ করিয়া থাকে। স্বামিগৃহবাস, স্বামিসহবাস, স্বামিদত্ত গ্রাসাচ্ছাদন কুলীনকন্যাদের স্বপ্নেব অগোচর।

এ দেশের ভঙ্গকুলীনদের মত পায়ও ও পাতকী ভূমণ্ডলে নাই। তাঁহারা দয়া, ধর্ম, চক্ষুলাজ্ঞা ও লোকলজ্জায় একবারে বর্জিত। তাঁহাদের চরিত্র অতি বিচিত্র। চরিত্র বিষয়ে তাঁহাদের উপমা দিবার

হুল নাই। তাঁহাবাই তাঁহাদের এক মাত্র উপমাশূল। —কোনও প্রধান ভঙ্গকুলীনকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ঠাকুরদাদা মহাশয় ! আপনি অনেক বিবাহ করিয়াছেন, সকল স্থানে যাওয়া হয় কি। তিনি অম্লান মুখে উত্তর করিলেন, যেখানে ভিজিট(১) পাই, সেই স্থানে যাই। —গত দুর্ভিক্ষের সময়, এক জন ভঙ্গকুলীন অনেকগুলি বিবাহ করেন। তিনি লোকের নিকট আশ্রয়লাভ করিয়াছিলেন, এই দুর্ভিক্ষে কত লোক অনাভাবে মারা পড়িয়াছে, কিন্তু আমি কিছুই টেব পাই নাই, বিবাহ করিয়া সঙ্কল্পে দিনপাত করিয়াছি। —গ্রামে বারোয়ারিপূজার উদ্যোগ হইতেছে। পূজার উদ্যোগীরা, ঐ বিষয়ে চাঁদা দিবার জ্ঞাত্য, কোনও ভঙ্গকুলীনকে পীড়াপীড়ি কবাত, তিনি, চাঁদাব টাকা সংগ্রহের জন্য, একটি বিবাহ করিলেন। —বিবাহিতা স্ত্রী স্বামীর সমস্ত পরিবারের ভরণপোষণের উপযুক্ত অর্থ লইয়া গেলে, কোনও ভঙ্গকুলীন, দয়া করিয়া, তাঁহাকে আপন আবাসে অবস্থিতি করিতে অনুমতি প্রদান করেন; কিন্তু সেই অর্থ নিঃশেষ হইলেই, তাঁহাকে বাটী হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেন। —পুত্রবধূব ঋতুদর্শন হইয়াছে। সে যাঁহার কন্যা, তাঁহাব নিতান্ত ইচ্ছা, জামাতাকে আনাইবা, কন্যার পুনর্বিবাহসংস্কার নির্বাহ করেন। পাত্র দ্বারা বৈবাহিককে আপন প্রার্থনা জানাইলেন। বৈবাহিক, তদীয় পত্রের উত্তরে, অধিক টাকার দাওয়া করিলেন। কন্যার পিতা তত টাকা দিতে অনিচ্ছুক বা অসমর্থ হওয়াতে, তিনি পুত্রকে শ্বশুরালয়ে বাইতে দিলেন না, সুতরাং পুত্রবধূব পুনর্বিবাহসংস্কার এ জন্মের মত স্থগিত রহিল। —বহুকাল স্বামীর মুখ দেখেন নাই, তথাপি কোনও ভঙ্গকুলীনের ভার্য্যা ভাগ্যক্রমে গর্ভবতী হইবাছিলেন। ব্যভিচারিণী কন্যাকে গৃহে রাখিলে, জ্ঞাতিবর্গের নিকট অশ্রদশ ও

(১) ডাক্তারবা চিকিৎসা করিতে গেলে, তাঁহাদিগকে মাহা দিতে হয়, এ দেশের সাধারণ লোকের তাঁহাদের ভিজিট (Visita) বলে।

সমাজচ্যুত হইতে হয়, এজন্য, তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করা পরামর্শ স্থির হইলে, তাহাব হিতৈষী আত্মীয়, এই সর্বনাশ নিবারণের অন্য কোনও উপায় দেখিতে না পাইয়া, অনেক চেষ্টা করিবা, তদীয় স্বামীকে আনাইলেন। এই মহাপুরুষ, অর্থলাভে চরিতার্থ হইয়া, সর্ব নমস্কে স্বীকার করিলেন, রত্নমঞ্জরীর গর্ভে আমার সহযোগে সম্ভূত হইয়াছে।

ভঙ্গকুলীনের চরিত্র বিষয়ে এ স্থলে একটি অপূর্ণ উপাখ্যান কীর্তিত হইতেছে। কোনও ব্যক্তি মধ্যাহ্ন কালে বাটীর মধ্যে আহাব করিতে গেলেন; দেখিলেন, যেখানে আহারের স্থান হইয়াছে, তথায় দুটি অপরিচিত স্ত্রীলোক বসিয়া আছেন। একটির বয়ঃক্রম প্রায় ৬০ বৎসর, দ্বিতীয়াটির বয়ঃক্রম ১৮, ১৯ বৎসর। তাঁহাদের আকার ও পরিচ্ছদ দুববস্ত্রের একশেষ প্রদর্শন করিতেছে; তাঁহাদের মুখে বিবাদ ও হতাশতার সম্পূর্ণ লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। ঐ ব্যক্তি স্বীয় জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মা ইহারা কে, কি জন্তে এখানে বসিয়া আছেন। তিনি বৃদ্ধার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কহিলেন, ইনি সউরাজের স্ত্রী, এবং অস্পবয়স্কাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, ইনি তাঁহার কন্যা। ইহারা তোমাব কাছে আপনাদের দুঃখের পরিচয় দিবেন বলিয়া বসিয়া আছেন।

চট্টরাজ দুপুরুষিয়া ভঙ্গকুলীন, ৫, ৬ টি বিবাহ করিয়াছেন। তিনি ঐ ব্যক্তির নিকট মাসিক বৃত্তি পান, এজন্য, তাঁহাব যথেষ্ট খাতির রাখেন। তাঁহার ভগিনী, ভাগিনেয় ও ভাগিনেয়ীরা তাঁহার বাটীতে থাকে; তাঁহাব কোনও স্ত্রীকে কেহ কখনও তাঁহার বাটীতে অবস্থিতি করিতে দেখেন নাই।

স্নেহ দুই স্ত্রীলোকের আকার ও পরিচ্ছদ দেখিয়া, ঐ ব্যক্তিব অস্বস্তিকরূপে অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইল। তিনি, আহাব বন্ধ করিয়া, তাঁহাদের উপাখ্যান শুনিতে বসিলেন। বৃদ্ধা কহিলেন, আমি চট-

রাজের ভাৰ্য্যা, এটি তাঁহার কন্যা, আমার গৰ্ভে জন্মিয়াছে। আমি পিত্রালয়ে থাকিতাম। কিছু দিন হইল, আমার পুত্র কহিলেন, মা আমি তোমাদের দুজনকে অন্ন বস্ত্র দিতে পারিব না। আমি কহিলাম, বাছা বল কি, আমি তোমার মা, ও তোমার ভগিনী, তুমি অন্ন না দিলে আমরা কোথায় যাইব। তুমি এক জনকে অন্ন দিবে, আর এক জন কোথায় যাইবেক; পৃথিবীতে অন্ন দিবার লোক আর কে আছে। এই কথা শুনিয়া পুত্র কহিলেন, তুমি মা, তোমায় অন্ন বস্ত্র, যেরূপে পারি, দিও, উহার তার আমি আর লইতে পারিব না। আমি রাগ করিয়া বলিলাম, তুমি কি উহাকে বেষ্ঠা হইতে বল। পুত্র কহিলেন, আমি তাহা জানি না, তুমি উহার বন্দোবস্ত কর। এই বিষয় লইয়া, পুত্রের সহিত আমার বিষয় মনান্তর ঘটয়া উঠিল, এবং অবশেষে আমায় কত্যা সহিত বাটী হইতে বহির্গত হইতে হইল।

কিছু দিন পূর্বে শুনিয়াছিলাম, আমার এক মাস্তত ভগিনীব বাটীতে একটি পাচিকার প্রয়োজন আছে। আমরা উভয়ে ঐ পাচিকার কৰ্ম করিব, মনে মনে এই স্থির করিয়া, তথায় উপস্থিত হইলাম। কিন্তু, আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে, ২, ৪ দিন পূর্বে, তাঁহার পাচিকা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তখন নিতান্ত হতাশাস হইয়া, কি কবি, কোথায় যাই, এই চিন্তা করিতে লাগিলাম। অমুক গ্রামে আমার স্বামীর এক সংসার আছে, তাহার গৰ্ভজাত সন্তান চট্টের কারবার করিয়া, বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন হইয়াছেন, তাঁহার দয়া ধৰ্ম্মও আছে। ভাবিলাম, যদিও আমি বিমাতা, এ বৈমাত্রেয় ভগিনী, কিন্তু, তাঁহার শরণাগত হইয়া দুঃখ জানাইলে, অবশ্য দয়া করিতে পারেন। এই ভাবিয়া, অবশেষে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলাম, এবং সমস্ত কহিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার হস্তে ধরিয়া বলিলাম; বাবা, তুমি দয়া না করিলে, আমাদের আর গতি নাই।

আমার কাতরতা দর্শনে, সপত্নীপুত্র হইয়াও, তিনি যথেষ্ট স্নেহ

ও দয়া প্রদর্শন করিলেন, এবং কহিলেন, যত দিন তোমরা বাঁচিবে, তোমাদের ভরণপোষণ করিব। এই আশ্বাসবাক্য শ্রবণে আমি আহ্লাদে গদগদ হইলাম। আমার চক্ষুতে জলধারা বহিতে লাগিল। তিনি যথোচিত যত্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু, তাঁহার বাটীর স্ত্রীলোকেরা সেরূপ নহেন। এ আপদ আবার কোথা হইতে উপস্থিত হইল এই বলিয়া, তাঁহার, যার পর নাই, অনাদর ও অপমান করিতে লাগিলেন। সপত্নীপুত্র ক্রমে ক্রমে সবিশেষ সমস্ত অবগত হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের অত্যাচার নিবারণ করিতে পারিলেন না। এক দিন, আমি তাঁহার নিকটে শিয়া সমুদয় বলিলাম। তিনি কহিলেন, মা, আমি সমস্ত জানিতে পারিয়াছি; কিন্তু কোনও উপায় দেখিতেছি না। আপনারা কোনও স্থানে গিয়া থাকুন; যথো যথ্য, আমার নিকট লোক পাঠাইবেন, আমি আপনাদিগকে কিছু কিছু দিব।

এই রূপে নিরাশ্বাস হইয়া, কন্যা লইয়া, তথা হইতে বহির্গত হইলাম। পৃথিবী অন্ধকারময় বোধ হইতে লাগিল। অবশেষে ভাবিলাম, স্বামী বর্তমান আছেন, তাঁহার নিকটে যাই, এবং ছুববস্থা জানাই, যদি তাঁহার দয়া হয়। এই স্থির করিয়া, পাঁচ সাত দিন হইল, এখানে আসিয়াছিলাম। আজ তিনি স্পষ্ট জবাব দিলেন, আমি তোমাদিগকে এখানে রাখিতে, বা অন্য বস্তু দিতে, পারিব না। অনেক বলিল, তোমায় জানাইলে কোনও উপায় হইতে পারে, এজন্য এখানে আসিয়া বসিয়া আছি।

ঐ ব্যক্তি শুনিয়া ক্রোধে ও দুঃখে অতিশয় অভিভূত হইলেন, এবং অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, তিনি, চটুরাজের বাটীতে গিয়া, যথোচিত ভৎসনা করিয়া বলিলেন, আপনকার আচরণ দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইয়াছি। আপনি কোন বিবেচনায় তাহা-দিগকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতেছেন। আপনি তাহাদিগকে বাটীতে রাখিবেন কি না, স্পষ্ট বলুন। ঐ ব্যক্তির ভাবভঙ্গী দেখিয়া,

বৃত্তিভোগী চট্টরাজ ভয় পাইলেন, এবং কহিলেন, তুমি বাটীতে যাও, আমি ঘরে বুকিয়া পরে তোমার নিকটে যাইতেছি ।

অপবাহু কালে, চট্টরাজ ঐ ব্যক্তির নিকটে আসিয়া বলিলেন, যদি তুমি তাহাদের হিসাবে, মাস মাস, কিছু দিতে সম্মত হও, তাহা হইলে আমি তাহাদিগকে বাটীতে রাখিতে পারি । ঐ ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিলেন, এবং তিন মাসের দেয় তাঁহাব হস্তে দিয়া কহিলেন, এই রূপে তিন তিন মাসের টাকা আগামী দিব, এতদ্ভিন্ন, তাঁহাদের পরিবেশ বস্ত্রের ভার আমার উপর রহিল । আর কোনও ওজর করিতে না পারিয়া, নিকপায় হইয়া, চট্টরাজ, স্ত্রী ও কন্যা লইয়া, গৃহ প্রত্যাগমন করিলেন । তিনি নিজে দুঃশীল লোক নহেন । কিন্তু, তাঁহার ভগিনীরা দুর্দাস্ত দম্ভা, তাঁহাদের ভয়ে ও তাঁহাদের পরামর্শে, তিনি স্ত্রী ও কন্যাকে পূর্বোক্ত নিধাত জবাব দিয়াছিলেন । বৃত্তিদাতা ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, এবং মাসিক আর কিছু দিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন, এই কথা শুনিয়া, ভগিনীরাও অগত্যা সম্মত হইলেন । চট্টরাজ কখনও কোনও স্ত্রীকে আনিয়া নিকটে রাখিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, ভগিনীরা খড়্গহস্ত হইয়া উঠিতেন । সেই কারণে, তিনি, কস্মিন্ কালেও, আপন অভিপ্রায় সম্পন্ন করিতে পারেন নাই । ভদ্রকুলীনদিগের ভগিনী, ভাগিনেয় ও ভাগিনেয়ীরা পরিবারস্থানে পরিগণিত, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতির সহিত তাঁহাদের কোনও সংস্রব থাকে না ।

যাহা হউক, ঐ ব্যক্তি, পূর্বোক্ত ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, স্থানান্তরে গেলেন, এবং যথাকালে অঙ্গীকৃত মাসিক দেয় পাঠাইতে লাগিলেন । কিছু দিন পবে, বাটীতে গিয়া, তিনি সেই দুই হতভাগা নারীর বিবয়ে অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, চট্টরাজ ও তাঁহার ভগিনীরা স্থির করিয়াছিলেন, বৃত্তিদাতার অঙ্গীকৃত নূতন মাসিক দেয় পুরাতন মাসিক বৃত্তির অন্তর্গত হইয়াছে, আর তাহা কোনও কাৰণে রহিত

হইবার মত ; তদনুসারে, চট্টরাজ, ভগিনীর উপদেশের অনুবর্তী হইয়া, স্ত্রী ও কন্যাকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন, তাঁহারাও, পত্যস্তববিহীন হইয়া, কোনও স্থানে গিয়া অবস্থিতি করিতেছেন । কন্যাটি স্ত্রী ও বয়স্কা, বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, এবং জননীও সহিত সচ্ছন্দে দিনপাত করিতেছেন ।

এই উপাখ্যানে ভঙ্ককুলীনের আচরণের যেরূপ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, অতি ইতব জাতিতেও সেরূপ লক্ষিত হয় না । প্রথমতঃ, এক মহাপুরুষ বৃদ্ধ মাতা ও বয়স্কা ভগিনীকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন । পরে, তাঁহারা স্বামী ও পিতার শরণাগত হইলে, সে মহাপুরুষও তাঁহাদিগকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিলেন । এক ব্যক্তি, দয়া করিয়া, সেই দুই ভূতগণকে আশ্রয়দানের ভারবহনে অঙ্গীকৃত হইলেন, তাহাতেও স্ত্রী ও কন্যাকে বাটীতে রাখা পবামর্শ-সিদ্ধ হইল না । স্বামী ও উপযুক্ত পুত্র সত্ত্বে, কোনও ভদ্রগৃহে, বৃদ্ধা স্ত্রীর কদাচ এরূপ দুর্গতি ঘটে না । পিতা ও উপযুক্ত ভ্রাতা বিদ্যমান থাকিতে, কোনও ভদ্রগৃহের কন্যাকে, নিতান্ত অনাথার ন্যায়, অন্নবস্ত্রের নিমিত্ত, বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হয় না । ঐ কন্যার স্বামীও বিদ্যমান আছেন । কিন্তু, তাঁহাকে এ বিষয়ে অপবাধী করিতে পারা যায় না । তিনি স্বকৃতভঙ্ক কুলীন । মাহা হুঁক, আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ঈদৃশ দোষে দূষিত হইয়াও, চট্টরাজ ও তাঁহার উপযুক্ত পুত্র লোকসমাজে ছেয় বা অশ্রদ্ধেয় হইলেন না ।

ভঙ্ককুলীনের কুল, চরিত্র প্রভৃতির পরিচয় প্রদত্ত হইল । এক্ষণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, এক ব্যক্তি অনেক বিবাহ করিতে না পারিলে, ঈদৃশ কুলীনের অপকার বা মানহানি ঘটিবেক, এই অনুরোধে, বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকা উচিত ও আবশ্যিক কি না । প্রথমতঃ, যেলবন্ধনের পূর্বে, তাঁহাদের পুত্রাভাব কুল এককালে নির্মূল হইয়া গিয়াছে, তৎপরে, বংশজকথাপরিণয় দ্বারা, পুনরায়, তদীয় কপোল

কম্পিত নূতন কুলের লোণাপত্তি হইয়াছে। এইরূপে, দুই বার যাঁহাদের কুলোচ্ছেদ ঘটয়াছে, তাঁহাদিগকে কুলীন বলিয়া গণ্য করিবাব, এবং তদীয় শশবিষাণসদৃশ কুলমর্য্যাদার আদর করিবাব, কোনও কারণ বা প্রয়োজন লক্ষিত হইতেছে না। তাঁহাদের অবৈধ, নৃশংস, লজ্জাকর আচরণ দ্বারা সংসারে যে রূপ গরীয়সী অনিষ্টপরম্পরা দাঁটিতেছে, তাহাতে তাঁহাদিগকে মনুষ্য বলিয়া গণনা করা উচিত নয়। বোধ হয়, এক উত্তমে তাঁহাদের সমূলে উচ্ছেদ করিলে, অধর্ম্মগ্রস্ত হইতে হয় না। সে বিবেচনায়, তদীয় অকিঞ্চিৎকর 'কপোলকম্পিত কুলমর্য্যাদার হানি অতি সামান্য কথা। যাহা হউক, তাঁহাদের কুলক্ষয় হইয়াছে, সুতরাং তাঁহারা কুলীন নহেন, তাঁহারা কুলীন নহেন, সুতরাং তাঁহাদের কোলীন্মর্য্যাদা নাই, তাঁহাদের কোলীন্মর্য্যাদা নাই, সুতরাং বহুবিবাহপ্রথা নিবারণ দ্বারা কোলীন্মর্য্যাদার উচ্ছেদ-সম্ভাবনাও নাই।

এ স্থলে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যিক, এরূপ কতকগুলি ভঙ্গকুলীন আছেন, যে বিবাহব্যবসায়ে তাঁহাদের যৎপরোনাস্তি দ্বেষ। তাঁহারা বিবাহব্যবসায়ীদিগকে অতিশয় হয় জ্ঞান কবেন, নিজে প্রাণান্তেও একাধিক বিবাহ করিতে সম্মত নহেন, এবং যাহাতে এই কুৎসিত প্রথা রহিত হইয়া যায়, সে বিষয়েও চেষ্টা করিয়া থাকেন। উভয়বিধ ভঙ্গকুলীনের আচরণ পরম্পর এত বিভিন্ন, যে তাঁহাদিগকে এক জাতি বা এক সম্প্রদায়ের লোক বলিয়া, কোনও ক্রমে প্রতীতি জন্মে না। দুর্ভাগ্য ক্রমে, উক্তরূপ ভঙ্গকুলীনের সংখ্যা অধিক নয়। যাহা হউক, তাঁহাদের ব্যবহার দ্বারা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে, বিবাহ-ব্যবসায় পরিত্যাগ ভঙ্গকুলীনের পক্ষে নিতান্ত দুর্লভ বা অসাধ্য ব্যাপার নহে।

চতুর্থ আপত্তি ।

কেহ কেহ আপত্তি করিতেছেন, বহু কাল পূর্বে এ দেশে কুলীন ব্রাহ্মদিগের অত্যাচার ছিল । তখন অনেকে অনেক বিবাহ করিতেন । এখন, এ দেশে সে অত্যাচারের প্রায় নিবৃতি হইয়াছে ; যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, অল্প দিনের মধ্যেই তাহার সম্পূর্ণ নিবৃতি হইবেক । এমন স্থলে, বহুবিবাহ নিবারণ বিষয়ে রাজশাসন নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন ।

এক্কে কুলীনদিগের পূর্ববৎ অত্যাচার নাই, এই নির্দেশ সম্পূর্ণ প্রতারণাবাক্য ; অথবা, বাঁহারা সেরূপ নির্দেশ করেন, কুলীনদিগের আচার ও ব্যবহার বিষয়ে তাঁহাদের কিছু মাত্র অভিজ্ঞতা নাই । পূর্বে বিবাহ বিষয়ে কুলীনদিগের যেকপ অত্যাচার ছিল, এক্কেও তাঁহাদের তদ্বিয়ক অত্যাচার সৰ্ব্বতোভাবে তদবস্থাই আছে, কোনও অংশে তাহার নিবৃতি হইয়াছে, এরূপ বোধ হইবে না । এ বিষয়ে বৃথা বিতণ্ডা না করিয়া, কতকগুলি বর্তমান কুলীনের নাম, বয়স, বাসস্থান, ও বিবাহসংখ্যার পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে ।

শ্রুগলী জিলা ।

নাম	বিবাহ	বয়স	বাসস্থান
ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৮০	৫৫	বসো
ভগবান চট্টোপাধ্যায়	৭২	৬৪	দেশমুখো
পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৬২	৫৫	চিত্রশালি
মধুসূদন মুখোপাধ্যায়	৫৬	৪০	ঐ
তিতুরাম গাঙ্গুলি	৫৫	৭০	চিত্রশালি
রামময় মুখোপাধ্যায়	৫২	৫০	তাজপুর

নাম	বিবাহ	বয়স	বাসস্থান
বৈষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়	৫৭	৬০	ভুঁইপাড়া
শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়	৫০	৬০	পাখুড়া
নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৫০	৫২	ক্ষীরপাই
ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৭	৫২	আঁকড়ি শ্রীরামপুর
যতুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪১	৪৭	চিত্রশালি
শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৪০	৪৫	তীর্ণা
রামকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৪০	৫০	কোননগর
ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়	৪০	৫৫	দণ্ডিপুর
নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৬	৪৪	গোঁবহাটী
বসুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩০	৪০	খামারগাছী
শশিশেখর মুখোপাধ্যায়	৩০	৬০	ঐ
তারাকরণ মুখোপাধ্যায়	৩০	৩৫	বরজহাটী
ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২৮	৫০	গুডপ
শ্রীচরণ মুখোপাধ্যায়	২৭	৪০	সাক্কাই
রুক্ষধন বন্দ্যোপাধ্যায়	২৫	৫০	খামারগাছী
ভবনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	২৩	৪০	জাইপাড়া
মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২২	৩৫	খামারগাছী
গিৰিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২২	৩৪	কুচুণ্ডিয়া
প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়	২১	৩৫	কাপনীট
পার্বতীচরণ মুখোপাধ্যায়	২০	৪০	ভৈটে
যতুনাথ মুখোপাধ্যায়	২০	৩৭	মাহেশ
রুক্ষপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	২০	৪৫	বসন্তপুর
হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২০	৪০	রঞ্জিতবাটী
রমানাথ চট্টোপাধ্যায়	২০	৫০	গরলগাছা
অন্নদাচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২০	৪৫	ভৈটে

নাম	বিবাহ	বয়স	বাসস্থান
দীননাথ চট্টোপাধ্যায়	১৯	২৮	বসন্তপুর
রামরত্ন মুখোপাধ্যায়	১৭	৪৮	জয়রামপুর
কেন্দারনাথ মুখোপাধ্যায়	১৭	৩২	মাহেশ
দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৬	২০	চিত্রশালি
গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৬	৩৫	মহেশ্বরপুর
অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫	৩০	মালিপাড়া
অন্নদাচরণ মুখোপাধ্যায়	১৫	৩৫	গোয়াড়া
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়	১৫	৩৫	সোঁতিয়া
জগদ্বন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৫	৪০	খামারগাছী
অশ্বরনাথ মুখোপাধ্যায়	১৫	৩৬	ভুঁইপাড়া
হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৫	৩২	মোগলপুর
ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫	২৪	পাড়া
যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫	২২	ঐ
দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫	২৫	বেলেসিকরে
ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়	১৫	২০	ভৈটে
কালীপ্রসাদ গাঙ্গুলি	১৫	৪৫	পশপুৰ
স্বর্য়াকান্ত মুখোপাধ্যায়	১৫	৩৫	ভৈটে
বামকুমার মুখোপাধ্যায়	১৪	৩২	কীরপাই
কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৪	৪৫	মধুখণ্ড
কালীকুমার মুখোপাধ্যায়	১৪	২১	সিয়াখালা
শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫	৫০	চুঁচুড়া
মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৩	৫০	বৈটী
হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩	৪০	গরলগাছা
কার্ত্তিকেয় মুখোপাধ্যায়	১২	৩০	দেওড়া
যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১২	৩০	তাঁতিমাণ

নাম	বিবাহ	বয়স	বাসস্থান
মোহিনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	১২	৩০	মালিপাড়া
সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	১২	৪০	ঐ
ব্রজরাম চট্টোপাধ্যায়	১২	২৫	চন্দ্রকোনা
কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১২	৩২	কুমুনগর
রামতারক বন্দ্যোপাধ্যায়	১২	২৮	জয়বামপুর
কালিদাস মুখোপাধ্যায়	১২	৪০	ভুঁইপাড়া
বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায়	১২	৩০	বলাগড়
তিতুবাম মুখোপাধ্যায়	১২	৪০	নতিবপুর
প্রসন্নকুমার গাঙ্গুলি	১২'	৩৬	গজা
মনসারাম চট্টোপাধ্যায়	১১	৬৫	ভঙ্গপুর
আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়	১১	১৮	তাঁতিমাল
প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়	১১	৩০	গরলগাছা
লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	১০	২৫	বিদ্যাবতীপুর
শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১০	৪৫	ঐ
কালীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	১০	৩০	ভৈটে
রামকমল মুখোপাধ্যায়	১০	৪০	নিত্যানন্দপুর
কালীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	১০	২৮	বৈঁচী
দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়	১০	২৫	ঐ
মতিলাল মুখোপাধ্যায়	১০	৪৫	ঐ
ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১০	৪৫	ষসা
ভূর্গারাম বন্দ্যোপাধ্যায়	১০	৫০	শ্যামবাটী
যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	১০	৪৫	আনুড
প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়	১০	৩৫	বেঙ্গাই
চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১০	৩০	বৈতল
প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১০	৪০	বসন্তপুর

নাম	বিবাহ	বয়স	বাসস্থান
কৈলাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১০	৪০	সিয়াখালা
রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়	৯	৩৬	ষহুপুর
কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৯	৩০	নপাড়া
স্বর্য়াকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	৮	৪০	কৈটী
গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৮	৪৫	ঐ
চুনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	৮	৩২	ঐ
কালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৮	৪০	মোজ্জাই
গণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৮	২০	দেওড়া
দিগম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	৮	৩৫	গুড়প
কালিদাস মুখোপাধ্যায়	৮	৪০	মালিপাড়া
ষাদবচন্দ্র গাঙ্গুলি	৮	৩৫	বহরকুলী
মাধবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৮	২৫	সিকরে
কেন্দারনাথ মুখোপাধ্যায়	৮	৩২	বরিজহাটী
ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৮	৪৫	পাতুল
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়	৮	৪৫	জয়রামপুর
হরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৮	৬০	শ্যামবাটী
রামচাঁদ চট্টোপাধ্যায়	৮	৪০	ভঙ্গপুর
ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৭	৩২	ঐ
দিগম্বর মুখোপাধ্যায়	৭	৩৬	রত্নপুর
কুড়ারাম মুখোপাধ্যায়	৭	৩২	নতিবপুর
ভূর্গাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৭	৬২	মথুরা
বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৭	৩৪	বসন্তপুর
শ্রীধর বন্দ্যোপাধ্যায়	৭	৩৫	ভুবনুবা
রামসুন্দর মুখোপাধ্যায়	৭	৫০	আটপুর
বেণীমাধব গাঙ্গুলি	৭	৫০	চিত্রশালি

নাম	বিবাহ	বয়স	বাসস্থান
শ্রীমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৬	৩০	যোগলপুর
নবকুমার মুখোপাধ্যায়	৬	২২	চন্দ্রকোনা
যদুনাথ মুখোপাধ্যায়	৬	৩০	বাথরচক
চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৬	৩০	বসন্তপুর
উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়	৬	৪০	রঞ্জিতবাটী
উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৬	২৬	নন্দনপুৰ
গঙ্গানারায়ণ মুখোপাধ্যায়	৫	৩০	গৌরহাটী
ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৫	৩২	পশপুৰ
কালচাঁদ মুখোপাধ্যায়	৫	৫০	জুলতানপুৰ
মনসারাম চট্টোপাধ্যায়	৫	৪৫	তারকেশ্বর
গঙ্গানারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫	২২	আমড়াপাট
বিশ্বস্তর মুখোপাধ্যায়	৫	৪০	বালিগোড়
ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৫	৩৫	তারকেশ্বর
শ্যামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৫	৪০	তালাই
ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়	৫	২৬	টেকরা
হরশঙ্কু বন্দ্যোপাধ্যায়	৫	৪০	শাকু
নীলাধর বন্দ্যোপাধ্যায়	৫	৩২	সন্ধিপুৰ
কালিদাস মুখোপাধ্যায়	৫	৩০	বালিডাঙ্গা
ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫	৩৬	গৌরান্দ্রপুৰ
দ্বাবকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫	৩০	কৃষ্ণনগর
শীতারাম মুখোপাধ্যায়	৫	৩৫	চন্দ্রকোনা
রামধন মুখোপাধ্যায়	৫	৪০	চন্দ্রকোনা
নবকুমার মুখোপাধ্যায়	৫	৪৩	বরদা
ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়	৫	৩৫	নারীট
স্বর্য়াকুমার মুখোপাধ্যায়	৫	২৬	বরদা

নাম	বিবাহ	বয়স	বাসস্থান
শবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৫	১৯	নপাড়া
মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৫	১৮	দণ্ডিপুর

অনুমস্কান দ্বারা যত দূর ও যেরূপ জানিতে পারিয়াছি, তদনুসারে কুলীনদিগের বিবাহসংখ্যা প্রভৃতি প্রদর্শিত হইল। সবিশেষ অনুসন্ধান কবিলে, আবও অনেক বহুবিবাহকাবীর নাম পাওয়া যাইতে পারে। ৪, ৩, ২ বিবাহ করিয়াছেন, একপ-ব্যক্তি অনেক, বাহুল্যতবে এ স্থলে তাঁহাদের নাম নির্দিষ্ট হইল না। ভূমলী জিলাতে বহুবিবাহকাবী কুলীনের যত সংখ্যা, বর্দ্ধমান, নবদ্বীপ, যশর, বরিসাল, ঢাকা প্রভৃতি জিলাতে তাহা অপেক্ষা ন্যূন নহে, বরং কোনও জিলায় তাদৃশ কুলীনের সংখ্যা অধিক। কুলীনদিগের বিবাহের যে সংখ্যা প্রদর্শিত হইল, তাহা ন্যূনাধিক হইবার সম্ভাবনা। যাহারা অধিকসংখ্যক বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহারা নিজেই স্বকৃত বিবাহের প্রকৃত সংখ্যা অবধারিত বলিতে পারেন না। সুতরাং, অতের তাহা অবধারিত জানিতে পারা সহজ নহে। বিবাহের যে সকল সংখ্যা নির্দিষ্ট হইয়াছে, যদি কোনও স্থলে প্রকৃত সংখ্যা তাহা অপেক্ষা অধিক হয়, তাহাতে কোনও কথা নাই, যদি ন্যূন হয়, তাহা হইলে কুলীনপক্ষপাতী আপত্তিকারী মহাশয়েরা অনায়াসে বলিবেন, আমি ইচ্ছা পূর্বক সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া নির্দেশ করিয়াছি। কিন্তু, আমি সন্মত করি নাই, অনুসন্ধান দ্বারা যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহাই নির্দেশ করিয়াছি; জ্ঞান পূর্বক কোনও বৈলক্ষণ্য করি নাই।

প্রসিদ্ধ জনাই গ্রাম কলিকাতার ৫, ৬ ক্রোশ মাত্র অন্তরে অবস্থিত। এই গ্রামের যে সকল ব্যক্তি একাধিক বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহাদের পরিচয় স্বতন্ত্র প্রদত্ত হইতেছে।

নাম	বিবাহ	বয়স
মহানন্দ মুখোপাধ্যায়	১০	৩৫

ନାମ	ବିବାହ	ବୟସ
ସହନାଥ ବନ୍ଦ୍ୟୋପାଧ୍ୟାୟ	୧୦	୨୨
ଆନନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ଗାଙ୍ଗୁଲି	୭	୫୫
ହାରକାନାଥ ଗାଙ୍ଗୁଲି	୫	୩୨
ଭୋଳାନାଥ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ	୫	୫୦
ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ	୫ /	୬୪
ଞ୍ଜାୟାଚରଣ ବନ୍ଦ୍ୟୋପାଧ୍ୟାୟ	୪	୧୮
ଦୀନନାଥ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ	୪	୨୬
ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟନାଥ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ	୪	୪୫
ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟନାଥ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ	୪	୨୭
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବନ୍ଦ୍ୟୋପାଧ୍ୟାୟ	୪	୫୦
ଶ୍ରୀନାଥ ବନ୍ଦ୍ୟୋପାଧ୍ୟାୟ	୩	୨୨
ତ୍ରିପୁରାଚରଣ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ	୩	୩୫
କାଳିଦାସ ଗାଙ୍ଗୁଲି	୩	୨୬
ଦୀନନାଥ ଗାଙ୍ଗୁଲି	୩	୧୨
କାଳୀପଦ ବନ୍ଦ୍ୟୋପାଧ୍ୟାୟ	୩	୪୦
କେତ୍ରମୋହନ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ	୩	୪୦
କାଳୀପଦ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ	୩	୫୦
ସାଧବଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ	୩	୩୫
ନବକୂସାର ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ	୩	୪୩
ନୀଳମଣି ଗାଙ୍ଗୁଲି	୩	୫୮
କାଳୀକୂସାର ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ	୩	୫୫
ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ଗାଙ୍ଗୁଲି	୩	୫୦
ଶ୍ରୀନାଥ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ	୩	୪୩
ହାରାନନ୍ଦ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ	୩	୬୦
ପାରୀୟୋହନ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ	୨	୪୦

নাম	বিবাহ	বয়স
স্বর্য়্যকুমার মুখোপাধ্যায়	২	৪০
ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২	৫৫
সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২	৫৫
চন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়	২	৬০
চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়	২	২৫
রমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২	২৫
হরিনাথ মুখোপাধ্যায়	২	৬২
রাজমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	২	৫৭
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়	২	৫০
দীননাথ মুখোপাধ্যায়	২	৫০
বিশ্বভর মুখোপাধ্যায়	২	৫০
রামকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	২	৫০
প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়	২	৩৫
চন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	২	৩২
কালীকুমার গাঙ্গুলি	২	২৫
আশুতোষ গাঙ্গুলি	২	২০
বহুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২	৩১
নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২	৩৩
কেন্দারনাথ মুখোপাধ্যায়	২	২৮
গৌরীচরণ মুখোপাধ্যায়	২	২৮
ভগবান্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২	৩২
দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি	২	৩০
কলীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	২	৩২
হরিহর গাঙ্গুলি	২	৩৫
কামাখ্যানাথ মুখোপাধ্যায়	২	২৮

নাম	বিবাহ	বয়স
প্যারীমোহন গাঙ্গুলি	২	৩৩,
কালিদাস মুখোপাধ্যায়	২	৩৫
চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়	২	২৮
নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২	২৪
নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	২	২৮
দীননাথ মুখোপাধ্যায়	২	৩০
যত্ননাথ গাঙ্গুলি	২	২৭
বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়	২	২৭
গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২	২৭
চন্দ্রকুমার গাঙ্গুলি	২	২১
মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	২	২১
প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২	২২
বোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২	২০

এক্ষণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, বিবাহ বিষয়ে কুলীনদিগের অত্যাচারের নিরাস্তি হইয়াছে কি না। এখন যেকোন অত্যাচার হইতেছে, পূর্বে ইহা অপেক্ষা অধিক ছিল, এরূপ বোধ হয় না, বরং, পূর্বে অপেক্ষা এখানে অধিক অত্যাচার হইতেছে, ইহাই সম্পূর্ণ সম্ভব। পূর্বে অধিক টাকা না পাইলে, কুলীনেবা কুলভঙ্গ সম্মত ও প্রস্তুত হইতেন না। অধিক টাকা দিবা, কুলভঙ্গ করিয়া, কন্যার বিবাহ দেন, এরূপ ব্যক্তিও অধিক ছিলেন না। এ কারণে, স্বকৃত-ভঙ্গের সংখ্যা তখন অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প ছিল। কিন্তু অধুনাতন কুলীনেবা, অল্প লাভে সন্তুষ্ট হইয়া, কুলভঙ্গ করিয়া থাকেন। আর, কুলভঙ্গ করিয়া, কন্যার বিবাহ দিবার লোকের সংখ্যাও এখানে অনেক অধিক হইয়াছে। পূর্বে, কোনও গ্রামে কেবল এক ব্যক্তি কুলভঙ্গ করিয়া বন্যার বিবাহ দিতেন। পরে তাঁহার পাঁচ

পুল্ল হইল । তাহারা সকলে কন্যার বিবাহ বিষয়ে পিতৃদৃষ্টান্তেব অনুবর্তী হইয়া চলিয়াছেন । এমণে, সেই পাঁচ পুত্রের পুল্লদিগকে, কুলভঙ্গ করিয়া, কন্যার বিবাহ দিতে হইতেছে । সুতরাং, যে স্থানে কেবল এক ব্যক্তি কুলভঙ্গ করিয়া কন্যার বিবাহ দিতেন, সেই স্থানে এমণে সেই প্রথা অবলম্বন করিয়া চলিবার লোকেব সংখ্যা অনেক অধিক হইয়াছে । মূল্যও অম্প, গ্রাহকের সংখ্যাও অধিক, এজন্য, কুলভঙ্গ ব্যবসায়ের উত্তরোত্তর শ্রীরুদ্ধিই হইতেছে । সুতরাং, স্বরূতভঙ্গের সংখ্যা এখন অনেক অধিক এবং উত্তরোত্তর অধিক বই ন্যূন হওয়া সম্ভব নহে । স্বরূতভঙ্গেরা অধিক বিবাহ করিতেছেন, এবং স্থানে স্থানে তাঁহাদের যে কন্যার পাল জন্মিতেছে, তাঁহাদিগকে স্বরূতভঙ্গ পাত্রে অর্পণ করিতে হইতেছে । এমন স্থলে, বিবাহবিষয়ক অত্যাচারের বৃদ্ধি ব্যতীত হ্রাস কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, বুঝিতে পারা যায় না । যাহা হউক, কুলীনদিগের বিবাহ-বিষয়ক অত্যাচারের প্রায় নিবৃত্তি হইয়াছে, যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, অম্প দিনেই তাহাব সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হইবেক, এ কথা সম্পূর্ণ অলীক ।

কলিকাতাবাসী নব্য সম্প্রদায়েব অধিকাংশ ব্যক্তি পল্লীগ্রামের কোনও সংবাদ রাখেন না, সুতরাং, তত্রত্য যাবতীয় বিষয়ে তাঁহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, কিন্তু, তৎসংক্রান্ত কোনও বিষয়ে অতিপ্রায় প্রকাশের প্রয়োজন হইলে, সম্পূর্ণ অজিজেব ন্যায়, অসঙ্কুচিত চিত্তে তাহা করিয়া থাকেন । তাঁহারা, কলিকাতাব ভাবভঙ্গী দেখিয়া, তদনুসারে পল্লীগ্রামের অবস্থা অনুমান করিয়া লয়েন । ঐ সকল মহোদয়েরা বলেন, এ দেশে বিদ্রাব সবিশেষ চর্চা হওয়াতে, বহু-বিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথার প্রায় নিবৃত্তি হইয়াছে ।

এ কথা যথার্থ বটে, বহু কাল ইন্দুরেজী বিদ্রাব সবিশেষ অনুশীলন ও ইন্দুরেজজাতির সহিত ভূয়িষ্ঠ সংসর্গ দ্বারা, কলিকাতায় ও

কলিকাতার অব্যবহিত সন্নিহিত স্থানে কুপ্রথা ও কুসংস্কারের অনেক অংশে নিবৃত্তি হইয়াছে ; কিন্তু, তদ্ব্যতিরিক্ত সমস্ত স্থানে ইঙ্গরেজী বিদ্যার তাদৃশ অনুশীলন হইতেছে না ; ও ইঙ্গরেজজাতির সহিত তদ্রূপ ভূয়িষ্ঠ সংসর্গ ঘটিতেছে না ; সুতরাং সেই সেই স্থানে কুপ্রথা ও কুসংস্কারের প্রাচুর্য্য তদবস্থাই রহিয়াছে । ফলতঃ, পল্লীগ্রামের অবস্থা কোনও অংশে কলিকাতার মত হইয়াছে, এরূপ নির্দেশ নিতান্ত অসঙ্গত । কার্য্যাকারণভাবব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিলে, এরূপ সংস্কার কদাচ উদ্ভূত হইতে পারে না । কলিকাতায় যে কারণে যত কালে যে কার্য্যের উৎপত্তি হইয়াছে, যে সকল স্থানে যাবৎ সেই কারণের তত কাল সংযোগ না ঘটিতেছে, তাবৎ তথায় সেই কার্য্যের উৎপত্তি প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না । কলিকাতায় যত কাল ইঙ্গরেজী বিদ্যার যে রূপ অনুশীলন ও ইঙ্গরেজজাতির সহিত যে রূপ ভূয়িষ্ঠ সংসর্গ হইয়াছে, পল্লীগ্রামে যাবৎ সর্ব্বতোভাবে এরূপ না ঘটিতেছে, তাবৎ তথায় কলিকাতার অনুরূপ ফল লাভ কোনও মতে সম্ভবিত্তে পারে না । যাহা হউক, কলিকাতার ভাবভঙ্গী দেখিয়া, তদনুসারে পল্লীগ্রামের অবস্থা অনুমান করা নিতান্ত অব্যবস্থা ।

কলকথা এই, কোনও বিষয়ে যত প্রকাশের প্রয়োজন হইলে, সে বিষয়ের বিশেষজ্ঞ না হইয়া, তাহা করা পরামর্শসিদ্ধ নহে । সর্বিশেষ অনুসন্ধান ব্যতিরেকে, কেহ কোনও বিষয়ের বিশেষজ্ঞ হইতে পাবেন না । বহুবিবাহপ্রথা বিষয়ে সর্বিশেষ অনুসন্ধান করিলে, ঐ জঘন্য ও নৃশংস প্রথাব অনেক নিবৃত্তি হইয়াছে, উহা আর পূর্ব্বে যত প্রবল নাই, পরপ্রতাবণা যাহার উদ্দেশ্য নহে, তাদৃশ ব্যক্তি কদাচ এরূপ নির্দেশ করিতে পাবেন না । ঈর্ষ্যার পরতন্ত্র, বা বিদেহ-বুদ্ধিব অধীন, অথবা কুসংস্কারবিশেষের বশবর্ত্তী হইয়া, প্রস্তাবিত কোনও বিষয়ের প্রতিপক্ষতা করা মাত্র যাহার মুখ্য উদ্দেশ্য, তিনি সে বিষয়ের বিশেষজ্ঞই হউন, আর সম্পূর্ণ অনতিজ্ঞই হউন, যাহা

স্বপক্ষ সমর্থনের, বা পরপক্ষ খণ্ডনের, উপযোগী জ্ঞান করিবেন, তাহাই সচ্ছন্দে নির্দেশ করিবেন, যাহা নির্দেশ করিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণ অবাস্তব হইলেও, তাহাকেই সে বিষয়ের প্রকৃত অবস্থা বলিয়া কীর্তন করিতে কিছু মাত্র সঙ্কুচিত হইবেন না। কোনও ব্যক্তি, সদভিপ্রায়প্রবর্তিত হইয়া, কার্যাবিশেষের অনুষ্ঠান করিলে, উক্তবিধ ব্যক্তির ঐ অনুষ্ঠানকে, অসদভিপ্রায়প্রণোদিত বলিয়া, অম্লান মুখে নির্দেশ করেন; কিন্তু আপনাবা যে জিগীষার বশবর্তী হইয়া, অতথ্য নির্দেশ দ্বারা, অন্যের চক্ষে ধূলিমুষ্টি প্রক্ষেপ করিতেছেন, তাহা একবারও ভাবিয়া দেখেন না।

পঞ্চম আপত্তি ।

কেহ কেহ আপত্তি করিতেছেন, বহুবিবাহপ্রথা নিবাবিত হইলে, কায়স্থজাতির আত্মরসেব ব্যাঘাত ঘটবেক । এই আপত্তি অতি দুর্বল ও অকিঞ্চিৎকর । আত্মরস না হইলে, কায়স্থদিগের জাতিপাত ও ধর্মলোপ হয় না, এবং বিবাহবিষয়েও কোনও অসুবিধা ঘটে না ।

কায়স্থজাতি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ; প্রথম কুলীন, দ্বিতীয় মৌলিক । ঘোষ, বসু, মিত্র এই তিন ঘর কুলীন কায়স্থ । মৌলিক দ্বিবিধ, সিদ্ধ ও সাধ্য । দে, দত্ত, কর, সিংহ, সেন, দাস, গুহ, পালিত এই আট ঘর সিদ্ধ মৌলিক । আর সোম, কদ্র, পাল, নাগ, ভণ্ড, বিষ্ণু, ভদ্র, রাহা, কুণ্ড, সুর, চন্দ্র, নন্দী, শীল, নাথ, রক্ষিত, আইচ, প্রভৃতি যে বায়ত্তর ঘর কায়স্থ আছেন, তাঁহারা সাধ্য মৌলিক । সাধ্য মৌলিকেরা মর্যাদা বিষয়ে সিদ্ধ মৌলিক অপেক্ষা নিকৃষ্ট । সিদ্ধ মৌলিকেরা সম্মৌলিক, সাধ্য মৌলিকেরা বায়ত্তবিয়া, বলিয়া সচরাচর উল্লিখিত হইয়া থাকেন ।

কায়স্থজাতির বিবাহের স্থূল ব্যবস্থা এই ;—কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কুলীনকন্যা বিবাহ করিতে হয় ; মৌলিককন্যা বিবাহ করিলে, তাঁহার কুলভ্রংশ ঘটে । কিন্তু, প্রথম কুলীনকন্যা বিবাহ করিয়া, মৌলিককন্যা বিবাহ করিলে, কুলের কোনও ব্যাঘাত ঘটে না । কুলীনের অপব পুত্রেরা মৌলিককন্যা বিবাহ করিতে পাবেন, এবং সচরাচর তাহাই করিয়া থাকেন । মৌলিক মাত্রেয় কুলীন পাত্রে কন্যাদান ও কুলীনকন্যা বিবাহ করা আবশ্যিক । মৌলিকে মৌলিকে আদানপ্রদান হইলে, জাতিপাত ও ধর্মলোপ হয় না, কিন্তু, তাদৃশ আদানপ্রদান-

কারীদিগকে কাশ্মুসমাজে কিছু হয় হইতে হয়। ৬০, ৭০ বৎসর পূর্বে, মৌলিকে মৌলিকে বিবাহ নিতান্ত বিরল ছিল না, এবং নিতান্ত দোষাবহ বলিয়াও পরিগৃহীত হইত না।

মৌলিকেবা কুলীনের দ্বিতীয় পুত্র প্রভৃতিকে কন্যাদান করিয়া থাকেন। কিন্তু, কতিপয় মৌলিক পরিবারের সঙ্কল্প এই, কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কন্যাদান করিতে হইবেক। কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রথমে মৌলিককন্যা বিবাহ করিতে পারেন না। কুলীনকন্যা বিবাহ দ্বারা যাঁহার কুলরক্ষা হইয়াছে, মৌলিক কাশ্মু, অনেক ষড়্ ও অনেক অর্থব্যয় করিয়া, তাঁহাকে কন্যা দান করেন। কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র এইরূপে মৌলিকগৃহে যে দ্বিতীয় সংসার করেন, তাহার নাম আত্মরস; আর, যে সকল মৌলিকেব গৃহে এইরূপ বিবাহ হয়, তাঁহাদিগকে আত্মরসের ষব বলে।

মৌলিকেরা, আত্মরস করিয়া, অনেক ষড়ে জামাতাকে গৃহে রাখেন। তাহার কাণ এই বোধ হয়, কুলীনের জ্যেষ্ঠ সন্তান পিতৃমর্যাদা প্রাপ্ত হয়। আত্মরসপ্রিয় মৌলিকদিগের উদ্দেশ্য এই, তাঁহাদের দৌহিত্র সেই মর্যাদাব্যাজন হইবেক। কিন্তু, যে ব্যক্তির দুই সংসার, তাহার কোন স্ত্রী প্রথম পুত্রবতী হইবেক, তাহার স্থিতি নাই। পূর্বপরিণীতা কুলীনকন্যার অগ্রে পুত্র জন্মিলে, আত্মরসের উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যায়। জামাতাকে পূর্বপরিণীতা কুলীনকন্যার নিকটে যাইতে না দেওয়া, সেই উদ্দেশ্যসাধনের প্রধান উপায়। এজন্য, জামাতাকে সমুচিত কবিধা গৃহে রাখা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠে। তাদৃশ স্থলে, পূর্বপরিণীতা কুলীনকন্যা স্বামীর মুখ দেখিতে পান না। বস্তুতঃ, তাদৃশী কুলীনকন্যাকে, নাম মাত্র বিবাহিতা হইয়া, বিধবা কন্যার ন্যায়, পিত্রালয়ে কালযাপন করিতে হয়। কুলীন জামাতাকে বশে রাখা বিলক্ষণ ব্যয়সাধ্য, এজন্য, যে সকল আত্মরসপ্রিয় মৌলিকের অবস্থা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, তাঁহারা সে বিষয়ে কৃতকার্য হইতে পারেন

না ; সুতরাং, আদ্যরসের মুখ্য কল লাভ তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটয়া উঠে না । ঈদৃশ স্থলে, কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র, কুলীনকন্যা ও মৌলিক-কন্যা উভয়কে লইয়া, সংসারযাত্রা নির্বাহ করেন ।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, আত্মবস না করিলে, মৌলিকের জাতি-পাত বা ধর্মলোপ হয় না, এবং বিবাহ বিষয়েও কিছু মাত্র অসুবিধা ঘটে না । কুলীনের মধ্যম প্রভৃতি পুত্রকে কন্যাদান করিলেই মৌলিকের সকল দিক রক্ষা হয় । এজন্য, প্রায় সকল মৌলিকেই তাদৃশ পাত্রে কন্যাদান করিয়া থাকেন । আমি কুলীনেব জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কন্যাদান করিয়াছি, নিরবচ্ছিন্ন এই অভিমানসুখলোভের বশবর্তী হইয়া, কেবল কতিপয় মৌলিকপরিবার আত্মরস করেন । কিন্তু, তুচ্ছ অভিমানসুখের জন্য, পূর্বপরিণীতা নিরপরাধা কুলীনকন্যার সর্বনাশ করিতেছেন, ক্ষণ কালের জন্যেও সে বিবেচনা করেন না । যে দেশে আপন কন্যার হিতাহিত বিবেচনাব পদ্ধতি নাই, সে দেশে পরেব কন্যার হিতাহিত বিবেচনা সন্দেহপরাহত ।

যে সকল আদ্যরসপ্রিয় পরিবার নিঃস্ব হইয়াছেন, এবং অর্থ ব্যয় করিয়া, প্রকৃত প্রস্তাবে, আদ্যরস করিতে সমর্থ নহেন ; তাঁহাদের পক্ষে, আদ্যরস, অশেষ প্রকারে, বিলক্ষণ বিপদের স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে । তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা এই, আদ্যরসপ্রথা এই দণ্ডে রহিত হইয়া যায় । রাজশাসন দ্বারা এই কুৎসিত প্রথার উচ্ছেদ হইলে, তাঁহারা পরিত্রাণ বোধ করেন, কিন্তু, স্বয়ং সাহস করিয়া পথপ্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না । যদি তাঁহারা, আত্মরসে বিসর্জন দিয়া, কুলীনেব দ্বিতীয় প্রভৃতি পুত্রে কন্যাদান করিতে আরম্ভ করেন, তাঁহাদের জাতিপাত বা ধর্মলোপ হইবেক না । তবে, আদ্যবস কবিল না, অথবা কবিত্তে পারিল না, এই বলিয়া, প্রতিবেশীবা, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া, নিন্দা ও উপহাস করিবেন । কেবল এই নিন্দাব ও এই উপহাসের ভয়ে, তাঁহারা আদ্যরস হইতে

বিরত হইতে পারিতেছেন না। স্পষ্ট কথা বলিতে হইলে, আমাদের দেশের লোক বড় নির্দোষ, বড় কাপুরুষ।

রাজশাসন দ্বারা বহুবিবাহপ্রথা নিবারিত হইলে, আদ্যরসেব ব্যাঘাত ঘটবেক, সন্দেহ নাই, কিন্তু, কতিপয় মৌলিকপরিবারের তুচ্ছ অভিমানসুখের ব্যাঘাত ভিন্ন, কায়স্থজাতির কোনও অংশে কোনও অসুবিধা বা অপকার ঘটবেক, তাহার কোনও সম্ভাবনালক্ষিত বা অনুমেয় হইতেছে না। আদ্যরস, কায়স্থজাতির পক্ষে, অপরিহার্য ব্যবহার নহে। এই ব্যবহার অশেষ প্রকারে অনিষ্টকর ও অধর্মকর, তাহার সন্দেহ নাই। যখন, এই ব্যবহার রহিত হইলে, কায়স্থজাতির অহিত, অধর্ম, বা অন্যবিধ অসুবিধা বা অপকার ঘটতেছে না, তখন উহা বহুবিবাহ নিবারণের আপত্তিস্বরূপে উত্থাপিত বা পবিগৃহীত হওয়া কোনও মতে উচিত বা ন্যায্যনুগত নহে। আর, যদি রাজনিয়ম দ্বারা, বা অন্যবিধ কারণে, অকারণে একাধিক বিবাহ করিবার প্রথা রহিত হইয়া যায়, তাহা হইলেও আদ্যরসেব এককালে উচ্ছেদ হইতেছে না। কুলীনের যে সকল জ্যেষ্ঠ সম্ভানের স্ত্রীবিয়োগ ঘটবেক, তাঁহারা আদ্যরসের ঘবে দারপরিগ্রহ করিতে পারিবেন। যাহা হউক, এই আদ্যরসের ব্যাঘাত ঘটবেক, অতএব বহুবিবাহপ্রথা নিবারিত হওয়া উচিত নহে, ঈদৃশ আপত্তি উত্থাপন করা কেবল আপনাকে উপহাসাস্পদ করা মাত্র।

ষষ্ঠ আপত্তি ।

কেহ কেহ আপত্তি করিতেছেন, এ দেশে বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকাতে, অশেষবিধ অনিষ্ট ঘটিতেছে, সন্দেহ নাই, বাহাতে তাহার নিবারণ হয়, সে বিষয়ে সাধ্যানুসারে সকলের যথোচিত যত্ন ও চেষ্টা করা নিতান্ত উচিত ও আবশ্যিক । কিন্তু, বহুবিবাহ সামাজিক দোষ ; সামাজিক দোষের সংশোধন সমাজের লোকের কার্য্য ; সে বিষয়ে গবর্ণমেন্টকে হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়া কোনও ক্রমে বিধেয় নহে ।

এই আপত্তি শুনিয়া, আমি কিয়ৎ ক্ষণ হাস্ত্য সংবরণ করিতে পারি নাই । সামাজিক দোষের সংশোধন সমাজের লোকের কার্য্য, এ কথা শুনিতে আপাততঃ অত্যন্ত কর্ণসুখকর । যদি এ দেশের লোক সামাজিক দোষের সংশোধনে প্রবৃত্ত ও যত্নবান হয়, এবং অবশেষে রূতকার্য্য হইতে পারে, তাহা অপেক্ষা সুখের, আনন্দের, ও সৌভাগ্যের বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না । কিন্তু দেশস্থ লোকের প্রকৃতি, প্রবৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি, বিবেচনাশক্তি প্রভৃতির অশেষ প্রকারে যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, এবং অদ্যাপি পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে তাঁহারা সমাজের দোষসংশোধনে যত্ন ও চেষ্টা করিবেন, এবং সেই যত্নে ও সেই চেষ্টায় ইটসিদ্ধি হইবেক, সহজে সে প্রত্যাশা কবিতে পারা যায় না । ফলতঃ, কেবল আমাদের যত্নে ও চেষ্টায়, সমাজের সংশোধনকার্য্য সম্পন্ন হইবেক, এখনও এ দেশের সে দিন, সে সৌভাগ্যদশা উপস্থিত হয় নাই, এবং কত কালে উপস্থিত হইবেক, দেশের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া, তাহা

স্থির বলিতে পারা যায় না। বোধ হয়, কখনও সে দিন, সে সৌভাগ্যদশা, উপস্থিত হইবেক না।

যাঁহারা এই আপত্তি করেন, তাঁহারা নব্য সম্প্রদায়ের লোক। নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা অপেক্ষাকৃত বয়োবৃদ্ধ ও বহুদর্শী হইয়াছেন, তাঁহারা, অর্কাটীনের মত, সহসা এরূপ অসাব কথা মুখ হইতে বিনির্গত করেন না। ইহা যথার্থ বটে, তাঁহারাও এক কালে অনেক বিষয়ে অনেক আশ্চর্যান করিতেন, সমাজের দোষসংশোধন ও সমাজের শ্রীবৃদ্ধিসাধন তাঁহাদের জীবনের এক মাত্র উদ্দেশ্য, এ কথা সর্ব্ব ক্ষণ তাঁহাদের মুখে নৃত্য করিত। কিন্তু, এ সকল পঠদশার ভাব। তাঁহারা, পঠদশা সমাপন করিয়া, বৈষয়িক ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে ক্রমে, পঠদশার ভাবের তিরোভাব হইতে লাগিল। অবশেষে, সামাজিক দোষের সংশোধন দূরে থাকুক, স্বয়ং সেই সমস্ত দোষে সম্পূর্ণ লিপ্ত হইয়া, সচ্ছন্দ চিত্তে কালযাপন করিতেছেন। এখন তাঁহারা বহুদর্শী হইয়াছেন, সমাজের দোষসংশোধন, সমাজের শ্রীবৃদ্ধিসাধন, এ সকল কথা, ভ্রান্তি ক্রমেও, আর তাঁহাদের মুখ হইতে বহির্গত হয় না; বরং, ঐ সকল কথা শুনিলে, বা কাহাকেও ঐ সকল বিষয়ে সচেষ্ট হইতে দেখিল, তাঁহারা উপহাস করিয়া থাকেন।

এই সম্প্রদায়ের অস্পৃশ্যদিগের এক্ষণে পঠদশার ভাব চলিতেছে। অস্পৃশ্য দলের মধ্যে, যাঁহারা অস্পৃশ্য বয়সে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন, তাঁহাদেরই আশ্চর্যান বড়। তাঁহাদের ভাবভঙ্গী দেখিয়া, অনায়াসে লোকের এই প্রতীতি জন্মিতে পারে, তাঁহারা সমাজের দোষসংশোধনে ও শ্রীবৃদ্ধিসম্পাদনে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা যে মুখমাত্রসার, অন্তরে সম্পূর্ণ অসার, অনায়াসে সকলে তাহা বুঝিতে পারেন না। তাদৃশ ব্যক্তিরাই, উন্নত ও উদ্ধত বাক্যে, কহিয়া থাকেন, সমাজের দোষসংশোধন সমাজের লোকের কার্য্য, সে বিনয়ে গবর্ণমেণ্টকে হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়া বিধেয় নহে।

কিন্তু, সমাজের দোষসংশোধন কিরূপ কার্য্য, এবং কিরূপ সমাজের লোক, অত্যাচারী সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া, সমাজের দোষ সংশোধনে সমর্থ, যাঁহাদের সে বোধ ও সে বিবেচনা আছে, তাঁহারা, এ দেশের অবস্থা দেখিয়া, কখনই সাহস করিয়া বলিতে পারেন না, আমরা কোনও কালে, কেবল আত্মঘাত্রে ও আত্মচেষ্টায়, সামাজিক দোষের সংশোধনে কৃতকার্য্য হইতে পারিব । আমরা অত্যন্ত কাপুরুষ, অত্যন্ত অপদার্থ ; আমাদের হতভাগা সমাজ অতিকুৎসিত দোষপরম্পরায় অত্যন্ত পরিপূর্ণ । এ দিকের চন্দ্র ও দিকে গেলেও, এরূপ লোকের ক্ষমতায়, এরূপ সমাজের দোষসংশোধন সম্পন্ন হইবার নহে । উল্লিখিত নব্য প্রামাণিকেরা কথায় বিলক্ষণ প্রবীণ, তাঁহাদের যেরূপ বুদ্ধি, যেরূপ বিদ্যা, যেরূপ ক্ষমতা, তদপেক্ষা অনেক অধিক উচ্চ কথা কহিয়া থাকেন । কথা বলা যত সহজ, কার্য্য করা তত সহজ নহে ।

আমাদের সামাজিক দোষের সংশোধনে প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা বিয়রে ছুটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে । প্রথম, ব্রাহ্মণজাতির কন্যাবিক্রয়, দ্বিতীয়, কায়স্থজাতির পুত্রবিক্রয় । ব্রাহ্মণজাতির অধিকাংশ শ্রোত্রিয় ও অনেক বংশজ কন্যা বিক্রয় করেন, আব, সমুদায় শ্রোত্রিয় ও অধিকাংশ বংশজ কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহ করেন । এই ক্রয়বিক্রয় শাস্ত্র অনুসারে অতি গর্হিত কর্ম্ম, এবং প্রকারান্তরে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, অতি জঘন্য ব্যবহার । অত্রি কহিয়াছেন,

ক্রয়ক্রীতা চ যা কন্যা পত্নী না ন বিধীয়তে ।

তস্যাং জাতাঃ সূতাশ্চেষাং পিতৃপিণ্ডে ন বিদ্যতে ॥ (১)

ক্রয় কবিবা যে কন্যাকে বিবাহ করে, সে পত্নী নহে ; তাহার গর্ভে যে সকল পুত্র জন্মে, তাহা বা পিতা বা পিণ্ডদানে অধিকারী নয় ।

ক্রয়ক্রীতা তু যা নারী ন মা পত্ন্যভিধীয়তে ।

ন মা দৈবে ন মা পৈত্রে দাসীং তাং কবয়ো বিদ্বঃ ॥ (২)

ক্রয় কবিয়া যে নারীকে বিবাহ কবে, তাহাকে পত্নী বলে না ;
সে দেবকার্য্যে ও পিতৃকার্য্যে বিবাহকর্তার সহধর্ম্মচারিণী হইতে
পারে না ; পণ্ডিতেরা তাহাকে দাসী বলিয়া গণনা করেন ।

শুল্কেন যে প্রযচ্ছন্তি স্বমুতাং লোভমোহিতাঃ ।

আত্মবিক্রয়িণঃ পাপা মহাকিল্বিকারিণঃ ।

পতন্তি নরকে ঘোরৈঃ স্তম্ভি চাসপ্তমং কুলম্ (৩) ॥

যাহারা লোভ বশতঃ পণ লইয়া কল্যাণদান কবে, সেই আত্মবিক্রয়ী
পাপাত্মা মহাপাতককাবীরা ঘোর নরকে পতিত হয় এবং উদ্ধ-
তন মাত পুরুষকে নরকে নিক্ষিপ্ত করে ।

বৈকুণ্ঠবাসী হরিশর্ম্মার প্রতি ব্রহ্মা কহিয়াছেন,

যঃ কন্যাবিক্রয়ং মূঢ়ো লোভাচ্চ কুরুতে দ্বিজ ।

স গচ্ছেন্নরকং ঘোরং পুরীষহৃদসংজ্ঞকম্ ॥

বিক্রীতায়াম্শ কন্যায়া যঃ পুত্রো জায়তে দ্বিজ ।

স চাণ্ডাল ইতি জেয়ঃ সর্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ ॥ (৪)

হে দ্বিজ, যে মূঢ় লোভ বশতঃ কন্যা বিক্রয় করে, সে পুরীষহৃদ
নামক ঘোর নরকে যাব । হে দ্বিজ, বিক্রীতা কন্যার যে পুত্র
জন্মে, সে চাণ্ডাল, তাহার কোনও ধর্ম্মে অধিকার নাই ।

দেখ ! কন্যাক্রয় করিয়া বিবাহ কবা শাস্ত্র অনুসারে কত দুষ্ট ।
শাস্ত্রকারেরা তাদৃশ স্ত্রীকে পত্নী বলিয়া, ও তাদৃশ স্ত্রীকে গর্ভজাত

(২) দত্তবামীমাংসাপত্ত ।

(৩) উদাহৃতস্ত্রুত কল্যাণবচন ।

(৪) ক্রিয়াযোগসার । ঊনবিংশ অধ্যায় ।

সম্ভানকে পুত্র বলিয়া, অঙ্গীকার করেন না, তাঁহাদের মতে তাদৃশ স্ত্রী দাসী ; তাদৃশ পুত্র সর্বধর্মবহিষ্কৃত চাণ্ডাল । সস্ত্রীক হইয়া ধর্মকার্য্যেব অনুষ্ঠান কবিতে হয়, কিন্তু, শাস্ত্র অনুসারে, তাদৃশ স্ত্রী ধর্মকার্য্যে স্বামীর সহচারিণী হইতে পারে না । পিণ্ডপ্রত্যাশায় লোকে পুত্র প্রার্থনা করে ; কিন্তু, শাস্ত্র অনুসারে, তাদৃশ পুত্র পিতার পিণ্ডদানে অধিকারী নহে । আর, যে ব্যক্তি অর্থলোভে কন্যা বিক্রয় করে, সে চির কালের জন্য নরকগামী হয় এবং পিতা পিতামহ প্রভৃতি উদ্ধৃতন সাত পুরুষকে নরকে নিক্ষিপ্ত করে ।

অর্থলোভে কন্যা বিক্রয় ও কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহ করা অতি জঘন্য ও ঘোরতর অধর্ম্যকর ব্যবহার, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন ; যাঁহারা কন্যা বিক্রয় করেন, এবং যাঁহারা, কন্যা ক্রয় করিয়া, বিবাহ করেন, তাঁহারাও, সময়ে সময়ে, এই ক্রয়বিক্রয় ব্যবসায়কে অতি স্বণিত ও জঘন্য ব্যবহার বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন । এই ব্যবহার, যাহার পর নাই, অধর্ম্যকর ও অনিষ্টকর, তাহাও সকলের বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইয়া আছে । যদি আমাদের সামাজিক দোষের সংশোধনে প্ররুতি ও ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে, এই কুৎসিত কাণ্ড এত দিন এ প্রদেশে প্রচলিত থাকিত না ।

ব্রাহ্মণজাতির কন্যাবিক্রয় ব্যবসায় অপেক্ষা, কায়স্থজাতির পুত্র-বিক্রয় ব্যবসায় আরও ভয়ানক ব্যাপার । মধ্যবিধ ও হীনাবস্থ কায়স্থজাতির কন্যা হইলেই সর্বনাশ । কন্যার যত বয়োবৃদ্ধি হয়, পিতার সর্ব শরীরের শোণিত শুষ্ক হইতে থাকে । যাব কন্যা, তার সর্বনাশ, যার পুত্র, তার পৌষ মাস । বিবাহের সম্বন্ধ উপস্থিত হইলে, পুত্রবান্ ব্যক্তি, অলঙ্কার, দানসামগ্রী প্রভৃতি উপলক্ষে, পুত্রের এত মূল্য প্রার্থনা করেন, যে মধ্যবিধ ও হীনাবস্থ কায়স্থের পক্ষে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার হওয়া দুর্ঘট হয় । এ বিষয়ে বরপক্ষ এরূপ নির্লজ্জ ও নৃশংস ব্যবহার করেন, যে তাঁহাদের উপর অত্যন্ত অশ্রদ্ধা জন্মে ।

কৌতুকের বিষয় এই, কন্যার বিবাহ দিবার সময় যাঁহারা শশব্যস্ত ও বিপদগ্রস্ত হয়েন ; পুত্রের বিবাহ দিবার সময়, তাঁহাদেরই আর একপ্রকার ভাবভঙ্গী হয়। এইরূপে, কায়স্থের কন্যার বিবাহের সময় মহাবিপদ, ও পুত্রের বিবাহের সময় মহোৎসব, জ্ঞান করেন। পুত্র-বিক্রয় ব্যবসায় যে অতি কুৎসিত কর্ম, তাহা কায়স্থ মাত্রে স্বীকার করিয়া থাকেন, কিন্তু আপনাব পুত্রের বিবাহের সময়, সে বোধও থাকে না, সে বিবেচনাও থাকে না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যাঁহারা নিজে অশিক্ষিত ও পুত্রকে অশিক্ষিত কবিতোছেন, এ ব্যবসায়ে তাঁহারাও নিতান্ত অস্পষ্ট নির্দয় নহেন। যে বালক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহার মূল্য অনেক, যে তদপেক্ষা উচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহার মূল্য তদপেক্ষা অনেক অধিক, যাহারা তদপেক্ষাও অধিকবিদ্য হইয়াছে, তাহাদের সহিত কন্যার বিবাহ প্রস্তাব করা অনেকের পক্ষে অনৎসাহসিক ব্যাপার। আর, যদি ততুপার ইচ্ছকনির্মিত বাসস্থান ও গ্রামাচ্ছাদনের সমাবেশ থাকে, তাহা হইলে, সর্বনাশের ব্যাপার। বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন না হইলে, তাদৃশ স্থলে বিবাহের কথা উত্থাপনে অধিকার নাই। অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই, পল্লীগ্ৰাম অপেক্ষা কলিকাতায় এই ব্যবসায়ের বিষম প্রাদুর্ভাব। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ব্রাহ্মণজাতিব কন্যার মূল্য ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে, কায়স্থজাতির পুত্রের মূল্য উত্তরোত্তর অধিক হইয়া উঠিতেছে। যদি বাজার এইরূপ থাকে, অথবা আরও গরম হইয়া উঠে, তাহা হইলে, মধ্যবিধ ও হীনাবস্থ কায়স্থ-পরিবারের অনেক কন্যাকে, ব্রাহ্মণজাতীয় কুলীনকন্যার ন্যায়, অবিবাহিত অবস্থায় থাকিতে হইবেক।

যে রূপ দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়, কায়স্থ মাত্রে এ বিষয়ে বিলক্ষণ জ্বালাতন হইয়াছেন। ইহা যে অতি লজ্জাকর ও ঘণাকর ব্যবহার, সে বিষয়ে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না। কায়স্থজাতি,

একবাক্য হইয়া, যে বিষয়ে ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রদর্শন করিতেছেন, তাহা অজ্ঞাপি প্রচলিত আছে কেন । যদি এ দেশের লোকের সামাজিক দোষের সংশোধনে প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে, কায়স্থ-জাতির পুত্রবিক্রয় ব্যবহার বহু দিন পূর্বে রহিত হইয়া যাইত ।

এ দেশের হিন্দুসমাজ ঈদৃশ দোষপরম্পরায় পরিপূর্ণ । পূর্বোক্ত নবা প্রামাণিকদিগকে জিজ্ঞাসা কবি, এ পর্য্যন্ত, তাঁহারা তদ্ব্যতীত কোন কোন দোষের সংশোধনে কত দিন কিরূপ যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছেন ; এবং তাঁহাদের যত্নে ও চেষ্টায় কোন কোন দোষের সংশোধন হইয়াছে ; এক্ষণেই বা তাঁহারা কোন কোন দোষের সংশোধনে চেষ্টা ও যত্ন করিতেছেন ।

বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকাতে, অশেষ প্রকারে হিন্দুসমাজের অনিষ্ট ঘটিতেছে । সহস্র সহস্র বিবাহিতা নারী, যার পর নাই, যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন । ব্যভিচারদোষের ও ভ্রূণহত্যাপাপের স্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে । দেশের লোকের যত্নে ও চেষ্টায় ইহার প্রতিকার হওয়া কোনও মতে সম্ভাবিত নহে । সম্ভাবনা থাকিলে, তদ্বার্থে রাজদ্বারে আবেদন করিবার কিছু মাত্র প্রয়োজন থাকিত না । এক্ষণে, বহুবিবাহপ্রথা রহিত হওয়া আবশ্যিক, এই বিবেচনায়, রাজদ্বারে আবেদন করা উচিত ; অথবা এরূপ বিষয়ে রাজদ্বারে আবেদন করা ভাল নয়, অতএব তাহা প্রচলিত থাকুক, এই বিবেচনায়, ক্ষান্ত থাকা উচিত । এই জঘন্য ও নৃশংস প্রথা প্রচলিত থাকাতে, সমাজে যে গরীয়সী অনিষ্টপরম্পরা ঘটিতেছে, যাহারা তাহা অহরহঃ প্রত্যক্ষ করিতেছেন, এবং তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া, যাহাদের অন্তঃকবণ দুঃসহ দুঃখানলে দগ্ধ হইতেছে, তাঁহাদের বিবেচনায়, যে উপায়ে হউক, এ প্রথা বহিত হইলেই, সমাজের মঙ্গল । বস্তুতঃ, রাজশাসন দ্বারা এই নৃশংস প্রথার উচ্ছেদ হইলে, সমাজের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল ঘটিলেক, তাহার কোনও হেতু বা সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায় না । আব,

ঘাঁহারা তদর্থ্যে রাজদ্বারে আবেদন করিয়াছেন, তাঁহাদের যে কোনও প্রকারে অন্যায় বা অব্যবেচনার কৰ্ম্ম করা হইয়াছে, তৰ্ক দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করাও নিতান্ত সহজ বোধ হয় না । আমাদের ক্ষমতা গবৰ্ণমেণ্টের হস্তে দেওয়া উচিত নয়, এ কথা বলা বালকতা প্রদৰ্শন দ্বিজ । আমাদের ক্ষমতা কোথায় । ক্ষমতা থাকিলে, ঈদৃশ বিষয়ে গবৰ্ণমেণ্টের নিকটে যাওয়া কদাচ উচিত ও আবশ্যিক হইত না ; আমরা নিজেই সমাজের সংশোধনকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিতাম । ইচ্ছা নাই, চেষ্টা নাই, ক্ষমতা নাই, সুতরাং সমাজের দোষসংশোধন করিতে পারিবে না ; কিন্তু, তদর্থ্যে রাজদ্বারে আবেদন করিলে, অপমানবোধ বা সৰ্ব্বনাশজ্ঞান করিবে, এরূপ লোকের সংখ্যা, বোধ করি, অধিক নহে ; এবং অধিক না হইলেই, দেশের ও সমাজের মঙ্গল ।

সপ্তম আপত্তি ।

কেহ কেহ আপত্তি করিতেছেন, ভারতবর্ষের সর্ব প্রদেশেই, হিন্দু মুসলমান উভয়বিধ সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে, বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে । তন্মধ্যে, কেবল বাঙ্গালাদেশের হিন্দুসম্প্রদায়ের লোক, ঐ প্রথা রহিত করিবার নিমিত্ত, আবেদন করিয়াছেন । বাঙ্গালাদেশ ভারতবর্ষের এক অংশ মাত্র । এক অংশের এক সম্প্রদায়ের লোকের অনুরোধে, ভারতবর্ষীয় ষাটতীয় প্রজাকে অসন্তুষ্ট করা গবর্ণমেন্টের উচিত নহে ।

এই আপত্তি কোনও ক্রমে যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে না । বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকাতে, বাঙ্গালাদেশে হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে যত দোষ ও যত অনিষ্ট ঘটিতেছে, বোধ হয়, তাবতবর্ষের অত্যা অত্যা অংশে তত নহে, এবং বাঙ্গালাদেশের মুসলমানসম্প্রদায়ের মধ্যেও, সেরূপ দোষ বা সেরূপ অনিষ্ট শুনিতে পাওয়া যায় না । সে যাহা হউক, যাহা আবেদন করিয়াছেন, বাঙ্গালাদেশে হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে বহুবিবাহনিবন্ধন যে অনিষ্ট সংঘটন হইতেছে, তাহার নিবারণ হয়, এই তাঁহাদের উদ্দেশ্য, এই তাঁহাদের প্রার্থনা । এ দেশের মুসলমানসম্প্রদায়ের লোক বহু বিবাহ করিয়া থাকেন, তাঁহারা চিরকাল সেরূপ করুন, তাহাতে আবেদনকারাদিগের কোনও আপত্তি নাই, এবং তাঁহাদের এরূপ ইচ্ছাও নহে, এবং প্রার্থনাও নহে, যে গবর্ণমেন্ট এই উপলক্ষে মুসলমানদিগেরও বহুবিবাহের পথ বন্ধ করিয়া দেন, অথবা, গবর্ণমেন্ট এক উদ্যমে ভারতবর্ষের সর্বসাধারণ লোকের পক্ষে বিবাহ বিষয়ে ব্যবস্থা করুন, ইহাও তাঁহাদের অতিপ্রেত

নহে । বহুবিবাহসূত্রে স্বসম্প্রদায়েব যে মহতী দুববস্থা ঘটিয়াছে, তদুদ্দেশ্যে তাঁহারা দুঃখিত হইয়াছেন, এবং সেই দুববস্থা বিমোচনের উপায়ান্তর না দেখিয়া, রাজদ্বারে আবেদন করিয়াছেন । স্বসম্প্রদায়ের দুববস্থা বিমোচন মাত্র তাঁহাদের উদ্দেশ্য । যদি গবর্ণমেন্ট, সদয় হইয়া, তাঁহাদের আবেদন গ্রাহ্য করিয়া, এ দেশেব হিন্দুসম্প্রদায়ের বিবাহ বিষয়ে কোনও ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করেন, তাহাতে এ প্রদেশের মুসলমান সম্প্রদায়, অথবা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়, অসন্তুষ্ট হইবেন কেন । এ দেশের হিন্দুসম্প্রদায় গবর্ণমেন্টের প্রজা । তাঁহাদের সমাজে কোনও বিষয় নিরতিশয় ক্রেশকর হইয়া উঠিয়াছে । তাঁহাদের যত্নে ও ক্ষমতায় সে ক্রেশকের নিবারণ হইতে পারে না ; অতএব সে ক্রেশকের নিবারণ হওয়া নিতান্ত আবশ্যিক । প্রজারা, নিকপায় হইয়া, রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক, সহায়তা প্রার্থনা করিয়াছে । এমন স্থলে, প্রজাব প্রার্থনা পরিপূরণ করা রাজার অবশ্যকর্তব্য । এক প্রদেশের প্রজাবর্গের প্রার্থনা অনুসারে, তাহাদের হিতার্থে, কেবল সেই প্রদেশের জন্য, কোনও ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিলে, হয় ত প্রদেশান্তরীয় প্রজারা অসন্তুষ্ট হইবেক, এই আশঙ্কা করিয়া সে বিষয়ে বৈমুখ্য অবলম্বন করা বাজধর্ম্য নহে ।

এরূপ প্রবাদ আছে, ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব গবর্ণর জেনারেল মহাশয় লর্ড বেণ্টিক, অতি নৃশংস সহগমনপ্রথা রহিত করিবার নিমিত্ত, কৃতসঙ্কল্প হইয়া, প্রধান প্রধান রাজপুরুষদিগকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । তাঁহারা সকলেই স্পষ্ট বাক্যে কহিয়াছিলেন, এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে, ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, যাবতীয় লোক যৎপরোনাস্তি অসন্তুষ্ট হইবেক, এবং অবিলম্বে রাজবিদ্ভোহে অভ্যুত্থান কবিবেক । মহামতি মহাসত্ৰু গবর্ণর জেনারেল, এই সকল কথা শুনিয়া, ভীত বা হতোৎসাহ না হইয়া কহিলেন, যদি এই প্রথা রহিত করিয়া এক দিন আমাদের রাজ্য থাকে,

তাহা হইলেও ইঙ্গরেজজাতির নামের যথার্থ গৌরব ও রাজ্যাধিকারের সম্পূর্ণ সার্থকতা হইবেক। তিনি, প্রজার দুঃখদর্শনে দয়াদ্রুচিত ও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, এই মহাকাব্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এক্ষণে আমরা সেই ইঙ্গরেজজাতির অধিকারে বাস করিতেছি। কিন্তু অবস্থার কত পরিবর্ত হইয়াছে। যে ইঙ্গরেজজাতি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, রাজ্য-ভ্রংশভয় অগ্রাহ্য করিয়া, প্রজার দুঃখ বিমোচন করিয়াছেন ; এক্ষণে স্বতঃপ্রবৃত্ত হওয়া দূরে থাকুক, প্রজারা বারংবার প্রার্থনা করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারে না। হায় !

“তে কেহপি দিবস গতাঃ” ।

সে এক দিন গিয়াছে।

যাহা হউক, আবেদনকারীদের অভিমত ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিলে, গবর্ণমেন্ট এ প্রদেশের মুসলমান বা অন্যান্য প্রদেশের হিন্দু মুসলমান উভয়বিধ প্রজাবর্গের নিকট অপরাধী হইবেন, অথবা তাঁহারা অসম্মুট হইবেক, এই ভয়ে অতি ভূত হইয়া, আবেদিত বিষয়ে বৈমুখ্য অবলম্বন করিবেন, এ কথা কোনও মতে শ্রদ্ধেয় হইতে পারে না। ইঙ্গরেজজাতি তত নিক্ষেপ, তত অপদার্থ ও তত কাপুরুষ মনেন। যেরূপ শুনিতে পাই, তাঁহারা, রাজ্যভোগের লোভে আকৃষ্ট হইয়া, এ দেশে অধিকার বিস্তার কবেন নাই, সর্বাত্মে এ দেশের শ্রীহৃদ্ধি-সাধনই তাঁহাদের রাজ্যাধিকারেব প্রধান উদ্দেশ্য।

এ স্থলে, একটি কুলীনমহিলার আক্ষেপোক্তির উল্লেখ না করিয়া, কাস্তি থাকিতে পারিলাম না। ঐ কুলীনমহিলা ও তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে, জ্যোষ্ঠা জিজ্ঞাসা করিলেন, আবার না কি বহুবিবাহ নিবারণের চেষ্টা হইতেছে। আমি কহিলাম, কেবল চেষ্টা নয়, যদি তোমাদের কপালেব জোর থাকে, আমরা এ বারে কৃত-কার্য হইতে পারিব। তিনি কহিলেন, যদি আর কোনও জোর না থাকে, তবে তোমরা কৃতকার্য হইতে পারিবে না ; কুলীনের মেয়েব

নিভাস্ত পোড়া কপাল, সেই পোড়া কপালের জোরে যত হবে, তা অমরা বিলক্ষণ জানি । এই বলিয়া, যৌন অবলম্বন পূর্বক, কিয়ৎ ক্ষণ ক্রোড়স্থিত শিশু কন্যাটির মুখ নিরীক্ষণ করিলেন ; অনন্তর, সজল নয়নে আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন, বহুবিবাহ নিবারণ হইলে, আমাদের আর কোনও লাভ নাই, আমরা এখনও যে সুখ ভোগ করিতেছি, তখনও সেই সুখ ভোগ করিব ! তবে যে হতভাগীরা আমাদের গর্ভে জন্মগ্রহণ করে, যদি তাহারা আমাদের মত চিরদুঃখিনী না হয়, তাহা হইলেও আমাদের অনেক দুঃখ নিবারণ হয় । এইরূপ আক্ষেপ করিয়া, সেই কুলীনমহিলা কহিলেন, সকলে বলে, এক স্ত্রীলোক আমাদের দেশের রাজা ; কিন্তু আমরা সে কথায় বিশ্বাস করি না ; স্ত্রীলোকের রাজ্যে স্ত্রীজাতির এত দুরবস্থা হইবেক কেন । এই কথা বলিবার সময়, তাঁহার ম্লান বদনে বিবাদ ও নৈরাশ্য এরূপ সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইতে লাগিল যে আমি দেখিয়া, শোকে অভিভূত হইয়া, অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলাম ।

হা বিধাতঃ ! তুমি কি কুলীনকন্যাদের কপালে, নিরবচ্ছিন্ন ক্রেশ-ভোগ ভিন্ন, আর কিছুই লিখিতে শিখ নাই । উল্লিখিত আক্ষেপবাক্য আমাদের অধীশ্বরী করুণাময়ী ইংলণ্ডেশ্বরীর কর্ণগোচর হইলে, তিনি সাতিশয় লজ্জিত ও নিরতিশয় দুঃখিত হন, সন্দেহ নাই ।

এই দুই কুলীনমহিলার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই ;—ইঁহারা দুপুরুষিয়া ডঙ্গকুলীনের কন্যা এবং স্বরূতডঙ্গ কুলীনের বনিতা । জ্যেষ্ঠার বয়ঃক্রম ২০, ২১ বৎসর, কনিষ্ঠার বয়ঃক্রম ১৬, ১৭ বৎসর । জ্যেষ্ঠার স্বামী বয়ঃক্রম ৩০ বৎসর, তিনি এ পর্য্যন্ত কেবল ১২ টি বিবাহ করিয়াছেন । কনিষ্ঠার স্বামীর বয়ঃক্রম ২৫, ২৬ বৎসর, তিনি এ পর্য্যন্ত ২৫ টির অধিক বিবাহ করিতে পারেন নাই ।

উপসংহার ।

রাজশাসন দ্বারা বহুবিবাহ প্রথার নিবারণচেষ্টা বিষয়ে, আমি যে সকল আপত্তি শুনিতে পাইয়াছি, উহাদের নিরাকরণে যথাশক্তি যত্ন করিলাম । আমার যত্ন কত দূর সকল হইয়াছে, বলিতে পারি না । যাঁহারা দয়া করিয়া এই পুস্তক পাঠ করিবেন, তাঁহারা তাহার বিবেচনা করিতে পারিবেন । এ বিষয়ে এতদ্ব্যতিরিক্ত আরও কতিপয় আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে ; সে সকলেরও উল্লেখ করা আবশ্যিক ।

প্রথম ;—কতকগুলি লোক বিবাহ বিষয়ে যথেষ্টচারী ; ইচ্ছা হইলেই বিবাহ কবিয়া থাকেন । এরূপ ব্যক্তি সকল নিজে সংসারের কর্তা ; সুতরাং, বিবাহ প্রভৃতি সাংসারিক বিষয়ে অত্ৰদীয় ইচ্ছার বশবর্তী নহেন । ইহারা স্বেচ্ছা অনুসারে ২, ৩, ৪, ৫ বিবাহ করিয়া থাকেন । ইহারা আপত্তি করিতে পারেন, সাংসারিক বিষয়ে মনুষ্য মাত্রের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব ও স্বেচ্ছা অনুসারে চলিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে ; প্রতিবেশিবর্গের সে বিষয়ে কথা কহিবার বা প্রতিবন্ধক হইবার অধিকার নাই । যাঁহাদের একাধিক বিবাহ করিতে ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি নাই, তাঁহারা এক বিবাহে সন্তুষ্ট হইয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করুন ; আমরা তাঁহাদিগকে অধিক বিবাহ করিতে অনুরোধ করিব না । আমাদের অধিক বিবাহ করিবার ইচ্ছা আছে, আমরা তাহা করিব ; সে বিষয়ে তাঁহারা দোষদর্শন বা আপত্তি উত্থাপন করিবেন কেন ।

দ্বিতীয়,—পিতা মাতা পুত্রের বিবাহ দিয়াছেন । বিবাহের পর, কন্যাপক্ষীয়দিগকে, বহুবিধ দ্রব্যসামগ্রী দিয়া, মধ্যে মধ্যে জামাতার

ভক্ত কবিতে হয় । তত্ত্বের সামগ্রী ইচ্ছানুরূপ না হইলে, জামাতৃপক্ষীয় স্ত্রীলোকেরা অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন । কোনও কোনও স্থলে, এই অসন্তোষ এত প্রবল ও দুর্নিবার হইয়া উঠে যে ঐ উপলক্ষে পুনরায় পুত্রের বিবাহ দেওয়া আবশ্যিক হয় ।

তৃতীয়,—কখনও কখনও, বৈবাহিকদিগের পরস্পর বিলক্ষণ অস্ববস ঘটিয়া উঠে । তথাবিধ স্থলেও, পিতা মাতা, বৈবাহিককুলের উপর আক্রোশ করিয়া, পুনরায় পুত্রের বিবাহ দিয়া থাকেন ।

চতুর্থ ;—কোনও কোনও স্থলে, অकारণে বা অতি সামান্য কারণে, পুত্রবধূ উপর শাশুড়ীর উৎকট বিদ্বেষ জন্মে । তিনি, সেই বিদ্বেষ-বুদ্ধির বশবর্তিনী হইয়া, স্বামীকে সন্তুষ্ট করিয়া, পুনরায় পুত্রের বিবাহ দেন ।

পঞ্চম ;—অধিক অলঙ্কার দানসামগ্রী প্রভৃতি পাওয়া যাইতেছে, এই লোভে আক্রান্ত হইয়া, কোনও কোনও পিতা মাতা কদাকার কন্ডার সহিত পুত্রের বিবাহ দেন । সেই স্ত্রীর উপর পুত্রের অনুরাগ না জন্মিলে, পুনরায় তাহার বিবাহ দিতে হয় ।

ষষ্ঠ,—অন্য কোনও লোভ নাই, কেবল কুটুম্বিতার বড় স্মৃথ হইবেক, এ অনুরোধেও, পিতা মাতা, পুত্রের হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া, তাহার বিবাহ দিয়া থাকেন । সে স্থলেও, অবশেষে, পুনরায় পুত্রের বিবাহ দিবার আবশ্যকতা ঘটে ।

যদি রাজশাসন দ্বারা বহুবিবাহপ্রথা রহিত হইয়া যায়, তাহা হইলে, পুত্রের বিবাহ বিষয়ে পিতা মাতার যে স্বেচ্ছাচার আছে, তাহার উচ্ছেদ হইবেক । সুতরাং, তাঁহাদেরও, এই প্রথার নিবারণ বিষয়ে, আপত্তি করিবার আবশ্যকতা আছে । কিন্তু এ পর্য্যন্ত, কোনও পক্ষ হইতে, তাদৃশ আপত্তি, স্পষ্ট বাক্যে, উচ্চারিত হয় নাই । সুতরাং, ঐ সকল আপত্তির নিরাকরণে প্রবৃত্ত হইবার প্রয়োজন নাই ।

বহুবিবাহপ্রথার নিবারণ জন্য, আবেদনপত্র প্রদান বিষয়ে, যাহারা

প্রধান উদ্দেশ্যী, কোনও কোনও পক্ষ হইতে তাঁহাদের উপর এই অপবাদ প্রবর্তিত হইতেছে যে, তাঁহারা, কেবল নাম কিনিবার জন্ত, দেশের অনিষ্ট সাধনে উদ্বৃত্ত হইয়াছেন। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, বিংশতি সহস্রের অধিক লোক আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। ইঁহা বা সকলে এত নির্কোষ ও অপদার্থ নহেন, যে এককালে সদস-দ্বিবেচনাশূন্য হইয়া, কতিপয় ব্যক্তির নামক্ৰয়বাসনা পূর্ণ করিবার জন্ত, স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করিবেন। নিম্নে কতিপয় স্বাক্ষরকারীর নাম নির্দিষ্ট হইতেছে,—

বর্দ্ধমানাধিপতি শ্রীযুত মহারাজাধিরাজ মহাতাপচন্দ্র বাহাদুর
নবদ্বীপাধিপতি শ্রীযুত মহারাজ সতীশচন্দ্র রায় বাহাদুর
শ্রীযুত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর (পাইকপাড়া)

শ্রীযুত রাজা সত্যশরণ ঘোষাল বাহাদুর (ভূকৈলাস)

শ্রীযুত বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া)

শ্রীযুত বাবু রাজকুমার রায় চৌধুরী (বারিপুর)

শ্রীযুত রাজা পূর্ণচন্দ্র রায় (সাওড়াপুলী)

শ্রীযুত বাবু সাবদাপ্রসাদ রায় (চকদিঘী)

শ্রীযুত বাবু যজ্ঞেশ্বর সিংহ (ভাস্তাডা)

শ্রীযুত রায় প্রিয়নাথ চৌধুরী (টাকী)

শ্রীযুত বাবু শিবনারায়ণ রায় (জাড়া)

শ্রীযুত বাবু শম্ভুনাথ পাণ্ডিত

শ্রীযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্র দত্ত

শ্রীযুত বাবু বামগোপাল ঘোষ

শ্রীযুত বাবু বৃষ্টিংহ দত্ত

শ্রীযুত বাবু হীরালাল শীল

শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র সেন

শ্রীযুত বাবু শ্যামচরণ মল্লিক

শ্রীযুত বাবু হরিমোহন সেন

শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্র মল্লিক

শ্রীযুত বাবু মাধবচন্দ্র সেন

শ্রীযুত বাবু রামচন্দ্র ঘোষাল

শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র

শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল
শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ মল্লিক
শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ
শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ মিত্র
শ্রীযুত বাবু দয়ালচাঁদ মিত্র

শ্রীযুত বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র
শ্রীযুত বাবু দুর্গাচরণ লাহা
শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র দেব
শ্রীযুত বাবু শ্যামাচরণ সরকার
শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণদাস পাল

একুণে অনেকে বিবেচনা করিতে পারিবেন, এই সকল ব্যক্তিকে তত নির্বোধ ও অপদার্থ জ্ঞান করা সম্ভব কি না। বহুবিবাহপ্রথা নিবারণ হওয়া উচিত ও আবশ্যিক, এরূপ সংস্কার না জন্মিলে, এবং তদর্থে রাজদ্বারে আবেদন করা পরামর্শসিদ্ধ বোধ না হইলে, ইহারা অত্মের অনুরোধে বা অত্মবিধ কারণ বশতঃ, আবেদনপত্রে নাম স্বাক্ষর করিবার লোক নহেন। আব, বহুবিবাহপ্রথা নিবাহিত হইলে, দেশের অনিষ্টসাধন হইবেক, এ কথাই অর্থগ্রহ করিতে পাওয়া যায় না। বহুবিবাহপ্রথা যে, যার পর নাই, অনিষ্টের কারণ হইয়া উঠিয়াছে, তাহা, বোধ হয়, চক্ষু কণ্ঠ হৃদয় বিশিষ্ট কোনও ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারেন না। সেই নিরতিশয় অনিষ্টকর বিষয়ের নিবারণ হইলে, দেশের অনিষ্টসাধন হইবেক, আপত্তিকারী মহাপুরুষদের মত হৃদয়দর্শী না হইলে, তাহা বিবেচনা করিয়া স্থির করা দুর্লভ। যাহা হউক, ইহা নির্ভয়ে ও নিঃসংশয়ে নির্দেশ করা যাইতে পারে, যাহারা বহুবিবাহপ্রথার নিবারণের জন্য রাজদ্বারে আবেদন করিয়াছেন, স্রীজাতির দুঃখবিস্মোচন ও সমাজের দোষসংশোধন ত্রিন্ন, তাঁহাদের অন্য কোনও উদ্দেশ্য বা অতিসন্ধি নাই।

পরিশিষ্ট

পুস্তকের চতুর্থ প্রকরণে, বিবাহব্যবসায়ী ভঙ্গকুলীনদিগের বাস, বয়স, বিবাহসংখ্যার যে পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, সে বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক। তাদৃশ ভঙ্গকুলীনদিগের পৈতৃক বাসস্থান নাই; কতকগুলি পিতার মাতুলালয়ে, কতকগুলি নিজের মাতুলালয়ে, কতকগুলি পুত্রের মাতুলালয়ে অবস্থিতি করিয়া থাকেন; আর কতকগুলি কখন কোন আলায়ে অবস্থিতি করেন, তাহার স্থিরতা নাই। সুতরাং, তাঁহাদের যে বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে, কোনও কোনও স্থলে, তাহার বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইতে পারে। তাঁহাদের বয়ঃক্রম বিষয়ে বক্তব্য এই যে, এই বিষয় পাঁচ বৎসর পূর্বে সংগৃহীত হইয়াছিল; সুতরাং, এক্ষণে তাঁহাদের পাঁচ বৎসর অধিক বয়স হইয়াছে, এবং হয় ত কেহ কেহ পঞ্চত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। আর বিবাহসংখ্যা দৃষ্টি করিয়া, কেহ কেহ বলিতে পারেন, অধিকবয়স্কদিগের বিবাহের সংখ্যা যেরূপ অধিক, অল্পবয়স্কদিগের সেরূপ অধিক দৃষ্ট হইতেছে না; ইহাতে বোধ হইতেছে, এক্ষণে বিবাহব্যবসায়ের অনেক হ্রাস হইয়াছে। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, যাঁহাদের বিবাহের সংখ্যা অধিক, এক দিনে বা এক বৎসরে, তাঁহারা তত বিবাহ করেন নাই; তাঁহাদের বিবাহের সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং

অদ্যাপি রুদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে । ভঙ্গকুলীনেরা জীবনের অন্তিম ক্ষণ পর্যন্ত বিবাহ করিয়া থাকেন । এই পাঁচ বৎসরে, অল্পবয়স্ক দলের মধ্যে, অনেকের বিবাহসংখ্যা রুদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে ; এবং, ক্রমে রুদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া, অধিক বয়সে এক্ষণকার বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিদের সমান হইবেক, সে বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই । অতএব, উভয় পক্ষের বিবাহ-সংখ্যাগত বর্তমান বৈলক্ষণ্য দর্শনে, ভঙ্গকুলীনদিগের বিবাহ-ব্যবসায় আর পূর্বের মত প্রবল নাই, এরূপ সিদ্ধান্তকরা কোনও মতে ন্যায়াভুমোদিত হইতে পারে না ।

প্রথম ক্রোড়পত্র

অতি অল্প দিন হইল, শ্রীযুত ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরঙ্গ, শ্রীযুত নারায়ণ বেদরত্ন প্রভৃতি ত্রয়োদশ ব্যক্তির স্বাক্ষরিত বহুবিবাহবিষয়ক শাস্ত্রসম্মত বিচার নামে এক পত্র প্রচারিত হইয়াছে। বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার পুস্তক প্রচারিত হইবার পরে, ঐ বিচারপত্র আমার হস্তগত হয়। বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত ব্যবহার, তাহা রহিত হওয়া কদাচ উচিত নহে; সৰ্বসাধারণের নিকট ইহা প্রতিপন্ন করাই এই বিচারপত্র প্রচারের উদ্দেশ্য। স্বাক্ষরকারী মহাশয়েরা, স্বপক্ষ সমর্থনের অভিপ্রায়ে, স্মৃতি ও পুরাণের কতিপয় বচন প্রমাণ রূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রমাণ এই;—

১। একামৃত্যু তু কামার্থমন্যাং বোচুং য ইচ্ছতি ।

সমর্থন্তো বয়িত্বার্থৈঃ পূর্বোচামপরাং বহেৎ ॥

মদনপারিজাতপ্লুতস্মৃতিঃ ।

যে ব্যক্তি, এক স্ত্রী বিবাহ করিয়া, বতিকামনায় অত্র স্ত্রী বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি সমর্থ হইলে, পূর্বপরিণীতাকে অর্থ দ্বারা তুষ্টা করিয়া, অপর স্ত্রী বিবাহ করিবেন।

২। একৈব ভার্য্যা স্বীকার্য্যা ধর্ম্মকর্ম্মোপযোগিনা ।

প্রার্থনে চাতিরাগে চ গ্রাহ্যানেকা অপি দ্বিজ ॥

স্বতন্ত্রগার্হস্থ্যধর্ম্মপ্রস্তাবে ব্রহ্মাও পুরাণম্ ।

ধর্ম্মকর্ম্মোপযোগী ব্যক্তিদিগেব এক ভার্য্যা স্বীকার কবা কর্তব্য, কিন্তু উপবাচিত হইয়া কেহ কত্যা প্রদানেচ্ছু হইলে, অথবা

যতিবিষয়ক সাতিশয় অনুরাগ থাকিলে, তাঁহারা অনেক ভাৰ্য্যাও গ্রহণ করিবেন (১) ।

এই দুই প্রমাণ দর্শনে, অনেকের অন্তঃকরণে, বহুবিবাহ শাস্ত্রানু-
গত ব্যাবহার বলিয়া প্রতীতি জন্মিতে পারে, এজন্য এ বিষয়ে কিছু বলা
আবশ্যক হইতেছে । বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক
বিচারপুস্তকে দর্শিত হইয়াছে, (২) শাস্ত্রকাবেরা বিবাহ বিষয়ে চারি
বিধি দিয়াছেন, সেই চারি বিধি অনুসারে, বিবাহ ত্রিবিধ নিত্য,
নৈমিত্তিক, কাম্য । প্রথম বিধির অনুযায়ী বিবাহ নিত্য বিবাহ ; এই
বিবাহ না করিলে, মনুষ্য গৃহস্থাশ্রমে অধিকারী হইতে পারে না ।
দ্বিতীয় বিধির অনুযায়ী বিবাহও নিত্য বিবাহ ; তাহা না কবিলে,
আশ্রমভ্রংশ নিবন্ধন পাতকগ্রস্ত হইতে হয় । তৃতীয় বিধির অনুযায়ী
বিবাহ নৈমিত্তিক বিবাহ ; কারণ, তাহা স্ত্রীর বক্ষ্যাত্ম চিররোগিত্ত্ব
প্রভৃতি নিমিত্ত বশতঃ করিতে হয় । চতুর্থ বিধির অনুযায়ী বিবাহ
কাম্য বিবাহ । এই বিবাহ, নিত্য ও নৈমিত্তিক বিবাহের ছায়া,
অবশ্যকর্তব্য নহে, উহা পুরুষের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন, অর্থাৎ ইচ্ছা হইলে
তাদৃশ বিবাহ করিতে পারে, এই যাত্র । পুন্ড্রলাভ ও ধর্মকর্মাসাধন
গৃহস্থাশ্রমের উদ্দেশ্য । দারপরিগ্রহ ব্যতিবেকে এ উভয় সম্পন্ন হয়
না ; এ নিমিত্ত, প্রথম বিধিতে দারপরিগ্রহ গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশের
দ্বাবস্বরূপ, ও গৃহস্থাশ্রম সমাধানের অপবিহার্য্য উপায়স্বরূপ, নির্দিষ্ট
হইয়াছে । গৃহস্থাশ্রম সম্পাদনকালে স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে, যদি পুনরায়

(১) স্মৃতিরত্ন, বেদরত্ন প্রভৃতি মহাশযেরা যেকপ পাঠ ধরিয়াছেন ও
যে রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাই পরিগৃহীত হইল ; আমার বিবেচনায়
দ্বিতীয় প্রমাণের প্রথমার্ধে পাঠের ব্যতিক্রম হইয়াছে, সুতরাং ব্যাখ্যারও
বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে । বোধ হয়, প্রকৃত পাঠ এই,—

একৈব ভাৰ্য্যা স্বীকার্য্য ধর্মকর্মোপযোগিনী ।

ধর্মকর্মের উপযোগিনী এক ভাৰ্য্যা বিবাহ করা বর্তব্য ।

(২) ৫ পৃষ্ঠ হইতে ১০ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত দেখ ।

বিবাহ না করে, তবে সেই দারবিবাহিত ব্যক্তি আশ্রমভ্রংশ নিবন্ধন পাতকগ্রস্ত হয় ; এজন্য, ঐ অবস্থায় গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষে পুনরায় দাবপরিগ্রহের অবশ্যকর্তব্যতা বোধনের নিমিত্ত, শাস্ত্রকারেরা দ্বিতীয় বিধি প্রদান করিয়াছেন। স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ম চিররোগিত্ব প্রভৃতি দোষ ঘটিলে, পুন্নাভ ও ধর্ম্মকার্য্যসাম্পাদনের ব্যাঘাত ঘটে, এজন্য, শাস্ত্র-কারেরা, তাদৃশ স্থলে, স্ত্রীসত্ত্বে পুনরায় বিবাহ করিবার তৃতীয় বিধি দিয়াছেন। গৃহস্থাশ্রম সমাধানের নিমিত্ত, শাস্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে সর্বণা পরিণয়েব পব, যদি কোনও উৎকৃষ্ট বর্ণ যদৃচ্ছা ক্রমে বিবাহে প্রবৃত্ত হয়, তাহাব পক্ষে অসর্বণাবিবাহে অধিকার বোধনের নিমিত্ত, শাস্ত্রকারেরা চতুর্থ বিধি প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং এই বিধি দ্বারা, তাদৃশ ব্যক্তির, তথাবিধ স্থলে, সর্বণাবিবাহ এক বারে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

স্মৃতিবদ্র, বেদরত্ন প্রভৃতি মহাশয়দিগের অবলম্বিত প্রথম ও দ্বিতীয় প্রমাণে যে বিবাহের বিধি পাওয়া যাইতেছে, তাহা কাম্য বিবাহ, কারণ, প্রথম প্রমাণে, “যে ব্যক্তি, এক স্ত্রী বিবাহ করিয়া রতিকামনায় অত্র স্ত্রী বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন”, এবং দ্বিতীয় প্রমাণে, “রতিবিষয়ক সাতিশয় অনুবাগ থাকিলে, তাঁহারা অনেক ভাৰ্য্যাও গ্রহণ করিবেন”, এইরূপে কাম্য বিবাহের স্পষ্ট পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। রতিকামনা ও রতিবিষয়ক সাতিশয় অনুবাগ বশতঃ যে বিবাহ করা হইবেক, তাহা কাম্য বিবাহ ব্যতিরিক্ত নামান্তর দ্বারা উল্লিখিত হইতে পারে না। মনু কাম্য বিবাহের স্থলে অসর্বণাবিবাহের বিধি দিয়াছেন, এবং সেই বিধি দ্বারা, তথাবিধ স্থলে, সর্বণাবিবাহ এক বারে নিষিদ্ধ হইয়াছে। স্মৃতবাং, স্মৃতিবদ্র, বেদরত্ন প্রভৃতি মহাশয়দিগের অবলম্বিত প্রথম ও দ্বিতীয় প্রমাণ দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে, যে ব্যক্তি, সর্বণা বিবাহ করিয়া, রতিকামনায় পুনরায় বিবাহ করিতে উদ্বৃত্ত হয়, সে অসর্বণা বিবাহ করিতে পারে, নতুবা

যদৃচ্ছা ক্রমে বিবাহপ্রবৃত্ত ব্যক্তি, রতিকামনা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত, পূৰ্ব্বপরিণীতা সজাতীয়া স্ত্রীর জীবদ্দশায়, পুনরায় সজাতীয়া বিবাহ করিবেক, ইহা কোনও ক্রমে প্রতিপন্ন হইতে পারে না । মদনপারিজাত-ধৃত স্মৃতিবাক্যে ও ত্রিহাওপুৰাণবচনে সামান্য আকারে কাম্য বিবাহের বিধি আছে, তাদৃশবিবাহাকাজ্ঞী ব্যক্তি সর্বণা বা অসর্বণা বিবাহ করিবেক, তাহার কোনও নির্দেশ নাই । মনু কাম্য বিবাহের বিধি দিয়াছেন, এবং তাদৃশবিবাহাকাজ্ঞী ব্যক্তি অসর্বণা বিবাহ করিবেক, স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করিয়াছেন । এমন স্থলে, মনুবাক্যের সহিত একবাক্যতা সম্পাদন করিয়া, উল্লিখিত স্মৃতিবাক্য ও পুরাণবাক্যকে অসর্বণা-বিবাহবিষয়ক বলিয়া ব্যবস্থা করাই প্রকৃত শাস্ত্রার্থ, সে বিষয়ে কোনও অংশে কিছু মাত্র সংশয় বা আপত্তি হইতে পারে না । অতএব, ঐ দুই প্রমাণ অবলম্বন করিয়া, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ কাণ্ড শাস্ত্রসম্মত ব্যবহার, ইহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করা নিতান্ত নিষ্ফল প্রয়াস গাত্র ।

স্মৃতিরত্ন, বেদরত্ন প্রভৃতি মহাশয়দিগের অবলম্বিত তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, অষ্টম, নবম ও দশম প্রমাণ অসর্বণাবিবাহবিষয়ক বচন । অসর্বণাবিবাহ ব্যবহার বহু কাল রহিত হইয়াছে ; স্মৃতরাং, এ স্থলে, সে বিষয়ে কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই । তাঁহাদের অবলম্বিত অবশিষ্ট প্রমাণে এক ব্যক্তির অনেক স্ত্রী বিদ্যমান থাকার উল্লেখ আছে, কিন্তু উহা দ্বারা যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রসম্মত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না । ঐ সকল প্রমাণ সৰ্ব্বাংশে পরস্পর এত অনুরূপ যে একটি প্রদর্শিত হইলেই, সকলগুলি প্রদর্শিত করা হইবেক ; এজন্ত, এ স্থলে একটি মাত্র উদ্ধৃত হইতেছে ;—

৭ । সৰ্ব্বাসামেকপত্নীনামেকা চেৎ পুন্নিণী ভবেৎ ।

সৰ্ব্বাস্তাস্তেন পুন্নেণ গ্রাহ পুন্নবতীৰ্মনুঃ ॥ মনুঃ

সজাতীয়া বহু স্ত্রীর মধ্যে যদি একটি স্ত্রী পুন্নবতী হয় ; তবে সেই পুন্ন দ্বারা সকল স্ত্রীকেই মনু পুন্নবতী কহিয়াছেন ।

এই মনুবচনে, অথবা এতদনুকূপ অন্যান্য মুনিবচনে, এরূপ কিছুই নির্দিষ্ট নাই যে তদ্দ্বাৰা, শাস্ত্রোক্ত নিমিত্ত ব্যতিরেকে, লোকেব ইচ্ছা-
 বীন বহুভার্য্যাবিবাহ প্রতিপন্ন হইতে পারে। উল্লিখিত বচনসমূহে যে
 বহুভার্য্যাবিবাহের পবিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহা অধিবেদনের
 নির্দিষ্ট নিমিত্ত নিবন্ধন, তাহাব সন্দেহ নাই (৩)। ফলকথা এই, যখন
 শাস্ত্রকারেরা, কাম্য বিবাহের স্থলে, কেবল অসর্গাবিবাহের বিধি দিয়া-
 ছেন, যখন ঐ বিধি দ্বাৰা, পূৰ্বপবিণীতা স্ত্রীর জীবদশায়, বদৃচ্ছা ক্রমে
 সৰ্গাবিবাহ সৰ্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে, যখন উল্লিখিত বহুবিবাহ
 সকল অধিবেদনের নির্দিষ্ট নিমিত্ত বশতঃ ঘটী সম্পূর্ণ সম্ভব হইতেছে,
 তখন বদৃচ্ছা ক্রমে যত ইচ্ছা বিবাহ কৰা শাস্ত্রকারদিগেব অনুমোদিত
 কার্য্য, ইহা কোনও মতে প্রতিপন্ন হইতে পারে না। বস্তুতঃ, বদৃচ্ছা-
 প্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রানুমত ব্যবহাব নহে। আর, তাদৃশ বহু-
 বিবাহকাণ্ড ত্র্যায়ানুগত ব্যবহার কি না, সে বিষয়ে কিছু বলা নিতান্ত
 নিস্প্রয়োজন। বহুবিবাহ যে অতিজঘন্য অতিনুশংস ব্যবহাব, কোনও
 মতে ত্র্যায়ানুগত নহে, তাহা, ষাঁহাদের সামান্যরূপ বুদ্ধি ও বিবেচনা
 আছে, তাঁহাবাও অনায়াসে বুঝিতে পাবেন। ফলতঃ, যে মহাপুরুষেরা
 স্বয়ং বহুবিবাহপাপে লিপ্ত, তদ্ব্যতিরিক্ত কোনও ব্যক্তি বহুবিবাহ ব্যব-
 হাবের রক্ষা বিষয়ে চেষ্টা কৰিতে পাবেন, অথবা অন্য কেহ বহুবিবাহপ্রথা
 নিবারণেব উদ্যোগ কৰিলে, দণ্ডিত হইতে পাবেন, কিংবা তাহা নিবা-
 রিত হইলে, লোকেব ধৰ্ম্মলোপ বা দেশেব সৰ্বনাশ হইল মনে ভাবিতে
 পাবেন, এত দিন আমাব সেকপ বোধ ছিল না। বলিতে কি, স্মৃতিবত্ৰ,
 বেদবত্ৰ প্রভৃতি মহাশবদিগেব অধ্যবসায় দৰ্শনে, আমি বিস্ময়াপন্ন
 হইয়াছি। বহুবিবাহ নিবারণেব চেষ্টা হইতেছে দেখিয়া, তাঁহারা

(৩) বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার পুস্তকের
 ১০ পৃষ্ঠ অবধি ১৪ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত দেখ।

সাতিশয় দুঃখিত ও বিলক্ষণ কুপিত হইয়াছেন, এবং ধর্ম্মরক্ষিণী সভার অধ্যক্ষেরা এ বিষয়ে চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া, তাঁহাদের প্রতি স্বেচ্ছা-চারী, শাস্ত্রানতিক্ত, কুটিলমতি, অপবিণামদর্শী প্রভৃতি কটুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন । আমার বোধে, এ ভাবে এ বিচারপত্র প্রচার করা স্মৃতিরত্ন, বেদরত্ন প্রভৃতি মহাশয়দিগের পক্ষে স্বেবোধের কার্য্য হয় নাই ।

অনেকের মুখে শুনিতে পাই, তাঁহারা কলিকাতাস্থ রাজকীয় সংস্কৃতবিদ্যালয়ে ব্যাকরণশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুত তাবানাত তর্ক-বাচস্পতি ডাটাচার্য্য মহাশয়ের পরামর্শে, সহায়তাব ও উত্তেজনায় বহুবিবাহবিষয়ক শাস্ত্রসম্মত বিচারপত্র প্রচার করিয়াছেন । কিন্তু সহসা এ বিষয়ে বিধাস কবিত্তে প্রবৃত্তি হইতেছে না । তর্কবাচস্পতি মহাশয় এত অনতিক্ত নহেন যে, এক্ষণে অসমীচীন আচরণে দূষিত হইবেন । পাঁচ বৎসর পূর্বে, যখন বহুবিবাহ প্রথার নিবারণ প্রার্থনায়, রাজদ্বাবে আবেদন করা হয়, সে সময়ে তিনি এ বিষয়ে বিলক্ষণ অনুব্রাজী ছিলেন, এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, নিরতিশয় আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে, আবেদনপত্রে নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন । এক্ষণে তিনিই আবার, বহুবিবাহের রক্ষাপক্ষ অবলম্বন করিয়া, এই লজ্জাকার, ঘণাকর, অনর্থকর, অধমকর ব্যবহাবকে শাস্ত্রসম্মত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রবাস পাইবেন, ইহা সম্ভব বোধ হয় না ।

ত্রিঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা ।

কাশীপুর ।

দ্বিতীয় ক্রোড়পত্র ।

আমার দৃঢ় সংস্কার এই, এ দেশে যে বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে, তাহা যদ্‌চ্ছাপ্রবৃত্তব্যবহারমূলক, শাস্ত্রানুমত ব্যবহার নহে। তদনুসারে, বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিব্যক বিচার-পুস্তকে তাদৃশ বিবাহকাণ্ড শাস্ত্রনিষিদ্ধ বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু কলিকাতাস্থ সংস্কৃতকলেজে ব্যাকবর্ণশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের ও কাব্যশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুত দ্বাবকানাথ বিদ্যাত্ত্বরণ মহাশয়ের নতে তাদৃশ বহুবিবাহব্যবহার শাস্ত্রানুমত কার্য্য। ইঁহারা এ বিষয়ে স্ব স্ব অভিপ্রায় প্রচার করিয়াছেন। তর্কবাচস্পতি মহাশয় ও বিদ্যাত্ত্বরণ মহাশয় উভয়েই প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। ঈদৃশ পণ্ডিতদ্বয়ের বিপরীত ব্যবস্থা দর্শনে, লোকেব অন্তঃকরণে যদ্‌চ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রানুমত ব্যবহার বলিয়া প্রতীতি জন্মিতে পাবে, এজন্ত, এ বিষয়ের আলোচনা করা আবশ্যিক।

প্রথমতঃ, শ্রীযুত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের বহুবিবাহ-বিষয়ক অভিপ্রায় উদ্ধৃত ও আনোচিত হইতেছে —

“সম্প্রতি কল্যাণভাজন ঈশ্বরচন্দ্র তিথ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহোদয় বহুবিবাহবিষয়ক যে একখানি ক্রোড়পত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাব উপমাংহ বে লিখিত আছে “অনেকের মুখে শুনিতে পাই, তাঁহারা কলিকাতাস্থ বাঙ্গলায় সংস্কৃতবিদ্যালয়ে ব্যাকবর্ণশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুত তারানাথ তর্কবাচস্পতি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পবামর্শে, সহায়তার ও উত্তেজনার বহুবিবাহবিষয়ক শাস্ত্রসম্মত বিচারপত্র প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু মহাসা এ বিষয়ে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুতি হইতেছে

না।, বিজ্ঞানাগব ভট্টাচার্যের সহিত আমার যে প্রকাব চিরপ্রণয়, আত্মীয়তা ও সম্বন্ধ আছে তাহাতে পবনুখে অবগণ মাতেই উহা প্রচাব না করিবা আম'কে জিজ্ঞাসা কবা উচিত ছিল। এককালে শোনা কথা প্রচাব কবা বিজ্ঞানাগবসদৃশ ব্যক্তির উপযুক্ত ও কর্তব্য হয় না। তিনি কি জানেন না যে তাঁহার কথাব মূল্য কত ? যাহা হউক বিজ্ঞানাগবের হঠকাঁবিতা দর্শনে আমি বিস্মিত ও আন্তরিক দুঃখিত হইবাছি। ফলতঃ বিজ্ঞানাগব মিথ্যাবাদী লোক দ্বাবা বঞ্চিত ও মোহিত হইবাছেন। আমি উক্ত বিষয়ে পরামর্শ, সহায়তা ও উত্তেজনা কিছুই কবি নাই। তবে প্রা একমাস গত হইল, সনাতনধর্ম্মবক্ষণীসভা পবিত্যাগ করিবার কবেকটী কাবণ মধ্যে বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত ইহাব প্রামাণ্যার্থে একটী বচন উদ্ধৃত করিয়া লিখিবাছিলাম, যে বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত বিবয়, তাহাব রহিতকবণ-বিষয়ে ধর্ম্মসভাব হস্তক্ষেপ কবা অত্যায, তাহাতেই যদি বিজ্ঞানাগবের নিকটে কেহ সহায়তা কবা কহিবা থাকে বলিতে পাবি না। কিন্তু সম্পাদক মহাশয ! বহুবিবাহ যে শাস্ত্রসম্মত ইহা আমার চিবসিদ্ধান্ত আছে এবং ববাবব কহিবা। আমিভেছি এবং এক্ষণেও কহিভেছি যে বহুবিবাহ সর্বদেশপ্রচলিত, সর্বশাস্ত্রসম্মত ও চিবপ্রচলিত, তবিনবে বিজ্ঞানাগবের মতেব সহিত আমাব মতেব ঐক্য না হওয়ায দুঃখিত হইলাম। তিনি বহুবিবাহেব অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদনার্থে বেকপ শাস্ত্রেব অভিনব অর্থ ও যুক্তি'ব উদ্ভাবন কবিবাছেন, অবগু বুদ্ধির প্রশংসা কবিতে হয় ; কিন্তু বিবেচনা কবিবা দেখিলে ঐ অর্থ ও যুক্তি শাস্ত্রাত্মমোদিত বা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। অন্তলে ইহাও বলব্য যে, বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত হইলেও ভদ্রকুলীন ব্রাহ্মণদিগেব মধ্যে যে প্রণালীতে উহা সম্পন্ন হইবা। আমিভেছিল এবং কতক পবিমাণে এপ'ব প্রচলিত আছে তাহা অত্যন্ত স্থণাকব লজ্জাকব ও নশংস, ইহা বিলক্ষণ আমাব অন্তবে জাগরক আছে এবং উহার নিবাবণ হব ইহাতে আমাব আন্তরিক ইচ্ছা ছিল এবং আছে। অধিক কি এই জগত ॥ ৬ বৎসব গত হইল “ তৎকালে উপ'বাস্তুর নাই বিবেচনা কবিবা সামাজিক বিবয় হইলেও” নিবতিশয় আগ্রহ ও উৎসাহ সহকাবে স্বতঃ প্ররত্ত হইয়া ঐ বিষয়েব নিবারণার্থে আইন প্রস্তুত করিবার জগু রাজদ্বারে আবেদনপত্রেও থাকর

করিয়া তদ্বিবাহ সম্পাদনার্থ বিশেষ উদ্যোগী ছিলাম, কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি, বিজ্ঞাচর্চাব প্রভাবে বা যে কারণে ইউক এ কুৎসিত বহু-বিবাহপ্রণালী অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে। আমার বোধ হয় অল্পকাল মধ্যে উহা এককালে অন্তর্হিত হইবে অতএব তজ্জন্য আইনবৈবাহিকতা নাই। সকল সময়ে সকল আইন আবশ্যিক হয় না। এই নিমিত্তই ব্যবস্থাপক সমাজ হইতে বর্ষে বর্ষে আইন পরিবর্তিত হয়।

শ্রীতারানাথ তর্কবাচস্পতি । (১)”

এস্থলে, তর্কবাচস্পতি মহাশয়, বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত ব্যবহার বলিয়া তাঁহার চিরসিদ্ধান্ত আছে, এই মাত্র নির্দেশ করিয়াছেন ; সেই সিদ্ধান্তকে প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করবেন নাই। গত ১৬ই শ্রাবণ, তিনি ধর্মবিদগী সত্য যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে শাস্ত্র ও যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। উল্লিখিত পত্রের তৎসংক্রান্ত অংশ এই,—

“একানুগ্ৰহে তু কামার্থমত্যাং বোদুং য ইচ্ছতি ।

সমর্থস্তোষয়িত্বার্থে পূর্বোতামপবাং বহুং ॥

এই মননপারিজাতধৃত স্মৃতিবাক্য দ্বারা নির্ণীত আছে যে, যে ব্যক্তি এক স্ত্রী বিবাহ করিয়া কামার্থে অত্র স্ত্রী বিবাহ কবিত্তে ইচ্ছা করিবে ঐ ব্যক্তি সমর্থ হইলে অর্থ দ্বারা পূর্বপরিণীতাকে তুষ্টা কবিত্তে অপরা স্ত্রীকে বিবাহ কবিত্তে। এইমত শাস্ত্র থাকায় এবং দক্ষপ্রজাপতির কন্যাগণ ধর্ম প্রভৃতি মহাত্মাগণ এককালে বিবাহ করা, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মুনিগণ এবং দশবথ যুগ্মিতিবাদি রাজগণ এমত আচার কবিত্তেছিলেন তাহা বেদ ও পুরাণে সুপ্রসিদ্ধ আছে ঐ মত অবিগীত শিষ্টাচারপরম্পরানুসারে বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত তাহা অবশ্য হইয়াছে এবং এতদেশীয় কুলীন বা অত্র মহাত্মাগণ এবং অত্র বহুদেশীয় হিন্দুসমাজগণে এই আচার প্রচলিত আছে তাহা নিবারণার্থে একটা ব্যবস্থা করা হইয়াছে।”

তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে অবশ্য স্মরণ করিতে হইবে, মনন-পারিজাতধৃত স্মৃতিবাক্যে যে বিবাহের বিধি দ্রষ্ট হইতেছে, তাহা কাম্য

বিবাহ । মনু কাম্য বিবাহ স্থলে অসবর্ণাবিবাহের বিধি দিয়াছেন ,
 ঐ বিধি দ্বারা তথাবিধি স্থলে সবর্ণাবিবাহ একবাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে ।
 সুতরাং, মদনপারিজাতধৃত স্মৃতিবাক্য দ্বাৰা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে,
 যে ব্যক্তি, যথাবিধি সবর্ণাবিবাহ করিয়া, যদৃচ্ছা ক্রমে পুনরায় বিবাহ
 করিতে উজ্জত হয়, সে অসবর্ণা বিবাহ করিতে পারে ; নতুবা, যদৃচ্ছা
 ক্রমে বিবাহপ্রবৃত্ত ব্যক্তি, রতিকামনা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত, পূৰ্ব-
 পরিণীতা সজাতীয়া স্ত্রীর জীবদ্দশায়, পুনরায় সজাতীয়া বিবাহ
 করিবেক, ইহা কোনও মতে প্রতিপন্ন হইতে পারে না । মদনপারি-
 জাতধৃত স্মৃতিবাক্যে সামান্য আকারে কাম্য বিবাহের বিধি আছে,
 তাদৃশ বিবাহাকাজ্জকী ব্যক্তি সবর্ণা বা অসবর্ণা বিবাহ করিবেক, তাহার
 কোনও উল্লেখ নাই । মনু কাম্য বিবাহের বিধি দিয়াছেন, এবং
 তাদৃশ বিবাহাকাজ্জকী ব্যক্তি অসবর্ণা বিবাহ করিবেক, স্পষ্টাক্ষেপে
 নির্দেশ করিয়াছেন । এমন স্থলে, মনুব্যাক্যের সহিত একবাক্যতা
 সম্পাদন করিয়া, মদনপারিজাতধৃত স্মৃতিবাক্যকে অসবর্ণাবিবাহবিষয়ক
 বলিয়া ব্যবস্থা কবাই প্রকৃত শাস্ত্রার্থ, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় বা
 আপত্তি হইতে পারে না । সুতরাং, মদনপারিজাতধৃত স্মৃতিবাক্য দ্বাৰা
 তৰ্কবাচস্পতি মহাশয়ের অতিমত যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ ব্যবহারের
 শাস্ত্রীয়তা কোনও মতে প্রতিপন্ন হইতেছে না ।

যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহের কর্তব্যতা বিষয়ে শাস্ত্র রূপ প্রমাণ প্রদর্শন
 করিয়া, অবিগীত শিষ্টাচার রূপ প্রমাণ দ্বারা তাহাব পোষকতা করিবার
 জন্ত, তৰ্কবাচস্পতি মহাশয় দেবগণ, ঋষিগণ, ও পূৰ্ব্বকালীন রাজগণেব
 আচারের উল্লেখ করিয়াছেন । অতএব, কিরূপ আচার প্রমাণ বলিয়া
 পরিগৃহীত হওয়া উচিত, তাহার আলোচনা করা আবশ্যিক ।

মনু কহিয়াছেন,

আচারঃ পরমো ধৰ্ম্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত্ত এব চ । ১ । ১০৯ ।

বেদবিহিত ও স্মৃতিবিহিত আচারই পরম ধৰ্ম্ম ।

শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রায় এই, যে আচার বেদ ও স্মৃতির বিধি অনুযায়ী, তাহাই পবন ধর্ম, লোকে তাদৃশ আচারেবই অনুষ্ঠান করিবেক, তদ্ব্যতিরিক্ত অর্থাৎ বেদবিকল্প বা স্মৃতিবিকল্প আচার আদরণীয় ও অনুসরণীয় নহে। দ্বাদশ আচারের অনুসরণ করিলে, প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হয়। অনেকে, শাস্ত্রীয় বিধি নিবেদন প্রতিপালনে অসমর্থ হইয়া, অবৈধ আচরণে দূষিত হইয়া থাকেন। এ কালে যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্ব কালেও সেইরূপ ছিল; অর্থাৎ পূর্ব কালেও অনেকে, শাস্ত্রীয় বিধি নিবেদন প্রতিপালনে অসমর্থ হইয়া, অবৈধ আচরণে দূষিত হইতেন। তবে, পূর্বকালীন লোকেরা তেজীয়ান ছিলেন, এজন্ত অবৈধ আচরণ নিমিত্ত প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতেন না। তাঁহারা অধিকতর শাস্ত্রজ্ঞ ও ধর্মপবায়ণ ছিলেন, ছুতরাং তাঁহাদের আচার সর্বত্রই নির্দোষ, তাহার অনুসরণে দোষস্পর্শ হইতে পারে না, একপ ভাবিয়া, অর্থাৎ পূর্বকালীন লোকের আচার মাত্রই সদাচার এই বিবেচনা করিয়া, তদনুসারে চলা উচিত নয়। তাঁহাদের যে আচার শাস্ত্রনিষিদ্ধ, তাহা অনুসরণীয় নহে। তাহার অনুসরণ করিলে, সাধাবণ লোকের অধঃপাত অবধারিত।

আপস্তম্ব কহিয়াছেন,

দৃষ্টো ধর্মব্যতিক্রমঃ সাহসঞ্চ পূর্বের্বাম্ । ৮ ।

তেষাং তেজোবিশেষেণ প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে । ৯ ।

তদবীক্ষ্য প্রযুক্তানঃ সীদত্যবরঃ । ১০ । (১)

পূর্বকালীন লোকদিগের ধর্মলঙ্ঘন ও অবৈধ আচরণ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা তেজীয়ান, তাহাতে তাঁহাদের প্রত্যবায় নাই। সাধাবণ লোকে, তদীয় আচরণ দর্শনে তদনুবর্তী হইয়া চলিলে, এককালে উৎসন্ন হয়।

অতএব ইহা অবধারিত হইতেছে, বেদ ও স্মৃতির বিধি অনুযায়ী আচারই সাধারণ লোকের অনুসরণীয়, বেদ ও স্মৃতির বিকল্প আচার অনুসরণীয় নহে । বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচারপুস্তকে যেরূপ দর্শিত হইরাছে, তদনুসারে, শাস্ত্রনির্দিষ্ট নিমিত্ত ব্যতিবেকে, যদৃচ্ছা ক্রমে বিবাহ করা স্মৃতিবিকল্প আচার । অতএব, যদিও ধর্ম প্রভৃতি দেবগণ, যাজ্ঞবল্ক্যপ্রভৃতি মুনিগণ, যুগ্মষ্ঠিবপ্রভৃতি রাজগণ যদৃচ্ছা ক্রমে একাধিক বিবাহ করিয়া থাকেন, সাধারণ লোকের সে বিষয়ে তদীয় দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইয়া চলা কদাচ উচিত নহে । এমন স্থলে, দেবগণ, ঋষিগণ ও পূর্বকালীন রাজগণের যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ ব্যবহার, সাধারণ লোকের পক্ষে, আদর্শ স্বরূপে প্রবর্তিত করা বহুজ্ঞ পণ্ডিতের কর্তব্য নয় । বেদব্যাখ্যাতাম্রবাচার্য্য শিষ্টাচারের প্রামাণ্য বিনয়ে যে মীমাংসা করিবাছেন, তাহা উদ্ধৃত হইতেছে ।

যো মাতুলবিবাহাদৌ শিষ্টাচারঃ স মা ন বা ।

ইতরাচারবন্মাত্মমমাত্মং স্মার্ত্তবাধনাৎ ॥ ১৭ ॥

স্মৃতিমূলো হি সর্বত্র শিষ্টাচারস্ততোহত্র চ ।

অনুম্নো স্মৃতিঃ স্মৃত্য বাধ্য প্রত্যক্ষয়া তু সা ॥ ১৮ ॥ (২)

মাতুলকন্যাবিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে যে শিষ্টাচার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার প্রামাণ্য আছে কি না । অত্যাগ্ৰ শিষ্টাচারেব হ্যব, ঐ সকল শিষ্টাচারেব প্রামাণ্য থাকা সম্ভব, কিন্তু স্মৃতিবিকল্প বলিয়া উহাদের প্রামাণ্য নাই । শিষ্টাচার মাত্রই স্মৃতিমূলক ; এতদ্ব্যতীত শিষ্টাচার দ্বারা স্মৃতিব অনুমান করিতে হইবেক ; কিন্তু অনুমানসিদ্ধ স্মৃতি প্রত্যক্ষসিদ্ধ স্মৃতি দ্বারা বাধিত হইয়া থাকে ।

ভক্তসমাজে যে ব্যবহার প্রচলিত থাকে, উহাকে শিষ্টাচার বলে ।

(২) জৈমিনীয় ন্যায়মালাবিস্তর, প্রথম অধ্যায়, তৃতীয় পাদ, পঞ্চম অধিকরণ ।

শাস্ত্রকারেরা সেই শিষ্টাচারকে, বেদ ও স্মৃতিব স্মৃতি, ধর্ম বিষয়ে প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত করিয়াছেন । সমুদয় শিষ্টাচার স্মৃতিমূলক, অর্থাৎ শিষ্টাচার দেখিলেই বোধ করিতে হইবেক, উহা স্মৃতির বিধি অনুসারে প্রবর্তিত হইয়াছে । শিষ্টাচার দ্বিবিধ, প্রত্যক্ষসিদ্ধস্মৃতিমূলক ও অনুমানসিদ্ধস্মৃতিমূলক । যেখানে দেশবিশেষে কোনও শিষ্টাচার প্রচলিত আছে, এবং স্মৃতিশাস্ত্রে তাহার মূলীভূত স্মৃতিও দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে ঐ শিষ্টাচার প্রত্যক্ষসিদ্ধস্মৃতিমূলক । আর, যেখানে কোনও শিষ্টাচার প্রচলিত আছে, কিন্তু তাহার মূলীভূত স্মৃতি দেখিতে পাওয়া যায় না, তথাই ঐ শিষ্টাচার দর্শনে এই অনুমান করিতে হয়, ঐ শিষ্টাচারের মূলীভূত স্মৃতি ছিল, কাল ক্রমে তাহা লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে, এইরূপ শিষ্টাচার অনুমানসিদ্ধস্মৃতিমূলক । প্রত্যক্ষসিদ্ধ স্মৃতি অনুমানসিদ্ধ স্মৃতিব বাধক অর্থাৎ যেখানে দেশবিশেষে কোনও শিষ্টাচার দৃষ্ট হইতেছে কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্রে ঐ শিষ্টাচারমূলক ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছে, তথায় প্রত্যক্ষসিদ্ধ স্মৃতিব বিকল্প বলিয়া ঐ শিষ্টাচারের প্রামাণ্য নাই । কোনও কোনও দক্ষিণদেশে তদ্রূপমাজে মাতুলকন্যাপরিণয়ের ব্যবহার আছে, সুতরাং, মাতুলকন্যাপরিণয় সেই সেই দেশের শিষ্টাচার । কিন্তু, স্মৃতিশাস্ত্রে মাতুলকন্যাপরিণয় সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে, এজন্য ঐ শিষ্টাচার প্রত্যক্ষসিদ্ধ স্মৃতিব বিকল্প । প্রত্যক্ষসিদ্ধ স্মৃতিব বিকল্প শিষ্টাচার অনুমানসিদ্ধ স্মৃতি দ্বারা প্রমাণ বলিয়া প্রতিপন্ন ও পরিগৃহীত হইতে পাবে না । অতএব, মাতুলকন্যাপরিণয়রূপ শিষ্টাচারের প্রামাণ্য নাই । সেইরূপ, এতদেশীয় যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ ব্যবহার শিষ্টাচার বটে, কিন্তু উহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ স্মৃতিব বিকল্প, সুতরাং উহা অবিগীতশিষ্টাচারশব্দবাচ্য অথবা ধর্ম বিষয়ে প্রমাণ বলিয়া প্রবর্তিত ও পরিগৃহীত হওয়া উচিত নহে । দেবগণের ও পূর্বকালীন রাজগণের আচার মাত্রই অবিগীত শিষ্টাচার বলিয়া

পরিগণিত ও ধর্ম বিষয়ে প্রমাণ বলিয়া পণ্ডিতগণ ইহা, কন্যাগমন, গুরুপত্নীত্ব, মাতুলকন্যাপরিগণ, পাঁচ জনের একস্ত্রীবিবাহ প্রভৃতি ব্যবহার প্রচলিত হইতে পারিবেক ।

অতএব, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের অবলম্বিত স্মৃতিবাক্য ও উল্লিখিত শিষ্টাচার দ্বারা যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহব্যবহার শাস্ত্রসম্মত বলিয়া কোনও মতে প্রতিপন্ন হইতেছে না । যদি ইহা অপেক্ষা বলবত্তর প্রমাণান্তর না থাকে, তাহা হইলে তাঁহার চিৎসিদ্ধান্ত অত্রান্ত হইতেছে না । কলকথা এই, “বহুবিবাহ যে শাস্ত্রসম্মত ইহা আমাব চিৎসিদ্ধান্ত আছে,” এই মাত্র নির্দেশ করিয়া, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের কাস্ত হওয়া ভাল হয় নাই ; প্রবল প্রমাণ পরম্পরা দ্বারা স্থায় সিদ্ধান্তের সমর্থন করা সর্বতোভাবে উচিত ছিল ।

তর্কবাচস্পতি মহাশয় কহিয়াছেন,

“বরাবর কহিয়া আসিতেছি এবং এক্ষণেও কহিতেছি যে বহুবিবাহ সর্বদেশপ্রচলিত, সর্বশাস্ত্রসম্মত ও চিৎপ্রচলিত ।”

এ বিষয়ে বক্তব্য এই, তিনি বরাবর কহিয়া আসিতেছেন এবং এক্ষণেও কহিতেছেন, এতদ্ভিন্ন, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ সর্বশাস্ত্রসম্মত, এ বিষয়ের আর কোনও প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না । বহুবিবাহ যে সর্বশাস্ত্রসম্মত নহে, তর্কবাচস্পতি মহাশয় স্বয়ং সে বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন । যদি যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড সর্বশাস্ত্রসম্মত হইত, তাহা হইলে, তর্কবাচস্পতি মহাশয়, নিঃসংশয়, সর্বশাস্ত্র হইতেই ভুরি ভুরি প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেন, অনেক কষ্টে, অনেক অনুসন্ধানের পব, অপ্রচলিত সামান্য সংগ্রহগ্রন্থ হইতে একমাত্র বচন উদ্ধৃত করিয়া নিশ্চিন্ত ও সন্তুষ্ট হইতেন না । কলকথা এই, মনু, বিশ্ব, বশিষ্ঠ, গোতম, যাজ্ঞবল্ক্য, আপস্তম্ব, পবাশর, বেদব্যাস প্রভৃতি প্রণীত ধর্মসংহিতাগ্রন্থে স্বয়ং প্রতাপোষক প্রমাণ দেখিতে না পাইয়া, তাঁহাকে অগত্যা মদনপারিজাতের শরণাগত হইতে হইয়াছে ।

তর্কবাচস্পতি মহাশয় লিখিয়াছেন,

‘তিনি (বিজ্ঞানাগর) বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদনার্থে
যেরূপ শাস্ত্রের অভিনব অর্থ ও যুক্তির উদ্ভাবন করিয়াছেন, অবশ্য
বুদ্ধির প্রশংসা করিতে হয় ; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঐ অর্থ ও
যুক্তি শাস্ত্রানুমোদিত বা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।’

এ স্থলে বক্তব্য এই, বহুবিবাহবিষয়ক বিচারপুস্তকে বিবাহ
সংক্রান্ত ছয়টি মাত্র মনুবচন উদ্ধৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে, কোন বচনের
অর্থ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের অভিনব বোধ হইয়াছে, বুঝিতে
পারিলাম না। যে সকল শব্দে ঐ সকল বচন রচিত হইয়াছে, সে
সকল শব্দ দ্বারা অত্র বিষয় অর্থ প্রতিপন্ন হইতে পারে, সম্ভব বোধ
হয় না। তর্কবাচস্পতি মহাশয় কহিতেছেন, আমার লিখিত অর্থ
ও যুক্তি শাস্ত্রানুমোদিত বা সঙ্গত নহে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই,
তাহার মতে, কিরূপ অর্থ ও কিরূপ যুক্তি সঙ্গত ও শাস্ত্রানুমোদিত,
তাহার কোনও উল্লেখ করেন নাই। এরূপ শিষ্টাচার আছে, যাঁহারা
অন্যরূপ অর্থ ও যুক্তির উপর দোষারোপ করেন, তাঁহারা স্বাভিমত
প্রকৃত অর্থ ও যুক্তি প্রদর্শন করিবার থাকেন। তর্কবাচস্পতি মহাশয়
যখন আমার লিখিত অর্থ ও যুক্তির উপর দোষারোপ করিতেছেন,
তখন, শিষ্টাচারের অনুবর্তী হইয়া, স্বাভিমত প্রকৃত অর্থ ও প্রকৃত
যুক্তির পরিচয় দেওয়া উচিত ছিল। তাহা হইলে, উভয় পক্ষের অর্থ
ও যুক্তি দেখিয়া, কোন পক্ষের অর্থ ও যুক্তি সঙ্গত ও শাস্ত্রানুমত,
লোকে তাহা বিবেচনা কবিতো পারিতেন। নতুবা, কেবল তাঁহাব
মুখের কথায়, সকলে আমার লিখিত অর্থ ও যুক্তি অগ্রাহ্য করিবেন,
এরূপ বোধ হয় না।

তর্কবাচস্পতি মহাশয় সোমপ্রকাশে প্রচাৰ করিয়াছেন,

“বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত হইলেও ভদ্রকুলীন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যে
প্রণালাতে উহা সম্পন্ন হইয়া আসিতেছিল, এবং কতকপরিমাণে

এপর্যন্ত প্রচলিত আছে, তাহা অত্যন্ত ঘৃণাকর, লজ্জাকর ও নৃশংস, ইহা বিলক্ষণ আমার অন্তরে জাগরুক আছে এবং উহার নিবারণ হয় ইহাতে আমার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল এবং আছে ।”

ধর্মরক্ষিণীসভায় লিখিয়াছেন,

“এতদেশীয় কুলীন বা অন্য মহাস্বাধীন এবং অন্যান্য দেশীয় হিন্দু-সমাজগণে এই আচার প্রচলিত আছে ।”

এক স্থলে, কুলীনদিগের বহুবিবাহব্যবহার অত্যন্ত ঘৃণাকর, লজ্জাকর ও নৃশংস বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে; অপর স্থলে, কুলীনেরা মহাত্মা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন, তাঁহাদের বহুবিবাহ-ব্যবহার শিষ্টাচাররূপ প্রবর্তিত হইয়াছে । তর্কবাচস্পতি মহাশয় ধর্মরক্ষিণীসভায়, যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে, বহুবিবাহ-কাবী কুলীনমাত্রই মহাত্মা ও পূজনীয়, এই বোধ হয়; তৎকুলীন-দিগের উপর তাঁহার ঘৃণা ও দ্বেষ আছে, কোনও ক্রমে সেরূপ প্রতীতি জন্মে না । যথা—

“৫, ৬ বৎসর গত হইল তৎকালে উপাসান্তর নাই বিবেচনা করিয়া সামাজিকবিষয় হইলেও নিবর্তনশয় আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে অতঃ প্রবৃত্ত হইয়া ঐ বিষয়ের নিবারণার্থে আইন প্রস্তুত কবির জন্ত রাজদ্বারে আবেদনপত্রেও স্বাক্ষর কবির তদ্বিষয় সম্পাদনার্থ বিশেষ উদেষাগী ছিলাম । এক্ষণে দেখিতেছি বিদ্যাচর্চা প্রভাবে বা যে কাবণে হউক ঐ কুৎসিত বহুবিবাহপ্রণালী অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে । আমাব বোধ হয় অল্পকাল মধ্যে উহা এককালে অন্তর্হিত হইবেক অতএব তৎক্ষণাৎ আর আইনের আবশ্যকতা নাই ।”

“প্রায় একমাস গত হইল সনাতনধর্মরক্ষিণীসভা পবিত্যাগ কবির কয়েকটি কাবণমধ্যে বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত বিষয় ইহার প্রামাণ্যার্থে একটি বচন উদ্ধৃত কবির । লিখিয়াছিলাম যে বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত বিষয়, তাহার রহিতকরণবিষয়ে ধর্মসভার হস্তক্ষেপ কবা অগ্ৰায় ।”

এস্থলে ব্যক্তব্য এই, তর্কবাচস্পতি মহাশয় যে কারণে, যে অভি-

প্রায়ে, যে বিষয়ে উদ্বেগী হইয়াছিলেন, সনাতনধর্ম্মরক্ষিণী সভাপ্র, নিঃসংশয়, সেই কাণে, সেই অভিপ্রায়ে, সেই বিষয়ে উদ্বেগী হইয়াছেন। তবে, উভয়ের মধ্যে বিশেষ এই, তর্কবাচস্পতি মহাশয় প্রতিভাবে বুঝিতে পাবিয়াছেন, কুলীনদিগের বিবাহ সংক্রান্ত অত্যাচার অল্প কাল মধ্যে একবারে অন্তর্হিত হইবেক, অতএব আইনের আর আবশ্যিকতা নাই; ধর্ম্মরক্ষিণীসভার অনভিজ্ঞ অধ্যক্ষদিগের অত্মাপি সে বোধ জন্মে নাই। আর, ইহাও বিবেচনা করা উচিত, যৎকালে তর্কবাচস্পতি মহাশয়, স্মৃতিশ্রুত হইয়া, নিরতিশয় আশ্রয় ও উৎসাহ সহকারে, বহুবিবাহব্যবহারের নিবারণ প্রার্থনায়, আবেদনপত্রে নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, সে সময়ে উহা নৃশংস, ঘৃণাকর, লজ্জাকর ব্যাপার ছিল; এক্ষণে, সময়গুণে, উহা “সর্বশাস্ত্রসম্মত” “অবিগীতশিষ্টাচারপরম্পরানুমোদিত” ব্যবহার হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং, তর্কবাচস্পতি মহাশয় নৃশংস, ঘৃণাকর, লজ্জাকর বিষয়ের নিবারণে উত্তেজিত হইয়াছিলেন, সনাতনধর্ম্মরক্ষিণী সভা সর্বশাস্ত্রসম্মত অবিগীতশিষ্টাচারপরম্পরানুমোদিত ব্যবহারের উচ্ছেদ উদ্ভূত হইয়াছেন। ঈদৃশ অন্যায্য অনুষ্ঠান দর্শনে, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে অবশ্য বিরাগ জন্মিতে পাবে। সনাতনধর্ম্মরক্ষিণী সভার ইহাও বিবেচনা করা আবশ্যিক ছিল, বিদ্রোহচর্চার প্রভাবে, অথবা তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের উদ্যোগ ও নামস্বাক্ষর প্রভাবে, যখন পাঁচ বৎসরে বহুবিবাহ সংক্রান্ত অত্যাচারের অনেক পরিমাণে নিবৃত্তি হইয়াছে, তখন, অল্প পরিমাণে যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, আর আড়াই বৎসর, নিতান্ত না হয়, আর পাঁচ বৎসরে, তাহার সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হইবেক, তাহার আর কোনও সন্দেহ নাই। এমন স্থলে, এই আড়াই বৎসর অথবা পাঁচ বৎসর কাল অপেক্ষা করা ধর্ম্মরক্ষিণী সভার পক্ষে সর্বতোভাবে বিধেয় ছিল, তাহা হইলে, অকারণে তাঁহাদিগকে তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের কোপে পতিত হইতে হইত না।

এক্ষণে, ত্রীযুত দ্বারকানাথ বিদ্যাবূষণ মহাশয়ের বহুবিবাহবিষয়ক অভিপ্রায় উদ্ধৃত ও আলোচিত হইতেছে,—

“বহুবিবাহ যে এ দেশের শাস্ত্রনিষিদ্ধ নহ, এ দেশের ব্যবহাবই তাহাব ঐ নি প্রমাণ। শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধ হইলে উহা কখন এরূপ প্রচররূপ থাকিত না। যুক্তিও এই কথা কহিয়া দিতেছে। এ দেশের পুরুষেরা চিবকাল স্নেহব্যবহাবী হইয়া আসিয়াছেন। আপনাদিগের সুখস্বচ্ছন্দ ও সুবিদ্যাব অন্বেষণেই চিবকাল বাস্ত ছিলেন, স্ত্রীজাতির সুখহুঃখাদির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই। এতাদৃশ স্বার্থপর পুরুষেরা সহস্রে শাস্ত্রকর্তৃত্বভার প্রাপ্ত হইয়া যে আপনাদিগের একটি প্রধান ভোগপথ কদ্ধ করিয়া যাইবেন, ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। বেদ, পুরাণ, স্মৃতি, কাব্যাদি ইহার প্রামাণ্য প্রতিপাদন করিতেছে। যথা—

যদেকস্মিন্ যুগে দ্বৈ রশনে পরিব্যয়তি, তস্মাদেকো দ্বৈ জায়ে বিদেত।
যন্নৈকাং রশনাং দ্ববোধূপয়োঃ পরিব্যয়তি, তস্মান্নৈকা দ্বৌ পতী বিদেত। বেদ।

কামতন্তু প্রবৃত্তানামিতি দোষাপ্পহখ্যাপনার্থং নতু দোষাভাব এব।
তদাহতুঃ শঙ্খনিধিতো। ভার্য্যাঃ কার্য্যাঃ সজাতীয়াঃ শ্রেবস্ত্যঃ সর্কষৎ
শ্রুরিতি পূর্বঃ কল্পঃ, ততোহনুকল্পঃ চত্রে। ব্রাহ্মণ্যানুপূর্ব্বকং, তিস্রে।
রাজহস্ত্য, দ্বৈ বৈশ্ত্য, একা শূদ্রস্ত্য। জাত্যবচ্ছেদেন চতুর্বাদিসংখ্যা
সম্বধ্যতে। ইতি দায়ভাগঃ।

জাত্যবচ্ছেদেনেতি তেন ব্রাহ্মণাদেঃ পঞ্চ ষড্ বা সজাতীয়ান বিকদ্ধা
ইত্যাশয়ঃ। অচ্যুতানন্দকৃততট্টীকা।

বোহিণী বন্দেবস্ত্য ভার্য্যাস্তে নন্দগোকুলে। অস্ত্রাশচ বৎসসংবিদ্যা
বিবরেয়ু বসন্তি হি। ভাগবত।

বেদবতি! বহুধনত্বাৎ বহুপত্নীকেন ভবত্ববতা (ধনমিত্রেণ বণিজা)
ভবিতব্যং। বিচার্য্যতাং যদি কাচিদাপন্নস্তা স্ত্র্যাং তস্ত্য ভার্য্যাসু।
শকুন্তলা।

শাশুড়ী রাগিণী ননদী বাঘিনী, গতিনী নাগিনী বিষের ভরা ।
তারতচন্দ্র ।” (১)

অদ্য বিদ্যাভূষণ মহাশয় কহিতেছেন, “বহুবিবাহ যে এ দেশের শাস্ত্রনিবিদ্ধ নয়, এ দেশের ব্যবহারই তাহার প্রধান প্রমাণ ; শাস্ত্রপ্রতিবিদ্ধ হইলে উহা কখন এরূপ প্রচরদ্রুপ থাকিত না” । তদীয় ব্যবস্থার অনুবর্তী হইয়া, কল্যা অত্র এক মহাশয় কহিবেন, কত্যা বিক্রয় যে এ দেশের শাস্ত্রনিবিদ্ধ নয়, এ দেশের ব্যবহারই তাহার প্রধান প্রমাণ ; শাস্ত্র প্রতিবিদ্ধ হইলে উহা কখন এরূপ প্রচরদ্রুপ থাকিত না । তৎপরদিন দ্বিতীয় এক মহাশয় কহিবেন, জগৎহত্যা যে এ দেশের শাস্ত্রনিবিদ্ধ নয়, এ দেশের ব্যবহারই তাহার প্রধান প্রমাণ , শাস্ত্রপ্রতিবিদ্ধ হইলে, উহা কখন এরূপ প্রচরদ্রুপ থাকিত না । তৎপরদিন তৃতীয় এক মহাশয় কহিবেন, মিথ্যাসাক্ষ্য দেওয়া যে এ দেশের শাস্ত্রনিবিদ্ধ নয়, এ দেশের ব্যবহারই তাহার প্রধান প্রমাণ , শাস্ত্রপ্রতিবিদ্ধ হইলে উহা কখন এরূপ প্রচরদ্রুপ থাকিত না । তৎপরদিন চতুর্থ এক মহাশয় কহিবেন, কপটলেখ্য প্রস্তুত কবা যে এ দেশের শাস্ত্রনিবিদ্ধ নয়, এ দেশের ব্যবহারই তাহার প্রধান প্রমাণ , শাস্ত্রপ্রতিবিদ্ধ হইলে উহা কখন এরূপ প্রচরদ্রুপ থাকিত না । তৎপর দিন পঞ্চম এক মহাশয় কহিবেন, বিবয়কর্ম্মস্থলে উৎকোচগ্রহণ বা অন্ত্যায় উপায়ে অর্থোপার্জন যে এ দেশের শাস্ত্রনিবিদ্ধ নয়, এ দেশের ব্যবহারই তাহার প্রধান প্রমাণ , শাস্ত্রপ্রতিবিদ্ধ হইলে উহা কখন এরূপ প্রচরদ্রুপ থাকিত না । এইরূপে, যে সকল দুষ্ক্রিয়া বিলক্ষণ প্রচলিত আছে, তৎসমুদয় শাস্ত্রানুযায়ী ব্যবহার বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া উঠিবেক । বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের এই ব্যবস্থা অনেকের নিকট নিরতিশয় আদবভাজন হইবেক, তাহার সন্দেহ নাই ।

বিদ্যাত্মক মহাশয়, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের মত, উদ্ধৃত ও অবিস্মৃৎকারী নহেন। তিনি, তাঁহার ছাত্র, স্বীয় সিদ্ধান্তকে নিরবলম্বন রাখেন নাই; অদ্ভুত যুক্তি দ্বারা উহার বিলক্ষণ সমর্থন করিয়াছেন। সেই অদ্ভুত যুক্তি এই,—

এ দেশের পুরুষেরা চিরকাল স্মরণব্যবহারী হইয়া আসিয়াছেন আপনাদিগের সুখস্বচ্ছন্দ ও সুবিধার অব্যবহায়েই চিরকাল ব্যস্ত ছিলেন, স্ত্রীজাতির সুখদুঃখাদির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই। এতাদৃশ স্বার্থপর পুরুষেরা স্বহস্তে শাস্ত্রকর্তৃত্বভার প্রাপ্ত হইয়া যে আপনাদিগের একটি প্রধান ভোগপথ বন্ধ করিয়া যাইবেন, ইহা কোনও ক্রমেই সম্ভাবিত নহে ;”

বিদ্যাত্মক মহাশয়, স্বপক্ষ সমর্থনে সাতিশয় ব্যগ্র হইয়া, উচিত অনুচিত বিবেচনায় এককালে জলাঞ্জলি দিয়াছেন। যদৃচ্ছাপ্রযুক্ত বহু-বিবাহকাণ্ড শাস্ত্রকারদিগের অনুমোদিত কার্য্য, ইহা প্রতিপন্ন করা তাঁহার নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে; এবং তদর্থে এই অদ্ভুত যুক্তি উদ্ভাবিত করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষীয় শাস্ত্রকারেরা স্বার্থপর, নাথেক্কারী ও ইন্দ্রিয়সুখপরায়ণ ছিলেন; স্ত্রীজাতির সুখদুঃখাদির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই। বিবাহবিষয়ে যথেষ্টাচার অব্যাহত না থাকিলে, ইন্দ্রিয়সুখাসক্তি চরিতার্থ হইতে পাবে না। সুতরাং তাঁহারা, বিবাহ বিষয়ে যথেষ্টাচার নিষিদ্ধ করিয়া, পুরুষজাতির প্রধান ভোগসুখের পথ বন্ধ করিয়া যাইবেন, ইহা সম্ভব নয়; অতএব, বিবাহবিষয়ক যথেষ্টাচার শাস্ত্রকারদিগের অনতিমত কার্য্য, ইহা কোমও মতে সম্ভাবিত নহে। পণ্ডিতের মুখে কেহ কখনও এরূপ বিচিত্র মীমাংসা শ্রবণ করিয়াছেন, এরূপ বোধ হয় না। বিদ্যাত্মক মহাশয়, অশিক্ষিত ও অপণ্ডিত হইয়া, নিতান্ত নিরীহ, নিতান্ত নিরপরাধ শাস্ত্রকারদিগের বিষয়ে যেরূপ দৃশংস অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অদৃষ্টের ও অশ্রুতপূর্ব্ব।

শাস্ত্রে স্ত্রীলোকদিগের প্রতি বৈরুণ ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা আছে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে—

মমু কহিয়াছেন,

পিতৃভিত্তিত্রৈলোক্যৈঃ পতিভির্দেবরৈস্তথা ।

পূজ্যা ভূষয়িতব্যাস্ত বহু কল্যাণমীপ্সুভিঃ ॥ ৩ । ৫৫ ॥

যত্র নারীস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ ।

যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাশুভ্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ৩ । ৫৬ ॥

শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎ কুলম্ ।

ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্বদা ॥ ৩ । ৫৭ ॥

জাময়ো যানি গেহানি শপন্ত্যপ্রতিপূজিতাঃ ।

তানি কৃত্যাহতানীব বিনশ্যন্তি সমন্ততঃ ॥ ৩ । ৫৮ ॥

আত্মমঙ্গলাকাজক্ষী পিতা, মাতা, পতি ও দেবব স্ত্রীলোকদিগকে সমাদরে রাখিবেক ও বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত করিবেক ॥ ৫৫ ॥ যে পরিবারে স্ত্রীলোকদিগকে সমাদরে রাখে, দেবতারা সেই পরিবারের প্রতি প্রসন্ন থাকেন । আর, যে পরিবারে স্ত্রীলোকদিগের সমাদর নাই, তথায় যজ্ঞ দান আদি সকল ক্রিয়া বিফল হয় ॥ ৫৬ ॥ যে পরিবারে স্ত্রীলোকেরা মনোহুঃখ পায়, সে পরিবার ভবায় উৎসন্ন হয় ; আর, যে পরিবারে স্ত্রীলোকেরা মনোহুঃখ না পায়, সে পরিবারেব সতত শৃংখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয় ॥ ৫৭ ॥ স্ত্রীলোক অনাদৃত হইবা যে সমস্ত পরিবারকে অভিশাপ দেয়, সেই সকল পরিবার, অভিশাপগ্রস্তের স্বায়, সর্ব প্রকারে উৎসন্ন হয় ॥ ৫৮ ॥

পরশর কহিয়াছেন,

ভোজ্যালঙ্কারবাসোভিঃ পূজ্যাঃ সূয়াঃ সর্বদা স্ত্রিয়ঃ ।

যথা কিঞ্চিন্ন শোচন্তি নত্যং কার্যং তথা নৃভিঃ ॥ ৪১ ॥

আয়ুর্বিভং যশঃ পুত্রাঃ স্ত্রীপ্ৰীত্যা স্যুর্নাং সদা ।

নশ্যন্তি তে তদপ্রীতৌ তাসাং শাপাদসংশয়ম্ ॥ ৪ । ৪২ ॥

স্ত্রিয়ো যত্র তু পূজ্যন্তে সৰ্বদা ভূষণাদিভিঃ ।

পিতৃদেবমনুষ্যাশ্চ মৌদন্তে তত্র বেশ্মনি ॥ ৪ । ৪৩ ॥

দ্রিয়ন্ত্যুচ্যঃ প্রিয়ঃ সাক্ষাৎকৃচ্চৈদুদেবতাঃ ।

বর্দ্ধয়ন্তি কুলং তুষ্ঠা নাশয়ন্ত্যবমানিতাঃ ॥ ৪ । ৪৪ ॥

নাবমান্যাঃ স্ত্রিয়ঃ সদ্ভিঃ পতিশ্চ শুরদেবরৈঃ ।

পিত্রা মাত্রা চ ভ্রাত্রা চ তথা বন্ধুভিরেব চ ॥ ৪ । ৪৫ ॥ (১)

আহার, অলঙ্কার ও পরিচ্ছদ দ্বারা স্ত্রীলোকদিগের সৰ্বদা সমাদর করিবেক। যাহাতে তাহারা কিঞ্চিদ্ভিন্ন মনোভুংখ না পায়, পুরুষদিগের সৰ্বদা সেইরূপ ব্যবহার করা উচিত ॥ ৪২ ॥ স্ত্রীলোকেবা সন্তুষ্ট থাকিলে, পুরুষদিগের অবিচ্ছেদে আশু, ধন, যশ, প্রভৃতি লাভ হয়; তাহারা অসন্তুষ্ট হইলে, তাহাদের শাপে, তৎসমুদয় নিঃসংশয় ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ॥ ৪৩ ॥ যে পবিত্রে স্ত্রীলোকেরা ভূষণাদি দ্বারা সৰ্বদা সমাদৃত হয়, দেবগণ, পিতৃগণ, মনুষ্যাগণ সেই পরিবারের প্রতি প্রসন্ন থাকেন ॥ ৪৩ ॥ স্ত্রীলোক তুষ্ট থাকিলে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, কষ্ট হইলে তুচ্ছদেবতা স্বরূপ; তুষ্ট থাকিলে কুলের ত্রিভুজি হয়; অবমানিত হইলে, কুলেব ধ্বংস হয় ॥ ৪৪ ॥ সন্তরিত স্বামী, শ্বশুর, দেবর, পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও বন্ধুবর্গ কদাচ স্ত্রীলোকদিগের অবমাননা করিবেক না ॥ ৪৫ ॥

যদি এই ব্যবস্থা উল্লঙ্ঘন করিয়া, পুরুষজাতি স্ত্রীজাতির প্রতি অসদ্ব্যবহার করেন, তাহাতে শাস্ত্রকারেরা অপরাধী হইতে পারেন না।

শাস্ত্রে বিবাহবিষয়ে যে সমস্ত বিধি ও নিষেধ প্রবর্তিত হইয়াছে, সে সমুদয় প্রদর্শিত হইতেছে—

১। গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা নমস্কৃত্য যথাবিধি ।

উদ্ধতে দ্বিজো ভার্য্যাং নবর্ণাং লক্ষণাশ্চিতাম্ ॥ ৩৮ ॥ (২)

দ্বিজ, গুরুব অনুষ্ঠানান্তে, যথাবিধানে স্থান ও সমাবর্তন (৩)
করিয়া, সজাতীয়া সুলক্ষণা ভার্য্যার পাণিগ্রহণ করিবেক ।

২। ভার্য্যায়ৈ পূর্বমারিণ্যৈ দত্ত্বাগ্নীনন্ত্যকর্মণি ।

পুনর্দারক্রিয়াং কুর্য্যাৎ পুনরাধানমেব চ ॥৫।১৬৮॥ (৪)

পূর্বমৃত্যু স্ত্রীর যথাবিধি অন্ত্যোক্তিক্রিয়া নির্বাহ করিয়া, পুনরায়
দারপরিগ্রহ ও পুনরায় অগ্ন্যাধান করিবেক ।

৩। মদ্যপাসাপুস্তভা চ প্রতিকূলা চ যা ভবেৎ ।

ব্যাধিতা বাধিবেত্তব্যং হিংস্রার্থঘ্নী চ সর্বদা ॥১।৮০॥ (৪)

যদি স্ত্রী স্রবাপান্ধিনী, ব্যাভিচারিণী, সতত স্বামীর অতিপ্রায়ে
বিপবীতকাবিনী, চিরবোগিনী, অতিক্রবশ্চভাব ও অর্থনাশিনী
হয়, তৎসঙ্গে অধিবেদন, অর্থাৎ পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবেক ।

৪। বন্ধ্যাক্ষমেধেধিবেদ্যাক্ষে দশমে তু যতপ্রজা ।

একাদশে স্ত্রীজননী মদ্যস্বপ্রিয়বাদিনী ॥ ১।৮১ ॥ (৪)

স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে অষ্টম বর্ষে, যতপুত্রা হইলে দশম বর্ষে, কন্যামাত্র-
প্রসবিনী হইলে একাদশ বর্ষে, অপ্রিয়বাদিনী হইলে কালাতিপাত
বাতিবেকে, অধিবেদন করিবেক ।

৫। ধর্ম্মপ্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুর্কীত । ১২। (৫)

যে স্ত্রীর সহযোগে ধর্ম্মকার্য্য ও পুণ্ডলাভ সম্পন্ন হয়, তৎসঙ্গে অথ
স্ত্রী বিবাহ করিবেক না ।

৬। সর্বাণ্যে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি ।

কাম্যতন্তু প্রব্রতানাদিমাঃ সূ্যঃ ক্রমশোঃস্বরাজঃ ॥৩।১২॥ (৬)

দ্বিজাতিব পক্ষে অগ্রে সর্বাণ্যবিবাহই বিহিত । কিন্তু, বাহারা

(৩) বন্ধচর্য্য সমাপনান্তে অন্ত্যেষ্টীয়মান ক্রিয়াবিশেষ ।

(৪) মনুসংহিতা ।

(৫) আগস্ত্যস্মীয় ধর্ম্মসূত্র, দ্বিতীয় অঙ্ক, পঞ্চম পটল ।

(৬) মনুসংহিতা ।

রতিকামনার বিবাহ করিতে প্রস্তুত হয়, তাহার অনুলোম ক্রমে বর্ণান্তরে বিবাহ করিবেক ।

৭। একামুৎক্রম্য কামার্থমন্যাং লব্ধুং য ইচ্ছতি ।

সমর্থস্তোষয়িত্বার্থঃ পূর্বোঢামপরাং বহেৎ ॥ (৭)।

যে ব্যক্তি স্ত্রীসত্ত্বে রতিকামনার পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে, সে সমর্থ হইলে, অর্থ দ্বারা পূর্বপরিণীতা স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করিয়া, অত্র স্ত্রী বিবাহ করিবেক ।

দেখ, প্রথম বচন দ্বারা, গৃহস্থাশ্রম প্রবেশ কালে প্রথম বিবাহের বিধি প্রদত্ত হইয়াছে ; দ্বিতীয় বচন দ্বারা, স্ত্রীবিয়োগ হইলে, পুনরায় বিবাহের বিধি দর্শিত হইয়াছে ; তৃতীয় ও চতুর্থ বচন দ্বারা, স্ত্রী বন্ধ্যাহ প্রভৃতি দোষ ঘটিলে, তাহার জীবদশায় বিবাহান্তর বিহিত হইয়াছে , পঞ্চম বচন দ্বারা, ধর্ম্মকার্য্য ও পুত্রলাভ সম্পন্ন হইলে, পূর্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদশায়, পুনরায় সজাতীয়াবিবাহ একবারে নিষিদ্ধ হইয়াছে , ষষ্ঠ বচন দ্বারা, যে ব্যক্তি স্ত্রীসত্ত্বে রতিকামনার পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার পক্ষে অসজাতীয়া বিবাহেব বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে ; সপ্তম বচন দ্বারা, রতিকামনার বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইলে, পূর্বপরিণীতা সজাতীয়া স্ত্রীর সম্মতি গ্রহণ পূর্বক, অসজাতীয়া বিবাহ করিবেক, এই ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে । বিবাহ বিষয়ে এই সমস্ত বিধি ও নিবেদ্য জাজ্বল্যমান রহিয়াছে । সে দিকে নৃষ্টিপাত না করিয়া, লোকে শাস্ত্রীয় বিধি নিবেদ্য লঙ্ঘন পূর্বক বিবাহ বিষয়ে যে যথেষ্টাচার করিতেছে, তদ্বর্জনে, শাস্ত্রকাবেরা, স্বার্থপরতা ও যথেষ্টাচারিতার অনুবর্ত্তী হইয়া, শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, অম্লান মুখে এ উল্লেখ করা ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা ও নিরতিশয় প্রাগল্ভ্যতা প্রদর্শন মাত্র ।

উল্লিখিত যুক্তি প্রদর্শন করিয়া, বিদগ্ধভূষণ মহাশয় স্বীয় সিদ্ধান্তের

(৭) স্মৃতিপ্রবাহত দেবলবচন ।

অধিকতর সমর্থনার্থ বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, সংস্কৃতকাব্য ও বাঙ্গালাকাব্য হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন । তাঁহার উদ্ধৃত বেদবাক্যের অর্থ এই, যেমন যজ্ঞকালে এক যুগে দুই রজ্জু বেঁটন করা যায়, সেইরূপ এক পুরুষ দুই স্ত্রী বিবাহ করিতে পারে ; যেমন এক রজ্জু দুই যুগে বেঁটন করা যায় না, সেইরূপ এক স্ত্রী দুই পুরুষ বিবাহ করিতে পারে না । এই বেদবাক্য দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে আবশ্যিক হইলে, এক ব্যক্তি, পূর্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায়, পুনরায় বিবাহ করিতে পারে । ইহা দ্বারা যদৃচ্ছাপ্রযুক্ত বহুবিবাহকাণ্ডের, শাস্ত্রীয়তা, অথবা শাস্ত্রকারদিগের স্বার্থপরতা ও যথেষ্টচারিতা, কতদূর সপ্রমাণ হইল, বলিতে পারি না । দায়ভাগস্থত শঙ্খলিখিতবচন সৰ্ব্বাংশে অসবর্ণা-বিবাহপ্রতিপাদক মনুবচনের তুল্য ; সুতরাং, যদৃচ্ছাস্থলে, পূর্ব-পরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায়, সজাতীয়াপরিণয়নিষেধবোধক । অতএব, উহা দ্বারা যদৃচ্ছাপ্রযুক্ত বহুবিবাহকাণ্ডের শাস্ত্রীয়তা, অথবা শাস্ত্রকারদিগের স্বার্থপরতা ও যথেষ্টচারিতা, সপ্রমাণ হওয়া সম্ভব নহে । দায়ভাগের টীকাকার অচ্যুতানন্দ কহিয়াছেন, “জাত্যবচ্ছেদেন” এই কথা বলাতে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণের পাঁচ কিংবা ছয় সজাতীয়া বিবাহ দৃশ্য নয়, এই অতিপ্রায় ব্যক্ত হইতেছে । শঙ্খলিখিতবচনে লিখিত আছে, অনুলোম ক্রমে ব্রাহ্মণের চারি, ক্ষত্রিয়ের তিন, বৈশ্যের দুই, শূদ্রের এক ভার্য্যা হইতে পাবে । দায়ভাগকার লিখিয়াছেন, এই বচনে যে চারি, তিন, দুই, এক শব্দ আছে, তদ্বারা চারি জাতি, তিন জাতি, দুই জাতি, এক জাতি এই বোধ হইতেছে ; অর্থাৎ ব্রাহ্মণ চারি জাতিতে, ক্ষত্রিয় তিন জাতিতে, বৈশ্য দুই জাতিতে, শূদ্র এক জাতিতে বিবাহ করিতে পারে । অচ্যুতানন্দ দায়ভাগের এই শিখনের ভাবব্যাক্যাস্থলে লিখিয়াছেন, পাঁচ কিংবা ছয় সজাতীয়া বিবাহ দৃশ্য নয় । মনুব বিবাহ বিবয়ক চতুর্থাংশ দ্বারা যদৃচ্ছাস্থলে সজাতীয়াবিবাহ একবারে নিষিদ্ধ হইয়াছে, ইহা অনুধাবন করিয়া দেখিলে, অচ্যুতানন্দ

পূর্বোক্ত প্রকারে ভাবব্যাখ্যা করিতেন, এক্রপ বোধ হয় না। যাহা হউক, ঋষিবাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন করিবা, আধুনিক সংগ্রহকার বা টীকাকারের কপোলকম্পিত ব্যবস্থায় আস্থা প্রদর্শন করা বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তির দূরবস্থা প্রদর্শন মাত্র। ভাগবতপুবাণ হইতে যে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার অর্থ এই, বসুদেবের ভাৰ্য্যা রোহিণী নন্দালয়ে আছেন, তাঁহার অন্য ভাৰ্য্যারা কংসভয়ে অলক্ষ্য প্রদেশে কালহরণ করিতেছেন। বসুদেবের বহুবিবাহ যদৃচ্ছানিবন্ধন হইতে পারে। বিবাহ বিষয়ে তিনি শাস্ত্রের বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়াছিলেন ; তজ্জন্ত শাস্ত্রকারেরা অপরাধী হইতে পারেন না। পূর্বে দর্শিত হইয়াছে শাস্ত্র-কারদিগের মতে, পূর্বকালীন লোকের ঈদৃশ যথেষ্ট ব্যবহার অবৈধ ও সাধারণ লোকের অনুকরণীয় নহে। পাছে কেহ তদীয় তাদৃশ অবৈধ আচরণের অনুসরণ করে, এজন্ত তাঁহাৰা সৰ্বসাধারণ লোককে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং, ইহা দ্বারাও যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রসম্মত বলিয়া প্রতিপন্ন, অথবা শাস্ত্রকাবেরা স্বার্থপর ও যথেষ্টচারী বলিয়া পরিগণিত, হইতে পারেন না। অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের উদ্ধৃত অংশ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, সত্যযুগে ধনমিত্র নামে এক ঐশ্বর্য্যশালী বণিক অনেক বিবাহ করিয়াছিলেন; আর, বিদ্রাস্ত্রন্দরের উদ্ধৃত অংশ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, ইদানীন্তন স্ত্রীলোকের সতিন থাকে। যদি এক্রপ বিতণ্ডা উপস্থিত হইত, এ দেশে কেহ কখনও কোনও কারণে, পূর্ব পরিণীতা স্ত্রীর জীবদশায়, বিবাহ করেন নাই, তাহা হইলে, শকুন্তলা ও বিদ্রাস্ত্রন্দরের উদ্ধৃত অংশ দ্বারা কলোদয় হইতে পারিত। লোকে শাস্ত্রীয় নিষেধ লঙ্ঘন করিয়া, যদৃচ্ছাক্রমে বহুবিবাহ করিয়া থাকেন, তাহা অহরহঃ প্রত্যক্ষ হইতেছে। সেই অশাস্ত্রীয় ব্যবহারের দৃষ্টান্ত দ্বারা, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ এ দেশের শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়, অথবা শাস্ত্রকারেরা স্বার্থপরতা ও যথেষ্টচারিতার অনুবর্তী হইয়া শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, ইহা প্রতিপন্ন হইতে পারে

না। এ দেশের লোকে, কোনও কালে, কোনও বিষয়ে, শাস্ত্রের ব্যবস্থা উল্লেখন করিয়া চলেন না; তাঁহাদের যাবতীয় ব্যবহার শাস্ত্রীয় বিধি ও শাস্ত্রীয় নিষেধ অনুসারে নিয়মিত; যদি ইহা স্থির সিদ্ধান্ত হইত, তাহা হইলে, এ দেশের লোকের ব্যবহার দর্শনে, হয় ত বদৃচ্ছাপ্রাপ্ত বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়, এরূপ সন্দেহ করিলে, নিতান্ত অন্যায় হইত না। কিন্তু, যখন যাদৃচ্ছিক বহুবিবাহব্যবহার শাস্ত্রকারদিগের মতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হইতেছে, তখন তাদৃশ ব্যবহার দর্শনে, উহা শাস্ত্র-নিষিদ্ধ নয়, এরূপ মীমাংসা করা কোনও মতে সম্ভব হইতে পারে না। তবে, এ দেশের লোক অনেক বিষয়ে শাস্ত্রের নিষেধ লঙ্ঘন করিয়া চলিয়া থাকেন, স্নাতবাং বিবাহ বিষয়েও তাঁহারা তাহা কবিত্তেছেন, এজন্য তাহা বিশেষ দোষাবহ হইতে পারে না, এরূপ নির্দেশ করিলে, বরং তাহা অপেক্ষাকৃত গ্রািয়ানুগত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিত।

উপসংহার

পৰিশেষে আমাৰ বক্তব্য এই,

সবৰ্ণাশ্ৰে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকৰ্ম্মণি ।

কামতস্ত প্রভানামিমাঃ স্মৃঃ ক্রমশোঃিবরাঃ ॥

দ্বিজাতিৰ পক্ষে অশ্ৰে সবৰ্ণাবিবাহই বিহিত । কিন্তু বাহাৰ
বতিকাৰনাৰ বিবাহ কৰিত প্ৰৱত্ত হ'ব, তাহাৰা অনুৰ্নেমক্ৰমে
বৰ্ণান্তৰে বিবাহ কৰিবেক ।

এই মনুবচনে যে বিধি পাওয়া যাইতেছে, তাহা পৰিসংখ্যা বিধি । এই
পৰিসংখ্যা বিধি দ্বাৰা, পূৰ্বপৰিণীতা সজাতীয়া স্ত্ৰীৰ জীবদ্দশায়,
যদৃচ্ছা ক্ৰমে পুনৰায় সজাতীয়াবিবাহ সৰ্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে ।
ঐ বিধি পৰিসংখ্যা বিধি নহে, যাবৎ ইহা প্ৰতিপন্ন না হইতেছে ;
তাবৎ বহুবিবাহ “সৰ্বশাস্ত্ৰসম্মত” অথবা “শাস্ত্ৰনিষিদ্ধ নয়,” ইহা
প্ৰতিপন্ন হওয়া অসম্ভব । অতএব, যদৃচ্ছাপ্ৰৱত্ত বহুবিবাহব্যবহাৰ
সৰ্বশাস্ত্ৰসম্মত, অথবা শাস্ত্ৰনিষিদ্ধ নয়, ইহা প্ৰতিপন্ন কৰা যাঁহাদেব
উদ্দেশ্য, যাঁহাদেব ঐ বিবাহবিধিৰ পৰিসংখ্যাত্ব খণ্ডন কৰা আবশ্যক ।
তাহা না কৰিয়া, যিনি যত ইচ্ছা বিতণ্ডা কৰুন, যিনি যত ইচ্ছা বেন,
স্মৃতি, পুৰাণ, শাস্ত্ৰসূতা, বিদ্যাসুন্দৰ প্ৰভৃতি ঐহু হইতে প্ৰমাণ
উদ্ধৃত কৰুন, যদৃচ্ছাপ্ৰৱত্ত বহুবিবাহকাণ্ড সৰ্বশাস্ত্ৰসম্মত, অথবা
শাস্ত্ৰনিষিদ্ধ নয়, ইহা কোনও ক্ৰমে প্ৰতিপন্ন কৰিতে পাবিবেন না ।
দুখা বিবাদে ও বাদানুবাদে, নিজেৰ ও কোঁতুহলাক্ৰান্ত পাঠকগণেৰ
সময়নাশ ব্যতিবিক্ত আৰ কোনও ফল নাই ।

শ্ৰীঈশ্বৰচন্দ্ৰ শৰ্ম্মা

কাশীপুৰ ।

১৮ জাগ্ৰিণ । মংবৎ '২২৮ ।

বহু বিবাহ

দ্বিতীয় পুস্তক

বদৃচ্ছাপ্রযুক্ত বহুবিবাহকাণ্ডে যে শাস্ত্রবাহিৰ্ভূত ও সাধুবিগর্হিত ব্যবহার, ইহা, বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না, এতদ্বিবরক বিচারপুস্তকে, আলোচিত হইয়াছে। তদ্বর্ণনে, কতিপয় ব্যক্তি অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, এবং তাদৃশ বিবাহব্যবহার সৰ্ব্বতোভাবে শাস্ত্রানুমোদিত কর্তব্য কৰ্ম্ম, ইহা প্রতিপন্ন কবিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইয়াছেন। আক্ষেপের বিষয় এই, প্রতিবাদী মহাশয়েরা তত্ত্বনির্ণয় পক্ষে তাদৃশ যত্নবান্ হইয়েন নাই, জিগীষার, বা পাণ্ডিত্য প্রদর্শন বাদনার, বশবর্তী হইয়া, বিচারকার্য্য নির্বাহ করিয়াছেন। কোনও বিষয় প্রস্তাবিত হইলে, যে কোনও প্রকারে প্রতিবাদ করা আবশ্যিক, অনেকেই আত্মোপাস্ত এই বুদ্ধির অধীন হইয়া চলিয়াছেন। ঈদৃশ ব্যক্তিবর্গের তাদৃশ বিচার দ্বারা কীদৃশ ফললাভ হওয়া সম্ভব, তাহা সকলেই অনয়াসে অনুমান করিতে পারেন। আমাদের দৃঢ় সংস্কার এই, যে সকল মহাশয়েরা প্রকৃত প্রস্তাবে ধৰ্ম্মশাস্ত্রের ব্যবসায় বা অনুশীলন করিয়াছেন, বদৃচ্ছাপ্রযুক্ত বহুবিবাহকাণ্ডে শাস্ত্রানুমোদিত ব্যবহার, ইহা কদাচ তাঁহাদের মুখ বা লেখনী হইতে বহির্গত হইতে পারে না।

প্রতিবাদী মহাশয়দিগের সংখ্যা অল্প নহে । সমুদয়ে পাঁচ ব্যক্তি প্রতিবাদে প্ররত্ত হইয়াছেন । পুস্তকপ্রচারের পৌরোপায় অনুসারে, তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে । প্রথম মুর্শিদাবাদ-নিবাসী শ্রীযুত গঙ্গাধর কবিরত্ন । কবিরত্ন মহাশয় ব্যাকরণে ও চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রবীণ বলিয়া প্রসিদ্ধ । ধর্মশাস্ত্রের ব্যবসায় তাঁহার জাতিধর্ম নহে, এবং তাঁহার পুস্তক পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, তিনি ধর্মশাস্ত্রের বিশিষ্টরূপ অনুশীলন করেন নাই । সুতরাং, ধর্মশাস্ত্র সংক্রান্ত বিচারে প্ররত্ত হওয়া কবিরত্ন মহাশয়ের পক্ষে এক প্রকার অনধিকাবচর্চা হইয়াছে, এরূপ নির্দেশ করিলে, বোধ করি, নিতান্ত অসঙ্গত বলা হয় না । দ্বিতীয় বরিসালনিবাসী শ্রীযুত রাজকুমার ত্রায়বত্ন । শুনিয়াছি, ত্রায়বত্ন মহাশয়, ত্রায়শাস্ত্রে বিলক্ষণ নিপুণ, তন্ত্রম, অগ্র অগ্র শাস্ত্রেও তাঁহার সবিশেষ দৃষ্টি আছে । কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই, তিনি, একমাত্র জীমূতবাহনপ্রণীত দায়ভাগ অবলম্বন কবিয়া, যদ্ব্যপ্ররত্ত বহুবিবাহকাণ্ডের শাস্ত্রীয়তাপক্ষ রক্ষা করিতে উদ্বৃত্ত হইয়াছেন । তৃতীয় শ্রীযুত ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্ন । স্মৃতিরত্ন মহাশয় অতিশয় ধীরস্বভাব, অন্যান্য প্রতিবাদী মহাশয়দিগের মত উদ্ধত ও অহমিকাপূর্ণ নহেন । তাঁহার পুস্তকের কোনও স্থলে উদ্ধত্য প্রদর্শন বা গর্বিত বাক্য প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় না । তিনি, শিষ্টাচারের অনুবর্তী হইয়া, শাস্ত্রার্থ সংস্থাপনে যত্ন প্রদর্শন করিয়াছেন । চতুর্থ শ্রীযুত সত্যব্রতসামশ্রমী । সামশ্রমী মহাশয় অল্পবয়স্ক ব্যক্তি, অল্প কাল হইল, বারাগসী হইতে এ দেশে আসিয়াছেন । নব্য ন্যায়শাস্ত্র ভিন্ন সমুদয় সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং সমুদয়ের অধ্যাপনা করিতে পারেন, এই বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন । কিন্তু, তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্মশাস্ত্রের অনুশীলন করিয়াছেন, তদীয় পুস্তক পাঠে কোনও ক্রমে তদ্রূপ প্রতীতি জন্মে না । তাঁহার বয়সে যত

দূর শোভা পায়, তদীয় ঔদ্ধত্য তদপেক্ষা অনেক অধিক । সর্বশেষ ত্রীযুত তারানাথ তর্কবাচস্পতি । তর্কবাচস্পতি মহাশয় কলিকাতাস্থ রাজকীয় সংস্কৃতবিদ্যালয়ে ব্যাকরণশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিয়া থাকেন, কিন্তু সর্বশাস্ত্রবেত্তা বলিয়া সর্বত্র পরিচিত হইয়াছেন । তিনি যে কথ্যও রীতিমত ধর্মশাস্ত্রের অনুশীলন করেন নাই, তদীয় পুস্তক তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । তিনি যে সকল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সে সমুদয়ই অপসিদ্ধান্ত । অনেকেই বলিয়া থাকেন, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের বুদ্ধি আছে, কিন্তু বুদ্ধিব স্থিরতা নাই ; নানা শাস্ত্রে দৃষ্টি আছে, কিন্তু কোনও শাস্ত্রে প্রবেশ নাই, বিতণ্ডা করিবার বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে, কিন্তু ধীমানসা করিবার তাদৃশী শক্তি নাই । বলিতে অতিশয় চুংখ উপস্থিত হইতেছে, তদীয় বহুবিবাহবাদ পুস্তক এই কয়টি কথা অনেক অংশে সপ্রমাণ করিয়া দিবাছে ।

যাহা হউক, বহুবিবাহবিষয়ক আন্দোলন সংক্রান্ত তদীয় আচরণেব পূর্বাণব পর্যালোচনা কবিবা দেখিলে, চমৎকৃত হইতে হয় । ছয় বৎসর পূর্বে যখন, বহুবিবাহপ্রথার নিবারণ প্রার্থনায়, রাজদ্বাবে আবেদনপত্র প্রদত্ত হয়, তৎকালে তর্কবাচস্পতি মহাশয় নিবারণপক্ষে বিলক্ষণ উৎসাহী ও অনুযোগী ছিলেন এবং স্বতঃপ্রসূত হইয়া, সাতিশয় আগ্রহ সহকারে, আবেদনপত্রে নাম স্বাক্ষর করেন । সেই আবেদনপত্রের মূল মর্ম্ম এই, “নব বৎসব অতীত হইল, যদুচ্ছাপ্রসূত বহুবিবাহ ব্যবহারের নিবারণ প্রার্থনায়, পূর্বতন ব্যবস্থাপক সমাজে ৩২ খানি আবেদনপত্র প্রদত্ত হইয়াছিল । এই অতি জঘন্য, অতি নৃশংস ব্যবহার হইতে যে অশেষবিধ অনর্থসংঘটন হইতেছে, সে সমুদয় ঐ সকল আবেদনপত্রে সন্নিবৃত্ত উল্লিখিত হইয়াছে, এজন্য আমরা আর সে সকল বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি না । আমাদের মধ্যে অনেকে ঐ সকল আবেদনপত্রে নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন, এবং ঐ সকল আবেদনপত্রে যে সকল কথা লিখিত হইয়াছে, সে সমুদয় আমরা

সকলে অঙ্গীকার করিয়া লইতেছি”। নাম স্বাক্ষর করিবার সময়, তর্কবাচস্পতি মহাশয়, আবেদনপত্রের অর্থ অবগত হইয়া, এই আপত্তি করিয়াছিলেন, পূর্বতন আবেদনপত্রে কি কি কথা লিখিত আছে, তাহা অবগত না হইলে, আমি স্বাক্ষর করিতে পারিব না ; পরে ঐ আবেদনপত্রের অর্থ অবগত হইয়া, নাম স্বাক্ষর করেন। “এ দেশের ধর্মশাস্ত্র অনুসারে, পুরুষ একমাত্র বিবাহে অধিকারী, কিন্তু শাস্ত্রোক্ত নিমিত্ত ঘটিলে, একাধিক বিবাহ করিতে পারেন, এই শাস্ত্রোক্ত নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া, যদৃচ্ছা ক্রমে যত ইচ্ছা বিবাহ করা এক্ষণে বিলক্ষণ প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে”। ঐ সকল আবেদনপত্রে এই সকল কথা লিখিত আছে, এবং এই সকল কথা বিশিষ্ট রূপে অবগত হইয়া, তর্কবাচস্পতি মহাশয় আবেদনপত্রে নাম স্বাক্ষর করেন। এই সময়েই আমি, বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচারপুস্তকের প্রথম ভাগ রচনা করিয়া, তাঁহাকে শুনাইয়াছিলাম। শুনিয়া তিনি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, এবং শাস্ত্রের যথার্থ ব্যাখ্যা হইয়াছে এই বলিয়া, মুক্ত কণ্ঠে সাধুবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। এক্ষণে, সেই তর্কবাচস্পতি মহাশয় বহুবিবাহের রক্ষাপক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন এবং বহুবিবাহ ব্যবহারকে শাস্ত্রসম্মত কর্তব্য কর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে উদ্রত হইয়াছেন।

তদীয় এতাদৃশ চরিতবৈচিত্র্যের মূল এই। আমার পুস্তক প্রচারিত হইবার অব্যবহিত পবেই, শ্রীযুত ক্ষেত্রপালস্মৃতিবত্ৰপ্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি, বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রানুমোদিত ব্যবহাব ইহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত, এক ব্যবস্থাপত্র প্রচার করেন। ঐ সময়ে অনেক কহিয়াছিলেন, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের পরামর্শে ঐ সহায়তায় ঐ ব্যবস্থাপত্র প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু, আমি তাঁহাকে যদৃচ্ছাপ্রযুক্ত বহুবিবাহ ব্যবহারের বিষয় বিদ্রোহী বলিয়া জানিতাম, এজন্ত, তিনি বহুবিবাহের রক্ষাপক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন, এ কথাই আমার বিশ্বাস

জন্মে নাই ; বরং, তাদৃশ নির্দেশ দ্বারা অকারণে তাঁহার উপর উৎকট দোষারোপ হইতেছে, এই বিবেচনা করিয়াছিলাম । ঐ আবোপিত দোষের পরিহার বামনায়, উল্লিখিত ব্যবস্থাপত্রের আলোচনা করিয়া, উপসংহার কালে লিখিয়াছিলাম,—

“অনেকের মুখে শুনিতে পাই, তাঁহাবা কলিকাতাস্থ রাজকীয় সংস্কৃতবিদ্যালয়ে ব্যাকরণশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুত তাবানাঁথ তর্ক-বাচস্পতি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পরামর্শে ও সহায়তায় বহুবিবাহ-বিষয়ক শাস্ত্রসম্মত বিচারপত্র প্রচার করিয়াছেন । কিন্তু মহশ্য এ বিষয়ে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুতি হইতেছে না । তর্কবাচস্পতি মহাশয় এত অমভিজ্ঞ নহেন, যে একপং অসমীচীন আচরণে দূষিত হইবেন । পাঁচ বৎসর পূর্বে, যখন বহুবিবাহের নিবারণ প্রার্থনার, রাজদ্বারে আবেদন করা হয়, সে সময়ে তিনি এ বিষয়ে বিলক্ষণ অনুরাগী ছিলেন, এবং স্বতঃপ্ররত্ত হইয়া, নিবর্তনীয় আশ্রয় ও উৎসাহ সহকায়ে আবেদনপত্রে নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন । এক্ষণে, তিনিই আবাব বহুবিবাহের বক্ষাপক্ষ অবলম্বন করিয়া, এই লজ্জাকর, ঘৃণাকর, অনর্থকর, অদৃষ্টকর ব্যবহারকে শাস্ত্রসম্মত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইবেন, ইহা সম্ভব বোধ হয় না ।

আমার আলোচনাপত্রের এই অংশ পাঠ করিয়া, তর্কবাচস্পতি মহাশয় ক্রোধে অন্ধ হইয়াছেন, এই কথা শুনিতে পাইলাম, কিন্তু, তুট না হইয়া, কষ্ট হইলেন কেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না । অবশেষে, সর্বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারিলাম, যদৃচ্ছাপ্ররত্ত বহুবিবাহকাণ্ড রহিত হওয়া আবশ্যিক বিবেচনা করিয়া, কলিকাতাস্থ ধর্ম্মরক্ষিণী সভা উহার নিবারণ বিষয়ে সর্বিশেষ সচেষ্ট ও সে বিষয়ে ব্রাহ্মণপণ্ডিতবর্গের মত সংগ্রহে প্ররত্ত হইবেন, এবং রাজশাসন ব্যতিরেকে এই জঘন্য ব্যবহার রহিত হওয়া সম্ভাবিত নহে, ইহা স্থির করিয়া, রাজদ্বারে আবেদন করিবাব অভিপ্রায় করেন । তর্কবাচস্পতি

মহাশয় এ বিষয়ে সম্পূর্ণ প্রাণিবাদী হইয়াছিলেন, এবং ধর্ম্মরক্ষিণী সভা অধ্যক্ষেরা প্ররক্ত হইতেছেন, আর তাঁহাদের সংস্রবে থাকা বিধেয় নহে, এই বিবেচনা করিয়া, ক্রোধভরে সভার সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমার আলোচনাপত্র প্রচারিত হইলে, ধর্ম্মরক্ষিণী সভাব অধ্যক্ষেরা জানিতে পারিলেন, তর্কবাচস্পতি মহাশয়, কিছু দিন পূর্বে, বহুব্রাহ্মের নিবারণ বিষয়ে সবিশেষ উৎসাহী ও উদ্যোগী ছিলেন এবং বহুব্রাহ্মের নিবারণ প্রার্থনায় আবেদনপত্রে নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন। ইতঃপূর্বে তিনি নিজে যাহা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহারা তাহাই করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন; কিন্তু এই অপরাধে অধ্যক্ষবোঝে তাঁহাদের সংস্রব ত্যাগ করা আশ্চর্য্যের বিষয় জ্ঞান করিয়া, তাঁহারা উপহাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমার লিখন দ্বারা পূর্ব কথা ব্যক্ত না হইলে, ধর্ম্মরক্ষিণী সভাব অধ্যক্ষেরা তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের পূর্বতন আচরণ বিষয়ে বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিতেন না, এবং এ পর্য্যন্ত তাহা অপ্রকাশ থাকিলে, তাঁহারা তাঁহাকে উপহাস করিবারও পথ পাইতেন না। সুতরাং, আমিই তাঁহাকে অপ্রতিভ করিয়াছি, এবং আমার দোষেই তাঁহাকে উপহাসাস্পদ হইতে হইয়াছে, এই অপরাধ ধরিয়া, যার পব নাই কুপিত হইয়াছেন, এবং আমার প্রচারিত বহুব্রাহ্মবিবরণী ব্যবস্থা থওন করিয়া, আমায় অপদম্ব করিবার নিমিত্ত, বহুব্রাহ্মবাদ পুস্তক প্রচার করিয়াছেন। ধর্ম্মবুদ্ধির অধীন হইয়া, শাস্ত্রার্থ সংস্থাপনে প্ররক্ত হইলে, লোক বেক্রপ আদরণীয় ও শ্রদ্ধাজনক হইবে, রোম বশে বিদেববুদ্ধিব অধীন হইয়া, শাস্ত্রার্থ বিপ্লাবনে প্ররক্ত হইলে, লোককে তদনুরূপ অনাদরণীয় ও অশ্রদ্ধাজনক হইতে হয়। কলতঃ, এই অলৌকিক আচরণ দ্বারা, তর্কবাচস্পতি মহাশয় যে রাগদেবের নিতান্ত বশীভূত ও নিতান্ত অবিশ্বাস্যকারী মনুষ্য, ইহারই সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের বহুব্রাহ্মবাদ সংস্কৃত ভাষায় সঙ্কলিত

হইয়াছে, এজ্ঞা সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ তদীয় গ্রন্থ পাঠে অধিকারী হইতে পাবেন নাই । যদি বাঙ্গালা ভাষায় সঙ্কলিত হইত, তাহা হইলে, তিনি এই গ্রন্থেব সঙ্কলন বিষয়ে যে বিদ্যাপ্রকাশ করিয়াছেন, দেশস্থ সমস্ত লোকে তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় পাইতে পারিতেন । আমার পুস্তকে বহুবিবাহবাদের যে সকল অংশ উদ্ধৃত হইবেক, তাহার অনুবাদ পাঠ করিয়া, তাঁহারা তদীয় বিদ্যাপ্রকাশেব আংশিক পরিচয় পাইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই ; কিন্তু উহা দ্বারা পর্যাপ্ত পরিমাণে পরিতৃপ্ত হওয়া সম্ভব নহে । শুনিবাছিলাম, সর্কসাধা-রণেব হিতার্থে, বহুবিবাহবাদ অবিলম্বে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত ও প্রচারিত হইবেক । দুর্ভাগ্য ক্রমে, এ পর্য্যন্ত তাহা না হওয়াতে, বোধ হইতেছে, তাঁহারা তদীয় বহুবিবাহবিচারবিষয়ক বিদ্যা-প্রকাশের সম্পূর্ণ পরিচয় লাভে বঞ্চিত রহিলেন । তিনি গ্রন্থারম্ভে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, “যাঁহারা ধর্ম্মেব তত্ত্বজ্ঞানলাভে অভিলাষী, তাঁহাদের বোধ জন্মাইবার নিমিত্তই আমার যত্ন”(১) । কিন্তু তদীয় গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় সঙ্কলিত হওয়াতে, তাঁহার প্রতিজ্ঞা ফলবতী হইবার সম্ভাবনা নাই । এ দেশেব অধিকাংশ লোক সংস্কৃতজ্ঞ নহেন, সুতরাং তাদৃশ ব্যক্তিবর্গ, ধর্ম্মেব তত্ত্বজ্ঞান লাভে অভিলাষী হইলেও, তদীয় গ্রন্থ দ্বারা কোনও উপকার লাভ করিতে পারিবেন না । বিশেষতঃ, তিনি উপসংহারকালে নির্দেশ করিয়াছেন, “যে সকল সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তি বিদ্যাসাগরেব বাক্যে বিশ্বাস কবিয়া থাকেন, তাঁহার উদ্ভাবিত পদবী বহুদোষপূর্ণ, তাঁহাদের এই বোধ জন্মাইবার নিমিত্তই যত্ন করিলাম”(২) । অতএব, তদীয় সিদ্ধান্ত অনুসারে, যাঁহারা আমা দ্বারা প্রচারিত হইয়াছেন, তাঁহাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের নিমিত্ত,

(১) ধর্ম্মতত্ত্বং বুভুৎস্থনাং বোধনায়ৈব সংকৃতিঃ ।

(২) তবাব্যে বিশ্বাসবতাং সংস্কৃতপরিচয়শূন্যানাং তদুদ্ভাবিতপদব্যা-
বহুলদোষগ্রস্ততাবোধনায়ৈব ঐযত্নঃ কৃতঃ ।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের ঐহু বাঙ্গালী ভাষায় সঙ্কলিত হওয়াই সর্বতোভাবে উচিত ও আবশ্যিক ছিল। তাহা না করিয়া, সংস্কৃত ভাষায় পুস্তক প্রচারের উদ্দেশ্য কি, বুঝিতে পারা যায় না। এক উদ্দেশ্যে মীমাংসাশক্তি ও সংস্কৃতরচনাশক্তি এ উভয়ের পরিচয় প্রদান ব্যতীত, ঐহুকর্তার অর্থ কোনও উদ্দেশ্য আছে কি না, অনুমানবলে তাহার নিরূপণ করা কোনও মতে সম্ভাবিত নহে।

যাহা হউক, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ ব্যবহারের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত হইয়া, সর্বশাস্ত্রবেত্তা তর্কবাচস্পতি মহাশয় অশেষ প্রকারে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন। পাণ্ডিত্য প্রকাশ বিষয়ে অত্যান্ত প্রতিবাদী মহাশয়েরা তাঁহার সমকক্ষ নহেন। পুস্তক প্রকাশের পৌরোপায়্য অনুসারে সর্বশেষে পরিগণিত হইলেও, পাণ্ডিত্য প্রকাশের ন্যূনাধিক্য অনুসারে তিনি সর্বাগ্রগণ্য। এরূপ সর্বাগ্রগণ্য ব্যক্তির সর্বাগ্রে সম্মান হওয়া উচিত ও আবশ্যিক ; এজন্য তাঁহার উত্থাপিত আপত্তি সকল সর্বাগ্রে সমালোচিত হইতেছে।

তর্কবাচস্পতিপ্রকরণ

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

ত্রিযুত তারানাথ তর্কবাচস্পতি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে মনুবচন অনুসারে, রতিকাযনাস্থলে সর্বণা বিবাহেব নিষেধ প্রতিপাদিত হইয়াছে, আমি, ঐ বচনের প্রকৃত অর্থের গোপন, ও অকিঞ্চিৎকর অভিনব অর্থের উদ্ভাবন, পূর্বক, লোককে প্রতারণা করিয়াছি । তিনি লিখিয়াছেন,

“অহো বৈদক্ষী প্রজ্ঞাবতো বিদ্যাসাগবস্ত যদকিঞ্চিৎকরাভি-
নবার্থপ্রকাশনেন বহবো লোকা ব্যামোহিতা ইতি (১) ।”

অজ্ঞাবান্ বিদ্যাসাগবের কি চাতুরী ! অকিঞ্চিৎকর অভিনব
অর্থের উদ্ভাবন দ্বারা অনেক লোককে বিমোহিত করিয়াছেন ।

এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, এখন পর্য্যন্ত আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস
আছে, আমি মনুবচনের যে অর্থ লিখিয়াছি, উহাই ঐ বচনের প্রকৃত
ও চিরপ্রচলিত অর্থ ; লোক বিমোহনের নিমিত্ত, আমি বুদ্ধিবলে
অভিনব অর্থের উদ্ভাবন করি নাই । শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া,
অভিপ্রোত সাধনের নিমিত্ত, শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ গোপন করিয়া, ছল
বা কৌশল অবলম্বন পূর্বক, লোকসমাজে কপোলকম্পিত অপ্রকৃত
অর্থ প্রচার করা নিতান্ত মূঢ়্যতি, নিতান্ত নীচপ্রকৃতির কর্ম । আমি

জ্ঞান পূরক কখনও সেরূপ গর্হিত আচরণে দূষিত হই নাই ; এবং
যত দিন জীবিত থাকিব, জ্ঞান পূরক কখনও সেরূপ গর্হিত আচরণে
দূষিত হইব না । সে যাহা হউক, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের আঘোষিত
অপবাদ বিমোচনের নিমিত্ত, বিবাদাস্পদীভূত মনুবচন সবিস্তর অর্থ
সমেত প্রদর্শিত হইতেছে ।

সবর্ণাণ্যে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মণি ।

কামতস্ত প্রব্রতানামিমাঃ সূঃ ক্রমশোইবরাঃ ॥ ৩ । ১২ ।

দ্বিজাতীনাং ব্রাহ্মণকলিষবৈশ্যানাম্ অগ্রে প্রথমে ধর্মার্থে
ইতি যাবৎ দারকর্মণি পবিত্রবিরোধে সবর্ণা সজাতীয়া কন্যা
প্রশস্তা বিহিতা । তু কিন্তু কামতঃ কামবর্ণাং প্রব্রতানাং দারা-
ন্তরপরিগ্রহে উদ্যক্তানাং দ্বিজাতীনাম্ ইমাঃ বক্ষ্যমাণাঃ অনন্তর-
বচনোক্তা ইতি যাবৎ অবরাঃ হীনবর্ণাঃ কলিষাবৈশ্যাশূত্রাঃ
ক্রমেণ অনুলোমোন স্যুঃ ভার্য্যাঃ ভবেয়ুঃ ।

দ্বিজাতিদিগেব অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, কলিষ, বৈশ্যের প্রথম অর্থঃ
ধর্মার্থ বিবাহে সবর্ণা অর্থাৎ বরের সজাতীয়া কন্যা প্রশস্তা অর্থাৎ
বিহিতা, কিন্তু যাহারা কামতঃ অর্থাৎ কামবর্ণতঃ বিবাহ করিতে
প্রবৃত্ত হয়, বক্ষ্যমাণ অবরা অর্থাৎ পরবচনোক্ত হীনবর্ণা কলিষা,
বৈশ্যা ও শূত্রা অনুলোম ক্রমে তাহাদের ভার্য্যা হইবেক ।

প্রথম পুস্তকে এই বচনের অর্থ সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু
সংক্ষেপ নিবন্ধন ফলেব কোনও বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই, ইহা প্রদর্শন
করিবার নিমিত্ত, ঐ অর্থ উদ্ধৃত হইতেছে । যথা,

“দ্বিজাতির পক্ষে অগ্রে সবর্ণা বিবাহই বিহিত । কিন্তু যাহারা
প্ৰতিকামনায় বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা অনুলোম ক্রমে
বর্ণান্তরে বিবাহ করিবেক ।”

সংস্কৃত ও বাঙ্গালা উভয় ভাষায় মনুবচনের অর্থ প্রদর্শিত হইল ।
এক্ষণে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমি শাস্ত্রের অর্থ গোপন অথবা

শাস্ত্রের অথবা ব্যাখ্যা কবিরূপি কি না । আমার স্থির সংস্কার এই, যে সকল শব্দে ঐ বচন সঙ্কলিত হইয়াছে, প্রদর্শিত ব্যাখ্যায় তন্মধ্যে কোনও শব্দের অর্থ গোপিত বা অথবা প্রতিপাদিত হইয়াছে, ইহা কেহই প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না । ফলতঃ, এই ব্যাখ্যা যে এই বচনের প্রকৃত ব্যাখ্যা, সংস্কৃতভাষায় ব্যুৎপন্ন অথবা পর্যাশাস্ত্রব্যবসায়ী কোনও ব্যক্তি তাহার অপলাপ বা তদ্বিষয়ে বিতণ্ডা করিতে পারবেন, এরূপ বোধ হয় না ।

এক্ষণে, আমার অবলম্বিত অর্থ প্রাচীন ও চিরপ্রচলিত অর্থ, অথবা লোক বিমোহনের নিমিত্ত, বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত অভিনব অর্থ, এ বিষয়ে সংশয় নিরসনের নিমিত্ত, বেদব্যাখ্যাতা মাধবাচার্য্যের লিখিত অর্থ উদ্ধৃত হইতেছে,—

“অগ্রে স্নাতকস্ত প্রথমবিবাহে দাবকর্ষণি অগ্নিহোত্রাদৌ ধর্ম্যে
সবর্ণা বরেন সমানো বর্ণো ব্রাহ্মণাদির্ঘস্তাঃ সা যথা ব্রাহ্মণস্ত
ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়স্ত ক্ষত্রিয়া বৈশ্যস্ত বৈশ্যা প্রজন্তা । ধর্ম্যার্থমাদৌ
সবর্ণামৃত্যু পশ্চাৎ বিদংসবশেচ । তদা তেষাম্ অববাঃ হীনবর্ণাঃ
ইমাঃ ক্ষত্রিয়াচ্চাঃ ক্রমেণ ভার্য্যাঃ স্ত্র্যাঃ (২) ।”

অগ্নিহোত্রাদি ধর্ম্য সম্পাদনের নিমিত্ত, স্নাতকের প্রথম বিবাহে
সবর্ণা অর্থাৎ বরের সজ্জাতীয়া কন্যা প্রজন্তা, সেমন ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী,
ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া টৈশ্যের টৈশ্যা । দ্বিজাতিবা, ধর্ম্যার্থম্ সম্পা-
দনের নিমিত্ত, অগ্রে সবর্ণাবিবাহ করিয়া, পশ্চাৎ যদি বিদংস্ত তর
অর্থাৎ পটিকামনা পূর্ণ করিতে চায়, তবে অববা অর্থাৎ হীনবর্ণা
বক্ষ্যমাণ ক্ষত্রিয়, টৈশ্যা ও স্ত্রী অনুলোম ক্রমে তাহাদের ভার্য্যা
হইবেক ।

দেখ মাধবাচার্য্য মনুবচনের যে অর্থ লিখিয়াছেন, আমার লিখিত
অর্থ তাহার ছায়াস্বরূপ, স্মৃতবাং, আমার লিখিত অর্থ লোক
বিমোহনের নিমিত্ত, বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত অভিনব অর্থ বলিয়া উল্লিখিত

হইতে পারে না । এক্ষণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, “বিজ্ঞা-
সাগরের কি চাতুরী ! অকিঞ্চিৎকর অভিনব অর্থের উদ্ভাবন দ্বারা
অনেক লোককে বিমোহিত করিয়াছেন,” এই নির্দেশ সঙ্গত হইতেছে
কি না । পরাশরভাষ্যে মাণবাচার্য্য মনুবচনের এবংবিধ ব্যাখ্যা
লিখিয়াছেন, ইহা অবগত থাকিলে, সৰ্ব্বশাস্ত্রবেত্তা তর্কবাচস্পতি
মহাশয়, অম্লানমুখে, আমার উপর ঈদৃশ অসঙ্গত দোষারোপ করি-
তেন, এরূপ বোধ হয় না । বাহা হউক, আমি, প্রকৃত অর্থের গোপন
ও অপ্রকৃত অভিনব অর্থের উদ্ভাবন পূর্ব্বক, লোককে প্রতারণা
করিয়াছি, তিনি এই যে বিষয় অপবাদ দিয়াছেন, এক্ষণে, বোধ
করি, সেই অপবাদ হইতে অব্যাহতি পাইতে পারিব ।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়, অন্তর্দীয় মীমাংসায় দোষারোপ করিয়া,
যথার্থ শাস্ত্রার্থ সংস্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কিন্তু, ঈদৃশ গুরুতর
বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া, তত্ত্বনির্ণয় নিমিত্ত, যেরূপ যত্ন ও যেরূপ
পরিশ্রম করা আবশ্যিক, তাহা করেন নাই, সুতরাং অভিপ্রেত
সম্পাদনে কৃতকার্য্য হইতে পাবেন নাই । আমি, মনুবচন অবলম্বন
করিয়া, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ ব্যবহারের অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদন
করিয়াছি ; এজন্য, আমার লিখিত অর্থ যথার্থ কি না, তাহার পরীক্ষা
করিবার নিমিত্ত, মনুসংহিতা দেখা আবশ্যিক বোধ হইয়াছে, তদনু-
সারে, তিনি মনুসংহিতা বহিষ্কৃত করিয়াছেন, এবং পুস্তক উদঘাটিত
করিয়া, আপাততঃ, মূলে যেরূপ পাঠ ও টীকায় যেরূপ অর্থ দেখিয়া-
ছেন, অসন্দিহান চিত্তে, তাহাকেই প্রকৃত পাঠ ও প্রকৃত অর্থ স্থির
করিয়া, তদনুসারে মীমাংসা করিয়াছেন, এই বচন অন্ত্যান্ত গ্রন্থ-
কর্ত্তারা উদ্ধৃত করিয়াছেন কি না, এবং যদি উদ্ধৃত করিয়া থাকেন,
তাঁহারা কিরূপ পাঠ ধরিয়াছেন এবং কিরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা
অনুসন্ধান করিয়া দেখা আবশ্যিক বিবেচনা করেন নাই । প্রথমতঃ,
তাঁহার অবলম্বিত মূলের পাঠ সমালোচিত হইতেছে ।

মূল

সবর্ণাণ্যে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মণি ।

কামতন্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশো বরাঃ ॥

তর্কবাচস্পতি মহাশয়, কিঞ্চিৎ পরিশ্রম ও কিঞ্চিৎ বুদ্ধি চালনা করিলেই, অনায়াসে প্রকৃত পাঠ ও প্রকৃত অর্থের নির্ণয় করিতে পারিতেন, এবং তাহা হইলে, অकारणे আমার উপর খজাহস্ত হইয়া, বুঝা বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইতেন না । তিনি যে, বোঝে ও অবিবেক দোষে, সামান্যজ্ঞানশূন্য হইয়া, বিচারকার্য্য নির্বাহ করিবাছেন, তাহা দর্শাইবার নিমিত্ত, পদবিশ্লেষ সহকায়ে মনুবচন উদ্ধৃত হইতেছে ।

সবর্ণাণ্যে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মণি ।

সবর্ণা অণ্যে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মণি ।

কামতন্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশো বরাঃ ॥

কামতঃ তু প্রবৃত্তানাম্ ইমাঃ স্যুঃ ক্রমশঃ অবরাঃ ॥

“ক্রমশঃ অবরাঃ” এই দুই পদে সন্ধি হওয়াতে, পদের অন্তস্থিত ওকারের পরবর্ত্তী অকারের লোপ হইয়া, “ক্রমশো বরাঃ” ইহা সিদ্ধ হইয়াছে । এক্রপ সন্ধি স্থলে, পাঠকদিগের বোধসৌকর্য্যের নিমিত্ত, লুপ্ত অকারের চিহ্ন রাখিবার ব্যবহাৰ আছে । কিন্তু সকল স্থলে সকলকে সে ব্যবহার অবলম্বন কবিয়া চলিতে দেখা যায় না । যদি এ স্থলে লুপ্ত অকারের চিহ্ন রাখা যায়, তাহা হইলে “ক্রমশো ইবরাঃ” এইরূপ আকৃতি হয় । লুপ্ত অকারের চিহ্ন পরিত্যক্ত হইলে, “ক্রমশো বরাঃ” এইরূপ আকৃতি হইয়া থাকে । দুর্ভাগ্য ক্রমে, মনু-সংহিতার মুদ্রিত পুস্তকে লুপ্ত অকারের চিহ্ন না থাকাতে, সৰ্ব্বশাস্ত্র-বেত্তা তর্কবাচস্পতি মহাশয় “অবরাঃ” এই স্থলে “বরাঃ” এই পাঠ স্থির করিয়া, তদনুসারে মনুবচনের অর্থ নির্ণয় কবিয়াছেন । সুতরাং,

উাহার অবলম্বিত অর্থ বচনের প্রকৃত অর্থ বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পাবে না । উাহার সম্ভাষের নিমিত্ত, এ স্থলে উল্লেখ করা আবশ্যিক, “অববাঃ” এই পাঠ আমার কপোলকম্পিত অথবা লোক বিমোহনের নিমিত্ত, বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত অভিনব পাঠ নহে । পূর্বে দর্শিত হইয়াছে, মাধবাচার্য্য পরাশরভাষ্যে “অববাঃ” এই পাঠ ধরিয়া মনুবচনের ব্যাখ্যা করিয়াছেন । পাঠকদিগের সুবিধার জন্ত, এ স্থলে তদীয় ব্যাখ্যার ঐ অংশ পুনরায় উদ্ধৃত হইতেছে,—

“ধর্ম্মার্থমাদৌ সবাণামৃদা পশ্চাৎ রিবৎসবশ্চেৎ তদা তেষাম্
“অববাঃ” ছীনবর্গাঃ ইমাঃ ক্ষত্রিয়াজ্জাঃ ক্রমেণ ভার্যাঃ স্যুঃ ।”
মিত্রমিশ্রও “অববাঃ” এই পাঠ ধরিয়া মনুব অভিপ্রায় ব্যাখ্যা
করিয়াছেন । যথা,

“অতএব মনুনা

সবাণাগ্রে দ্বিজাভীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি ।

কামতস্ত প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঃিবরা ইতি ॥

কামতঃ ইতি “অববাঃ” ইতি চ বদতা সবাণাপরিগণনমেব
মুখ্যমিত্যুক্তম্ (৩) ।”

বিশ্বেশ্বরভট্টও এই পাঠ ধরিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন । যথা,

“অথ দাবানুকল্পাঃ তত্র মনুঃ

সবাণাগ্রে দ্বিজাভীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি ।

কামতস্ত প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঃিবরাঃ ॥

“অববাঃ” জঘন্তাঃ (৪) ।”

জীমূতবাহন স্বপ্রণীত দায়ভাগগ্রন্থে “অববাঃ” এই পাঠ ধরিয়াছেন ।
যথা,

(৩) বীৰমিত্রোদয়, ব্যবহাবপ্রকাশ, দায়ভাগপ্রকরণ ।

(৪) মদনপারিজাত, বিবাহপ্রকরণ ।

সবর্ণাণ্যে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা নারকর্ষণি

কামতস্ত প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশো ‘বববাঃ’ ॥

কলতঃ, “ক্রমশো বববাঃ” এ স্থলে “অববাঃ” এই পাঠই যে প্রকৃত পাঠ, সে বিষয়ে কোনও অংশে সংশয় করা যাইতে পারে না। যাহারা “ক্রমশঃ বববাঃ” এই পাঠ প্রকৃত পাঠ বলিয়া বিতণ্ডা কবিতো উদ্ধৃত হইবেন, পুস্তকে লুপ্ত অকারের চিহ্ন নাই, ইহাই তাঁহাদের এক মাত্র প্রমাণ। কিন্তু লুপ্ত অকারের চিহ্ন না থাকা মচবাচব ঘটিয়া থাকে, সুতরাং, উহা প্রবল প্রমাণ বলিয়া পবিগৃহীত হইতে পারে না (৫)। এ দিকে, জীমূতবাহনর প্রণীত দাযভাগে “অববাঃ” এই পাঠ পূর্বাণর চলিয়া আসিতেছে (৬), আব মাধবাচার্য্য, যিত্রমিশ্র ও বিশ্বেশ্ববতট স্পষ্টাক্ষরে “অববাঃ” এই পাঠ ধবিয়া ব্যাখ্যা করিবাছেন। এমন স্থলে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, “বববাঃ” “অববাঃ” এ উভয়ের মধ্যে কোন পাঠ প্রকৃত পাঠ বলিয়া পবিগণিত হওয়া উচিত।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের অবলম্বিত পাঠ মনুবচনের প্রকৃত পাঠ নহে, তাহা প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে, তাঁহার আশ্রয়ভূত টীকাব বলাবল পদীক্ষিত হইতেছে।

(৫) সংস্কৃতবিদ্যালয়ে পবাশরভাষ্য, বীধমিত্রোদয়, ও নন্দনপাবিজ্ঞানের যে পুস্তক আছে, তাহাতে “ক্রমশো বববাঃ” এ স্থলে লুপ্ত অকারের চিহ্ন নাই; অথচ গ্রন্থকর্তা “অববাঃ” এই পাঠ ধবিয়া ব্যাখ্যা করিবাছেন।

(৬) দাযভাগ এ পর্য্যন্ত চাবি বাব মুদ্রিত হইয়াছে; সর্ষপ্রথম, ১৭৩৫ শাকে বাবুরামপণ্ডিত, দ্বিতীয়, ১৭৫০ শাকে লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যাযালঙ্কার; তৃতীয়, ১৭৭২ শাকে জীযুত ভবতচন্দ্রশিরোমণি; চতুর্থ, ১৭৮৫ শাকে বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর মুদ্রিত করেন। এই চার মুদ্রিত পুস্তকেই “অববাঃ” এই পাঠ আছে। আর যত স্থল হস্তলিখিত পুস্তক দেখিয়াছি, সে সমুদয়েই “অববাঃ” এই পাঠ দৃষ্ট হইতেছে।

টীকা

“ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যানাং প্রথমে বিবাহে কর্তব্যে সৰ্বণা শ্রেষ্ঠা।
ভবতি কামতঃ পুনৰ্বিবাহে প্রৱতানাম্ এতাঃ বক্ষ্যমাণাঃ
আনুলোমেন শ্রেষ্ঠা ভবেয়ুঃ ।”

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের প্রথম বিবাহে সৰ্বণা শ্রেষ্ঠা, কিন্তু কাম
বশতঃ বিবাহ প্রৱৃত্ত দিগের পক্ষে বক্ষ্যমাণ কন্যারা অনুলোম ক্রমে
শ্রেষ্ঠা হইবেক ।

মূল লুপ্ত অকাবের অসম্ভাব বশতঃ, “অবরাঃ” এই স্থলে “বরাঃ” এই
পাঠকে প্রকৃত পাঠ স্থিৰ কবিয়া, প্রথমতঃ তর্কবাচস্পতি মহাশয়েব
যে ভ্রম জন্মিয়াছিল, কুল্লুকভট্টের ব্যাখ্যা দর্শনে তাঁহাঃ সেই ভ্রম
সর্বতোভাবে দূর্টিভূত হয় । যেদ্রুপ লক্ষিত হইতেছে, তাহাতে, আমার
বিবেচনায়, লিণিকবেব প্রমাদ বশতঃ, কুল্লুকভট্টেব টীকায় পাঠেব
ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, নতুবা, তিনি এদ্রুপ অসংলগ্ন ব্যাখ্যা লিখিবেন
সম্ভব বোধ হয় না । “ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের প্রথম বিবাহে সৰ্বণা
শ্রেষ্ঠা,” এ স্থলে প্রশস্তাশব্দেব শ্রেষ্ঠা এই অর্থ লিখিত দৃষ্ট হইতেছে,
কিন্তু প্রশস্তশব্দ শ্রেষ্ঠ এই অর্থের বাচক নহে । শ্রেষ্ঠশব্দ তাবতম্য
বোধক শব্দ, প্রশস্ত শব্দ তারতম্য বোধক শব্দ নহে । শ্রেষ্ঠ শব্দে
সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট এই অর্থ বুঝায়, প্রশস্ত শব্দে উৎকৃষ্ট, উচিত,
বিহিত, প্রসিদ্ধ, অভিনত ইত্যাদি অর্থ বুঝায়, সুতরাং, শ্রেষ্ঠশব্দ ও
প্রশস্তশব্দ এক পর্যায়েব শব্দ নহে । অতএব, প্রশস্ত শব্দেব অর্থ
স্থলে শ্রেষ্ঠশব্দ প্রয়োগ অপপ্রয়োগ । আর, “ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের
প্রথম বিবাহে সৰ্বণা শ্রেষ্ঠা”, এ লিখনের অর্থও কোনও মতে সংলগ্ন
হয় না । বিবাহযোগ্যা কন্যা দ্বিবিধা সৰ্বণা ও অসবণা (৭) । প্রথম

(৭) উদ্ভবনীয়া কন্যা দ্বিবিধা সৰ্বণা চ। অসবর্ণা চ ।

বিবাহযোগ্যা কন্যা দ্বিবিধা সৰ্বণা ও অসবর্ণা । পরাশরভাষ্য,
দ্বিতীয় অধ্যায় ।

বিবাহে সর্বণা শ্রেষ্ঠা অর্থাৎ সর্বাঙ্গপেক্ষা উৎকৃষ্টা, এ কথা বলিলে, অসর্বণাও প্রথম বিবাহে পরিগৃহীতা হইতে পারে । কিন্তু, অগ্রে সর্বণা বিবাহ না করিয়া, অসর্বণা বিবাহ করা শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রেত নহে । যথা,

ক্ষত্রবিটশূদ্রকন্যাস্ত ন বিবাহ্য দ্বিজাতিভিঃ ।

বিবাহ্য ব্রাহ্মণী পশ্চাদ্বিবাহ্যঃ কচিদেব তু (৮) ॥

দ্বিজাতিরা ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রকন্যা বিবাহ করিবেন না, তাহারা ব্রাহ্মণী অর্থাৎ সর্বণা বিবাহ করিবেন ; পশ্চাৎ, অর্থাৎ অগ্রে ব্রাহ্মণী বিবাহ করিয়া, স্থলবিশেষে, ক্ষত্রিয়াদিকন্যা বিবাহ করিতে পারিবেন ।

তবে সর্বণার অপ্রাপ্তি ঘটিলে, অসর্বণা বিবাহ করিবেন, এরূপ বিধি আছে । যথা,

অলাভে কন্যায়াঃ স্নাতকব্রতং চরেৎ অপিবা ক্ষত্রিয়ায়াং
পুত্রমুৎপাদয়েৎ, বৈশায়াং বা শূদ্রায়াঞ্চেত্যেকে (৯) ।

সজাতীয়া কন্যার অপ্রাপ্তি ঘটিলে, স্নাতকব্রতের অনুষ্ঠান অথবা ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যকন্যা বিবাহ করিবেন । কেহ কেহ শূদ্রকন্যা বিবাহেরও অনুমতি দিয়া থাকেন ।

এ অনুসারে, প্রথম বিবাহে কথঞ্চিৎ অসর্বণার প্রাপ্তি কল্পনা করিলেও, প্রথম বিবাহে সর্বণা শ্রেষ্ঠা, এ কথা সংলগ্ন হইতে পারে না । প্রশস্ত শব্দের উক্তব ইচ্ছাপ্রত্যয় হইয়া শ্রেষ্ঠশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে । বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষাতিশয় বোধন স্থলেই, ইচ্ছা প্রত্যয় হইয়া থাকে । এস্থলে সর্বণা ও অসর্বণা এই দুই মাত্র পক্ষ প্রাপ্ত হইতেছে, বহু পক্ষের প্রাপ্তি ঘটিতেছে না ; সুতরাং, প্রথম বিবাহে সর্বণা শ্রেষ্ঠা, এ কথা বলিলে, সর্বণা ও অসর্বণা এ দুয়ের মধ্যে সর্বণার উৎকর্ষাতিশয়ের

(৮) বীৰমিত্রোদয়দ্বৃত্ত রক্ষাওপুবাণ ।

(৯) পরাশরভাষ্য ও বীৰমিত্রোদয় দ্বৃত্ত টৈম্মীনসিবাচন ।

প্রতীতি জন্মে, বহুব মধ্যে একের উৎকর্ষাতিশয় বোধন সম্ভবে না। কিন্তু বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষাতিশয় বোধনস্থল ভিন্ন শ্রেষ্ঠ শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না। আর, যদিই কথঞ্চিৎ ঐ স্থলে শ্রেষ্ঠ শব্দের গতি লাগে, কিন্তু “রতিকামনায় বিবাহপ্রবৃত্তিদিগের পক্ষে বক্ষ্যমাণ কন্যারা অনুলোম ক্রমে শ্রেষ্ঠা হইবেক,” এ স্থলে শ্রেষ্ঠ শব্দের প্রয়োগ নিতান্ত অপপ্রয়োগ, কারণ, এখানে বহুর বা দুয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষাতিশয় বোধনের কোনও সম্ভাবনা লক্ষিত হইতেছে না। পর বচনে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চারি বর্ণের কন্যার উল্লেখ আছে; সুতরাং, পূর্ব বচনে সামান্যাকারে “বক্ষ্যমাণ কন্যারা” এরূপ নির্দেশ করিলে, কামার্থ বিবাহে সর্বণা অসর্বণা উভববিধ কন্যাই অতিপ্রোত বলিয়া প্রতীয়মান হইবেক। কামার্থ বিবাহে বক্ষ্যমাণ কন্যা অর্থাৎ সর্বণা ও অসর্বণা শ্রেষ্ঠা অর্থাৎ সর্কাপেক্ষা উৎকৃষ্টা, এরূপ বলিলে, সর্বণা ও অসর্বণা ভিন্ন কামার্থ বিবাহের অপেক্ষাকৃত নিরুচ্চ স্থল অনেক আছে, ইহা অবশ্য বোধ হইবেক। কিন্তু, সর্বণা ও অসর্বণা ভিন্ন অত্যাধিক বিবাহযোগ্য কন্যার অসম্ভাব বশতঃ, কামার্থ বিবাহের অপেক্ষাকৃত নিরুচ্চ স্থল ঘটিতে পারে না; এবং তাদৃশ স্থল না ঘটিলেও, কামার্থ বিবাহে সর্বণা ও অসর্বণা সর্কাপেক্ষা উৎকৃষ্টা, এরূপ নির্দেশ হইতে পারে না। সুতরাং, বক্ষ্যমাণ কন্যারা অর্থাৎ পব বচনে উল্লিখিত সর্বণা ও অসর্বণা অনুলোম ক্রমে শ্রেষ্ঠা অর্থাৎ সর্কাপেক্ষা উৎকৃষ্টা, এই ব্যাখ্যা নিতান্ত প্রামাদিক হইয়া উঠে। “ইমাঃ স্ত্র্যঃ ক্রমশো বরাঃ” এ স্থলে “বরাঃ” এই পাঠ অবলম্বন করিলে, বক্ষ্যমাণ সর্বণা ও অসর্বণা কন্যারা অনুলোম ক্রমে শ্রেষ্ঠা হইবেক, এতদ্ভিন্ন অন্য ব্যাখ্যা সম্ভবে না। কিন্তু যেদ্রুপ দর্শিত হইল, তদনুসারে তাদৃশী ব্যাখ্যা কোনও ক্রমে সংলগ্ন হইতে পারে না। আর “অবরাঃ” এই পাঠ অবলম্বন করিলে, বক্ষ্যমাণ হীনবর্ণা কন্যারা অর্থাৎ পব বচনে উল্লিখিত ক্ষত্রিয়া, বৈশ্য, শূদ্রা অনুলোম

ক্রমে ভার্য্যা হইবেক, এই ব্যাখ্যা প্রতিপন্ন হব ; এবং এই ব্যাখ্যা যে সর্কাত্মশে নির্দোষ, সে বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় হইতে পারে না ।

কুল্লুকভট্টের উল্লিখিত ব্যাখ্যা অবলম্বন করিয়া, তর্কবাচস্পতি মহাশয় মনুবচনের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইতেছে ;—

“অগ্রে স্মোক্তধর্ম্যবতিপুঞ্জকপরিবাহকনব্রবমধ্যে শ্রেষ্ঠে ধর্ম্মে ইত্যর্থঃ নিমিত্তার্থে সপ্তমী তথাচ ধর্ম্মনিমিত্তে দাবকর্ম্মণি দাবজ-সম্পাদকে সংস্কাবকপে ক্রিযাকলাপে দ্বিজাতিনাং সর্বাণা প্রশস্তা মুনিভির্বিহিতা তু পুনঃ কামতঃ রতিকামতঃ বহুপুঞ্জকামতশ্চ প্ররুতানাং তদুপায়সাধনার্থং যত্নবতাং দারকর্ম্মণীত্যনুসঙ্গাতে ইমাঃ বক্ষ্যমাণাঃ সর্বাদয়ঃ ক্রমশঃ বর্ণক্ৰমেণ বরাঃ বিহিতভেদে ন শ্রেষ্ঠাঃ (১০) ।”

দ্বিজাতিদিগের ধর্ম্মার্থ বিবাহে সর্বাণা বিহিতা, কিন্তু যাহারা রতিকামনা ও বহুপুঞ্জকামনা বশতঃ বিবাহে মগ্নবান্ হয, তাহাদের পক্ষে বক্ষ্যমাণ সর্বাণ্ড্রুতি কন্যা বর্ণ ক্রমে শ্রেষ্ঠা ।

দৈব বশাৎ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের লেখনী হইতে বচনের পূর্কাদ্বেব প্রকৃত ব্যাখ্যা নির্গত হইয়াছে, যথা, “দ্বিজাতিদিগের ধর্ম্মার্থ বিবাহে সর্বাণা বিহিতা” । কিন্তু অবশিষ্ট ব্যাখ্যা কুল্লুকভট্টের ব্যাখ্যার ছায়াস্বরূপ, সুতবাং, কুল্লুকভট্টের ব্যাখ্যার ঐ অংশ যে দোষ দর্শিত হইয়াছে, তদীয় ব্যাখ্যাতে সেই দোষ সর্কাতোভাবে বর্ত্তিতেছে । তর্ক-বাচস্পতি মহাশয়, প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ হইয়া, শ্রেষ্ঠশব্দেব প্রকৃত অর্থ অবগত নহেন, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় । তিনি বলিতে পারেন, আমি যেমন দেখিয়াছি, তেমনই লিখিয়াছি, কিন্তু, শাস্ত্রার্থ সংস্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়া, “যথা দৃষ্টং তথা লিখিতম্,” এ প্রণালী অবলম্বন করিয়া চলা তাঁহার হ্রায় প্রসিদ্ধ পাণ্ডিত্যের পক্ষে প্রশংসার বিষয় নহে । যাহা ইউক, পূর্কে যেক্রপ দর্শিত হইয়াছে, তদনুসারে, “ক্রমশো বরাঃ”

এ স্থলে “অবরাঃ” এই পাঠ প্রকৃত পাঠ, সে বিষয়ে আর সংশয় করা যাইতে পারে না । “অবরাঃ” এই পাঠ সত্ত্বে, রতিকামনায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইলে, সর্বণা ও অসর্বণা উভয়বিধ কন্যা বিবাহ করিবেক, এ অর্থ কোনও মতে প্রতিপন্ন হইতে পারে না । অবরশব্দেব অর্থ হীন, নিরুচ্চ ; বক্ষ্যমাণ অবরা কন্যা বিবাহ করিবেক, এক্রূপ বলিলে, আপন অপেক্ষা নিরুচ্চ বর্ণের কন্যা বিবাহ করিবেক, ইহাই প্রতীয়মান হয় । পর বচনে সর্বণা ও অসর্বণা উভয়বিধ কন্যার নির্দেশ আছে, যথার্থ বটে । কিন্তু পূর্ব বচনে, বক্ষ্যমাণ কন্যা বিবাহ করিবেক, যদি এক্রূপ সামান্যত্বাবে নির্দেশ থাকিত, তাহা হইলে কথঞ্চিৎ সর্বণা ও অসর্বণা উভয়বিধ কন্যার বিবাহ অভিপ্রেত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারিত । কিন্তু, যখন বক্ষ্যমাণ অবরা কন্যা বিবাহ করিবেক এক্রূপ বিশেষ নির্দেশ আছে, তখন আপন অপেক্ষা নিরুচ্চ বর্ণের কন্যা অর্থাৎ অনুলোম ক্রমে অসর্বণা বিবাহ করিবেক, ইহাই প্রনিপন্ন হয়, এতদ্ভিন্ন অন্য কোনও অর্থ কোনও ক্রমে প্রতিপন্ন হইতে পারে না । অতএব, রতিকামনায় বিবাহপ্রবৃত্ত ব্যক্তি সর্বণা ও অসর্বণা বিবাহ করিবেক, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ব্রাহ্মমূলক । তিনি পাঠে ভুল করিয়াছেন, সুতরাং, অর্থে ভুল অপরিহার্য্য ।

কিঞ্চ,

শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্ত সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে ।

তে চ স্বাচৈব রাজঃ সূর্য্যস্তাশ্চ স্বা চাণ্ডাজঘ্ননঃ ॥৩।১৩। (১১)

শূদ্রের একমাত্র শূদ্রা ভার্য্যা হইবেক ; টৈশ্যের শূদ্রা ও টৈশ্যা , ক্ষত্রিয়ের শূদ্রা, টৈশ্যা ও ক্ষত্রিয়া , ব্রাহ্মণের শূদ্রা, টৈশ্যা, ক্ষত্রিয়া ও ব্রাহ্মণী ।

স্থিবিচিত্র হইয়া, কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ সহকারে, আলোচনা করিয়া দেখিলে, সর্বশাস্ত্রবেত্তা তর্কবাচস্পতি মহাশয় অনায়াসেই বুঝিতে

পারিতেন, এই মনুবচন পূর্ব বচনে উল্লিখিত কামার্থ বিবাহের উপ-
যোগিনী কন্যার পরিচায়ক হইতে পারে না । পূর্ব বচনের পূর্বার্ধে
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ত্রিবিধ দ্বিজাতির প্রথম বিবাহের উপযোগিনী
কন্যার বিষয়ে ব্যবস্থা আছে ; উত্তরার্ধে রতিকামনার বিবাহপ্রবৃত্ত
ঐ ত্রিবিধ দ্বিজাতির তাদৃশ বিবাহের উপযোগিনী কন্যার বিষয়ে
বিধি দেওয়া হইয়াছে । সুতরাং, সম্পূর্ণ বচন কেবল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,
বৈশ্য ত্রিবিধ দ্বিজাতির বিবাহবিষয়ক হইতেছে । পূর্ব বচনের
উত্তরার্ধে যে বিবাহের বিধি আছে, যদি পব বচনকে ঐ বিবাহের
উপযোগিনী কন্যার পরিচায়ক বল, তাহা হইলে পর বচনে “শূদ্রের
এক মাত্র শূদ্রা ভার্য্যা হইবেক,” এরূপ নির্দেশ থাকা কিরূপে সঙ্গত
হইতে পারে, কারণ, যে বচনে কেবল দ্বিজাতির বিবাহের উপ-
যোগিনী কন্যার নির্বচন হইতেছে, তাহাতে শূদ্রের বিবাহের উল্লখ
কোনও মতে সম্ভবিত্তে পারে না । অতএব, পব বচন পূর্ব বচনে
উল্লিখিত কামার্থ বিবাহের উপযোগিনী কন্যার পরিচায়ক নহে ।

চারি বর্ণের বিবাহসমষ্টির নিরূপণ এই বচনের উদ্দেশ্য । ব্রাহ্মণ
ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, শূদ্রা, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, শূদ্রা,
বৈশ্য বৈশ্যা, শূদ্রা, শূদ্র এক মাত্র শূদ্রা বিবাহ করিতে পারে ;
ইহাই এই বচনের অর্থ ও তাৎপর্য্য । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য
কোন অবস্থায় যথাক্রমে চারি, তিন, দুই বর্ণে বিবাহ করিতে পারে,
তাহা পূর্ব বচনে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে ; অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ধর্মকার্য্য
সম্পাদনের নিমিত্ত, প্রথমে সর্বর্ণা অর্থাৎ ব্রাহ্মণকন্যা বিবাহ করিবেক,
পরে রতিকামনার পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইলে, অসর্বর্ণা অর্থাৎ
ক্ষত্রিয়াদি কন্যা বিবাহ করিতে পারিবেক । ক্ষত্রিয়, ধর্মকার্য্য সম্पा-
দনের নিমিত্ত, প্রথমে সর্বর্ণা অর্থাৎ ক্ষত্রিয়কন্যা বিবাহ করিবেক,
পরে রতিকামনার পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইলে, অসর্বর্ণা
অর্থাৎ বৈশ্যাদি কন্যা বিবাহ করিতে পারিবেক । বৈশ্য, ধর্মকার্য্য

সম্পাদনের নিমিত্ত, প্রথমে অবগা অর্থাৎ বৈশ্যকৃত্য বিবাহ করিবেক ,
পরে রতিকামনায় পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইলে, অসবর্ণা
অর্থাৎ শূদ্রকৃত্য বিবাহ করিতে পারিবেক । অতএব, ধর্মার্থে সবর্ণা
বিবাহ ও কামার্থে অসবর্ণা বিবাহ শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রেত, তাহাব
কোনও সংশয় নাই ।

এই সিদ্ধান্ত প্রাচীন ও চিবপ্রচলিত সিদ্ধান্ত, কিংবা আমার
কপোলকম্পিত অথবা লোক বিমোহনের নিমিত্ত বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত
অভিনব সিদ্ধান্ত, এই সংশয়ের নিরসনবাসনায়, পূর্বতন ঐন্দুকর্তা-
দিগের মীমাংসা উদ্ধৃত হইতেছে,—

মাধবাচার্য্য কহিয়াছেন,

“লক্ষণ্যঃ স্ত্রিবমুদ্বহেদিভুক্তঃ তত্রোদ্বহনীরা কত্বা দ্বিবিধা
সবর্ণা চাসবর্ণা চ তরোরাষ্ট্রা প্রশস্তা তদাহ মনুঃ

সবর্ণাথে দ্বিজাভীনাঃ প্রশস্তা দারকর্মণি ।

কামতস্ত প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঃবরাঃ ।

অগ্রে স্নাতকস্ত প্রথমবিবাহে দারকর্মণি অগ্নিহোত্রাদৌ
ধর্ম্যে সবর্ণা ববেণ সমানৌ বর্ণৌ ব্রাহ্মণাদির্ঘন্যাঃ সা যথা ব্রাহ্মণস্ত
ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়স্ত ক্ষত্রিয়া বৈশ্যস্য বৈশ্যা প্রশস্তা ধর্ম্যার্থমাদৌ
সবর্ণামৃদু পশ্চাৎ বিবংসবশ্চেৎ তদা তেষাম্ অবরাঃ হীনবার্গাঃ
ইমাঃ ক্ষত্রিয়াষ্টাঃ ক্রমেণ ভার্য্যাঃ স্যুঃ” (১২) ।

সুলক্ষণা কন্যা বিবাহ করিবেক ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে ।
বিবাহযোগ্য কন্যা দ্বিবিধা সবর্ণা ও অসবর্ণা, তাহাব মধ্যে সবর্ণা
প্রশস্তা, যথা মনু কহিয়াছেন, “অগ্নিহোত্রাদি ধর্ম্য সম্পাদনের
নিমিত্ত, স্নাতকের প্রথম বিবাহে সবর্ণা অর্থাৎ বরের সজ্জাভীনাঃ কন্যা
প্রশস্তা, যেমন ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যের
বৈশ্যা । দ্বিজাভীরা, ধর্ম্যার্থ্য সম্পাদনের নিমিত্ত, অগ্রে সবর্ণা
বিবাহ করিয়া, পশ্চাৎ যদি রিরংসু হয়, অর্থাৎ রতিকামনা পূর্ণ

করিতে চাহে, তবে অবরা অর্থাৎ হীনবর্ণা বক্ষ্যমাণ ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, শূদ্রা অনুলোম ক্রমে তাহাদের ভার্য্যা হইবেক ।

মিত্রমিশ্র কহিয়াছেন,

“অতএব মনুনা

সবর্ণাথে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মণি ।

কামতস্ত প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঃবরা ইতি ॥

কামতঃ ইতি অবরাঃ ইতি চ বদতা সবর্ণাপরিণয়নমেব মুখ্যামিত্যুক্তম্ (১৩) ।”

দ্বিজাতিদিগের ধর্ম্মার্থ বিবাহে সবর্ণা বিহিতা ; কিন্তু যাহারা কামতঃ অর্থাৎ কামবশতঃ বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হয়, বক্ষ্যমাণ অবরা অনুলোম ক্রমে তাহাদের ভার্য্যা হইবেক । এ স্থলে মনু “কামতঃ” ও “অবরাঃ” এই দুই কথা বলাতে, অর্থাৎ কামনিবন্ধন বিবাহ স্থলে অসবর্ণা বিবাহের বিধি দেওয়াতে, সবর্ণাপরিণয় মুখ্য বিবাহ, ইহাই উক্ত হইয়াছে ।

বিশেষ্বরভট্ট কহিয়াছেন,

“অনুলোমক্রমেণ দ্বিজাতীনাং সবর্ণাপাণিগ্রহণসমনন্তরং ক্ষত্রিয়াদিকস্তাপরিণয়ো বিহিতঃ তত্র চ সবর্ণাবিবাহো মুখ্যঃ ইতরস্তনুকম্পঃ (১৪) ।”

দ্বিজাতিদিগের সবর্ণাপাণিগ্রহণের পর অনুলোম ক্রমে ক্ষত্রিয়াদিকন্যা পরিণয় বিহিত হইয়াছে, উন্মধ্যে সবর্ণাবিবাহ মুখ্যকম্প, অসবর্ণাবিবাহ অনুকম্প ।

এইরূপে, সবর্ণাপরিণয় বিবাহেব মুখ্য কম্প, অসবর্ণাপরিণয় বিবাহের অনুকম্প, এই ব্যবস্থা করিয়া, অনুকম্পের স্থল দেখাইতেছেন,

“অথ দারানুকম্পঃ তত্র মনুঃ

সবর্ণাথে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মণি ।

কামতস্ত প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঃবরাঃ ॥

অবরাঃ জঘন্তাঃ (১৫) ।”

অতঃপর বিবাহের অনুরূপপক্ষ কথিত হইতেছে । সে বিষয়ে মনু কহিয়াছেন, দ্বিজাতিদিগের ধর্ম্মার্থ বিবাহে সর্বণা বিত্তা ; কিন্তু যাহারা কামতঃ অর্থাৎ কামবশতঃ বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হয়, বক্ষ্যমাণ অবরা অনুলোম ক্রমে তাহাদের ভার্য্যা হইবেক । অবরাঃ অর্থাৎ হীনবর্ণা কন্দিয়াদিবন্যা ।

এক্ষণে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, ধর্ম্মার্থে সর্বণাবিবাহ ও কামার্থে অসর্বণাবিবাহ শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রেত, মাধবাচার্য্য, মিত্রমিশ্র ও বিশ্বেশ্বরভট্ট এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন কি না । অধুনা বোধ করি, সর্বশাস্ত্রবেত্তা তর্কবাচস্পতি মহাশয়ও অঙ্গীকার করিতে পারেন, এই সিদ্ধান্ত প্রাচীন ও চিরপ্রচলিত সিদ্ধান্ত, আমার কপোলকম্পিত অথবা লোক বিমোহনের নিমিত্ত বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত অভিনব সিদ্ধান্ত নহে ।

ধর্ম্মার্থে সর্বণাবিবাহ বিহিত, আর কামার্থে অসর্বণাবিবাহ অনুমোদিত, শাস্ত্রান্তরেও তাহার সম্পূর্ণ ও নিঃসন্দেহ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে । ২৭,

সর্বণা যস্ত যা ভার্য্যা ধর্ম্মপত্নী হি সা স্মৃতা ।

অসর্বণা তু সা ভার্য্যা কামপত্নী হি সা স্মৃতা (১৬) ॥

যাহার যে সর্বণা ভার্য্যা, তাহাকে ধর্ম্মপত্নী বলে ; আর, যাহার যে অসর্বণা ভার্য্যা, তাহাকে কামপত্নী বলে ।

এই শাস্ত্র অনুসারে, ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত বিবাহিতা সর্বণা স্ত্রী ধর্ম্মপত্নী ; আর কামোপশমনের নিমিত্ত বিবাহিতা অসর্বণা স্ত্রী কামপত্নী । অতঃপর, ধর্ম্মার্থে সর্বণাবিবাহ ও কামার্থে অসর্বণাবিবাহ শাস্ত্রকারদিগের সম্পূর্ণ অভিপ্রেত, এ বিষয়ে আর সংশয় থাকা উচিত নহে ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অসবর্ণবিবাহবিধায়ক মনুস্মৃতির প্রকৃত পাঠ ও প্রকৃত অর্থ আলোচিত হইল, এক্ষণে, অসবর্ণবিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ত্ব সম্ভব ও সম্ভবত কি না, তাহা আলোচিত হইতেছে। প্রথম পুস্তকে বিধিত্রয়েব যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, পাঠকগণের সুবিধার জন্য, তাহা উদ্ধৃত হইতেছে ;—

“বিধি ত্রিবিধ অপূৰ্ণবিধি, নিয়মবিধি ও পারিসংখ্যাবিধি।
বিধি ব্যতিরেকে যে স্থলে কোনওরূপে প্রযুক্তি সম্ভবে না, তাহাকে অপূৰ্ণবিধি কহে ; যেমন, “স্বৰ্গকামো যজ্ঞতঃ,” স্বৰ্গকামনা যোগ করিবেক। এই বিধি না থাকিলে, লোকে স্বৰ্গলাভবাসনায় কদাচ যোগে প্রযুক্ত হইত না ; কারণ, যোগ করিলে স্বৰ্গলাভ হয়, ইহা অপ্রমাণস্বৰূপ দ্বাবা প্রাপ্ত নহে। যে বিধি দ্বাবা কোনও বিষয় নিয়মবদ্ধ করা যায়, তাহাকে নিয়মবিধি বলে ; যেমন, “সমে যজ্ঞতঃ,” সম দেশে যোগ করিবেক। লোকের পক্ষে যোগ করিবাব বিধি আছে ; সেই যোগ কোনও স্থানে অবস্থিত হইবা কবিত্তে হইবেক, লোকে, ইচ্ছানুসাবে, সমান অসমান উভয়বিধ স্থানেই যোগ কবিত্তে পারিত, কিন্তু, “সমে যজ্ঞতঃ,” এই বিধি দ্বারা সমান স্থানে যোগ করিবেক, ইহা নিয়ম বদ্ধ হইল। যে বিধি দ্বারা বিহিত বিষয়ের অতিরিক্ত স্থলে নিষেধ সিদ্ধ হয়, এবং বিহিত স্থলে বিধি অনুযায়ী কার্য্য করা সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন থাকে, তাহাকে পরিসংখ্যাবিধি বলে ; যেমন, “পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ” পাঁচটি পঞ্চনখ ভক্ষণীয়। লোকে যদৃচ্ছাক্রমে যাবতীয় পঞ্চনখ ভক্ষণ করিতে পারিত, কিন্তু “পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ,” এই

বিধি দ্বাৰা বিহিত শশ প্রভৃতি পঞ্চ ব্যতিরিক্ত কুকুৰাদি যাবতীয় পঞ্চনখ জন্তুর তক্ষণনিষেধ সিদ্ধ হইতেছে । অর্থাৎ, লোকেৰ পঞ্চনখ জন্তুব মাংসভক্ষণে প্ররুতি হইলে, শশ প্রভৃতি পঞ্চ ব্যতিরিক্ত পঞ্চনখ জন্তুব মাংসভক্ষণ কৰিতে পারিবেক না ; শশ প্রভৃতি পঞ্চনখ জন্তুর মাংসভক্ষণও লোকেৰ সম্পূর্ণ ইচ্ছা-ধীন, ইচ্ছা হয় ভক্ষণ কৰিবেক, ইচ্ছা না হয় তক্ষণ কৰিবেক না । সেইরূপ, যদৃচ্ছাক্রমে অধিক বিবাহে উত্তত পুৰুষ সৰণ অসবর্ণা উভববিধ ত্রৈব পাণিগ্রহণ কৰিতে পাৰিত, কিন্তু, যদৃচ্ছাক্রমে বিবাহে প্ররুত হইলে, অসবর্ণাবিবাহ কৰিবেক, এই বিধি প্রদৰ্শিত হওনাতে, যদৃচ্ছান্থলে অসবর্ণা ব্যতিরিক্ত ত্রৈব বিবাহনিষেধ সিদ্ধ হইতেছে । অসবর্ণাবিবাহও লোকেৰ ইচ্ছাধীন, ইচ্ছা হয় তাদৃশ বিবাহ কৰিবেক, ইচ্ছা না হয় কৰিবেক না, কিন্তু যদৃচ্ছাপ্ররুত হইয়া বিবাহ কৰিতে হইলে, অসবর্ণা ব্যতিৰিক্ত বিবাহ কৰিতে পারিবেক না, ইহাই বিবাহবিধয়ক চতুর্থ বিধব উদ্দেশ্য । এই বিবাহবিধিকে অপূৰ্ণবিধি বলা যাইতে পারে না, কাৰণ, ঈদৃশ বিবাহ বাগপ্রাপ্ত, অর্থাৎ লোকেৰ ইচ্ছা বশতঃ প্রাপ্ত হইতেছে ; যাহা কোনও রূপে প্রাপ্ত নহে, তদ্বিষয়ক বিধিকেই অপূৰ্ণবিধি বলে । এই বিবাহবিধিকে নিষমবিধি বলা যাইতে পারে না, কাৰণ, ইহা দ্বাৰা অসবর্ণাবিবাহ অবশ্যকর্তব্য বলিয়া নিষমবদ্ধ হইতেছে না । সুতরাং, এই বিবাহবিধিকে, অগত), পরিসংখ্যাবিধি বলিয়া অঙ্গীকার কৰিতে হইবেক (১৭) ।”

যে কাৰণে অসবর্ণাবিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ব স্বীকার কৰিতে

(১৭) বিনিয়োগ বিধিরপ্যপূৰ্ণবিধিনিষমবিধিপৰিসংখ্যাবিধিভদ্রাভিধঃ
বিধিঃ বিনা কথমপি যদর্থগোচরপ্ররুতির্নোপপদ্যতে অসাবপূৰ্ণবিধিঃ নিষত-
প্ররুতিকলকো বিবির্নিষমবিধিঃ অবিষয়াদন্যত্র প্ররুতিবিতোধী বিধিঃ পরি-
সংখ্যাবিধিঃ তদুক্তঃ বিধিরত্যন্তমপ্রাপ্তৌ নিষমঃ পাক্ষিকে নতি । তত্র চানত্র
চ প্রাপ্তৌ পরিসংখ্যতি গীয়তে ॥ বিধিস্বরূপ ।

হয়, তাহা উপরি উদ্ধৃত অংশে বিশদ রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে, এজন্য, এস্থলে এ বিষয়ে আর অধিক বলা নিষ্পয়োজন । এক্ষণে, তর্কবাচস্পতি মহাশয় যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহার আলোচনা করা আবশ্যিক ।

তাহার প্রথম আপত্তি এই,—

“মানববচনশ্চ যৎ পবিসংখ্যাপরহং কস্পাতে তৎ কশ্চ
হেতোঃ ? ন তাবৎ তস্মৈ পবিসংখ্যাকস্পকং কিঞ্চিৎ বচনান্তর-
মস্তি, নাপি যুক্তিঃ, নবা প্রাচীনসন্দর্ভসম্মতিঃ । তথাচ অসতি
পবিসংখ্যাকস্পকযুক্ত্যাদৌ দোষত্রয়গ্রস্তাং পরিসংখ্যাং স্বীকৃত্য
মানববচনশ্চ যৎ দোষত্রয়কলঙ্কপক্ষে নিক্ষেপণং কৃতং তৎ কেবলং
অভীষ্টসিদ্ধিমনীবৈব । পরিসংখ্যাযাং হি

ঋতার্থস্য পরিত্যাগাদঋতার্থস্য কস্পনাং ।

প্রাপ্তস্য বাধাদিত্যেবং পরিসংখ্যা ত্রিদোষিকা ইতি ॥

ঋতার্থত্যাগাঋতার্থকস্পনপ্রাপ্তবাধরূপং মীমাংসাশাস্ত্রসিদ্ধং
দোষত্রয়ং স্বীকার্যং তস্মৈ চ সতি গত্যন্তরে নৈবাজীকার্যতা (১৮) ।”

মনুবচনে যে বিবাহবিধি আছে, উহারূপে পবিসংখ্যাত্ত কস্পিত
হইতেছে, তাগাব তেজু কি । ঐ বিবাহবিধির পবিসংখ্যাত্ত কস্পনার
প্রমাণস্বরূপ বচনান্তর নাই, যুক্তিও নাই, এবং প্রাচীন গ্রন্থেব
সম্মতিও নাই । এইরূপ প্রমাণবিরহে ত্রিদোষগ্রস্তা পবিসংখ্যা
স্বীকার করিয়া, মনুবচনকে যে দোষত্রয়কলঙ্কপক্ষে নিক্ষেপ
করিয়াছেন, কেবল স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধিচেষ্টাই তাহার মূল ।
পরিসংখ্যাতে ঋত অর্থের ত্যাগ, অঋত অর্থের কস্পন ও প্রাপ্ত
বিষয়ের বাধ, মীমাংসাশাস্ত্রসিদ্ধ এই দোষত্রয় স্বীকার করিতে তব,
এজন্য গত্যন্তর সত্ত্বে পবিসংখ্যা নোনও মতে স্বীকার করা যায় না ।

মীমাংসকেরা পবিসংখ্যাবিধিব যে লক্ষণ নির্দিষ্ট করিয়াছেন, যে

বিধি সেই লক্ষণে আক্রান্ত হয়, তাহা পরিসংখ্যা বিধি বলিয়া পরি-
 গৃহীত হইয়া থাকে । প্রথম পুস্তকে দর্শিত হইয়াছে, মনু'র অসবর্ণা-
 বিবাহবিধি পরিসংখ্যাবিধির সম্পূর্ণ লক্ষণাক্রান্ত । কামাৰ্থে অসবর্ণা-
 বিবাহ রাগপ্রাপ্ত বিবাহ । রাগপ্রাপ্ত বিষয়ে বিধি থাকিলে, বিহিত
 বিষয়েব অতিরিক্ত স্থলে নিষেধ বোধনের নিমিত্ত, ঐ বিধির পরি-
 সংখ্যাত্ব অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে । সুতরাং, রাগপ্রাপ্ত অসবর্ণাবিবাহ
 বিষয়ক বিধির পরিসংখ্যাত্ব অপবিহার্য্য ও অবশ্যস্বীকার্য্য হইতেছে ,
 তাহা সিদ্ধ করিবার জন্য, অন্যবিধ প্রমাণের অণুমাত্র আবশ্যকতা
 নাই । “পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ” পাঁচটি পঞ্চনখ ভক্ষণীয়, এই বাক্যে
 পঞ্চনখ ভক্ষণ শ্রুত হইতেছে , কিন্তু পঞ্চনখের ভক্ষণবিধান এই
 বাক্যেব অভিপ্রেত না হওয়াতে, শ্রুত অর্থের পরিত্যাগ ঘটিতেছে ।
 এই বাক্য দ্বারা শশ প্রভৃতি পঞ্চ ব্যতিরিক্ত পঞ্চনখের ভক্ষণ
 নিষেধ প্রতিপাদিত হওয়াতে, অশ্রুত অর্থের কম্পনা হইতেছে ।
 আর, রাগপ্রাপ্ত শশ প্রভৃতি পঞ্চ ব্যতিরিক্ত পঞ্চনখ ভক্ষণেব বাধ
 জন্মিতেছে । অর্থাৎ, পঞ্চনখভক্ষণরূপ যে অর্থ বিধিবাক্যেব অন্তর্গত
 শব্দ দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, তাহা পরিত্যক্ত হইতেছে ; শশ প্রভৃতি
 পঞ্চ ব্যতিরিক্ত পঞ্চনখভক্ষণের নিষেধরূপ যে অর্থ বিধিবাক্যের অন্তর্গত
 শব্দ দ্বারা প্রতিপন্ন হয় না, তাহা কম্পিত হইতেছে ; আর ইচ্ছা
 বশতঃ, শশ প্রভৃতি পঞ্চ পঞ্চনখের ন্যায়, তদ্ব্যতিরিক্ত পঞ্চনখের
 ভক্ষণরূপ যে বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার বাধ ঘটিতেছে । এই
 রূপে পরিসংখ্যাবিধিতে দোষত্রয়স্পর্শ অপরিহার্য্য , এজন্য, গতাস্তব
 সম্ভবিলে, পরিসংখ্যা স্বীকার করা যায় না । প্রথম পুস্তকে প্রতি-
 পাদিত হইয়াছে, গতাস্তব না থাকাতেই, অর্থাৎ অপূৰ্ণবিধি ও
 নিষেধবিধির স্থল না হওয়াতেই, অসবর্ণবিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ব
 ব্যবস্থাপিত হইয়াছে । ফলতঃ, পরিসংখ্যার প্রকৃত স্থল বলিয়া বোধ
 হওয়াতেই, আমি এই বিধির পরিসংখ্যাত্ব স্বীকার করিয়াছি , স্বীয়

অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত, কষ্টকম্পনা বা কৌশল অবলম্বন পূর্বক পবিসংখ্যাত্ত্ব কম্পনা করিয়া, মনুবচনকে অকারণে দোষত্রয়রূপ কলঙ্কপক্ষে নিষ্কিপ্ত করি নাই।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের দ্বিতীয় আপত্তি এই,—

“কিঞ্চ, বিবাহস্য রাগপ্রাপ্তত্বাঙ্গীকাৰে প্রথমবিবাহস্যপি রাগপ্রাপ্ততয়া সৰ্বণাং স্ত্রিৰমুদ্রহেদিত্যাদিমনুবচনস্যাপি পবিসংখ্যা-পরত্বাপত্তির্দুর্কাটবৈব। স্বীকৃতঞ্চ বিজ্ঞাসাংবেণাপ্যন্ত্যবাক্যাত্মাৎ-পত্তিবিধিত্বম্ অতঃ স্বেক্কাবিকল্পিতস্য প্রত্যবস্থানে তস্য বিমৃশ্য-কাবিতা কগঙ্কারং তিষ্ঠেৎ। যথাচ বিবাহস্য অলৌকিকসংস্কার-পাদকত্বেন ন রাগপ্রাপ্তত্বং তথা প্রতিপাদিতং পুৰস্তাৎ (১৯)।”

কিঞ্চ, বিবাহের রাগপ্রাপ্তত্ব অঙ্গীকার করিলে, প্রথম বিবাহেরও রাগপ্রাপ্তত্ব ঘটে, এবং তাহা হইলে, সৰ্বণা ভাৰ্য্যাব পাণিগ্রহণ কবিবেক, ইত্যাদি মনুবচনেরও পবিসংখ্যাপবত্ত্বঘটনা দুর্নিবার হইয়া উঠে। বিদ্যাসাগরও, এই মনুবাক্য অপূর্ববিধির স্থল বলিয়া, অঙ্গীকার করিয়াছেন, এক্ষণে স্বোক্তবিকল্প নির্দেশ করিলে, কিরূপে তাহার বিমৃশ্যকারিতা থাকিতে পারে। বিবাহ অলৌকিক-সংস্কারমপাদক, এজন্য উহা রাগপ্রাপ্তত্ব ঘটিতে পারে না, তাহা পূর্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

বিবাহের রাগপ্রাপ্তত্ব স্বীকার করিলে,

গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমারভো যথাবিধি ।

উদ্বহেত দ্বিজো ভাৰ্য্যাং সৰ্বণাং লক্ষণান্বিতাম্ ॥ ৩।৪।

দ্বিজ, গুরুব অনুজ্ঞাভাস্তে, যথাবিধানে স্নান ও সমারভন করিয়া, সঙ্গাভীয়া স্নলক্ষণা কন্যার পাণিগ্রহণ কবিবেক।

এই মনুবচনে প্রথম অর্থ্যৎ স্বার্থার্থ বিবাহের যে বিধি আছে, তাহাবও পবিসংখ্যাত্ত্ব অনিবার্য্য হইয়া পড়ে; এমন স্থলে,

সবর্ণাণ্যে দ্বিজাভীনাং প্রশস্তা দারকর্ষণি ।

কামতন্তু প্রযুক্তানামিমাং সূ্যঃ ক্রমশোঃবরাঃ ॥৩।১২।

দ্বিজাতিদামব প্রথম বিবাহে সবর্ণা কন্যা বিহিতা, কিন্তু যাহাবা
কাম বশতঃ বিবাহে প্রযুক্ত হয়, তাহারা অনুলোম ক্রমে অসবর্ণা
বিবাহ করিবেক ।

এই মনুবচনে কামার্থ বিবাহের যে বিধি আছে, তাহার পরিসংখ্যাত্ত-
পরিহার সুদূরপর্যন্ত । অতএব বিবাহের রাগপ্রাপ্তত্ব স্বীকার কবা
পরামর্শসিদ্ধ নহে । তাদৃশ স্বীকারে একবার আবদ্ধ হইলে, আব
কোনও মতে অসবর্ণাবিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ত নিবারণ কবিত
পারিবেন না, এই ভয়ে, পূর্বাপরপর্যালোচনাপবিশৃঙ্খল হইয়া,
তর্কবাক্ষ্যপতি মহাশয় বিবাহ মাত্রের রাগপ্রাপ্তত্ব অপলাপ করাই
শ্রেয়ঃকল্প বিবেচনা করিরাছেন । কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, অপ-
লাপে প্রযুক্ত হইয়া কৃতকার্য হইতে পারিবেন, তাহার পথ রাখেন
নাই । তিনি কহিতেছেন “বিবাহ অলৌকিক সংস্কারসম্পাদক,
এজন্য উহার রাগপ্রাপ্তত্ব ঘটতে পারে না, তাহা পূর্বে প্রতিপাদিত
হইয়াছে” । পূর্বে কিরূপে তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে, তৎপ্রদর্শনার্থ
তদীর পূর্বে লিখন উদ্ধৃত হইতেছে,—

“কিঞ্চ, অবিপ্লুতব্রহ্মচর্যা যমিচ্ছেত্তু তমাবসেৎ । ইতি মিতা-
ক্ষবাস্তবাক্যাং ব্রহ্মচর্যাতিবিক্রান্তমাত্রস্তৌব রাগপ্রযুক্তত্বাৎ
গৃহস্থঃশ্রমস্তাপি বাগপ্রযুক্ততয়া তদধীনপ্রবৃত্তিকবিবাহস্তাপি
বাগপ্রযুক্তত্বেন কাম্যত্বস্তৌবাচিতত্বাৎ (২০) ।”

কিঞ্চ, যথাপিধান্নে ব্রহ্মচর্যা নির্বাহিত কবিয়া, যে আশ্রমে ইচ্ছা তথ,
সেই আশ্রম অবলম্বন করিবেক, মিতাকবাস্ত এই বচন অনুসারে,
ব্রহ্মচর্য্য্য্যতিবিক্রান্ত আশ্রমমাত্রই বাগপ্রাপ্ত, স্তৌবরাং গৃহস্থঃশ্রমও
বাগপ্রাপ্ত, গৃহস্থঃশ্রমের বাগপ্রাপ্ততাবশতঃ গৃহস্থঃশ্রমপ্রবেশমূলক

বিবাহও বাগপ্রাপ্ত, স্মৃত্যং উহা কাম্য বলিবাই পরিগণিত
হওয়া উচিত ।

ইচ্ছাময় তর্কবাচস্পতি মহাশয়, যখন যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই বলেন ।
তদীয় পূর্ক লিখন দ্বারা “বিবাহের রাগপ্রাপ্তত্ব” প্রতিপাদিত হই-
তেছে, অথবা “বিবাহের রাগপ্রাপ্তত্ব ঘটিতে পাবে না,” তাহা
প্রতিপাদিত হইতেছে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন । সে
যাহা হউক, আমি তদীয় যথেষ্টাচার দর্শনে হতবুদ্ধি হইয়াছি । তিনি
পূর্কে দৃঢ় বাক্যে, “বিবাহ রাগপ্রাপ্ত,” ইহা প্রতিপন্ন করিয়া আসিয়া-
ছেন, এক্ষণে অনায়াসে তুল্যরূপ দৃঢ় বাক্যে, “বিবাহ রাগপ্রাপ্ত
নহে,” ইহা প্রতিপন্ন করিতে প্ররত্ত হইয়াছেন ।

বিতণ্ডাপিশাচী স্কন্ধে আবোহণ করিলে, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের
দিগ্দিদিক জ্ঞান থাকে না । পূর্কে যখন ধর্ম্মার্থ বিবাহেব নিত্যত্ব খণ্ডন
করা আবশ্যক হইয়াছিল, তখন তিনি, বিবাহ মাত্রের রাগপ্রাপ্তত্ব
প্রতিপাদনের নিমিত্ত, প্রয়াস পাইয়াছেন, কারণ, তখন বিবাহ মাত্রের
রাগপ্রাপ্তত্ব স্বীকার না করিলে, ধর্ম্মার্থ বিবাহেব নিত্যত্ব খণ্ডন
সম্পন্ন হয় না । এক্ষণে কাম্যার্থ বিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ব খণ্ডন করা
আবশ্যক হইয়াছে, স্মৃত্যং, বিবাহ মাত্রের রাগপ্রাপ্তত্ব খণ্ডনের
নিমিত্ত প্রয়াস পাইতেছেন, কারণ, এখন বিবাহ মাত্রের বাগপ্রাপ্তত্ব
অস্বীকার না করিলে, কাম্যার্থ বিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ব খণ্ডন সম্পন্ন
হয় ন । এক্ষণে, সকলে নিরপেক্ষ হইয়া বলুন, একপ পরস্পর বিরুদ্ধ
লিখন কেহ কখনও এক লেখনীর মুখ হইতে নির্গত হইতে দেখিয়া-
ছেন কি না । পূর্কে দর্শিত হইয়াছে, তর্কবাচস্পতি মহাশয় গ্রন্থাবশ্তে
প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, “যাঁহাবা ধর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞান লাভে অভিনায়ী,
তাঁহাদের বোধ জন্মাইবার নিমিত্তই আমার যত্ন” (২১) । অধুনা, ধর্ম্মেব
তত্ত্বজ্ঞান লাভে অভিনায়ীরা, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের পূর্ক লিখনে

(২১) ধর্ম্মতত্ত্বঃ বৃত্তুৎস্থনাং গোধানাট্যেব সংকৃতিঃ ।

আস্থা ও শ্রদ্ধা করিয়া, “বিবাহ মাত্রই রাগপ্রাপ্ত,” এই ব্যবস্থা শিরোধার্য্য করিয়া লইবেন ; অথবা, তদীয় শেষ লিখনে আস্থা ও শ্রদ্ধা করিয়া, “বিবাহ মাত্রই রাগপ্রাপ্ত নয়,” এই ব্যবস্থা শিরোধার্য্য করিবেন, ধর্মোপদেশটা তর্কবাচস্পতি মহাশয় সে বিষয়ে তাঁহাদের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিবেন । আমরা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তৎক্ষণাৎ অসম্মুচিত চিন্তে এই উত্তর দিব, উভয় ব্যবস্থাই শিরোধার্য্য করা উচিত ও আবশ্যিক । মনু কহিয়াছেন,

ঋতিদ্বৈধন্তু যত্র স্মাতত্র ধর্ম্যাবুভৌ স্মৃতৌ । ২ । ১৪ ।

যে স্থলে ঋতিদ্বয়ের বিরোধ ঘটে, তথায় উভয়ই ধর্ম বলিয়া ব্যবহাচিত ।

উভয়ই বেদবাক্য, স্মৃতবাং উভয়ই সমান মাননীয় । বেদবাক্যের পারস্পর বিরোধ স্থলে, বিকম্প ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে, বেদের মানরক্ষা হয় না । সেইরূপ, এই উভয় ব্যবস্থাই এক লেখনী হইতে নির্গত, স্মৃতবাং উভয়ই সমান মাননীয় । বিকম্পব্যবস্থা অবলম্বন পূর্ব্বক, উভয় ব্যবস্থা শিরোধার্য্য করিয়া না লইলে, সর্কশাস্ত্রবেত্তা তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের মানরক্ষা হব না ।

তিনি কহিয়াছেন,

“বিভ্রাসাগবত্ত, এই মনুবাক্য অপূর্ব্ববিধি স্থল বলিয়া, অঙ্গীকার করিয়াছেন, এক্ষণে স্বেকবিকল্প নির্দেশ করিলে, ক্রিপে তাঁহার বিমৃশ্চকাবিতা থাকিতে পাবে ।”

এস্থলে বক্তব্য এই যে, উল্লিখিত মনুবচনে ধর্ম্যার্থ বিবাহের যে বিধি আছে, পূর্ব্বে আমি ঐ বিধিকে অপূর্ব্ববিধি ও ঐ বিধি অনুযায়ী বিবাহকে নিত্য বিবাহ বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছি, এবং এক্ষণেও কবিতছি । তখনও, ঐ বিধি অনুযায়ী বিবাহকে রাগপ্রাপ্ত বলিয়া

প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাই নাই, এখনও, ঐ বিধি অনুযায়ী বিবাহকে রাগপ্রাপ্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত্ত নহি। আব, মনুর বচনান্তর কামার্থ বিবাহের যে বিধি আছে, পূর্বে ঐ বিধিকে পরিসংখ্যাবিধি, ও ঐ বিধি অনুযায়ী বিবাহকে রাগপ্রাপ্ত বিবাহ, বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছি, এবং এক্ষণেও কবিতেছি। তখনও, ঐ বিধি অনুযায়ী বিবাহ রাগপ্রাপ্ত নহে, ইহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাই নাই, এখনও, ঐ বিধি অনুযায়ী বিবাহ রাগপ্রাপ্ত নহে, ইহা প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত্ত নহি। সুতরাং, এ উপলক্ষে আমার বিমূশ্যকারিতা ব্যাঘাতের কোনও আশঙ্কা বা সম্ভাবনা লক্ষিত হইতেছে না। তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের অন্তঃকরণে অকস্মাৎ দৃঢ়ী আশঙ্কা উপস্থিত হইল কেন, বুঝিতে পারিতেছি না। বাহা হউক, আশ্চর্য্যের অথবা কৌতূকের বিষয় এই, তর্কবাচস্পতি মহাশয় অথের বিমূশ্যকারিতা রক্ষার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়াছেন, কিন্তু নিজের বিমূশ্যকারিতা রক্ষা পক্ষে ক্ষেপে মাত্র নাই।

বাহা দর্শিত হইল, তদনুসারে তর্কবাচস্পতি মহাশয় পূর্বে স্বীকার করিয়াছেন, বিবাহ মাত্রই রাগপ্রাপ্ত, সুতরাং, কামার্থ বিবাহেরও রাগপ্রাপ্তত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। পরে স্বীকার করিয়াছেন, বিবাহের রাগপ্রাপ্তত্ব স্বীকার করিলে, বিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ব স্বীকার অপবিহার্য্য, সুতরাং, পূর্বস্বীকৃত রাগপ্রাপ্ত কামার্থ বিবাহবিষয়ক বিধির পরিসংখ্যাত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। এক্ষণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের নিজের স্বীকার অনুসারে, কামার্থ বিবাহের রাগপ্রাপ্তত্ব ও কামার্থ বিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে কি না।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের তৃতীয় আপত্তি এই;—

‘কিঞ্চ, মনুনা ইমাশ্চেতি ইদমা পুরোবর্তিনীনামেব দার-
কর্ম্মণি বৎক্রমেণ বরত্বমুক্তং পুরোবর্তিগ্রন্থে ব্রাহ্মণস্য সর্বণা ক্ষত্রিয়া-

দযস্তিত্রশ্চ, ক্ষত্রিয়শ্চ সৰ্বণা বৈশ্যা। শূদ্রা চ, বৈশ্যশ্চ সৰ্বণা শূদ্রা চ, শূদ্রশ্চ শূদ্রেবেতি। তন্মাত্র চ পরিসংখ্যাত্ত্বকম্পনে ঐক্যতাত্ত্ব্য এব সৰ্বণাসৰ্বণাভ্যঃ অতিরিক্তবিবাহনিষেধপরত্বং বাচ্যং ততশ্চ কথ-
ক্লাম্ অসৰ্বণাতিরিক্তমাত্রং নিষিধ্যোত (২২)।

কিঞ্চ, মনু, “ইমাঃ” অর্থাৎ এই সকল কন্যা এই কথা বলিয়া, বিবাহ বিষয়ে অনুলোম ক্রমে পুরোবর্তিনী অর্থাৎ পরবচনোক্ত কন্যা-
দিগের শ্রেষ্ঠত্ব বীৰ্ত্তন করিয়াছেন। পুরোবর্তিনী কন্যাসকল এই, ব্রাহ্মণেব সৰ্বণা ও ক্ষত্রিয়াপ্রভৃতি তিন ; ক্ষত্রিয়েব সৰ্বণা, বৈশ্যা ও শূদ্রা ; বৈশ্যেব সৰ্বণা ও শূদ্রা, শূদ্রেব একমাত্র শূদ্রা। এই বচনের পরিসংখ্যাত্ত্ব কল্পনা করিলে, পরবচনে যে সৰ্বণা ও অসৰ্বণা কন্যার নির্দেশ আছে, তদতিবিক্ত কন্যার বিবাহনিষেধ অভিপ্রেত বলিতে হইবেক ; অতএব কেবল অসৰ্বণাব্যতিরিক্ত কন্যার বিবাহনিষেধ কি প্রকারে প্রতিপন্ন হইতে পারে।

পূর্বে সৰিস্তর দর্শিত হইয়াছে, তর্কবাচস্পতি মহাশয় মনুবচনের যে পাঠ ও যে অর্থ স্থির করিয়াছেন, ঐ পাঠ ও ঐ অর্থ বচনের প্রকৃত পাঠ ও প্রকৃত অর্থ নহে। ঐ বচন দ্বারা সৰ্বণা ও অসৰ্বণা উভয়ের বিবাহ বিহিত হয় নাই, কেবল অসৰ্বণার বিবাহই বিহিত হইয়াছে। সুতরাং, ঐ বচনে উল্লিখিত বিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ত্ব স্বীকার করিলে, অসৰ্বণা ব্যতিবিক্ত কন্যার বিবাহ নিষেধ প্রতিপন্ন হইবার কোনও প্রতিবন্ধক ঘটিতে পারে না। তর্কবাচস্পতি মহাশয়, সৰ্বণা ও অসৰ্বণা উভয়বিধ কন্যার বিবাহ মনুবচনের অভিপ্রেত, এই অমূলক সংস্কারের বশবর্তী হইয়াই, এই আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, মনুবচনের প্রকৃত পাঠ ও প্রকৃত অর্থ অবগত থাকিলে, কদাচ ঈদৃশ অকিঞ্চিংকর আপত্তি উত্থাপনে প্রবৃত্ত হইতেন না।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের চতুর্থ আপত্তি এই,—

“কিঞ্চ পরিসংখ্যাসামিতবনিবৃত্তিরেব বিহিতা বিধিপ্রত্য-
স্বার্থাশ্রয়ত্বাৎ বিহিতত্বাৎ “অস্বাভিমানীমাদত্তে” ইত্যাদৌ

চ অশ্বাতিরিক্তবশনাগ্রহণাতাব ইচ্ছসাধনং তাদৃশগ্রহণাতাবেশ
ইচ্ছং ভাবয়েদিতি বা, “পঞ্চ পঞ্চনখান্ ভুঞ্জীত” ইত্যাদৌ চ
শশাদিপঞ্চকভিন্নপঞ্চনখভোজনং ন ইচ্ছসাধনম্ ইতি তত্র
তত্র বিধার্থঃ ফলিতঃ তত্র চ অশ্ববশনাগ্রহণে শশাদিভোজনে চ
ততদ্বিধেরৌদাসীশ্রমেবেতোবং পবিসংখ্যাসরণৌ স্থিতায়াং মানব-
বচনেইপি সর্বাণা অসর্বাণা বা বিবাহে বিধেরৌদাসীশ্রমেব
বাচ্যং, কেবলং তদতিরিক্তবিবাহাতাব এব বিহিতঃ স্ত্যং তথাচ
ক্ষত্রিয়াদীনামসর্বাণাং কথং বিবাহসিদ্ধির্ভবেৎ । ততশ্চ ক্ষত্রিয়া-
দিবিবাহস্তাবিহিতত্বেন তদগ্ৰহণাতাসন্তানস্তানৌবস্বাপত্তিঃ (২৩) ।

নিক, পরিসংখ্যাস্থলে বিধবাক্যোক্ত বিষয়ের অতিরিক্ত বর্জনই
বিহিত, কারণ বিধিপ্রত্যয়েব অশ্বব আশ্রয়ত্বই বিহিত হইয়া
থাকে, অশ্ববশনা গ্রহণ বরিবেক, ইত্যাদি স্থলে অশ্ব ব্যতিবিক্ত
বশনাগ্রহণের অভাব ইচ্ছসাধন অশ্ববা তাদৃশগ্রহণের অভাব দ্বারা
ইচ্ছাচক্ষা করিবেক, এইকপ, এবং, পাঁচটি পঞ্চনখ ভক্ষণীয় ইত্যাদি
স্থলে শশ প্রভৃতি পঞ্চ ব্যতিবিক্ত পঞ্চনখভোজন ইচ্ছসাধন নহে,
এইকপ তত্তং স্থলে বিধির অর্থ প্রতিপন্ন হয় । তাহাতে অশ্ববশনা-
গ্রহণে ও শশ প্রভৃতি ভোজনে তত্তং বিধির ঔদাসীন্যই থাকে,
এইকপ পরিসংখ্যাপদ্ধতি থাকাতে, মনুবচনেও সর্বাণ বা অসর্বাণ
বিবাহ বিষয়ে বিধির ঔদাসীন্য বলিতে হইবেক কেবল তদ্ব্যতিরিক্ত
বিবাহের অভাবই বিহিত হইতেছে, সূত্রবাং ক্ষত্রিয়াদি অসর্বাণ
বিবাহ সিদ্ধি ক্রমেপে হইতে পারে, এবং সেই তেতু বশতঃ ক্ষত্রি-
য়াদি বিবাহ অবিহিত হওয়াত, তদগ্ৰহণাত সন্তানের ঔরসত
ব্যঘাত ঘটে ।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের অভিপ্রায় এই, বিহিত বিষয়ের অতিরিক্ত
স্থলে নিবেধবোধনই পরিসংখ্যাদিধির উদ্দেশ্য, বিহিত বিষয়ের
কর্তব্যত্ববোধন ঐ বিধির লক্ষ্য নহে, যদি সেরূপ লক্ষ্য না হইল,
তাহা হইলে বিধিবাক্যোক্ত বিষয় বিহিত হইল না, যদি বিহিত না
হইল, তাহা হইলে উহা কর্তব্য বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না ।

“পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ,” পাঁচটি পঞ্চনখ ভক্ষণীয়, এই বিধিবাক্যে যে পঞ্চ পঞ্চনখের উল্লেখ আছে, পরিসংখ্যাবিধি দ্বারা তদ্ব্যতিরিক্ত পঞ্চনখের ভক্ষণনিষেধ প্রতিপাদিত হইতেছে, শশ প্রভৃতি পঞ্চ পঞ্চনখের ভক্ষণবিধান ঐ বিধিবাক্যের উদ্দেশ্য নহে, সুতরাং, শশ প্রভৃতি পঞ্চ পঞ্চনখের ভক্ষণ বিহিত হইতেছে না। সেইরূপ, মনুবচনে কামার্প বিবাহের যে বিধি আছে, ঐ বিধির পরিসংখ্যাস্ব স্বীকার করিলে, অসবর্ণা ব্যতিরিক্ত স্ত্রীবিবাহনিষেধ সিদ্ধ হইবেক, অসবর্ণার বিবাহবিধান ঐ বচন দ্বারা প্রতিপাদিত হইবেক না; যদি তাহা না হইল, তাহা হইলে অসবর্ণাবিবাহ বিহিত হইল না; যদি বিহিত না হইল, তাহা হইলে অসবর্ণার গর্ভজাত সন্তান অবৈধ স্ত্রীবিবাহ সংসর্গে সম্ভূত হইল, সুতরাং, ঐবস অর্থাৎ বৈধ সন্তান বলিয়া পবিত্র হইতে পারে না।

তর্কবাচস্পতি মহাশয় এস্থলে পরিসংখ্যাবিধির যেরূপ সূক্ষ্ম তাৎপর্যব্যাক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা অদ্বৈতের ও অশ্রুতপূর্ব্ব। লোকের ইচ্ছা দ্বারা যাহাব প্রাপ্তি ঘটে, তাহাকে বাগপ্রাপ্ত বলে, তাদৃশ বিষয়ের প্রাপ্তির নিমিত্ত বিধির আবশ্যিকতা নাই। যদি বিধি থাকে, তাহা হইলে, বিহিত বিষয়ের অতিরিক্ত স্থলে নিষেধ সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ যদিও তাদৃশ সমস্ত বিষয় ইচ্ছা দ্বারা প্রাপ্ত হইতে পারে; কিন্তু কতিপয় স্থল দ্বারা বিধি দেওয়াতে, কেবল ঐ কয় স্থলে ইচ্ছা অনুসারে চলিবাব অধিকার থাকে, তদতিরিক্ত স্থলে নিষেধ বোধিত হয়। পঞ্চনখ ভক্ষণ বাগপ্রাপ্ত, কাণ, লোকে ইচ্ছা করিলেই তাহা ভক্ষণ করিতে পারে; সুতরাং, তাহার প্রাপ্তিব জন্য বিধির আবশ্যিকতা নাই। কিন্তু শশ প্রভৃতি পঞ্চ পঞ্চনখের নির্দেশ করিয়া ভক্ষণের বিধি দেওয়াতে, ঐ পাঁচ স্থলে ইচ্ছা অনুসারে ভক্ষণের অধিকার থাকিতেছে, তদতিরিক্ত পঞ্চনখ ভক্ষণ নিষিদ্ধ হইতেছে, উহাদের ভক্ষণে আর অধিকার রহিতেছে না। সুতরাং, “পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ” এই বিধি দ্বারা শশ

প্রভৃতি পঞ্চ মাত্র পঞ্চনখ ভক্ষণীয় বলিয়া ব্যবস্থাপিত হইতেছে, তদ্ব্যতিরিক্ত যাবতীয় পঞ্চনখ অভক্ষ্য পক্ষে নিষ্কিপ্ত হইতেছে । শশ প্রভৃতি পঞ্চ পঞ্চনখ ভক্ষণ দোষাবহ নহে, কাবণ, লোকেব ইচ্ছা বশতঃ তাহাদের ভক্ষণের যে প্রাপ্তি ছিল, শাস্ত্রের বিধি দ্বারা তাহা নিবারিত হইতেছে না ; শশ প্রভৃতি পঞ্চ ব্যতিবিক্ত পঞ্চনখ ভক্ষণ দোষাবহ হইতেছে ; কারণ, যাবতীয় পঞ্চনখ ভক্ষণ ইচ্ছা বশতঃ প্রাপ্ত হইলেও, শশ প্রভৃতি পাঁচটি ধরিয়া বিধি দেওয়াতে, তদ্ব্যতিরিক্ত সমস্ত পঞ্চনখের ভক্ষণ একবারে নিষিদ্ধ হইয়াছে । সেইরূপ, কামার্থ বিবাহ স্থলে, লোকের ইচ্ছা বশতঃ সর্বণা ও অসর্বণা উভয়েবই প্রাপ্তি ঘটয়াছিল ; কিন্তু, যদৃচ্ছা ক্রমে বিবাহপ্রবৃত্ত পুরুষ অসর্বণা বিবাহ করিবেক, এই বিধি দেওয়াতে, অসর্বণা ব্যতিবিক্ত স্থলে নিষেধ সিদ্ধ হইতেছে ; অসর্বণা বিবাহ পূর্ববৎ ইচ্ছাপ্রাপ্ত থাকিতেছে, অর্থাৎ ইচ্ছা হইলে অসর্বণা বিবাহ করিতে পারিবেক ; কারণ, পূর্বেও ইচ্ছা দ্বারা অসর্বণার প্রাপ্তি ছিল, এবং বিধি দ্বারাও অসর্বণার প্রাপ্তি নিবারিত হইতেছে না । পরিসংখ্যাবিধির এইরূপ তাৎপর্যব্যাখ্যাই সচরাচর পরিগৃহীত হইয়া থাকে ; কিন্তু তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের তাৎপর্যব্যাখ্যা অনুসারে, শশ প্রভৃতি পঞ্চ পঞ্চনখ ভক্ষণ, ও অসর্বণা বিবাহ, উভয়ই অবিহিত, স্মৃতিবাৎ উভয়ই দোষাবহ, শশ প্রভৃতি পঞ্চ পঞ্চনখ ভক্ষণ করিলে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবেক, এবং অসর্বণা বিবাহ করিলে, তাহার গর্ভজাত সন্তান অর্থেণ সন্তান বলিয়া পরিগণিত হইবেক । তিনি এস্থলে পরিসংখ্যাবিধির একপ তাৎপর্যব্যাখ্যা করিয়াছেন ; কিন্তু পূর্বে সর্বসম্মত তাৎপর্যব্যাখ্যা অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন । তথায় স্বাকার কবিবাহে, পরিসংখ্যাবিধি দ্বারা বিহিত বিষয়ের অতিরিক্ত স্থলে নিষেধ সিদ্ধ হয়, এবং সেই নিষেধ দ্বারা বিহিত স্থলে বিধি অনুযায়ী কর্ম করিবার অধিকার অব্যাহত থাকে । যথা,

“রতিসুখস্ত রাগপ্রাপ্তৌ তদুপাযস্ত জীগমনস্তাপি রাগপ্রাপ্তৌ
সত্যং স্বদারনিরতঃ সদেতি মানববচনস্ত পবদারান্ ন গচ্ছেদিতি
পরিসংখ্যাপরতারাঃ সর্কৈঃ স্বাকারেণ পরদারগমননিষেধাৎ
তদ্যাদাসেন অনিষিদ্ধজীগমনং শাস্ত্রবিহিতস্ত্রীসংস্কাৰং বিনানুপ-
পন্নমিত্যনিষিদ্ধতাপ্রযোজকঃ সংস্কাৰ আক্ষিপ্যতে” (২৪) ।

রতিসুখ ও তাহার উপাযভূত জীগমন রাগপ্রাপ্ত হওয়াতে,
“সদা স্বদারগবাযণ হইবেক,” এই মনুবচন, পরদারগমন করিবেক
না, একপ পরিসংখ্যার স্থল বলিয়া, সকলে স্বীকার কবিয়া থাকেন ;
তদনুসারে পবদারগমন নিষেধ বশতঃ পরদারবর্জন পূর্বক অনিষিদ্ধ
জীগমন শাস্ত্রবিহিত সংস্কার ব্যতিবেকে সিদ্ধ হইতে পারে না ; এই
হেতুতে অনিষিদ্ধতার প্রযোজক সংস্কার আক্ষিপ্ত হয় ।

রতিকাগনায় স্ত্রীসন্তোগ রাগপ্রাপ্ত, অর্থাৎ পুরুষের ইচ্ছাধীন, রতি-
সুখলাভের ইচ্ছা হইলে, পুরুষ স্ত্রী সন্তোগ করিতে পারে, স্বস্ত্রী ও
পরস্ত্রী উভয় সন্তোগেই রতিসুখলাভ সম্ভব, সুতরাং পুরুষ ইচ্ছা অনু-
সারে উভয়বিধ স্ত্রী সন্তোগ করিতে পারিত, কিন্তু মনু, “সদা স্বদার-
পরাযণ হইবেক,” এই বিধি দিয়াছেন। এই বিধি সর্বসম্মত
পারিসংখ্যাবিধি। এই বিধি দ্বারা পবদার বর্জন পূর্বক স্বদার গমন
প্রতিপাদিত হইয়াছে।

এক্ষণে, পারিসংখ্যাবিধি বিষয়ে তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের দ্বিবিধ
তাৎপর্যব্যাখ্যা উপলব্ধ হইতেছে। তদীয় প্রথম ব্যাখ্যা অনুসারে,
বিহিত বিষয়ের অতিরিক্ত স্থলে নিষেধ প্রতিপাদন দ্বারা বিহিত
বিষয়ের অনুষ্ঠান প্রতিপাদিত হয়, সুতরাং বিধিবাক্যোক্ত বিষয়
অবিহিত ও অনুষ্ঠানে প্রত্যাবলম্বনক নহে। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা অনুসারে,
বিহিত বিষয়ের অতিরিক্ত স্থলে নিষেধ প্রতিপাদনই পরিসংখ্যা-
বিধির উদ্দেশ্য, বিধিবাক্যোক্ত বিষয়ের বিহিতত্বপ্রতিপাদন কোনও

যতে উদ্দেশ্য নহে ; সুতরাং, তাহা অবিহিত ও অনুষ্ঠানে প্রত্যবায়-জনক । তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের দ্বিতীয় ব্যাখ্যা প্রমাণপদবীতে অধি-রোহিত হইলে, মনুর স্বদারগমনবিষয়ক সর্বসম্মত পবিসংখ্যাবিধি দ্বারা পরদারগমন মাত্র নিষিদ্ধ হয়, স্বদারগমনের বিহিতত্ব প্রতিপন্ন হয় না, সুতরাং, স্বদারগমন অবিহিত, ও স্বদারগর্ভসমুত ঔবস সম্ভবান অর্থেষ সম্ভবান বলিয়া পরিগৃহীত, হইয়া উঠে । যাহা হউক, এক বিষয়ে এরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ ব্যবস্থা প্রায় দৃষ্টিগোচর হইবে না । কলকথা এই, তর্কবাচস্পতি মহাশয় যখন যাহাতে সুবিধা দেখেন, তাহাই বলেন, যাহা বলিতেছি, তাহা যথার্থ শাস্ত্রার্থ কি না, অথবা পূর্বে যাহা বলিয়াছি এবং এক্ষণে যাহা বলিতেছি, এ উভয়ের পর-স্পর বিরোধ ঘটিতেছে কি না, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখেন না । যেসকল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহার তদ্রূপ অনুধাবন করিয়া দেখিবার ইচ্ছা আছে, এরূপ বোধ হয় না । বস্তুতঃ, কি শাস্ত্রীয় বিচার, কি লৌকিক ব্যবহার, সর্ব বিষয়েই তিনি সম্পূর্ণ যথেষ্টচারী ।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়, অসবর্ণবিবাহবিধির পবিসংখ্যাত্ত্ব খণ্ডন করিবার নিমিত্ত, এইরূপ আরও দুই একটি আপত্তি উত্থাপন করিয়া-ছেন ; অকিঞ্চিৎকর ও অনাবশ্যক বিবেচনায়, এ স্থলে আর সে সকলের উল্লেখ ও আলোচনা করা গেল না । যদৃচ্ছা স্থলে যত ইচ্ছা সবর্ণবিবাহ প্রতিপন্ন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য । সেই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তই, তিনি অসবর্ণবিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ত্ব খণ্ডনে প্রাণপণে যত্ন করিয়াছেন । তিনি ভাবিয়াছেন, ঐ বিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ত্ব খণ্ডিত ও অপূর্ববিধিত্ব সংস্থাপিত হইলেই, যদৃচ্ছা ক্রমে যত ইচ্ছা সবর্ণবিবাহ নির্বিবাদে সিদ্ধ হইবেক । কিন্তু সে তাঁহার নিরবচ্ছিন্ন ভ্রান্তি মাত্র । মনুবচনের প্রকৃত পাঠ ও প্রকৃত অর্থ কি, সে বোধ না থাকাতেই, তাঁহার মনে তাদৃশ বিষম কুসংস্কার জন্মিয়া আছে । তিনি মানবীয় বিবাহবিধিকে অপূর্ববিধিই বলুন, নিয়মবিধিই বলুন,

আর পরিসংখ্যাবিধিই বলুন, উহা দ্বাৰা কাম স্থলে অসবর্ণা বিবাহই প্রতিপন্ন হইবেক, যদৃচ্ছা ক্রমে যত ইচ্ছা সবর্ণা ও অসবর্ণা বিবাহ কোনও মতে প্রতিপন্ন হইতে পারিবেক না। তর্কবাচস্পতি মহাশয় মনে ককন, তিনি এই বিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ব খণ্ডনে ও অপূর্ববিধিত্ব সংস্থাপনে কৃতকার্য হইয়াছেন, কিন্তু আমি তাহাতে তাঁহার কোনও ইষ্টাপত্তি দেখিতেছি না। পূর্বে নির্বিবাদে প্রতিপাদিত হইয়াছে,

সবর্ণাণ্যে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মণি ।

কামতস্ত প্রবৃত্তানামিমাঃ সূ্যঃ ক্রমশোঃবরাঃ ॥ ৩। ১২।

দ্বিজাতিদিগের প্রথম বিবাহে সবর্ণা কন্যা বিহিতা, কিন্তু যাহারা কাম বশতঃ বিবাহে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা অনুলোম ক্রমে অসবর্ণা বিবাহ করিবেক ।

এই মনুবচন দ্বারা যদৃচ্ছা স্থলে কেবল অসবর্ণাবিবাহ বিহিত হইয়াছে । যদি এই বিবাহবিধিকে অপূর্ববিধি বলিয়া অঙ্গীকার করা যায়, তাহা হইলে, কাম বশতঃ বিবাহপ্রবৃত্ত পুরুষ অসবর্ণা কন্যা বিবাহ করিলেক, এইরূপ অসবর্ণাবিবাহের সাক্ষাৎ বিধি পাওয়া যাইবেক ; পরিসংখ্যার অায়া, অসবর্ণা ব্যতিরিক্ত বিবাহ করিবেক না, এক্ষণ নিষেধ বোধিত হইবেক না। যদি কাম স্থলে সবর্ণা ও অসবর্ণা উভয়বিধস্ত্রীবিবাহ মনুবচনের অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের ইষ্টসিদ্ধি ঘটতে পারিত, অর্থাৎ, সবর্ণা ও অসবর্ণা উভয়বিধস্ত্রী-বিবাহের সাক্ষাৎ বিধি পাওয়া যাইত, এবং তাহা হইলেই, যদৃচ্ছা ক্রমে যত ইচ্ছা সবর্ণা ও অসবর্ণা বিবাহ অনায়াসে সিদ্ধ হইত। কিন্তু পূর্বে নিঃসংশয়িত রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে, অসবর্ণাবিবাহ বিধানই মনুবচনের এক মাত্র উদ্দেশ্য, স্মৃতবাং, অপূর্ববিধি কল্পনা করিয়া, সবর্ণা ও অসবর্ণা উভয়বিধস্ত্রীবিবাহ সিদ্ধ করিবার পথ কদ্ধ হইয়া আছে ।

অতএব, অপূৰ্ণবিধি স্বীকাৰ কৰিলেও, তৰ্কবাচস্পতি মহাশয়েৰ কোনও উপকাৰ দৰ্শিতেছে না, এবং যদৃচ্ছা ক্ৰমে বিবাহপ্ৰস্তু পুৰুষ অসবৰ্ণা বিবাহ কৰিতে পাবে, আমাৰ অবলম্বিত এই চিৰন্তন মীমাংসাবিও কোনও অংশে হানি ঘটিতেছে না। আৰ, যদি এই বিবাহবিধিকে নিয়মবিধি বলা যায়, তাহাতেও আমাৰ পক্ষে কোনও হানি, এবং তৰ্কবাচস্পতি মহাশয়েৰ পক্ষে কোনও ইষ্টাপত্তি, দৃষ্ট হইতেছে না। নিয়মবিধি অঙ্গীকৃত হইলে, ইহাই প্ৰতিপন্ন হইবেক, যদৃচ্ছা ক্ৰমে বিবাহপ্ৰস্তু পুৰুষ সবৰ্ণা ও অসবৰ্ণা উভয়বিধ স্ত্ৰীৰ পাণিগ্ৰহণ কৰিতে পাবিত, কিন্তু যদৃচ্ছা ক্ৰমে বিবাহপ্ৰস্তু পুৰুষ অসবৰ্ণা বিবাহ কৰিবেক, এই বিধি প্ৰদৰ্শিত হওবাত, যদৃচ্ছা স্থলে অসবৰ্ণা বিবাহ নিয়মবদ্ধ হইল, অৰ্থাৎ, যদৃচ্ছা ক্ৰমে বিবাহ কৰিতে ইচ্ছা হইলে, অসবৰ্ণা কন্যাই পাণিগ্ৰহণ কৰিবেক, সূতবাং, যদৃচ্ছা স্থলে, সবৰ্ণা ও অসবৰ্ণা উভয়বিধস্ত্ৰীবিবাহেৰ আৰ পথ থাকিতেছে না। অতএব, পৰিসংখ্যা স্বীকাৰ না কৰিলেও, যদৃচ্ছা স্থলে অসবৰ্ণা বিবাহ কৰিতে পাবে, এ ব্যবস্থাৰ কোনও অংশে ব্যাঘাত ঘটতেছে না। সৰ্বশাস্ত্ৰবেত্তা তৰ্কবাচস্পতি মহাশয়, কিঞ্চিৎ বুদ্ধিব্যয় কৰিলে ও কিঞ্চিৎ অতিনিবেশ সহকাৰে ক্ষণকাল আলোচনা কৰিবা দেখিলে, অনায়াসে বুঝিতে পাৰিবেন, এ বিষয়ে আমাৰ পক্ষে অপূৰ্ণবিধি, নিয়মবিধি, পৰিসংখ্যাবিধি, এ তিন বিধিই সমান, তবে, পৰিসংখ্যাৰ প্ৰকৃত স্থল বলিয়াই পৰিসংখ্যা পক্ষ অবলম্বিত হইবাছিল, নতুবা, কাৰ্য্যার্থে অসবৰ্ণাবিবাহ শাস্ত্ৰানুমানিত, ইহা প্ৰতিপন্ন কৰিবাব নিমিত্ত, এই বিবাহবিধিৰ পৰিসংখ্যাত্ম স্বীকাৰেৰ ঐকান্তিকী আবশ্যকতা নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রথম পুস্তকে নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ভেদে বিবাহের ত্রৈবিধ্য ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। ঐ ত্রৈবিধ্যব্যবস্থা আমার কপোলকম্পিত, শাস্ত্রানুমোদিতও নহে, যুক্তিমূলকও নহে, ইহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত, শ্রীযুত তাবান্নাথ তর্কবাচস্পতি অশেষ প্রকারে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার মতে ত্র্যক্ষর্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ, পরিভ্রজ্য এই চারি আশ্রমের মধ্যে ত্র্যক্ষর্য্য আশ্রম নিত্য, অপর তিন আশ্রম কাম্য, নিত্য নহে, গৃহস্থাশ্রম কাম্য, সুতরাং গৃহস্থাশ্রমপ্রবেশমূলক বিবাহও কাম্য। তিনি লিখিয়াছেন,

“অবিধুতত্র্যক্ষর্য্যো যমিচ্ছন্তু তমাবসেদিতি মিতাক্ষবাপ্ত-
বাক্যাৎ ত্র্যক্ষর্য্যাত্তিবিভক্তাশ্রমমাত্রাশ্রম-বাগপ্রযুক্তত্বাৎ গৃহস্থা-
শ্রমস্তাশ্রম-বাগপ্রযুক্তত্বাৎ তদধীনপ্রকৃতিবিবাহস্তাশ্রম-
প্রযুক্তত্বেন কাম্যত্বেনৈবোচিতত্বাৎ (১)।”

নব্যবিধান ত্র্যক্ষর্য্য নির্দ্ধার করিয়া, যে আশ্রমে ইচ্ছা হয়, সেই আশ্রম অবলম্বন করিবেন, মিতাক্ষবাপ্ত এই বচন অনুসারে, ত্র্যক্ষর্য্য ব্যতিরিক্ত আশ্রম নাত্রই বাগপ্রাপ্ত, সুতরাং গৃহস্থাশ্রমও বাগপ্রাপ্ত, গৃহস্থাশ্রমের বাগপ্রাপ্ত বশতঃ, গৃহস্থাশ্রমপ্রবেশমূলক দিব্যাহও বাগপ্রাপ্ত, সুতরাং উক্ত কাম্য বলিয়াই পরিগণিত হওয়া উচিত।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের এই সিদ্ধান্ত শাস্ত্রানুযায়ী নহে। মিতাক্ষবাপ্ত এক মাত্র বচনের যথাক্রম অর্থ অবলম্বন করিয়া, এরূপ অণ-

সিদ্ধান্ত প্রচাব কবা তাদৃশ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের পক্ষে সন্দেহেচনাব কর্ম্য হয় নাই। কোনও বিষয়ে শাস্ত্রের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলে, সে বিষয়ে কি কি প্রমাণ আছে, সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখা আবশ্যক। আপন অভিপ্রায়ের অনুকূল এক মাত্র প্রমাণ অবলম্বন করিয়া, মীমাংসা কবায়, স্বীয় অনতিজ্ঞতাপ্রদর্শন ব্যতীত আর কোনও ফল দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহা হউক, আশ্রম সকল নিত্য কি না, তাহাব মীমাংসা করিতে হইলে, নিত্য কাহাকে বলে, অগ্রে তাহাব নিরূপণ কবা আবশ্যক। যে সকল হেতুতে নিত্যত্ব সিদ্ধ হয়, প্রসিদ্ধ প্রাচীন প্রাণায়ামিক সংগ্রহকাব সে সমুদয়ের নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। যথা,

নিত্যং সদা যাবদায়ুর্ন কদাচিদতি ন্ময়েৎ ।

ইত্যুক্ত্যাতিক্রমে দোষশ্রুতেহত্যাগচোদনাৎ ।

ফলাশ্রুতেবীপ্সয়া চ তন্নিত্যমিতি কান্তিতম্ ॥

যে বিধিবাক্যে নিত্যশব্দ, সদাশব্দ, বা যাবদায়ুঃশব্দ থাকে, অথবা কদাচ লজ্জন বর্ণিতব্যক না একপ নির্দেশ থাকে, লজ্জন দোষশ্রুতি থাকে, ত্যাগ করিব্যক না একপ নির্দেশ থাকে, ফলাশ্রুতি না থাকে, অথবা বীপ্সা অর্থাৎ এক শব্দেব দুই বার প্রয়োগ থাকে, তাহাকে নিত্য বলে।

উদাহরণ—

নিত্যশব্দ ।

১। নিত্যং স্নাত্বা শুচিঃ কৃষ্যাংদেবর্বারিত্ততর্পণম্ । ২। ১৬৭। (২)

স্নান করিয়া, শুচি হইয়া, নিত্য দেবোপাসনা, ঋষিতর্পণ, ও পিতৃতর্পণ করিব্যক ।

(২) মনুসংহিতা ।

সদাশব্দ ।

২। অপুত্রৈণৈব কর্তব্যঃ পুত্র প্রতিনিধিঃ সদা (৩) ।

অপুত্র ব্যক্তি সদা পুত্রপ্রতিনিধি কর্তব্যে ।

যাবদায়ুঃশব্দ ।

৩। উপোষ্যৈকাদশী রাজন্ যাবদায়ুঃ স্ববৃত্তিভিঃ (৪) ।

হে রাজন্, স্বধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যক্তিবা যাবদায়ুঃ অর্থাৎ যাবজ্জীবন একাদশীতে উপবাস করিবেন ।

কদাচ লঙ্ঘন করিবেন না ।

৪। একাদশ্যায়ুঃসমেন্ন কদাচিদতিক্রমেৎ (৫) ।

একাদশীতে উপবাস করিবেন, কদাচ লঙ্ঘন করিবেন না ।

লঙ্ঘনে দোষশ্রুতি ।

৫। শ্রাবণে বহুলে পক্ষে কৃষ্ণজন্মাস্তমীব্রতম্ ।

ন করোতি নরো যন্ত স ভবেৎ ক্লুবরাক্ষসঃ (৬) ॥

যে নব শ্রাবণ মাসে কৃষ্ণপক্ষে কৃষ্ণজন্মাস্তমীব্রত না করে, সে ক্লুব বাক্ষস হইয়া জন্মগ্রহণ করে ।

তাগ করিবেন না ।

৬। পরমাংগল্যাপন্নো হর্ষে বা সমুপস্থিতে ।

সূতকে মতকে চৈব ন ত্যজেদ্বাদশীব্রতম্ (৭) ॥

উৎকট আপদই ঘটুক, বা আত্মাদেব বিষয়ই উপস্থিত হউক, বা জননাশোচ অথবা মরণাশোচই ঘটুক, দ্বাদশীব্রত তাগ করিবেন না ।

(৩) অত্রিসংহিতা ।

(৪) কালমাধবদূত অগ্নিপূবাণ ।

(৫) কালমাধবদূত কণ্ববচন ।

(৬) কালমাধবদূত মনংকুমারসংহিতা ।

(৭) কালমাধবদূত বিষ্ণুবহস্য ।

ফলশ্রুতি না থাকে ।

৭ । অপ শ্রাদ্ধমমাবাস্ত্রায়াং পিতৃভ্যো দদ্যাৎ (৮) ।

অমাবাস্ত্রাতে পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিবেক ।

বীপ্সা ।

৮ । অশ্বযুক্কৃষ্ণপক্ষে তু শ্রাদ্ধং কুর্যাদ্বিনে দিনে (৯) ।

আধিন মাসের কৃষ্ণপক্ষে দিন দিন শ্রাদ্ধ করিবেক ।

যে সকল হেতু বশতঃ বিধির নিত্যত্ব সিদ্ধ হয়, সে সমুদয় দর্শিত হইল । এক্ষণে, আশ্রমবিষয়ক বিধিবাক্যে নিত্যত্বপ্রতিপাদক হেতু আছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত, ঐ সমস্ত বিধিবাক্য উদ্ধৃত হইতেছে । যথা,

১ । বেদানধীত্য বেনৌ বা বেদং বাপি যথাক্রমম্ ।

অবিপ্লুতব্রহ্মচর্যো গৃহস্থাশ্রমবাসেৎ ॥ ৩ । ২ । (১০)

যথাক্রমে এক বেদ, দুই বেদ, অথবা সকল বেদ, অধ্যয়ন ও যথাবিধি ব্রহ্মচর্য্য নির্বাহ করিয়া, গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিবেক ।

২ । চতুর্থমাযুনো ভাগমুষিত্বাদ্যং গুণৌ বিজঃ ।

দ্বিতীয়মাযুনো ভাগং কৃতদারো গৃহে বসেৎ ॥ ৪ । ১ । (১০)

দ্বিজ, জীবনের প্রথম চতুর্থ ভাগ গুরুকূলে বাস করিয়া, দাব পদিগ্রহ পূর্ব্বক, জীবনের দ্বিতীয় চতুর্থ ভাগ গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিতি করিবেক ।

৩ । এসং গৃহাশ্রমে স্থিত্বা বিধিবৎ স্নাতকো দ্বিজঃ ।

বনে বসেভু নিয়তো যথাবদ্বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৬ । ১ । (১০)

স্নাতক দ্বিজ, এইকপে বিধি পূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিতি করিয়া, সংযত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া, যথাবিধানে বনে বাস করিবেক ।

(৮) শ্রাদ্ধতত্ত্বধৃত গোভিলমুতি ।

(৯) মলমাসতত্ত্বধৃত ব্রহ্মপুরাণ ।

(১০) মনুসংহিতা ।

২। গৃহস্থস্ত যদা পশ্চেদ্বলীপলিতমাত্মনঃ ।

অপত্যৈশ্চৈব চাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ ॥ ৬।২।(১০)

গৃহস্থ যখন আপন শরীরে বলী ও পলিত এবং অগত্যেব অগত্য
দর্শন করিবেক, তখন অরণ্য আশ্রয় করিবেক ।

৫। বনেষু তু বিদ্বতৈব্যং তৃতীয়ং ভাগমায়ুষঃ ।

চতুর্থমায়ুষো ভাগং তান্দ্রা সঙ্কান্ পরিত্রজেৎ ॥ ৬।৩।(১০)

এইকাল জীবনের তৃতীয় ভাগ বনে অতিবাহিত করিয়া, সর্ব সঙ্ক
পরিভাগ পূর্বক, জীবনের চতুর্থ ভাগে পরিত্রজ্যা আশ্রম অবলম্বন
করিবেক ।

৬। অধীত্য বিধিবদ্বৈদান্ প্রত্নানুৎপাদ্য ধর্মতঃ ।

ইষ্টা চ শক্তিতো যজ্ঞৈর্মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ ॥ ৬।৩৬।(১০)

বিধি পূর্বক বেদাধ্যয়ন, ধর্মতঃ প্রত্নানুৎপাদন, এবং যথাশক্তি
যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া, মোক্ষে মনোনিবেশ করিবেক ।

এই সকল আশ্রমবিষয়ক বিধিবাক্যে ফলশ্রুতি নাই । পূর্বের দর্শিত
হইয়াছে, বিধিবাক্যে ফলশ্রুতি না থাকিলে, ঐ বিধি নিত্য বিধি
বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে, সুতরাং, এ সমুদয়ই নিত্য বিধি
হইতেছে, এবং তদনুসারে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, পণ্ডিত্রজ্যা
চারি আশ্রমই নিত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে ।

কিঞ্চ,

১। জন্মমানে বৈ ব্রাহ্মণত্রিভির্শর্গবান্ জায়তে ব্রহ্মচর্য্যেণ

ঋষিভ্যঃ যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ প্রজয়া পিতৃভ্যঃ এষ বা

অনুশো যঃ পুত্রী যজ্ঞা ব্রহ্মচর্য্যবান্ (১১) ।

ব্রাহ্মণ, জন্মগ্রহণ করিয়া, তিন ঋণে বদ্ধ হয় ; ব্রহ্মচর্য্য স্বীকারিয়া

গণের নিকট, যজ্ঞদ্বারা দেবগণের নিকট, পুত্র দ্বারা পিতৃগণের নিকট, যে ব্যক্তি পুজোৎপাদন, যজ্ঞানুষ্ঠান ও ব্রহ্মচর্য্য নির্বাহ করে, সে ঐ ত্রিবিধ ঋণে মুক্ত হয় ।

২ । ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষো নিবেশয়েৎ ।

অন্যপাকৃত্য মোক্ষন্তু সেবমানো ব্রজত্যধঃ ॥ ৬।৩৫ । (১২)

তিন ঋণের পরিশোধ করিয়া, মোক্ষে মনোনিবেশ করিবেক ; ঋণপরিশোধ না করিয়া মোক্ষপথ অবলম্বন করিলে, অধোগতি প্রাপ্ত হয় ।

৩ । ঋণত্রয়াপাকরণবিধারাজিতেন্দ্রিয়ঃ ।

রাগদ্বেষাবনির্জিত্য মোক্ষমিচ্ছন্ পতত্যধঃ (১৩) ॥

ঋণত্রয়ের পরিশোধ, ইন্দ্রিয়বশীকরণ, ও রাগদ্বেষ জয় না করিয়া, মোক্ষ ইচ্ছা করিলে অধঃপাতে যায় ।

৪ । অনধীত্য দ্বিজো বেদাননুৎপাদ্য তথাঅজান্ ।

অনিষ্টো চৈব যজৈশ্চ মোক্ষমিচ্ছন্ ব্রজত্যধঃ ॥ ৬।৩৭।(১৪)

বেদাধ্যয়ন, পুজোৎপাদন ও যজ্ঞানুষ্ঠান না করিয়া, দ্বিজ মোক্ষ-কামনা করিলে অধোগতি প্রাপ্ত হয় ।

৫ । অনুৎপাদ্য সূতান্ দেবানসতুর্প্য পিতৃস্তথা ।

ভূতাদীংশ্চ কথং মৌচ্যৎ স্বর্গতিং গন্তুমিচ্ছাসি (১৫) ॥

পুজোৎপাদন, দেবকার্য্য, পিতৃকায়া, ও ভূতবলি প্রদান না করিয়া, সূতা বশতঃ কি প্রকারে স্বর্গলাভের আকাঙ্ক্ষা করিতেছ ।

(১২) মনুষ্য ইতি ।

(১৩) চতুর্ভুজাচার্য্য-পরিশেষাধ্যায়িত ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ।

(১৪) মনুসংহিতা ।

(১৫) চতুর্ভুজাচার্য্য-পরিশেষাধ্যায়িত মার্কণ্ডেয়পুরাণ ।

৬। গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সদারো বৈ দ্বিজোত্তমঃ ।

অনুৎপাদ্য স্নুতং নৈব ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেদ্য হাং (১৬) ॥

ব্রাহ্মণ, গুরুর অনুজ্ঞানান্তে, সমাবর্তন ও দারপরিগ্রহ পূর্বক
পুত্রোৎপাদন না করিয়া, বদাচ গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিবেক না ।

এই সকল শাস্ত্রে ঋণত্বেব অপরিশোধনে দোষশ্রুতি দৃষ্ট হইতেছে ।
ত্রিবিধ ঋণের মধ্যে, ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ঋণঋণেব ও গৃহস্থাশ্রম দ্বারা
দেবঋণ ও পিতৃঋণের পরিশোধ হয় । স্নুতবাং, ব্রহ্মচর্য্যের স্নাত্য
গৃহস্থাশ্রমও নিত্য হইতেছে ।

এক্ষণে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, গৃহস্থাশ্রমের নিত্যতা
অপলাপ করিতে পারা যায় কি না । পূর্বে যে আটটি হেতু প্রদ-
শিত হইয়াছে, তাহারা প্রত্যেকেই নিত্যত্বপ্রতিপাদক, তন্মধ্যে
আশ্রমব্যবস্থা সংক্রান্ত বিধিবাক্যে দুই হেতু সম্পূর্ণ লক্ষিত হইতেছে,
প্রথম ফলশ্রুতিবিরহ, দ্বিতীয় লজ্জনে দোষশ্রুতি । স্নুতবাং, গৃহস্থা-
শ্রমের নিত্যতা বিষয়ে আব কোনও সংশয় থাকিতেছে না ।

এরূপ কতকগুলি শাস্ত্র আছে যে উহারা আপাততঃ গৃহস্থাশ্রমেব
নিত্যত্বপ্রতিবন্ধক বলিয়া প্রতীয়মান হয়, ঐ সমস্ত শাস্ত্র উদ্ধৃতি ও
তদীয় প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য্য আলোচিত হইতেছে ।

১। চত্বার আশ্রমা ব্রহ্মচারিগৃহস্থদ্বানপ্রস্থপরিব্রাজকাঃ

তেবাং বেদমধীত্য বেনৌ বা বেদান্ বা অবিশীর্ণব্রহ্ম-

চর্য্যো যামিচ্ছেন্তু তন্মাবসেৎ (১৭) ।

ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও পরিব্রজ্য্য এই চারি আশ্রম,
উন্মাদেয় এক বেদ, দুই বেদ, বা সকল বেদ অধ্যয়ন ও যথাবিধানে
ব্রহ্মচর্য্য; নির্বাহ করিবে, যে আশ্রমে ইচ্ছা হয় সেই আশ্রম অবলম্বন
করিতে বাক্য ।

(১৬) চতুর্বিংশতিব্রাহ্মণি-পরিবেশমখণ্ডনৃত বালিকাপুবাণ ।

(১৭) বশিষ্ঠসংহিতা, সপ্তম অধ্যায় ।

২ । আচার্যোণাভ্যনুজ্ঞাতশ্চ তুর্ণায়েকমাশ্রমম্ ।

আ বিমোক্ষাচ্ছত্রীরস্য মোহনুতিষ্ঠেদ্ব্যথাবিধি (১৮) ॥

দ্বিজ, আচার্যের অনুজ্ঞা লাভ করিয়া, যাবজ্জীবন যথ বিধি
চারি আশ্রমের এক আশ্রম অবলম্বন করিবেক ।

৩ । গার্হস্থ্যমিচ্ছন্ ভূপাল কুয্যাদারপরিগ্রহম্ ।

ব্রহ্মচর্যোণ বা কালং নয়েৎ সঙ্কল্পপূর্বকম্ ।

বৈখানসো বাথ ভবেৎ পারি ব্রাডথাবেচ্ছয়া (১৯) ॥

হে রাজন! গৃহস্থ্যশ্রমের ইচ্ছা হইলে দারপরিগ্রহ করিবেক,
অথবা সঙ্কল্প করিয়া ব্রহ্মচর্য অবলম্বন পূর্বক কালক্ষেপণ করিবেক,
অথবা ইচ্ছ অনুসারে বানপ্রস্থ আশ্রম কিংবা পণ্ডিত্য আশ্রম অব-
লম্বন করিবেক ।

এই সকল শাস্ত্র দ্বারা আপাততঃ গৃহস্থ্যশ্রমের নিত্যত্বব্যাপ্যত
প্রতীতমান হয় । ব্রাহ্মচর্য্য সমাধান করিয়া, যে আশ্রমে ইচ্ছা হয়, সেই
আশ্রম অবলম্বন করিবেক, একপ বন্যতে গৃহস্থ্যশ্রম প্রভৃতি আশ্রম-
ত্রয় সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন হইতেছে ; ইচ্ছাধীন কর্ম বাণপ্রাপ্ত , স্মৃতবাং,
তাহার নিত্যত্ব ঘটিতে পাবে না , তাহা কাম্য বলিয়া পরিগৃহীত হওয়া
উচিত । এক্ষণে, আশ্রম বিষয় দ্বিবিধ শাস্ত্র উপলব্ধ হইতেছে,
কতকগুলি গৃহস্থ্যশ্রমের নিত্যত্বপ্রতিপাদক, কতকগুলি গৃহস্থ্যশ্রমের
নিত্যত্বপ্রতিবন্ধক , স্মৃতবাং, উভয়বিধ শাস্ত্র পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া,
আপাততঃ প্রতীতি জন্মিতে পাবে । কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে ।
শাস্ত্রকারেরা অধিকাবিভেদে তাহার মীমাংসা করিয়া রাখিয়াছেন ,
অর্থাৎ অধিকাবিভেদের পক্ষে গৃহস্থ্যশ্রমের নিত্যত্বপ্রতিপাদন, আব
অধিকাবিভেদের পক্ষে গৃহস্থ্যশ্রমের নিত্যত্বনিরাকরণ, করিয়া
গিয়াছেন । সুতরাং, অধিকাবিভেদ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেই,

(১৮) চতুর্বর্গচিন্তামণি-পরিবেশখণ্ডস্থত উশনাব বচন ।

(১৯) চতুর্বর্গচিন্তামণি-পরিবেশখণ্ডস্থত বামনপুবাণ ।

আপাততঃ বিবন্ধবৎ প্রতীকমান উল্লিখিত উভয়বিধ শাস্ত্রসমূহের
সৰ্ব্বতোভাবে অবিবোধ সম্পাদন হয় । যথা,

ব্রহ্মচারী গৃহস্থঃ বানপ্রস্থো যাতস্তথা ।

ক্রমেণৈবাপ্রমাঃ প্রোক্তাঃ কারণাদন্যথা ভবেৎ (১০) ॥

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, যতি, যথাক্রমে এই চারি আশ্রম
বিধিত হইয়াছে, কারণ এতঃ অন্যথা হইতে পারে ।

এই শাস্ত্রে প্রথমতঃ যথাক্রমে চারি আশ্রম বিধিত হইয়াছে, অর্থাৎ
প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য, তৎপরে গার্হস্থ্য, তৎপরে বানপ্রস্থ, তৎপরে পণ্ডিত্রজ্য
অবলম্বন করিবেক, কিন্তু পাবে, বিশিষ্ট কাবণ ঘটিলে, এই ব্যবস্থাব
অন্যথাভাবে ঘটতে পারিবেক, ইহা নির্দিষ্ট হইয়াছে । সুতরাং,
বিশিষ্ট কাবণ ঘটনা ব্যতিরেকে, পূৰ্ব্ব ব্যবস্থাব অন্যথাভাবে ঘটতে
পারিবেক না, তাহাও অর্থাৎ সিদ্ধ হইতেছে । এদ্বয়ে, সেই বিশিষ্ট
কারণ নির্দিষ্ট হইতেছে । যথা,

নর্কেবামেব বৈরাগ্যং জায়তে সর্ববস্তুযু ।

তদৈব সন্ন্যাসেহিদ্ধানন্যথা পতিতো ভবেৎ ॥

পুনর্দারক্রিয়াভাবে মৃতভার্য্যঃ পরিত্রজেৎ ।

বনাদ্বা পুতপাপো বা পরং পন্থানমাশ্রয়েৎ ॥

প্রথমদাপ্রমাদ্বাপি বিরক্তো ভবমাগরাৎ ।

ব্রাহ্মণো মোক্ষমগ্নিচ্ছন্ তান্ত্র্য সঙ্কান্ পরিত্রজেৎ (১১) ॥

যখন সা সাধিক সর্ব বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মিবেক, বিদ্বান্ ব্যক্তি
সেই সময়ই সন্ন্যাস আশ্রয় করিবেক, অন্যথা, অর্থাৎ তাদৃশ
বৈরাগ্য ব্যতিরেকে সন্ন্যাস অবলম্বন করিলে, পতিত হইবেক ।
গৃহস্থশ্রমকালে স্ত্রীবিবাহ ঘটিল, যদি পুনরায় দাবপবিগ্রহ না
ঘটে, তাদ্ হইলে সন্ন্যাস অলম্বন করিবেক, অথবা বানপ্রস্থশ্রম

(১০) চতুর্বিধ্যামনি-পরিশেষখণ্ডপুত কৃষ্ণপুৰাণ ।

(১১) চতুর্বিধ্যামনি-পরিশেষখণ্ডপুত কৃষ্ণপুৰাণ ।

অবলম্বন পূর্বক পাণ্ডক্য করিয়া, মোক্ষপথ অবলম্বন করিবেক ।
সাংসারিক বিষয়ে বৈবাগ্য জন্মিলে, মোক্ষার্থী ব্রাহ্মণ, সর্ব সঙ্গ পবি-
তাগ পূর্বক, প্রথম আশ্রম হইতেই সন্ন্যাস অবলম্বন করিবেক ।

যস্মৈতানি স্তুতুপ্তানি জিহ্বোপশ্চাদঃ শিরঃ ।

সন্ন্যাসেনকৃতোদ্ধাঃ ব্রাহ্মণো ব্রহ্মচর্যাদান্ (২২) ॥

যাঁহার জিহ্বা, উপস্থ, উদর, ও মস্তক স্তব্ধকৃত অর্থাৎ বিষয়-
বাসনায বিচলিত না হয়, তাদৃশ ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্য সমাধা নাশ্রে, বিবাহ
না করিয়াই, সন্ন্যাস অবলম্বন করিবেক ।

সংসারমেব নিঃসারং দৃষ্ট্বা নারদিদৃক্ষরা ।

প্রব্রজেদকৃতোদ্ধাঃ পরং বৈরাগ্যামাশ্রিতঃ ॥

প্রব্রজেদব্রহ্মচর্যোগে প্রব্রজেচ্চ গৃহাদপি ।

বনান্না প্রব্রজেদ্বিদ্বানাতুরে । সাথ দুঃখিণঃ (২৩) ॥

সংসারকে নিঃসার দেখিয়া, সাবদর্শন বাসনায, বৈবাগ্য অব-
লম্বন পূর্বক, বিবাহ না করিয়াই, সন্ন্যাস অবলম্বন করিবেক । বিদ্বান্,
বোগার্ভ, অথবা দুঃখার্ভ ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্যশ্রম হইতে, অথবা গৃহশ্রম
হইতে, অথবা বানপ্রস্থশ্রম হইতে, সন্ন্যাস অবলম্বন ক ববেক ।

এই সকল শাস্ত্র স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে, সাংসারিক সর্ব বিষয় বৈবাগ্য
জন্মিলে, গৃহস্থশ্রমে প্রবেশ না করিয়াও, সন্ন্যাস অবলম্বন কবিতে
পারে, তাদৃশ কাবণ ব্যতিরেকে, গৃহস্থশ্রমে বিমুখ হইয়া, সন্ন্যাস
আশ্রয় কবিলে পতিত হয় । ইহা দ্বারা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে,
যে ব্যক্তি সংসারে বিবর্ত্ত হইবেক, সে গৃহস্থশ্রম অবলম্বন না করিয়াই
সন্ন্যাস অবলম্বন কবিতে পারিবেক, আব, যে ব্যক্তি বিবর্ত্ত না হইবেক,
সে তাহা কবিতে পারিবেক না, কবিলে পতিত হইবেক । সংসার-
বিরক্ত ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্যেব পবেই সন্ন্যাসে অধিকারী, আব সংসারে
অবিরক্ত ব্যক্তি তাহাতে অধিকারী নহে । বিরক্ত ব্যক্তির পক্ষে

(২২) পব, শবভাষ্যপুত নাসি চপ্পুবাণ ।

(২৩) পব, শবভাষ্যপুত নাসি চপ্পুবাণ ।

গৃহস্থাশ্রম প্রবেশের আবশ্যিকতা নাই, অবিবক্ত ব্যক্তির পক্ষে গৃহস্থা-
শ্রমপ্রবেশের আবশ্যিকতা আছে। স্মৃতবাং, গৃহস্থাশ্রমের নিত্য-
ব্যবস্থা অবিবক্তের পক্ষে, গৃহস্থাশ্রমের অনিত্যব্যবস্থা বিরক্তের
পক্ষে। জীবালশ্রুতিতে এ বিষয়ের সার মীমাংসা আছে। যথা,

ব্রহ্মচর্যাং পরিসমাপ্য গৃহী ভবেৎ গৃহী ভূত্বা বনী
ভবেৎ বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ যদিবেতরথা ব্রহ্মচর্যা-
দেব প্রব্রজেৎ গৃহাদ্বা বনাদ্বা যদহরেব বিরজ্যেত
তদহরেব প্রব্রজেৎ (২৪) ।

ব্রহ্মচর্য সমাপন করিয়া গৃহস্থ হইবেক, গৃহস্থ হইয়া বানপ্রস্থ
হইবেক, বানপ্রস্থ হইয়া সন্ন্যাসী হইবেক। যদি বৈবাগ্য জন্মে,
ব্রহ্মচর্যাশ্রম, কিংবা গৃহস্থাশ্রম, অথবা বানপ্রস্থাশ্রম হইতে সন্ন্যাস
আশ্রয় করিবেক। যে দিন বৈবাগ্য জন্মিবেক, সেই দিনেই
সন্ন্যাস আশ্রয় করিবেক।

এই বেদবাক্যে প্রথমতঃ যথাক্রমে চারি আশ্রমের বিধি, তৎপরে
বৈবাগ্য জন্মিলে, যে আশ্রমে থাকুক, সন্ন্যাস অবলম্বনের বিধি, এবং
বৈবাগ্য জন্মিলে, মাত্র সন্ন্যাস পবিত্রাণ কবিবাব বিধি, প্রদত্ত হইয়াছে।

এদ্বয়ে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, আশ্রম বিষয়ে বিরক্ত ও
অবিবক্ত এই দ্বিবিধ অধিকারিতেই ব্যবস্থা কবা শাস্ত্রকারদিগের
অভিপ্রােত ও অনুমোদিত কি না, এবং একপ অধিকারিতেই ব্যবস্থা
অবলম্বন করিলে, আপাততঃ বিকল্পবৎ প্রতীয়মান আশ্রমবিষয়ক
দ্বিবিধ শাস্ত্রসমূহের সম্বোধনাবে সামঞ্জস্য হইতেছে কি না।
তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের সম্বোধনাবে, এস্থলে ইহাও উল্লেখ কবা
অবশ্যক। এই অধিকারিতেই ব্যবস্থা আমাব কপোলকম্পিত অথবা
লোক বিমোহনের নিমিত্ত, বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত অভিনব সিদ্ধান্ত নহে।
পরশবভাবে মাধবাচার্য্য এই সিদ্ধান্ত কবির! গিয়াছেন। যথা,

“যদা জগদ্বাস্তুষ্টিতরুতপরিপাকবশাৎ বাল্য এব বৈবাগ্য-

(২৪) নিতাক্ষঃ” চতুর্গচ্চত্বারিণি প্রভৃতি সূত।

মুপজায়তে, তদানীমকুতোদ্বাহো ব্রহ্মচর্যাদেব প্রব্রজেৎ তথাচ
জাবালশ্রুতিঃ ব্রহ্মচর্যং পরিসমাপ্য গৃহী ভবেৎ গৃহী ভূত্বা বনী
ভবেৎ বনী ভূত্বা প্রব্রাজ্যৎ যদিবেতবশা ব্রহ্মচর্যাদেব প্রব্রাজ্যৎ
গৃহাদ্বা বনাদ্বেতি পূর্বমবিবক্তং বানং প্রতি আশ্রমচতুষ্টয়মায়ু-
র্বিভাগেনোপস্থত্ব বিবক্তুমুদ্दिष्टं যদিবেতি পক্ষস্তরোপস্থাসঃ
ইতরথেনি বৈবাগ্যে ইত্যর্থঃ ।

ননু ব্রহ্মচর্যাদেব প্রব্রজ্যাজীকাবে মনুবচনানি বিক্ধোবনু
ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ ।

অনপাকৃত্য মোক্ষস্ত সেবমানো ব্রজত্যধঃ ॥

অধীত্য বিধিবদ্ধান পুত্রানুৎপাদ্য ধর্ম্যতঃ ।

ইক্টা চ শান্তিতো যজৈমনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ ॥

অনধীত্য গুরোর্বোদাননুৎপাদ্য তথাত্মজান্ ।

অনিষ্টা চৈব যজৈশ্চ মোক্ষমিচ্ছন্ ব্রজত্যধ ইতি ॥

ঋণব্রহ্ম প্রত্য্য দর্শিতং জ্ঞানমানো বৈ ব্রাহ্মণশ্রিত্বির্গণবান্
জায়তে ব্রহ্মচর্যেণ ঋণিভ্যঃ যজেন দেবেভ্যঃ প্রজনা পিতৃভ্যঃ
এব বা অন্ত্যো যঃ পুত্রো যজ্ঞা ব্রহ্মচর্যাবানিতি । মৈবম্ অবিবক্ত-
বিষয়হাদেতেষাং বচনানাম্ অতএব বিরক্তস্য প্রব্রজ্যায়াং কাল-
বিশেষং নিবেশতি জাবালশ্রুতিঃ যদহরেব বিবজ্যেত তদহবেব
প্রব্রজেদिति” (২৫) ।

যদি জন্মান্তরে অর্জিত স্মৃততবলে বাস্য কালেই বৈবাগ্য জন্মে,
তাহা হইলে বিবাহ না করিয়া, ব্রহ্মচর্য আশ্রম হইতেই পবিত্রজ্যা
করিতেক । জাবালশ্রুতিতে বিহত হইয়াছে, “ব্রহ্মচর্য সমাপন
করিয়া গৃহস্থ হইবেক, গৃহস্থ হইয়া বানপ্রস্থ হইবেক, বনপ্রস্থ
হইয়া পরিব্রাজক হইবেক ; যদি বৈবাগ্য জন্মে, ব্রহ্মচর্যাশ্রম, কিংবা
গৃহস্থাশ্রম, অথবা বানপ্রস্থাশ্রম হইতে সন্ন্যাস আশ্রয় বান্ধিবেক” ।
প্রথমে অবিরক্ত অজ্ঞের পক্ষে কালভেদে আশ্রমচতুষ্টয়ের বিধি
প্রদান করিয়া, বিরক্তের পক্ষে যে কোনও আশ্রম হইতে পরিব্রজ্যা-
বলখনকপ পক্ষান্তর প্রদর্শিত হইয়াছে ।

যদি বল, ব্রহ্মচর্য্যের পব পবিত্রজ্যা অবলম্বন অঙ্গীকার করিলে মনুবাচ্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় । যথা “ঋণত্রয়ের পবিশোধ করিয়া, মোক্ষে মনোনিবেশ করিবক, ঋণ পবিশোধ না করিয়া, মোক্ষপথ অবলম্বন করিলে, অধোগতি প্রাপ্ত হয় । সিদ্ধি পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন, ধর্ম্মতঃ পুত্রোৎপাদন এবং যথাশক্তি যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া, মোক্ষে মনোনিবেশ করিবক । বেদাধ্যয়ন, পুত্রোৎপাদন ও যজ্ঞানুষ্ঠান না করিয়া, দ্বিজ মোক্ষবামনা করিলে, অধোগতি প্রাপ্ত হয়” । বেদে ঋণত্রয় দর্শিত হইয়াছে, যথা, “ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করিয়া, ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ঋণগণের নিকট, যজ্ঞ দ্বারা দেবগণের নিকট, পুত্র দ্বারা পিতৃগণের নিকট পাণে বদ্ধ হয়, যে ব্যক্তি পুত্রোৎপাদন, যজ্ঞানুষ্ঠান ও ব্রহ্মচর্য্য নির্ব্বাচ্য করে, সে ঐ ত্রিবিধ ঋণে বদ্ধ হয়” । এ আপত্তি হইতে পাবে না, কাবণ, উল্লিখিত মনুবচনসকল অবিবক্ত ব্যক্তির পক্ষে, স্মৃতবাং বিরোধের সম্ভাবনা নাই, এজন্য, জীবালম্পত্তিতে বিবক্ত ব্যক্তির পবিত্রজ্যা অবলম্বন বিষয়ে কালবিলম্ব নির্দিষ্ট হইয়াছে, যথা, “যে দিন টৈবগ্য জন্মিবক, সেই দিনেই সম্যাস আশ্রয় করিবক” ।

যে সমস্ত প্রমাণ প্রদর্শিত হইল, কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ সহকাৰে, সে সমুদয়ের আলোচনা পূর্ব্বক, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, মিতাক্ষাধৃত এক মাত্র বচনের যথাশ্রুত অর্থ আশ্রয় করিয়া, শ্রীমান্ তারানাথ তর্কবাস্পতি মহোদয় গৃহস্থাশ্রম কাম্য, নিত্য নহে, এই যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা শাস্ত্রানুমত ও শ্রাবানুমত হইতে পাবে কি না ।

বেদপ দর্শিত হইল, তদনুসারে, বোধ কবি, গৃহস্থাশ্রমের নিত্যত্ব একপ্রকার সংস্থাপিত হইল, স্মৃতবাং “গৃহস্থাশ্রমের বাণ প্রাপ্ততা বশতঃ গৃহস্থাশ্রমপ্রবেশমূলক বিবাহও রাগ প্রাপ্ত, স্মৃতবাং উহা কাম্য বলিয়াই পবিরগণিত হওয়া উচিত,” সর্ব্বশাস্ত্রাবত্তা তর্কবাস্পতি মহাশয়ের অবলম্বিত এই ব্যবস্থা সম্যক্ আদবণীয় হইতে পাবে না ।

এক্ষণে, বিবাহের নিত্যত্ব সম্ভব কি না, তাহার আলোচনা কবির নিমিত্ত, বিবাহবিষয়ক বিধিবাক্য সকল উদ্ধৃত হইতেছে ।

১ । গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমান্নভো যথাবিধি ।

উদ্বহেত দ্বিজো ভাৰ্য্যাং সৰ্বণাং লক্ষণাশ্চিতাম্ ॥৩৪॥ (২৬)

দ্বিজ, গুৰুৰ অনুজ্ঞালাভান্তে, যথাবিধানে স্বান ও সমাবৰ্ত্তন
কৰিয়া, সজাতীয়া সুলক্ষণা ভাৰ্য্যার পাণিগ্রহণ কৰিবেক ।

২ । অপি তব্রক্ষচয়ো লক্ষণ্যাং ত্ৰিয়মুদ্বহেৎ ॥ ১ ৫২ ॥ (২৭)

যথাবিধান বক্ষচয়নিৰ্দ্ধাৰ কৰিয়া, সুলক্ষণা কন্যার পাণিগ্রহণ
কৰিবেক ।

৩ । বিন্দেত বিধিবদ্ধাৰ্য্যামসমানাৰ্য্যগোত্রজাম্ (২৮) ।

যথাবিধি অসমানগোত্রা, অসমানঔবরা কন্যার পাণিগ্রহণ
কৰিবেক ।

৪ । গৃহস্থঃ সদৃশীং ভাৰ্য্যাং বিন্দেতানন্যপূৰ্ব্বাং যবী-
য়সীম্ (২৯) ।

গৃহস্থ সজাতীয়া, বয়ঃকনিষ্ঠা, অনন্যপূৰ্ব্বা কন্যার পাণিগ্রহণ
কৰিবেক ।

৫ । গৃহস্থো বিনীতক্ৰোধহৰ্বো গুরুণানুজাতঃ স্নাত্বা অস-
মানাৰ্য্যামস্পৃষ্টমৈথুনাং যবীয়নীং সদৃশীং ভাৰ্য্যাং
বিন্দেত (৩০) ।

গৃহস্থ, ক্ৰোধ ও হৰ্ষ বশীকৃত কৰিয়া, গুৰুৰ অনুজ্ঞালাভান্তে
সমাবৰ্ত্তনপূৰ্ব্বক, অসমানঔবরা, অক্ষতযোনি, বয়ঃকনিষ্ঠা, সজাতীয়া
কন্যার পাণিগ্রহণ কৰিবেক ।

৬ । অথ দ্বিজোহভ্যানুজাতঃ সৰ্বণাং ত্ৰিয়মুদ্বহেৎ ।

কূলে মহতি সন্তুতাং লক্ষণৈশ্চ সমশ্চিতাম্ ॥

ব্রাহ্মণৈব বিবাহেন শীলরূপগুণাশ্চিতাম্ ॥ ৩৫ ॥ (৩১)

(২৬) মনুসংহিতা ।

(২৭) যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ।

(২৮) শঙ্খসংহিতা, চতুৰ্থ অধ্যায় ।

(২৯) গোতমসংহিতা, চতুৰ্থ অধ্যায় ।

(৩০) বশিষ্ঠসংহিতা, অষ্টম অধ্যায় ।

(৩১) সংবৰ্দ্ধনসংহিতা ।

দ্বিজ, বেদাধ্যয়নানন্তর গুরুব অনুজ্ঞা লাভ করিয়া, ঐক
বিধানে স্ত্রীলা, স্ত্রলক্ষণা, কপবতী, গুণবতী, মহাকুলপ্রসূতা সর্বণ
বন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক ।

৭৭। গৃহীতবেদাধ্যয়নঃ শ্রুতশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ ।

অসমানার্বগোত্রাং হি কন্যাং সন্তাতৃকাং শুভাম্ ।

সর্কাবরবসম্পূর্ণাং সুরভামুদহ্নেরঃ (৩২) ॥

মনসা, যথাবিধি বেদাধ্যয়ন ও অধীত শাস্ত্রের অর্থগ্রহণ
করিয়া, অসাগাত্রা, অসমানপ্রবরা, ভাহ্মতী, শুভলক্ষণা,
সর্কাবসম্পূর্ণা, সন্নিবৃত্ত কন্যার প নিগ্রহণ করিবেক ।

৮। সজাতিমুদহ্নে কন্যাং সুরপাং লক্ষণাবিতাম্ ॥ ৩২। (৩৩)

সজাতিয়া, স্কপ', স্ত্রলক্ষণা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক ।

৯। বুদ্ধিরূপশীললক্ষণসম্পন্নামরোগামুপযচ্ছেত ॥ ১। ৫৩ (৩৪) ।

বুদ্ধিমতী, স্কপ', স্ত্রীলা, স্ত্রলক্ষণা, অরোগিণী কন্যার পাণি-
গ্রহণ করিবেক ।

১০। লক্ষণেণ বরো লক্ষণবতীং কন্যাং যবীয়নীমসপিণ্ড-

মসগোত্রজামবিকৃৎসম্বন্ধামুপযচ্ছেৎ ॥ ১। ২২। (৩৫)

লক্ষণযুক্ত বর লক্ষণবতী, বয়ঃবনিষ্ঠা, অসপিণ্ড', অসগোত্র',
অবিকৃৎসম্বন্ধা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক ।

১১। কুলজাং স্মুখীং স্বঙ্গীং সুরেশাঞ্চ মনোহরাম্ ।

সুনেত্রাং সুভগাং কন্যাং নিরীক্ষ্য বয়েদ্বুধঃ (৩৬) ॥

পণ্ডিত ব্যক্তি সৎকুলজাতা, স্মুখী, শোভনাস্বী, সুরেশা, মনোহরা,
সুনেত্রা, সুভগা কন্যা দেখিয়া তাহার পাণিগ্রহণ করিবেক ।

১২। সর্বণাং ভার্য্যামুদহ্নে (৩৭) ।

সর্বণা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক ।

(৩২) ভারীতসংহিতা ।

(৩৫) আশ্বলায়নীয় গৃহ্যপরিশিষ্ট ।

(৩৩) বৃহৎপাশরসংহিতা ।

(৩৬) আশ্বলায়নস্মৃতি, বিবাহপ্রকরণ

(৩৪) আশ্বলায়নীয় গৃহ্যসূত্র ।

(৩৭) বুধস্মৃতি ।

১৩। বেদান্বীত্য বিধিনা সমারম্ভোইপ্ত তত্রতঃ ।

সমানামুদ্বহেৎ পত্নীং যশঃশীলবয়োপ্তগৈঃ (৩৮) ॥

যথাবিধি বেদাধ্যয়ন ও ব্রহ্মচর্য্যসমাপ্তান পূর্ব্বক সমাবর্তন করিয়া,
যশ, শীল, বয়স্ ও গুণে স্বসদৃশী কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক ।

১৪। লক্ষ্যভানুজ্ঞো গুরুতো দ্বিজো লক্ষণসংযুতাম্ ।

বুদ্ধিশীলগুণোপেতাং কন্যাকামন্যোগোত্রজাম্ ।

আত্মনোইববরবর্ষাঞ্চ বিবহেদ্বিধিপূর্ব্বকম্ (৩৯) ॥

দ্বিজ, গুরুর অনুজ্ঞা লাভ কবিয়া, বিধি পূর্ব্বক, স্থলক্ষণা, বুদ্ধিমতী,
সুশীলা, গুণবতী, অসগোত্রা, বয়ঃকনিষ্ঠা কন্যার পাণিগ্রহণ
করিবেক ।

১৫। গুরুং বা সমনুজ্ঞাপ্য প্রদায় গুরুদক্ষিণাম্ ।

সদৃশানাহরেদারান্ মাতাপিতৃমতে স্থিতঃ (৪০) ॥

গুরুর অনুজ্ঞা লাভ ও গুরুদক্ষিণা প্রদান কবিয়া, পিতা মাতার
মতানুবর্তী হইয়া, সজাতীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক ।

১৬। বেদং বেদৌ চ বেদান্ বা ততোইধীত্য যথাবিধি ।

অবিশীর্ণব্রহ্মচর্য্যো দারান্ কুর্ক্বীত ধর্ম্মতঃ (৪০) ॥

যথাবিধি এক বেদ দুই বেদ, বা সকল বেদ অধ্যয়ন করিয়া,
ব্রহ্মচর্য্য সমাপন পূর্ব্বক, ধর্ম্ম অনুসারে, দারপরিগ্রহ করিবেক ।

১৭। সমাবর্তে সর্বর্ণান্ত লক্ষণ্যাং স্ত্রিয়মুদ্বহেৎ (৪১) ।

সমাবর্তন করিয়া, সজাতীয়া, স্থলক্ষণা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক ।

(৩৮) চতুর্বর্গচিন্তামণি-পরিশেষাংশগুহৃত বৃহস্পতিবচন ।

(৩৯) বিদ্যাপারিজাতগুহৃত শৌনকবচন :

(৪০) চতুর্বর্গচিন্তামণি-পরিশেষাংশগুহৃত ।

(৪১) চতুর্বিংশতিন্মৃতিব্যাক্যাস্থত ।

১৮ । অপাকৃত্য স্বাণার্থ্যং লক্ষণ্যাং স্ত্রিয়মুদ্বহেৎ (৪২) ॥

ঋষিধর্মের পরিশোধ করিয়া, অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য নির্বাহ পূর্ব্বক, স্ত্রীলক্ষণা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক ।

১৯ । বেদানধীত্য যত্নেন পাঠতো জ্ঞানতস্তথা ।

সমাবর্তনপূর্ব্বক লক্ষণ্যাং স্ত্রিয়মুদ্বহেৎ (৪৩) ॥

যত্ন পূর্ব্বক বেদের পাঠ ও অর্থগ্রহ করিয়া, সমাবর্তন পূর্ব্বক, স্ত্রীলক্ষণা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক ॥

২০ । অতঃপরং সমাবর্ত্তঃ কুর্যাদারপরিগ্রহম্ (৪৪) ।

অতঃপর, সমাবর্ত্তন করিয়া, দারপরিগ্রহ করিবেক ।

২১ । সপ্তমীং পিতৃপক্ষাচ্চ মাতৃপক্ষাচ্চ পঞ্চমীম্ ।

উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং ন্যায়েন বিধিনা নৃপ (৪৫) ॥

দ্বিজ, পিতৃপক্ষে সপ্তমী ও মাতৃপক্ষে পঞ্চমী ত্যাগ করিয়া, ন্যায়ানুসারে, শ্রদ্ধাবিধি, দারপরিগ্রহ করিবেক ।

২২ । অসমানার্থেযীং কন্যাং বরয়েৎ (৪৬) ।

অসমানার্থেরা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক ।

২৩ । স্নাত্বা সমুদ্বহেৎ বন্যাং সর্বণাং লক্ষণাস্থিতাম্ (৪৭) ।

সমাবর্ত্তন বনিয়া, স্নাত্বা, স্ত্রীলক্ষণা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক ।

২৪ । দারাদীনাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ প্রাক্কণস্ত নিশেষতঃ ।

দারান্ সর্ব্বপ্রযত্নেন বিশুদ্ধানুদ্বহততঃ (৪৮) ॥

গৃহস্তাশ্রম সংক্রান্ত যাবতীয ক্রিয়া স্ত্রী ব্যতীতক সম্পাদ্ধ তয় না ,

(৪২) বিধানপারিজাতসূত মৎস্যপুর্বাণ ।

(৪৩) বিধানপারিজাতসূত ।

(৪৪) উদ্বাহতসূত সংবর্ত্তবচন ।

(৪৫) উদ্বাহতসূত বিষ্ণুপুর্বাণ ।

(৪৬) উদ্বাহতসূত টৈগীর্নসবচন ।

(৪৭) বীকমিত্রোদিতসূত ব্যাসবচন ।

(৪৮) মদনপারিজাতসূত কাশ্যপবচন ।

বিশেষতঃ ব্রাহ্মণজাতির । অতএব, সর্ব প্রযত্নে নির্দোষা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক ।

পূর্বে দর্শিত হইয়াছে, বিধিবাক্যে ফলশ্রুতি না থাকিলে, এই বিধি নিত্য বিধি বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে । বিবাহবিষয়ক যে সকল বিধিবাক্য প্রদর্শিত হইল, তাহার একটিতেও ফলশ্রুতি নাই, সুতরাং, বিবাহবিষয়ক বিধি নিত্য বিধি হইতেছে. এবং সেই নিত্য বিধি অনুযায়ী বিবাহের নিত্যত্বও সুতরাং সিদ্ধ হইতেছে ।

পত্নীমূলং গৃহং পুংসাম্ (৪৯) ।

পত্নী পুরুষদিগের গৃহস্থাত্রমের মূল ।

ন গৃহেণ গৃহস্থঃ স্যাদ্ভার্য্যা কথ্যতে গৃহী ।

যত্র ভার্য্যা গৃহং তত্র ভার্য্যাহীনং গৃহং বনম্ ॥৪।৭০॥(৫০)

কেবল গৃহবাস দ্বারা গৃহস্থ হয় না, ভার্য্যার সহিত গৃহ বাস করিলে গৃহস্থ হয় । যেখানে ভার্য্যা, সেইখানে গৃহ ; ভার্য্যাহীন গৃহ বন ।

এই দুই শাস্ত্র অনুসারে, স্ত্রী গৃহস্থাত্রমের মূল, স্ত্রী ব্যতিবেকে গৃহস্থাত্রম হয় না, এবং স্ত্রীবিরহিত ব্যক্তি গৃহস্থ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না । সুতরাং, অকৃতদার বা মৃতদার ব্যক্তি আশ্রমভ্রষ্ট ।

অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত্তু দিনমেকমপি দ্বিজঃ ।

আশ্রমেণ বিনা তিষ্ঠন্তু প্রায়শ্চিত্তীয়তে হি নঃ (৫১) ॥

দ্বিজ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণ, আশ্রমবিহীন হইয়া এক দিনও থাকিবেক না, বিনা আশ্রমে অবস্থিত হইলে পাতকগ্রস্ত হয় ।

এই শাস্ত্রে, গৃহস্থ ব্যক্তির, প্রথম অবস্থায়, অথবা মৃতদার অবস্থায়, বিবাহের অকরণে স্পষ্ট দোষশ্রুতি দৃষ্ট হইতেছে ।

(৪৯) দক্ষসংহিতা, চতুর্থ অধ্যায় ।

(৫০) বৃহৎপরাশরসংহিতা ।

(৫১) দক্ষসংহিতা, প্রথম অধ্যায় ।

অষ্টচত্বারিংশদকং বয়ো যাবন্ন পূর্য্যতে ।

পুলভার্থ্যাবিহীনস্য নাস্তি যজ্ঞাধিকারিতা (৫২) ॥

যাবৎ আটচল্লিশ বৎসর বয়স পূর্ণ না হয়, পুত্রহীন ও ভার্ধ্যাহীন ব্যক্তির যজ্ঞে অধিকার নাই ।

এই শাস্ত্রেও, আটচল্লিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত, স্ত্রীবিবাহিত ব্যক্তির পক্ষে বিলক্ষণ দোষশ্রুতি লক্ষিত হইতেছে ।

মেখলাজিনদণ্ডেন ব্রহ্মচারী তু লক্ষ্যতে ।

গৃহস্থো দেবযজ্ঞাদৈর্নখলোন্না বনাশ্রিতঃ ।

ত্রিদণ্ডেন যতিশ্চৈব লক্ষণানি পৃথক্ পৃথক্ ।

যট্ম্যতল্লক্ষণং নাস্তি প্রায়শ্চিত্তী নচাশ্রমী (৫৩) ॥

মেখলা, অজিন, দণ্ড ব্রহ্মচারীর লক্ষণ ; দেবযজ্ঞ প্রভৃতি গৃহস্থের লক্ষণ ; নখ, লোম প্রভৃতি বানপ্রস্থের লক্ষণ ; ত্রিদণ্ড যতির লক্ষণ ; এক এক আশ্রমের এই সকল পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ ; যাহার এই লক্ষণ নাই, সে ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত ও আশ্রমভ্রষ্ট ।

এই শাস্ত্রেও, বিবাহের অকরণে, স্পষ্ট দোষশ্রুতি লক্ষিত হইতেছে । দেবযজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম গৃহস্থাশ্রমের লক্ষণ ; কিন্তু, স্ত্রীর সহযোগ ব্যতিরেকে, ঐ সকল কর্ম সম্পন্ন হয় না ; সুতরাং স্ত্রীবিবাহিত ব্যক্তি আশ্রমভ্রষ্ট ও প্রত্যবায়গ্রস্ত হয় ।

এক্ষণে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, এই সকল বচনে বিবাহ-বিধির লজ্জনে দোষশ্রুতি লক্ষিত হইতেছে কি না । লজ্জনে দোষ-শ্রুতিও বিধির নিত্যত্বপ্রতিপাদক ; সুতরাং, লজ্জনে দোষশ্রুতি দ্বারা বিবাহবিধির, ও তদনুযায়ী বিবাহের, নিত্যত্ব সিদ্ধ হইতেছে ।

অপরক, শাস্ত্রান্তরেও বিবাহবিধির লজ্জনে সুস্পষ্ট দোষশ্রুতি দৃষ্ট হইতেছে । যথা,

(৫২) উদ্বাহতকুহূত ভবিষ্যপুরাণ ।

(৫৩) দক্ষসংহিতা প্রথম অধ্যায় ।

অদারস্য গতির্নাস্তি সর্বাস্তস্তাফলাঃ ক্রিয়াঃ ।
 সুরাষ্টনং মহাযজ্ঞং হীনভার্যো বিবর্জয়েৎ ॥
 একচক্রো রথো যদ্বদেকপক্ষো যথা ঋগঃ ।
 অভার্যোহপি নরস্তদ্বদযোগ্যঃ সর্বকর্মসু ॥
 ভার্যাহীনে ক্রিয়া নাস্তি ভার্যাহীনে কুতঃ সুখম্ ।
 ভার্যাহীনে গৃহং কস্য তস্মাদ্ভার্যাং সমাপ্রয়েৎ ॥
 সর্বশ্বেনাপি দেবেশি কর্তব্যো দারসং গ্রহঃ (৫৪) ॥

ভার্যাহীন ব্যক্তির গতি নাই ; তাহার সকল ক্রিয়া নিষ্ফল , ভার্যাহীনের দেবপূজাও মহাযজ্ঞে অধিকার নাই , একচক্র রথ ও একপক্ষ পক্ষীর ন্যায় , ভার্যাহীন ব্যক্তি সকল কার্যে অযোগ্য ; ভার্যাহীনের ক্রিয়ায় অধিকার নাই ; ভার্যাহীনের সুখ নাই ; ভার্যাহীনের গৃহ নাই ; অতএব ভার্যাহী আশ্রয় করিবেক । হে দেবেশি ! সর্বস্বাস্ত করিবাও , দারপরিগ্রহ করিবেক ।

(৫৪) নংস্যজুক্ত, একত্রিংশ পটল ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

যে সমস্ত শাস্ত্র প্রদর্শিত হইল, তদনুসারে, বোধ করি, বিবাহের নিত্যত্ব একপ্রকার সংস্থাপিত হইতেছে। এক্ষণে, তর্কবাচস্পতি মহাশয় যেরূপে বিবাহের নিত্যত্ব খণ্ডন করিয়াছেন, তাহার আলোচনা করা আবশ্যিক। তিনি লিখিয়াছেন,

“অথ বিবাহস্য ত্রৈবিধ্যবাস্তবভেদেষু নিত্যত্বং যদুররীকৃতং তৎ কস্মাৎ হেতোঃ কিং তদ্বিনা বিবাহস্বরূপাসিদ্ধেঃ উত বিবাহ-ফলাসিদ্ধেঃ উত শাস্ত্রপ্রমাণানুসারিত্বাৎ । নাট্যদ্বিতীয়ো নিত্যত্বং বিনাপি বিবাহস্বরূপফলানাং সিদ্ধেঃ ন হি নিত্যত্বং বিবাহ-স্বরূপনির্বাহকং কেনাপ্যববীক্ৰিয়তে ফলাসিদ্ধিপ্রয়োজকত্বং তু সূদূৰপবাহতং নিত্যকৰ্ম্মণঃ ফলনৈয়তাভাবাৎ । তৃতীযঃ পক্ষঃ পবিশিষ্যতে তত্রাপীদমুচ্যতে প্রতিজ্ঞামাত্রেন সাধ্যাসিদ্ধিবনভূপ-গমাৎ হেতুভূতপ্রমাণস্য তত্রানির্দেশাৎ ন তস্য সাধ্যসাধকত্বম্ । অথ অকরণে প্রত্যবায়ানুবন্ধিভূমেব নিত্যত্বে হেতুকচ্যতে অকরণে প্রত্যবায়ানুবন্ধিভূতনির্বাস্ত্যপি বলবদাগমসাধ্যত্বাৎ আগমস্য চ তত্রানির্দেশাৎ কথঞ্চাবৎ তাদৃশহেতুনা সাধ্যাসিদ্ধিঃ নিশ্চিত-হেতোরেষ সাধ্যাসিদ্ধেঃ প্রয়োজকত্বাৎ প্রত্যুত

যদহরেব বিরজ্যেত তদহরেব প্রব্রজেৎ

ব্রহ্মচর্যাংগা বনাদ্বা গৃহাদ্বা

ইতি শ্রুত্যা বৈরাগ্যমাত্রতঃ প্রব্রজ্যাং উক্ত্যা গৃহস্থাশ্রমস্য নিত্যত্ব-বাধনাৎ ।

অবিপ্লু তব্রহ্মচর্যেণ যমিচ্ছেত্তু তমাবসেৎ

ইতি প্রাপ্তবচনেন গৃহস্থাশ্রমাদেঃ ইচ্ছাধীনত্বোক্তেঃ শৈষ্টিকব্রহ্ম-চারিণশ্চ গৃহস্থাশ্রমাবস্থ সৰ্ব্বসম্মতত্বাচ্চ । এবং তন্নিত্যত্বাভাবে তদধীন প্রবৃত্তিকস্য বিবাহস্য কথং নিত্যত্বং স্মাৎ ।

অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত্তু দিনমেকমপি দ্বিজঃ ।

আশ্রমেণ বিনা তিষ্ঠন্ প্রায়শ্চিত্তীয়তে হি সঃ ॥

ইতি দক্ষবচনে তু দ্বিজানামাশ্রমমাত্রৈশ্চৈব অকরণে প্রত্যাবাষা-
নুবন্ধিতকথনেনাপি গৃহস্থশ্রমমাত্রস্ত নিত্যস্বাপ্রাপ্তেঃ । অত্র চ
দ্বিজপদশ্লোপলক্ষণপরত্বং যদভিহিতং তদপি প্রমাণসাপেক্ষ-
ত্বাৎ প্রমাণস্ত চানুপাত্তাসাহুপেক্ষ্যমেব (৫৫) । ”

বিবাহের ত্রৈবিধ্যের অংশভেদেদের মধ্যে যে নিত্যস্থ অঙ্গীকৃত
হইয়াছে, সে কি হেতুতে, কি তদ্যতিরেকে বিবাহের স্বরূপ অসিদ্ধ
হয় এই হেতুতে, কিংবা বিবাহের ফল অসিদ্ধ হয় এই হেতুতে,
অথবা শাস্ত্রের প্রমাণ অবলম্বন করিয়া, তাহা করা হইয়াছে ।
তন্মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় হেতু সম্ভবে না, কারণ বিবাহের নিত্যস্থ
ব্যতিরেকে বিবাহের স্বরূপ ও ফল সিদ্ধ হইয়া থাকে, নিত্যস্থ
বিবাহের স্বরূপনির্ধারণক, ইহা কেহই স্বীকার করেন না ; নিত্যস্থ
ব্যতিরেকে বিবাহের ফল অসিদ্ধ হয় এ কথা সুদূরপরাহত, নিত্য
কর্মের ফলের নৈয়ত্যা নাই । তৃতীয় পক্ষ অবশিষ্ট থাকিতেছে, সে
বিষয়েও বক্তব্য এই, কেবল প্রতিজ্ঞা দ্বারা সাধ্য সিদ্ধ হয়, ইহা
কেহই স্বীকার করেন না ; সাধ্যসিদ্ধির হেতুভূত প্রমাণের নির্দেশ
নাই, সুতরাং উহা সাধ্যসাধক হইতে পারে না । যদি বল, অকরণে
প্রত্যাবাধনকতা নিত্যস্থের হেতু, কিন্তু অকরণে প্রত্যাবাধন-
কতার নির্ণয়ও বলবৎ শাস্ত্র ব্যতিরেকে হইতে পারে না, কিন্তু তথাপি
শাস্ত্রের নির্দেশ নাই, অতএব কিরূপে তাদৃশ হেতু দ্বারা সাধ্যসিদ্ধি
হইতে পারে, নির্ণয় হেতুই সাধ্যসিদ্ধির প্রয়োজক ; প্রত্যুত,
“যে দিন ঈশ্বাণ্য জন্মিবেক, সেই দিনেই ব্রহ্মচর্যা, গার্হস্থ্য, অথবা
বানপ্রস্থ আশ্রম হইতে পরিব্রজ্যা ত্রিবিধক” । এই বেদবাক্যে
বৈরাগ্য জন্মিবামাত্র প্রব্রজ্যা উক্ত হওয়াতে, গৃহস্থশ্রমের নিত্যস্থ
নিবৃত্ত হইতেছে । “বথাবিধানে ব্রহ্মচর্যনির্ধারিত কবিষা যে
আশ্রমে ইচ্ছা হয় সে আশ্রম অবলম্বন করিবেক” । এই পুরোহিত
বচনে গৃহস্থশ্রম প্রভৃতি ইচ্ছাধীন, এ কথা বলা হইয়াছে, এবং
নৈমিত্তিক ব্রহ্মচারীর গৃহস্থশ্রম অবলম্বনের আবশ্যকতা নাই, ইহা
সর্বসম্মত । এইরূপে গৃহস্থশ্রমের নিত্যস্থ নিবৃত্ত হইবতে,

গৃহস্থায়ীমণ্ডলবিশেষজ্ঞক বিবাহের নিত্যত্ব কি রূপে হইতে পারে। “বিজ্ঞ আশ্রমবিশীন হইব এক দিনও থাকিবেক না। বিনা আশ্রমে অবস্থিত হইল পাতকগ্রস্ত হব”। এই দক্ষবচনে বিজ্ঞাতিদিগের আশ্রমমাত্রের অকবণে প্রত্যবায়জনকতা উক্ত হইলেও, গৃহস্থায়ীমণ্ডলমাত্রের নিত্যত্ব সিদ্ধ হইতেছে না। আর, এ হলে বিজ্ঞপদেব যে উপলক্ষণপরত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহাও প্রমাণসাপেক্ষ, কিন্তু প্রমাণের নির্দেশ নাই, অতএব সে কথা অগ্রাহ্যই করিতে হইবেক।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের এই লিখনের অন্তর্গত আপত্তি সকল পৃথক পৃথক উল্লিখিত ও আলোচিত হইতেছে।

প্রথম আপত্তি,—

“বিবাহের ত্রৈবিধ্যের অবাস্তরভেদের মধ্যে যে নিত্যত্ব অঙ্গীকৃত হইয়াছে, তাহা কি হেতুতে; কি উদ্যতিরেকে বিবাহের স্বরূপ অসিদ্ধ হয় এই হেতুতে, কিংবা বিবাহের ফল অসিদ্ধ হয় এই হেতুতে, অথবা শাস্ত্রের প্রমাণ অবলম্বন করিয়া, তাহা করা হইয়াছে।”

এই আপত্তির, অথবা প্রশ্নের, উত্তর এই, আমি, শাস্ত্রের প্রমাণ অবলম্বন করিয়া, বিবাহের নিত্যত্ব নির্দেশ করিয়াছি।

দ্বিতীয় আপত্তি,—

“কেবল প্রতিজ্ঞা দ্বারা সাধ্য সিদ্ধি হব, ইহা কেহই স্বীকার করেন না। সাধ্যানিদ্ধির হেতুভূত প্রমাণের নির্দেশ নাই; সুতরাং উহা সাধ্যসাধক হইতে পারে না।”

অর্থাৎ, বিবাহ নিত্য এই মাত্র নির্দেশ করিলে, বিবাহেব নিত্যত্ব সিদ্ধ হয় না, তাহা সিদ্ধ করা আবশ্যিক হইলে, প্রমাণ প্রদর্শন আবশ্যিক। তাঁহার মতে, আমি, বিবাহ নিত্য, এই মাত্র নির্দেশ করিয়াছি, কোনও প্রমাণ প্রদর্শন করি নাই; সুতরাং, তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, প্রথম পুস্তকে আমি এ বিষয়ের সবিস্তর বিচার ও প্রমাণ প্রদর্শন করি নাই, তাহার

কারণ এই যে, ধর্মার্থ বিবাহের নিত্যত্ব সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন, যে বিষয়ে কাহারও বিপ্রতিপত্তি দেখিতে পাওয়া যায় নাই ; সুতরাং, প্রমাণ প্রদর্শন অনাবশ্যক, এই সংস্কার বশতঃ তাহা করি নাই । বস্তুতঃ, আমি সিদ্ধ বিষয়েই নির্দেশ করিয়াছি ; সাধ্য নির্দেশ করি নাই । সিদ্ধ বিষয়ের নির্দেশ যেরূপে কবিতো হয়, তাহাই করিয়াছি । যথা,

“যে সমস্ত বিধি প্রদর্শিত হইল, তদনুসারে বিবাহ ত্রিবিধ নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য । প্রথম বিধি অনুসারে যে বিবাহ কবিতো হয়, তাহা নিত্য বিবাহ, এই বিবাহ না করিলে, মনুষ্য গৃহস্থাশ্রম অধিকারী হইতে পাবে না । দ্বিতীয় বিধির অনুযায়ী বিবাহও নিত্য বিবাহ ; তাহা না করিলে আশ্রমভ্রংশনিবন্ধন পাতকগ্রস্ত হইতে হয় (৫৬) । ”

“পুত্রলাভ ■ ধর্মকার্য সাধন গৃহস্থাশ্রমের উদ্দেশ্য । দারপরিগ্রহ ব্যতিরেকে এই উভয়ই সম্পন্ন হয় না ; এই নিমিত্ত, প্রথম বিধিতে দারপরিগ্রহ গৃহস্থাশ্রম প্রবেশের দ্বারস্বরূপ ও গৃহস্থাশ্রম সমাধানের অপরিহার্য উপায় স্বরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে । গৃহস্থাশ্রম সম্পাদন কালে স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে, যদি পুনরায় বিবাহ না কবে, তবে সেই দারবিবাহিত ব্যক্তি আশ্রমভ্রংশ নিবন্ধন পাতকগ্রস্ত হয় ; এজন্য, ঐ অবস্থায়, গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষে, পুনরায় দারপরিগ্রহের অবশ্যকর্তব্যতা বোধনের নিমিত্ত, শাস্ত্রকারেরা দ্বিতীয় বিধি প্রদান করিয়াছেন (৫৬) । ”

ধর্মার্থ বিবাহের নিত্যত্ব সিদ্ধ বিষয় বলিয়া, প্রমাণ প্রদর্শন করি নাই বটে, কিন্তু যাহা নির্দেশ করিয়াছি, তাহাতে তদ্বিষয়ক সমস্ত প্রমাণেব সার সংগৃহীত হইয়াছে । তর্কবাচস্পতি মহাশয়, ধর্মশাস্ত্রব্যবসায়ী হইলে, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইতেন, প্রমাণ নির্দেশ নাই,

অতএব তাহা অসিদ্ধ ও অগ্রাহ্য, অনায়াসে এরূপ নির্দেশ করিতে পারিতেন না । বাহা হউক, ষষ্ঠার্থ বিবাহের নিত্যত্ব বিষয়ে পূর্বে(৫৭) যে সকল প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তদর্শনে বোধ করি তাহার সংশয় দূর হইতে পারে ।

তৃতীয় আপত্তি, —

“যদি বল, অকরণে প্রত্যবায়জনকতা নিত্যত্বের হেতু, কিন্তু অকরণে প্রত্যবায়জনকতার নির্ণয়ও বলবৎ শাস্ত্র ব্যতীবেকে হইতে পারে না; কিন্তু তথার শাস্ত্রের নির্দেশ নাই; অতএব কিরূপে তাদৃশ হেতু দ্বারা সাধ্য সিদ্ধি হইতে পাবে, নির্ণীত হেতুই সাধ্যসিদ্ধির প্রয়োজক ।”

অর্থাৎ, যে কর্মের অকরণে প্রত্যবায় জন্মে অর্থাৎ বাহার লজ্জনে দোষশ্রুতি আছে, তাহাকে নিত্য বলে । কিন্তু অকরণে প্রত্যবায়জনকতা বিবাহের নিত্যত্বসাধক প্রমাণ বলিয়া উপন্যস্ত হইতে পারে না ; কারণ, বিবাহের অকরণে প্রত্যবায় জন্মে, বিশিষ্ট শাস্ত্র-প্রমাণ ব্যতিরেকে তাহার নির্ণয় হইতে পারে না ; কিন্তু তাদৃশ শাস্ত্রের নির্দেশ নাই । অতএব, অকরণে প্রত্যবায় জন্মে, এই হেতু দর্শাইয়া বিবাহের নিত্যত্ব সাধিত হইতে পারে না ।

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, এস্থলেও তর্কবাচস্পতি মহাশয় শাস্ত্র-ব্যবসায়ীর মত কথা বলেন নাই । বিবাহের অকরণে গৃহস্থ ব্যক্তির প্রত্যবায় জন্মে, ইহাও সর্বসম্মত সিদ্ধি বিষয়, এজন্য, অনাবশ্যক বিবেচনায়, প্রথম পুস্তকে তাহার প্রমাণভূত শাস্ত্রের সবিশেষ নির্দেশ করি নাই । তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের প্রবোধনের নিমিত্ত, পূর্বে তাদৃশ শাস্ত্রও সবিস্তর দর্শিত হইয়াছে । তদর্শনে, বোধ করি, তাহার সন্তোষ জন্মিতে পারে ।

চতুর্থ আপত্তি,—

“যে দিন বৈরাগ্য জন্মিবেক, সেই দিনেই ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, অথবা বানপ্রস্থ আশ্রম হইতে পরিব্রজ্যা করিবেক ।

এই বেদবাক্যে বৈরাগ্য জন্মিবামাত্র পরিব্রজ্যা উক্ত হওয়াতে, গৃহস্থাশ্রমেব নিত্য নিরন্ত হইতেছে” ।

এস্থলে ব্যক্তব্য এই যে, তর্কবাচস্পতি মহাশয়, বেদবাক্যের শেষ অংশ আপন অভিপ্রায়ের অনুকূল দেখিয়া, ঐ অংশ মাত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন । এই বেদবাক্য সমগ্র গৃহস্থাশ্রমের নিত্যপ্রতিপাদন স্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে । তথাপি, পাঠকগণের সুবিধার জন্য পুনরায় উদ্ধৃত হইতেছে । যথা,

ব্রহ্মচর্য্যং পরিসমাপ্য গৃহী ভবেৎ গৃহী ভূত্বা বনী
ভবেৎ বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ যদিবেতরথা ব্রহ্মচর্য্যা-
দেব প্রব্রজেৎ গৃহাদ্বা বনাদ্বা যদহরেব বিরজ্যেত
তদহরেব প্রব্রজেৎ ।

ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়া গৃহস্থ হইবেক, গৃহস্থ হইয়া বানপ্রস্থ হইবেক, বানপ্রস্থ হইয়া সন্ন্যাসী হইবেক, যদি বৈরাগ্য জন্মে, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, গৃহস্থাশ্রম, অথবা বানপ্রস্থাশ্রম হইতে পরিব্রজ্যাশ্রম আশ্রয় করিবেক, যে দিন বৈরাগ্য জন্মিবেক, সেই দিনেই পরিব্রজ্যা আশ্রয় করিবেক ।

প্রথমতঃ যথাক্রমে চারি আশ্রমেব ব্যবস্থা আছে, তৎপরে বৈরাগ্য জন্মিলে সন্ন্যাস গ্রহণের ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে । ইহাতে, গৃহস্থাশ্রমের নিত্য ব্যাঘাত না হইয়া, নিত্যত্বেব সংস্থাপনই হইতেছে, ইহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, (৫৮) এজন্য এস্থলে আর তাহার উল্লেখ করা গেল না ।

পঞ্চম আপত্তি ;—

‘যথাবিধানে ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়া’। যে আশ্রমে ইচ্ছা হয়, সেই আশ্রম অবলম্বন করিবেক এই পুৰ্ব্বোক্ত বচনে গৃহস্থাশ্রম প্রভৃতি ইচ্ছাধীন একথা বলা হইয়াছে ।’

এ বচন দ্বারা যে গৃহস্থাশ্রমের নিত্যত্ব ব্যাঘাত হয় না, তাহা পূৰ্বে সম্যক্ সংস্থাপিত হইয়াছে ।

ষষ্ঠ আপত্তি ,—

“নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচাৰী গৃহস্থাশ্রম অবলম্বনের আবশ্যকতা নাই ইহা সৰ্ব্বসম্মত ।”

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচাৰী গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করেন না, ইহাতেও গৃহস্থাশ্রমের নিত্যত্ব ব্যাঘাত হইতে পারে না । সামান্য বিধি অনুসারে, উপনয়নের পর কিয়ৎ কাল ব্রহ্মচর্য্য করিয়া গৃহস্থাশ্রম, তৎপরে বানপ্রস্থাশ্রম, তৎপরে পণ্ডিত্যশ্রম অবলম্বন করিতে হয় । কিন্তু বিশেষ বিধি অনুসারে, সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটতে পারে । যেমন যথাক্রমে চারি আশ্রম ব্যবস্থাপিত হইলেও, বিশেষ বিধি অনুসারে, বৈরাগ্যস্থলে, এক কালে ব্রহ্মচর্য্যের পর পণ্ডিত্যশ্রম গ্রহণ করিতে পারে এবং তদ্বাৰা গৃহস্থাশ্রম প্রভৃতির নিত্যত্ব ব্যাঘাত হয় না, সেইরূপ, কিয়ৎ কাল ব্রহ্মচর্য্য করিয়া, পরে ক্রমে ক্রমে অবশিষ্ট আশ্রমত্রয়ের অবলম্বন ব্যবস্থাপিত হইলেও, বিশেষ বিধি অনুসারে গৃহস্থাশ্রম প্রভৃতিতে পরাঙ্মুখ হইয়া, যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলে, গৃহস্থাশ্রম প্রভৃতির নিত্যত্ব ব্যাঘাত ঘটতে পারে না । ব্রহ্মচর্য্য বিষয়ে বিশেষ বিধি এই,

যদি ত্রাত্যন্তিকং বাসং রোচয়েত গুরোঃ কুলে ।

যুক্তঃ পরিচরেদেনমা শরীরবিমোক্ষণাৎ ॥২।২৪৩।(৫৯)

যদি ষ্ঠরুকুলে যাবজ্জীবন বাস করিবার অভিলাষ হয়, তাহা
হইলে অবহিত হইয়া, দেহত্যাগ পর্য্যন্ত তাঁহার পরিচর্যা করিবেক ।

কিয়ৎ কাল ত্রাক্ষর্য্য করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবার সামান্য বিধি
থাকিলেও, ইচ্ছা হইলে, এই বিশেষ বিধি অনুসারে, গৃহস্থাশ্রমে
প্রবেশ না করিয়া, যাবজ্জীবন ত্রাক্ষর্য্য করিতে পারে । স্থলবিশেষে
বিশেষ বিধি অনুসারে নিত্য কর্ম্মের বাধ হয়, এবং সেই বাধ দ্বারা
তত্তৎ কর্ম্মের নিত্যত্ব ব্যাঘাত হয় না, ইহা অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ক
নহে ।

যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহ্ব্যাৎ (৬০) ।

যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র যাগ করিবেক ।

নিত্যং স্নাত্বা শুচিঃ কুর্য্যাদ্বেবর্ষিণিতৃতর্পণম্ ।২।১৭৬।(৬১)

স্নান করিয়া, শুচি হইয়া, নিত্য দেবতর্পণ, পামিতর্পণ ও পিতৃতর্পণ
করিবেক ।

ইত্যাদি শাস্ত্রে যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র, দেবতর্পণ প্রভৃতি কর্ম্মের নিত্য
বিধি আছে । কিন্তু,

সন্ন্যাস্য সর্ব্বকর্ম্মাণি কর্ম্মদোষানপানুদন্ ।

নিয়েতো বেদমভ্যাস্য পুত্রৈশ্বর্য্যে স্নখং বসেৎ ॥৬।১৫। (৬১)

সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ, কর্ম্মজনিত পাপক্ষয়, ও বেদশাস্ত্রের অনু-
শীলন পূর্ব্বক, পুত্রদত্ত গ্রামাস্বাদন দ্বারা জীবনধারণ ববিয়া, সংযত
মনে সচ্ছন্দে কালযাপন করিবেক ।

যথোক্তান্যাপি কর্ম্মাণি পরিহার্য্য দ্বিজোত্তমঃ ।

আত্মজ্ঞানে শম্যে চ স্নাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্ ॥১২।১২।(৬১)

ব্রাহ্মণ, শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করিয়া, আত্মজ্ঞানে,
চিত্তশৈথ্যে ও বেদাভ্যাসে যত্নবান্ হইবেক ।

ইত্যাদি শাস্ত্রে পবিত্রাজকের পক্ষে বেদোক্ত ও ধর্মশাস্ত্রোক্ত কর্ম পরিত্যাগের বিধি আছে ; তদনুসাবে, ঐ সকল কর্ম পরিত্যক্ত হইয়া থাকে । তন্মধ্যে অগ্নিহোত্র, দেবতর্পণ প্রভৃতি নিত্য কর্ম । পরিত্রজ্যা অবস্থায় ঐ সকল নিত্য কর্ম পরিত্যক্ত হয়, কিন্তু ঐ পরিত্যাগ জন্ত তত্তৎ কর্মের নিত্যত্ব ব্যাঘাত হয় না । সেইরূপ, নৈষ্ঠিক এক্ষাচাপী গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করেন না, এই হেতুতে গৃহস্থাশ্রমের নিত্যত্ব ব্যাঘাত ঘটিতে পারে না ।

সপ্তম আপত্তি,—

“অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেভু দিনমেকমপি দ্বিজঃ ।

আশ্রমেণ বিনা তিষ্ঠন্ প্রায়শ্চিত্তীয়তে হি সঃ ॥

“দ্বিজ আশ্রমবিহীন হইয়া, এক দিনও থাকিবেক না, বিনা আশ্রমে অবস্থিত হইলে পাতকগ্রস্ত হয় ।” এই দ্বিজবচনে দ্বিজাতি-দিগের আশ্রমমাত্রের অনবধে প্রত্যবায়জনকতা উক্ত হইজেও, গৃহস্থাশ্রমের নিত্যত্ব সিদ্ধ হইতেছে না । ”

এই আপত্তি সর্বাংশে তৃতীয় আপত্তির তুল্য । স্মৃতবাং, ইহার আর স্বতন্ত্র সমালোচন অনাবশ্যক ।

এই সঙ্গে তর্কবাচস্পতি মহাশয় এক প্রাসঙ্গিক আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, সে বিষয়েও কিছু বলা আবশ্যক ।

“আর, এ স্থলে দ্বিজপদের যে উপলক্ষণপরত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহাও প্রমাণসাপেক্ষ, কিন্তু প্রমাণের নির্দেশ নাই । অতএব সে কথা অগ্রাহ্যই করিতে হইবেক । ”

নিতান্ত অনবধান বশতই, তর্কবাচস্পতি মহাশয় এরূপ কথা বলিয়াছেন । দ্বিজপদের যে উপলক্ষণপরত্ব উক্ত হইয়াছে, তাহাও এক প্রকার সিদ্ধ বিষয়, প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন কবিবার তাদৃশী আবশ্যকতা নাই । সে যাহা হউক, সে বিষয়ে “প্রমাণের নির্দেশ নাই,” এ কথা প্রণিধান পূর্বক বলা হয় নাই । প্রথম পুস্তকে যাহা লিখিত হইয়াছে,

কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ সহকারে, তাহার আলোচনা করিয়া দেখিলে, তর্কবাচস্পতি মহাশয় দ্বিজপদের উপলক্ষণপরত্বব্যাখ্যার সম্পূর্ণ প্রমাণ দেখিতে পাইতেন । যথা,

“দক্ষ কহিয়াছেন,

অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেভু দিনমেকমপি দ্বিজঃ ।

আশ্রমেণ বিনা তিষ্ঠন্ প্রায়শ্চিত্তীয়তে হি সঃ ॥

দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণ, আশ্রমবিহীন হইয়া এক দিনও থাকিবেক না, বিনা আশ্রমে অবস্থিত হইলে পাতকগ্রস্ত হয় ।

এই শাস্ত্র অনুসারে, আশ্রমবিহীন হইয়া থাকা দ্বিজের পক্ষে নিষিদ্ধ ও পাতকজনক । দ্বিজপদ উপলক্ষণ মাত্র, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চারি বর্ণের পক্ষেই এই ব্যবস্থা ।

বামনপুরাণে নির্দিষ্ট আছে,

চত্বার আশ্রমশ্চৈব ব্রাহ্মণস্য প্রকীর্তিতাঃ ।

ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ গার্হস্থ্যং বানপ্রস্থঞ্চ ভিক্ষুকম্ ॥

ক্ষত্রিয়স্তাপি কথিতা আশ্রমাস্ত্রয় এব হি ।

ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ গার্হস্থ্যমাশ্রমদ্বিতয়ং বিশঃ ।

গার্হস্থ্যমুচিতত্ত্বেকং শূদ্রস্য ক্ষণমাচরেৎ ॥

ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সম্যাস ব্রাহ্মণের এই চারি আশ্রম নির্দিষ্ট আছে ; ক্ষত্রিয়ের প্রথম তিন, বৈশ্যের প্রথম দুই ; শূদ্রের গার্হস্থ্যমাত্র এক আশ্রম, সে ছুটি চিত্তে তাহারই অনুষ্ঠান করিবেক (৬২) ।”

বামনপুরাণ অনুসারে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের ত্রায়, শূদ্রও আশ্রমে অধিকারী, তাহার পক্ষে গৃহস্থ্যশ্রম অবলম্বন করিয়া কালক্ষেপণ

করিবার বিধি আছে । অতএব, শূদ্রের যখন গৃহস্থাশ্রমে অধিকার ও তাহা অবলম্বন করিয়া কালক্ষেপণ করিবার বিধি দৃষ্ট হইতেছে, তখন বিহিত আশ্রম অবলম্বন না করা তাহার পক্ষে দেবাবহু, তাহার সন্দেহ নাই । কিন্তু দক্ষবচনে দোষকোত্তর স্থলে দ্বিজশব্দের প্রয়োগ আছে, দ্বিজশব্দে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণের বোধ হয় ; এজন্য, “দ্বিজপদ উপলক্ষণমাত্র, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চারি বর্ণের পক্ষেই এই ব্যবস্থা,” ইহা লিখিত হইয়াছিল ; অর্থাৎ, যদিও বচনে দ্বিজশব্দ আছে, কিন্তু যখন চারি বর্ণের পক্ষেই আশ্রম ব্যবস্থা দৃষ্ট হইতেছে, তখন আশ্রম লঙ্ঘনে যে দোষশ্রুতি আছে, তাহা চারি বর্ণের পক্ষেই সমভাবে প্রযুক্ত হওয়া উচিত, এবং সেই জন্যই বচনস্থিত দ্বিজশব্দ দ্বিজমাত্রের বোধক না হইয়া, আশ্রমসাধিকারী চারি বর্ণের বোধক হওয়া আবশ্যিক । তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের প্রাতিত্যর্থে এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যিক, এই মীমাংসা আমার কপোলকল্পিত অথবা লোক বিমোহনের নিমিত্ত, বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত অভিনব মীমাংসা নহে । স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন, বহু কাল পূর্বে, এই মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন, যথা,

“দক্ষঃ

অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেভু দিনমেকমপি দ্বিজঃ ।

আশ্রমেণ বিনা তিষ্ঠন্ প্রারশ্চিভীয়তে ত্বসৌ ॥

জপে হোমে তথা দানে স্বাধ্যায়ে বা রতঃ সদা ।

নাসৌ ফলং সমাপ্নোতি কুর্বাণোহপ্যাশ্রমচ্যুতঃ ॥

বিষ্ণুপুরাণক

ব্রতেষু লোপকো যশ্চ আশ্রমাদ্বিচ্যুতশ্চ যঃ ।

সন্দং শযাতনামধ্যে পততস্তাবুভাবপি ॥

অত্র আশ্রমাদ্বিচ্যুতশ্চ য ইতি সামান্তেন দোষাভিধানাৎ শূদ্র-

স্বাপি তথাহমিতি পূর্ববচনে দ্বিজ ইতুপলক্ষণম্ । শূদ্রস্বাপা-
শ্রমমাহ পরাশবভাবো বামনপুত্রাণম্

চত্বার আশ্রমশৈচব ব্রাহ্মণস্য প্রকীর্তিতাঃ ।

ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ গার্হস্থ্যং বানপ্রস্থঞ্চ ভিক্ষুধম্ ।

ক্ষত্রিয়স্বাপি কথিতা আশ্রমাস্ত্রয় এব হি ।

ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ গার্হস্থ্যমাশ্রমদ্বিতয়ং বিশাঃ ।

গার্হস্থ্যমুচিততত্ত্বেকং শূদ্রস্য ক্ষণমাচরেৎ (৬৩) ॥”

দক্ষ কহিয়াছেন, “দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণ আশ্রমবিভীন হইয়া এক দিনও থাকিবেন না ; বিনা আশ্রমে অবস্থিত হইলে পাতকগ্রস্ত হয় । আশ্রমচ্যুত হইয়া জপ, গোম, দান অথবা বেদাধ্যয়ন করিলে ফলভাগী হয় না ।” বিষ্ণুপুবাণে কথিত আছে, “যে ব্যক্তি ব্রতলোপ করে, এবং যে ব্যক্তি আশ্রমচ্যুত হয়, ইহার উভয়েই সন্দেহাতনানামক নরকে পতিত হয় ।” এ স্থলে কোনও বর্ণের উল্লেখ না করিয়া, আশ্রমচ্যুত ব্যক্তির দোষ-কীর্ত্তন করাতে, আশ্রমচ্যুত হইলে শূদ্রও দোষভাগী হইবেক ইহা অভিপ্রেত হওয়াতে, পূর্ববচনে দ্বিজপদ উপলক্ষণ মাত্র । পরাশব-ভাষ্যে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস ব্রাহ্মণেব এই চারি আশ্রম নির্দিষ্ট আছে ; ক্ষত্রিয়ের প্রথম তিন, বৈশ্যের প্রথম দুই, শূদ্রের গার্হস্থ্য মাত্র এক আশ্রম ; সে ক্ষুদ্র চিত্তে তাহারই অনুষ্ঠান করিবেন ।”

তর্কবাচস্পতি মহাশয়, প্রমাণ দেখিতে না পাইয়া, দ্বিজপদের উপ-লক্ষণপরত্বব্যাখ্যা অপ্রমাণ বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছেন । বচন দেখিয়া তাহাব অর্থনির্ণয় ও তাৎপর্যাগ্রহ করিয়া, মীমাংসা করা সকলের পক্ষে সহজ নহে, তাহাব সন্দেহ নাই । কিন্তু এতদ্দেশের সর্বত্র প্রচলিত উদ্বাহতত্ত্ব দৃষ্টি থাকিলে, উল্লিখিত দ্বিজপদের উপলক্ষণপরত্বব্যাখ্যা অপ্রমাণ বলিয়া অগ্রাহ্য করা যায় না ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

তুর্কবাচস্পতি মহাশয় যেকাপ বিবাহের নিত্যত্ব খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা একপ্রকার আলোচিত হইল । এক্ষণে, তিনি যেকাপে বিবাহের নৈমিত্তিকত্ব খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা আলোচিত হইতেছে ।

তিনি লিখিয়াছেন,

“কিমিদং নৈমিত্তিকত্বং কিং নিমিত্তাধীনত্বং নিমিত্তনিশ্চয়ো-
ক্তব্যাবহিতোত্তরকর্তৃত্বং বা ন তাবদাশুঃ কার্যম'ত্রস্ত কাবর্ণ-
স'দ্যাত্মা সর্গশেষে নৈমিত্তিকত্বাপত্তেঃ এবঞ্চ তদভিমতানিতা-
দিব'চস্তাপি দানাদিপ্রযোজ্যতয়া নিমিত্তাধীনত্বেন নৈমিত্তিকত্বা-
পত্তিঃ । ন দ্বিতীয়ঃ পত্নীমবর্ণনিশ্চয়াধীনত্বা তস্মাতে নিত্যস্ত দ্বিতীয়-
বিধানুসারিবিবাহস্তাপি নৈমিত্তিকত্বাপত্তেঃ তস্মা অশৌচাদেবিব-
হবর্ণনিমিত্তনিশ্চয়াধীনত্বাৎ । একঞ্চ তস্মাতে তৃতীয়বিধানুসারি-
বিবাহস্তা নৈমিত্তিকত্বাপি নৈমিত্তিকত্বানুপপত্তিঃ তস্মা শুদ্ধ-
কালপ্রতীক্ষাধীনত্বাৎ বক্ষ্যমাণাক্টবর্গাদিকালপ্রতীক্ষাসম্ভাবেন চ
নিমিত্তনিশ্চয়াব্যবহিতোত্তরং ক্রিয়মাণত্বাভাবাৎ । অন্তচ্চ

নৈমিত্তিকানি কাৰ্য্যানি নিপতন্তি যথা যথা ।

তথা তথৈব কাৰ্য্যাণি ন কালস্ত বিধীয়তে ॥

ইত্যুক্তেঃ গুপ্তসংবৎসবমলনাসমুৎক্রান্তত্যাগশুদ্ধকালেইপি তৃতীয়-
বিধানুসারিণো নৈমিত্তিকত্ব কৰ্তব্যতাপত্তিঃ নৈমিত্তিক জাতে-
খ্যাদৌ অশৌচাদেঃ শুদ্ধকালস্ত চ প্রতীক্ষাভাবস্ত সৰ্বসম্মতত্বাৎ
তৎ প্রতীক্ষণাভাবাপত্তস্তৎসংবৎসবত্বাৎ । মবাদিতিশ্চ

বন্ধ্যাক্টমৈধিবেত্তব্য দশমে স্ত্রী যুতপ্রজা ।

একাদশে স্ত্রীজননী ।

ইত্যাদিনা অষ্টবৰ্ষাদিকালপ্ৰতীক্ষাং বদন্তিঃ প্ৰদৰ্শিতেনৈমিত্তিকত্বং
তস্য প্ৰত্যাখ্যাতম্ (৩৪) ।”

নৈমিত্তিক কাকাকে বল, কি নিমিত্তাধীন কৰ্ম্মকে নৈমিত্তিক
বলিবে, অথবা নিমিত্তনিশ্চয়েৰ অব্যবহিত উত্তৰ কালে যাগা
কৰিতে হয়, তাকাকে নৈমিত্তিক বলিবে । প্ৰথম পক্ষ সম্ভৱ নহে,
কাৰণ, কাৰ্য্যমাত্ৰই কাৰণসাধ্য, সুতৰাং সকল কৰ্ম্মই নৈমিত্তিক
হইয়া পড়ে, এবং তাঁহাৰ অভিন্নত নিত্য বিবাহও দানাদিসাধ্য,
সুতৰাং নিমিত্তাধীন হইতেছে, এজন্য উহাৰও নৈমিত্তিকত্ব ঘটিয়া
উঠে । দ্বিতীয় পক্ষও সম্ভৱ নহে ; তন্মতে দ্বিতীয় বিবি অনায়াসী
বিবাহ নিত্য বিবাহ, এই নিত্য বিবাহও নৈমিত্তিক হইয়া পড়ে,
কাৰণ, যেমন অশৌচ প্ৰভৃতি মৰণ নশ্চয়জ্ঞানেৰ অধীন, সেইকপ
এই নিত্য বিবাহও পূৰ্ণপত্নীৰ মৰণ নশ্চয়জ্ঞানেৰ অধীন । তিথ্য,
তন্মতে তৃতীয় বিবি অনুযায়ী বিবাহ নৈমিত্তিক-বিবাহ ; এই নৈমি-
ত্তিক বিবাহেৰও নৈমিত্তিকত্ব ঘটিতে পাবে না ; বিবাহে শুদ্ধ কাল
এবং বক্ষ্যমাণ অষ্টবৰ্ষাদিকালপ্ৰতীক্ষাৰ আবশ্যকতা বশতঃ, নিমিত্ত-
নিশ্চয়ৰ অব্যবহিত উত্তৰ কালে তাঁহাৰ অনুষ্ঠান ঘটিতেছে না ।
অপৰপ, “নৈমিত্তিক নামা যখনই ঘটিবেক, তখনই তাঁহাৰ অনুষ্ঠান
কৰিবেক, তাকাত বাল্যাদি বিবেচনা নাই ।” এই শাস্ত্ৰ অনুসাবে
লুপ্ত মংগলমৰ মলমাস, শুক্লাষ্ট প্ৰভৃতি অশুদ্ধ কালেও তৃতীয় বিবি
অনুযায়ী নৈমিত্তিক বিবাহেৰ কৰ্ত্তব্যতা ঘটিয়া উঠে । জাতেষ্টি
প্ৰভৃতি নৈমিত্তিক কৰ্ম্ম অশৌচাদিৰ ও শুদ্ধ কালেৰ প্ৰতীক্ষা কৰিতে
হয় না, ইতা সৰ্গসম্মত, তদনুসাৰে তদভিন্নত নৈমিত্তিক বিবাহ-
জলেও অশৌচাদিৰ ও শুদ্ধ কালেৰ প্ৰতীক্ষা কৰিবাব আশংকতা
পাতিতে পাবে ন। আৰ “স্ত্ৰী বক্যা তইলে অষ্টম বৰ্ষে, মৃতপুত্ৰা
তইলে দশম বৰ্ষ, কন্যামাত্ৰপ্ৰসবিণী তইলে একাদশ বৰ্ষে ।” ইত্যাদি
দ্বাৰা মনুপ্ৰভৃতি, অষ্টবৰ্ষাদি কাল প্ৰতীক্ষা বলিখা, বিবাহেৰ নৈমি-
ত্তিকত্ব খণ্ডন কাৰয়াছেন ।

তৰ্কবাচস্পতি মহাশয়, “নিমিত্তাধীন কৰ্ম্ম নৈমিত্তিক,” এই যে লক্ষণ
নিৰ্দেশ কৰিয়াছেন, আমাৰ বিবেচনাৰ উহাই নৈমিত্তিকেৰ প্ৰকৃত
লক্ষণ । তত্তৎ কৰ্ম্মে অধিকাৰবিধায়ক আগন্তুক হেতু বিশেষকে নিমিত্ত
বলে ; নিমিত্তেৰ অধীন যে কৰ্ম্ম, অৰ্থাৎ নিমিত্ত ব্যতিৰেকে যে কৰ্ম্ম

অধিকার জন্মে না, তাহাকে নৈমিত্তিক কহে, যেমন জাতকর্ম, নান্দীশ্রাদ্ধ, গ্রহণশ্রাদ্ধ প্রভৃতি। জাতকর্ম নৈমিত্তিক, কারণ, পুত্র-জন্মরূপ নিমিত্ত ব্যতিরেকে জাতকর্মে অধিকার জন্মে না, নান্দী-শ্রাদ্ধ নৈমিত্তিক; কারণ, পুত্রের সংস্কারাদিরূপ নিমিত্ত ব্যতিরেকে নান্দীশ্রাদ্ধে অধিকার জন্মে না, গ্রহণশ্রাদ্ধ নৈমিত্তিক; কারণ, চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণরূপ নিমিত্ত ব্যতিরেকে গ্রহণশ্রাদ্ধে অধিকার জন্মে না। সেইরূপ, স্ত্রী বক্ষ্যা হইলে যে বিবাহ করিবার বিধি আছে, ঐ বিবাহ নৈমিত্তিক, কারণ, স্ত্রীর বক্ষ্যাত্মরূপ নিমিত্ত ব্যতিরেকে তাদৃশ বিবাহে অধিকার জন্মে না, স্ত্রী ব্যতিচারিণী হইলে, যে বিবাহ করিবার বিধি আছে, ঐ বিবাহ নৈমিত্তিক, কারণ, স্ত্রীর ব্যতিচাররূপ নিমিত্ত ব্যতিরেকে তাদৃশ বিবাহে অধিকার জন্মে না, স্ত্রী চিরবোগিণী হইলে যে বিবাহ করিবার বিধি আছে, ঐ বিবাহ নৈমিত্তিক, কারণ, স্ত্রীর চিরবোগরূপ নিমিত্ত ব্যতিরেকে তাদৃশ বিবাহে অধিকার জন্মে না। এইরূপে, শাস্ত্রকাবেবা, নিমিত্তবিশেষ নির্দেশ করিয়া, পূর্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায়, পুনর্বাৎ বিবাহ করিবার যে সকল বিধি দিয়াছেন, সেই সমস্ত বিধি অনুযায়ী বিবাহ নৈমিত্তিক বিবাহ, কারণ, তত্তৎ নিমিত্ত ব্যতিরেকে, পূর্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায়, পুনর্বাৎ বিবাহ করিবার অধিকার জন্মে না।

উল্লিখিত নৈমিত্তিক লক্ষণ নির্দেশ করিয়া, তর্কবাচস্পতি মহাশয় যে আপত্তি দর্শাইয়াছেন, তাহা কার্য্যকারক নহে। যথা,

“প্রথম পক্ষ সম্ভব নহে, কারণ কার্য্যমাত্রই কাবণসাধ্য, স্মৃতবাৎ সকল কার্য্যই নৈমিত্তিক হইয়া পড়ে। এবং তাঁহাব অভিমত নিত্য বিবাহও দানাদিসাধ্য, স্মৃতবাৎ নিমিত্তাধীন হইতেছে, এজন্য উক্তাবও নৈমিত্তিকই ঘটিয়া উঠে।”

তর্কবাচস্পতি মহাশয় ধর্ম্মশাস্ত্র নির্দিষ্ট নিমিত্ত ও নৈমিত্তিক শব্দের প্রকৃত অর্থ অবগত নহেন, এজন্য দৈদৃশ্য অকিঞ্চিৎকর আপত্তি উপাখ্যন

কবিয়াছেন। সামান্যতঃ, নিমিত্তশব্দ কাবণবাচী ও নৈমিত্তিকশব্দ কার্য্যবাচী বটে। যথা,

উদেতি পূর্ব্বং কুসুমং ততঃ ফলং

ঘনোদয়ঃ প্রাক্ তদনন্তরং পয়ঃ ।

নিমিত্তনৈমিত্তিকয়োৱয়ং বিধি-

স্তব প্রসাদস্য পুরস্ত সম্পদঃ (৬৫) ॥

প্রথম পুষ্প উৎপন্ন হয়, তৎপরে ফল জন্মে ; প্রথম মেঘের উদয় হয়, তৎপরে বৃষ্টি হয় , নিমিত্ত ও নৈমিত্তিকের এই ব্যবস্থা , বিস্তৃত্তোমার প্রসাদের অগ্রেই ফললাভ হয় ।

এস্থলে নিমিত্ত শব্দ কারণবাচী ও নৈমিত্তিক শব্দ কার্য্যবাচী। কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্র নির্দিষ্ট নিমিত্ত ও নৈমিত্তিক শব্দ পারিভাষিক, কারণার্থবাচক ও কার্য্যার্থবাচক সামান্য নিমিত্ত ও নৈমিত্তিক শব্দ নহে। পুত্রাদিব সংস্কারকালে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিতে হয়, পুরুষব্যাপার ও শাস্ত্রোক্ত ইতিকর্তব্যতা প্রভৃতি দ্বারা আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ নিষ্পন্ন হয় ; এজন্য আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ পুরুষব্যাপার প্রভৃতি কাবণসাধ্য হইতেছে। কিন্তু পুরুষব্যাপার প্রভৃতি, আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধেব নিষ্পাদক কারণ হইলেও, উহার নিমিত্ত বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে না, পুত্রাদিব সংস্কার উহাব নিমিত্ত, , অর্থাৎ পুত্রাদির সংস্কার উপস্থিত না হইলে, তাহাতে অধিকাবজন্মে না, স্মৃতবাং, পুত্রাদির সংস্কার আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধরূপ কার্য্যে অধিকারবিধায়ক হেতুবিশেষ ও নিমিত্তশব্দবাচ্য হইতেছে, এবং এই পুত্রাদিব সংস্কাররূপ নিমিত্তেব অধীন বলিয়া, অর্থাৎ তাদৃশ নিমিত্ত ব্যতিরেকে তাহাতে অধিকার জন্মে না এজন্য, আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ নৈমিত্তিক কার্য্য। অতএব “কার্য্যমাত্রই কাবণসাধ্য, স্মৃতবাং সকল কার্য্যই নৈমিত্তিক হইয়া পড়ে,” এ কথা প্রাণিধান পূর্ব্বক বলা হয় নাই। আর, আমাব অভিমত নিত্য বিবাহও দানাদিসাধ্য,

সুতরাং উহারও নৈমিত্তিকত্ব ঘটনা উঠে, এ কথাও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর । দানাদি বিবাহের নিষ্পাদক কারণ বটে, কিন্তু বিবাহের নিমিত্ত হইতে পারে না, কারণ, দানাদি বিবাহে অধিকারবিধায়ক হেতু নহে ; সুতরাং, উহার নিমিত্তশব্দবাচ্য হইতে পারে না । যদি উহা নিমিত্তশব্দবাচ্য না হইল, তবে আমার অভিমত নিত্য বিবাহের নৈমিত্তিকত্ব ঘটনার সম্ভাবনা কি ।

কিন্তু, “নিমিত্তনিশ্চয়েব অব্যবহিত উত্তরকালে বাহ্য কৰিতে হয়, তাহাকে নৈমিত্তিক বলে,” তর্কবাচস্পতি মহাশয় এই যে দ্বিতীয় লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা নৈমিত্তিকের সাধারণ লক্ষণ হইতে পারে না । নৈমিত্তিক দ্বিবিধ নিববকাশ ও সাবকাশ । বাহ্যতে অবকাশ থাকে না, অর্থাৎ কালবিলম্ব চলে না, নিমিত্ত ঘটিলেই বাহার অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহাকে নিববকাশ নৈমিত্তিক বলে ; যেমন গ্রহণশ্রাদ্ধ । নিমিত্তযুক্ত কালে নৈমিত্তিক কার্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়, সুতরাং যত ক্ষণ গ্রহণ থাকে, সেই সময়েই গ্রহণনিমিত্তক শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করা আবশ্যিক, গ্রহণ অতীত হইয়া গেলে, আর নিমিত্তযুক্ত কাল পাওয়া যায় না, এজন্য আব সে শ্রাদ্ধ করিবার অধিকার থাকে না, গ্রহণ অধিক ক্ষণ স্থায়ী নহে ; এজন্য, গ্রহণ উপস্থিত হইবা মাত্র, শ্রাদ্ধের আবশ্য করিতে হয়, সুতরাং গ্রহণশ্রাদ্ধে অবকাশ থাকে না, এজন্য, গ্রহণশ্রাদ্ধ নিববকাশ নৈমিত্তিক । আব, বাহ্যতে অবকাশ থাকে, অর্থাৎ বিশিষ্ট কাণ বশতঃ কালবিলম্ব চলে, নিমিত্তঘটনার অব্যবহিত পাবেই, বাহার অনুষ্ঠানের ঐকান্তিকী আবশ্যকতা নাই, তাহাকে সাবকাশ নৈমিত্তিক বলে, যেমন, স্ত্রীর বক্ষ্যাত্তনবন্ধন বিবাহ । স্ত্রীর বক্ষ্যাত্তনবন্ধন নিমিত্তযুক্ত কালে এই বিবাহ করিতে হয়, স্ত্রীর বক্ষ্যাত্তন, গ্রহণকণ নিমিত্তের ন্যায়, সহসা অতীত হইয়া যাইবেক, সে আশঙ্কা নাই, এজন্য, বিশিষ্ট কাণ বশতঃ বিলম্ব হইলেও, এ বিষয়ে নিমিত্তযুক্ত কালের অসম্ভাব ঘটে না, সুতরাং ইহাতে

অবকাশ থাকে, এজন্য, স্ত্রীর বন্ধ্যাত্বনিবন্ধন বিবাহ সাবকাশ নৈমিত্তিক। অতএব, “নিমিত্তনিশ্চয়ের অব্যবহিত উত্তরকালে যাঁহা করিতে হয়, তাঁহাকে নৈমিত্তিক বলে,” ইহা নিরবকাশ নৈমিত্তিকের লক্ষণ; কারণ, নিরবকাশ নৈমিত্তিকেই কালবিলম্ব চলে না। যথা,

কালেঃনন্যগতিং নিত্যাং কুর্য্যাত্তৈমিত্তিকীং ক্রিয়াম্(৬৬)।

যে সকল নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম অনন্যগতি, অর্থাৎ কালান্তবে যাহাদের অনুষ্ঠান চলে না, নিমিত্তঘটনার অব্যবহিত উত্তরকালেই তাহাদের অনুষ্ঠান করিবেক।

কুর্য্যাত্ প্রাত্যহিকং কর্ম্ম প্রযত্নেন মলিন্মুচে ।

নৈমিত্তিকঞ্চ কুর্দীত সাবকাশং ন যদ্ববেৎ (৬৭) ॥

প্রত্যহ যে সকল কর্ম্ম করিতে হয়, এবং যে সকল নৈমিত্তিক সাবকাশ নহে, মলমাসেও যত্ন পূর্ব্বক তাহাদের অনুষ্ঠান করিবেক।

নৈমিত্তিক সাবকাশ ও নিরবকাশ ভেদে দ্বিবিধ, বোধ হয়, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের সে বোধ নাই, এজন্য, নিরবকাশ নৈমিত্তিকের লক্ষণকে নৈমিত্তিকমাত্রের লক্ষণ স্থির করিয়া রাখিয়াছেন।

উল্লিখিত লক্ষণ নির্দেশ করিয়া, তর্কবাচস্পতি মহাশয় সর্ব্বপ্রথম এই আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন,

“তন্মতে দ্বিতীয় বিধি অনুযায়ী বিবাহ নিত্য বিবাহ; এই নিত্য বিবাহও নৈমিত্তিক হইয়া পড়ে, কারণ, যেমন অশৌচ প্রভৃতি মরণনিশ্চয়জ্ঞানের অধীন, সেইরূপ এই নিত্য বিবাহও পূর্ব্ব-পত্নীর মরণনিশ্চয়জ্ঞানের অধীন”।

ইহার তাৎপর্য্য এই, পত্নীর মরণনিশ্চয় ব্যতিবেকে, পুরুষ দ্বিতীয় বিধি অনুযায়ী বিবাহে অধিকারী হইবে না; এজন্য, এই বিবাহে পত্নীমরণের নিমিত্ততা আছে, সুতরাং উহা নৈমিত্তিক হইয়া পড়ে, এবং তাহা হইলেই, আমার অভিमत নিত্যত্বের ব্যাঘাত হইল। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, প্রথম পুস্তকে

(৬৬) মলমাসতৎস্বত কাঠকগৃহ্য । (৬৭) মলমাসতৎস্বত বৃহস্পতিবচন ।

“দ্বিতীয় বিধি অনুযায়ী বিবাহও নিত্য বিবাহ ; তাহা না করিলে
আশ্রমভ্রংশ নিবন্ধন পাঁচকণ্ডে হইতে হয় ” (৬৮) ।

এইরূপে প্রথমতঃ এই বিবাহের নিত্যত্ব নির্দেশ করিয়া, পরিশেষে
এই বিবাহের নৈমিত্তিকত্ব স্বীকার করিয়াছি । যথা,

“স্ত্রীবিয়োগরূপ নিমিত্ত বশতঃ কবিতো হব, এজন্য এই বিবাহের
নৈমিত্তিকত্বও আছে” (৬৮) ।

কলকথা এই, স্ত্রীবিয়োগনিবন্ধন বিবাহ কেবল নিত্য অথবা কেবল
নৈমিত্তিক নহে, উহা নিত্যনৈমিত্তিক । লজ্জনে দোষশ্রুতিরূপ হেতু
বশতঃ, এই বিবাহের নিত্যত্ব আছে, আর, স্ত্রীবিয়োগরূপ নিমিত্ত
বশতঃ কবিতো হব, এজন্য নৈমিত্তিকত্বও আছে । এইরূপ উভয়ধৰ্ম্মা-
ক্রান্ত হওয়াতে, এই বিবাহ নিত্যনৈমিত্তিক বলিয়া পরিগণিত হওয়া
উচিত । আমি, প্রথমে এই বিবাহকে নিত্য বিবাহ বলিয়া নির্দেশ
করিয়া, টীকায উহার নৈমিত্তিকত্ব স্বীকার করিয়াছি । কিন্তু, যখন উহার
নিত্যত্ব ও নৈমিত্তিকত্ব উভয়ই আছে, তখন উহাকে কেবল নিত্য
বলিয়া পরিগণিত না করিয়া, নিত্যনৈমিত্তিক বলিয়া পরিগণিত
করাই আবশ্যিক । এতদনুসারে, বিবাহ নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ভেদে
ত্রিবিধ বলিয়া নির্দিষ্ট না হইয়া, বিবাহ নিত্য, নৈমিত্তিক, নিত্য-
নৈমিত্তিক, কাম্য ভেদে চতুর্বিধ বলিয়া পরিগণিত হওয়াই উচিত ও
আবশ্যিক । সে যাহা হউক, তর্কবাচস্পতি মহাশয়, উপেক্ষা বশতঃ,
অথবা অনবধান বশতঃ, আমার লিখনে দৃষ্টিপাত না করিয়াই, এই
আপত্তি করিয়াছেন, তাহা ব সন্দেহ নাই ।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের দ্বিতীয় আপত্তি এই,—

“কিঞ্চ তস্মৈ তৃত্য বিধি অনুযায়ী বিবাহ নৈমিত্তিক বিবাহ,
এই নৈমিত্তিক বিবাহেরও নৈমিত্তিকত্ব ঘটতে পাবে না ; কারণ

বিবাহে শুদ্ধ কালের এবং অষ্ট বর্ষাদি কালের প্রতীকার আবশ্য-
কতা বশতঃ, নিমিত্তনিশ্চয়ের অব্যবহিত উত্তরকালে তাহার
অনুষ্ঠান ঘটতেছে না।

পূর্বে দর্শিত হইয়াছে, নৈমিত্তিক দ্বিবিধ সাবকাশ ও নিরবকাশ ।
সাবকাশ নৈমিত্তিকে কালপ্রতীক্ষা চলে, নিরবকাশ নৈমিত্তিকে কাল-
প্রতীক্ষা চলে না, তৃতীয় বিধি অনুযায়ী বিবাহ সাবকাশ নৈমিত্তিক ;
উহাতে কালপ্রতীক্ষা চলিতে পারে । এজন্য, বন্ধ্যাত্ম প্রভৃতি নিমিত্ত
নিশ্চয়ের অব্যবহিত উত্তরকালে অনুষ্ঠান না ঘটিলও, উহার
নৈমিত্তিকত্বের ব্যাঘাত ঘটতে পারে না । তর্কবাচস্পতি মহাশয়,
সাবকাশ নৈমিত্তিকে নিরবকাশ নৈমিত্তিকের লক্ষণ ঘটাইবার চেষ্টা
করিয়া, নৈমিত্তিক বিবাহেব নৈমিত্তিকত্ব খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের তৃতীয় আপত্তি এই,—

“অপবক্শ, ‘নৈমিত্তিক কর্ণ যখনই ঘটবেক, তখনই তাহার
অনুষ্ঠান করিবেক, তাহাতে কালকাল বিবেচনা নাই।’ এই
শাস্ত্র অনুসারে, লুপ্তসংবৎসর মলমাস শুক্রান্ত প্রভৃতি কালেও
তৃতীয় বিধি অনুযায়ী নৈমিত্তিক বিবাহেব কর্তব্যতা ঘটয়া উঠে ।
জ্যেষ্ঠ প্রভৃতি নৈমিত্তিক কর্ণে অশৌচাদিব ও শুদ্ধ কালের
প্রতীক্ষা কবিতে হব না, ইহা সর্বসম্মত ; তদনুসারে তদভিমত
নৈমিত্তিক বিবাহস্থলেও অশৌচাদির ও শুদ্ধ কালের প্রতীক্ষা
কবিবার আবশ্যকতা থাকিতে পারে না ।”

তর্কবাচস্পতি মহাশয়েব এ আপত্তিও অকিঞ্চিৎকর, কারণ উক্ত বচন
নিরবকাশ নৈমিত্তিকবিষয়ক, নিরবকাশ নৈমিত্তিকেই কালকাল বিবে-
চনা নাই । তৃতীয় বিধি অনুযায়ী বিবাহ সাবকাশ নৈমিত্তিক । সাবকাশ
নৈমিত্তিকে কালকাল বিবেচনার সম্পূর্ণ আবশ্যকতা আছে । তর্কবাচ-
স্পতি মহাশয়, সাবকাশ নৈমিত্তিকে নিরবকাশ নৈমিত্তিকবিষয়িণী
ব্যবস্থা ঘটাইবার চেষ্টা পাইয়া, অনাভিজ্ঞতা প্রদর্শনমাত্র করিয়াছেন ।

অপবধ,

“জাতেক্তি প্রভৃতি নৈমিত্তিক কর্মে অশৌচাদিবা ও শুদ্ধ কালেব
প্রতীক্ষা কবিত হব না, ইহা সৰ্বসম্মত ।”

তৰ্কবাচস্পতি মহাশযেব এই ব্যবস্থা সৰ্বাংশে সঙ্গত নহে । জাতেক্তি
মলমাসাদি অশুদ্ধ কালেও অনুষ্ঠিত হইতে পারে , সূত্রাং, তাহাতে
শুদ্ধ কালেব প্রতীক্ষা কবিত হব না, তদীয় ব্যবস্থাৰ এ অংশ সৰ্বসম্মত
বটে । কিন্তু জাতেক্তি অশৌচান্তেব প্রতীক্ষা কবিত হব না, অথাৎ
অশৌচকালেও উহাব অনুষ্ঠান হইতে পারে , এ ব্যবস্থা তিনি কোথায়
পাইলেন, বলিতে পারি না । পুত্র জন্মিলে জাতেক্তি ও জাতকৰ্ম্ম
কবিবাব এবং জাতকৰ্ম্মেব পর বালককে স্তন্য পান করাইবাব বিধি
আছে । কিন্তু জাতেক্তি কবিত যত সময় লাগে, তত ক্ষণ স্তন্য পান
কৰিতে না দিলে, বালকেব প্রাণবিয়োগ অবধারিত , এজন্য, অগ্রে
স্বপ্নকালসাধ্য জাতকৰ্ম্ম নাত্র কবিয়া, বালককে স্তন্য পান কবায় ,
পৰে, অশৌচান্তে জাতেক্তি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । এই ব্যবস্থাই সৰ্ব-
সম্মত বলিবা অঙ্গীকৃত । তৰ্কবাচস্পতি মহাশয, বুদ্ধিবলে, অশ্রুতপূৰ্ব্ব
সৰ্বসম্মত ব্যবস্থা বহিস্কৃত কৰিয়াছেন । অশৌচকালেও জাতেক্তি
অনুষ্ঠিত হইতে পাবে, ইহা বে সম্পূর্ণ অব্যবস্থা, সে বিষয়ে প্রমাণ
প্রদৰ্শনেব প্রয়োজন নাই, তথাপি, তাঁহাব প্রীত্যৰ্থে জাতেক্তি
সংক্রান্ত আধিকবণদ্বয় উদ্ধৃত হইতেছে,—

“অষ্টাদশম্

জন্মানন্তরমেবেক্তির্জাতকৰ্ম্মণি বা ক্বতে ।

নিমিত্তানন্তরং কার্য্যং নৈমিত্তিকমতোহুযিমঃ ॥ ১ ॥

জাতকৰ্ম্মণি নিবৃত্তে স্তন্যপ্রাশনদৰ্শনাৎ ।

প্রাগেবেচৌ কুমারস্ত বিপত্তেৰুজ্জমস্ত না ॥ ২ ॥

পুত্রজন্মনো বৈশ্বানরেষ্টিনিমিত্তহাৎ নৈমিত্তিকস্ত কালবিলম্বা-
যোগাৎ জন্মানন্তবমেবেষ্টিরিত্তি চেৎ মৈবৎ স্তনপ্রাশনং তাবৎ
জাতকৰ্ম্মানন্তরং বিহিতং যদি জাতকৰ্ম্মণঃ প্ৰাগেব বৈশ্বানরেষ্টি-
কিপ্যেত তদা স্তনপ্রাশনস্তাত্ত্বিকবিলম্বনাৎ পুত্রো বিপদোত তথা
সতি পুত্ৰাদিকমিস্তিকলং কস্ত স্তাৎ তস্মান্ন জন্মানন্তবং কিঞ্চ
জাতকৰ্ম্মণ উদ্ধং সেক্টিঃ’ (৬৯) ।

অষ্টাদশ অধিকরণ

পুত্রজন্মকপ নিমিত্ত বশতঃ, টৈবশ্বানব মাংগ অৰ্থাৎ জাতেষ্টি নবিত্তে
হব, নৈমিত্তিকেব অনুষ্ঠানে কালবিলম্ব চলে না, অতএব জন্মেব
পর ক্ষণেই জাতেষ্টি কবা উচিত, একপ বলিও না, কাবণ, জাত-
কৰ্ম্মেব পর স্তন্য পান কৰাটীয়াৰ বিধি আছে, যদি জাতকৰ্ম্মেৰ পূৰ্বে
জাতেষ্টিৰ ব্যবস্থা কৰ, তাহা হইলে স্তন্য পানেব বিলম্বনিবন্ধন,
বালকেব আণবিস্যোগ ঘটে, বালকেব আণবিস্যোগ ঘটিলে, মাগেৰ
কলভাগী বে হটবেক । অতএব, জন্মেব পর ক্ষণেই না করিয়া,
জাতকৰ্ম্মেৰ পর জাতেষ্টি কবা আবশ্যিক ।

“একোনবিংশম্

জাতকৰ্ম্মানন্তরং স্মাদাশৌচাপগমেঃথবা ।

নিমিত্তসন্নিধেৰাদ্যঃ কৰ্ত্ত্বুঃ শুদ্ধার্থমুত্তরঃ ॥ ১ ॥

যত্ৰাপি জাতকৰ্ম্মানন্তবমেব তদনুষ্ঠানে নিমিত্তভূতং জন্ম সন্নি-
হিতং ভবতি তথাপ্যশুচিনাপিত্ৰা অনুষ্ঠীয়মানমঙ্গং বিকলং ভবেৎ
জাতকৰ্ম্মণি তু বিপত্তিপৰিহাৰায় তাৎকালিকী শুদ্ধিঃ শাস্ত্ৰেণৈব
দৰ্শিতা মুখাসন্নিধেববশ্চ বাধিতহাৎ শুদ্ধিলক্ষণাঙ্গবৈকল্যং বাব-
যিতুমাসৌচাদৃদ্ধাৰ্ম্মিৎ কৰ্ম্মাৎ’ (৭০) ।

উনবিংশ অধিকরণ

যদিও, জাতকৰ্ম্মেব পর ক্ষণেই, জাতেষ্টিৰ অনুষ্ঠান কৰিলে
পুত্রজন্মকপ নিমিত্ত সন্নিহিত হব, কিন্তু পিতা অম্বচি অবস্থায় মাগেৰ

অনুষ্ঠান করিলে, তাহার ক্ষাস্ত হইতে পারে না । বালকের প্রাণ-
বিয়োগরূপ অনিষ্ট নিবারাণের নিমিত্ত, শাস্ত্রকারেরা জাতকর্ম্ম স্থলে
পিতার তাত্‌কালিক শুদ্ধি ব্যবস্থা করিয়াছেন । নিমিত্তসিদ্ধি কালে
অনুষ্ঠান কোনও মতে চলিতে পারে না ; অতএব জাতকর্ম্মের পর না
করিয়া, কার্য্যসিদ্ধির নিদানভূত শুদ্ধির অনুরোধে, অশৌচান্তে
জাতেষ্টির অনুষ্ঠান করিবেক ।

শবরস্বামীও, এইরূপ বিচার কবিয়া, অশৌচান্তে পূর্ণিমা অথবা
অমাবস্যাতে জাতেষ্টির অনুষ্ঠান করিবেক, এই সিদ্ধান্ত কবিয়াছেন ।
যথা,

তস্মাদতীতে দশাহে পৌর্ণমাস্তামমাবাস্তায়াং বা
কুর্য্যাৎ (৭০) ।

অতএব দশাহ অতীত হইলে পূর্ণিমা অথবা অমাবস্যাতে করিবেক ।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের চতুর্থ আপত্তি এই ;—

“আর, “স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে অষ্টম বর্ষে, মৃতপুত্রা হইলে দশম
বর্ষে, কন্যামাত্রপ্রসবিনী হইলে একাদশ বর্ষে ।” ইত্যাদি দ্বারা
মনু প্রভৃতি, অষ্টবর্ষাদি কাল প্রতীক্ষা বলিয়া, বিবাহের
নৈমিত্তিকত্ব খণ্ডন করিয়াছেন ।”

এই অশ্রুতপূর্ব্ব সিদ্ধান্ত নিতান্ত কোতুককর । যে বচনে মনু
নৈমিত্তিক বিবাহের বিধি দিয়াছেন, ঐ বচনে মনু বিবাহের
নৈমিত্তিকত্ব খণ্ডন কবিয়াছেন, ইহা বলা অসম্পাণ্ডিত্যের কর্ম্ম নহে ।
তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের অভিপ্রায় এই, নিমিত্তনিশ্চয়ের অব্যবহিত
পরেই যে কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, তাহাই নৈমিত্তিক । কিন্তু মনু
বন্ধ্যাত্ত প্রভৃতি নিশ্চয়ের পূর্বে অষ্টবর্ষাদি কাল প্রতীক্ষা করিয়া
বিবাহ করিবার বিধি দিয়াছেন, সুতরাং, ঐ বিবাহ নিমিত্তনিশ্চয়ের
অব্যবহিত পরেই অনুষ্ঠিত হইতেছে না ; এজন্য, উহার নৈমিত্তিকত্ব

যটিতে পারে না । এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে যদিই মনু, বক্ষ্যাত্ত্ব প্রভৃতি নিশ্চয়ের পর, বিবাহ বিষয়ে অষ্টবর্গাদি কালপ্রতীকার বিধি দিয়া থাকেন, তাহা হইলেই বক্ষ্যাত্ত্ব প্রভৃতি নিমিত্ত নিবন্ধন বিবাহের নৈমিত্তিকত্ব নিরস্ত হইবেক কেন । পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, ঈদৃশ বিবাহ সাবকাশ নৈমিত্তিক, বিশিষ্ট কারণ বশতঃ, সাবকাশ নৈমিত্তিকে কাল প্রতীক্ষা চলে, স্মৃতবাং, নিমিত্তঘটনাব অব্যবহিত পরেই, উহার অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা নাই । যদি ইহা স্থির সিদ্ধান্ত হইত, নৈমিত্তিক কর্ম্ম মাত্রে কোনও মতে কাল প্রতীক্ষা চলে না, নিমিত্ত নিশ্চয়ের অব্যবহিত উক্তব কালেই তত্তৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়, তদ্ব্যতিরেকে, ঐ সকল কর্ম্ম কদাচ নৈমিত্তিক বলিয়া পবিগৃহীত হইতে পারে না, তাহা হইলেই, ঐ বচন দ্বারা উক্ত বিবাহের নৈমিত্তিকত্ব নিবাকৃত হইতে পারিত ।

কিঞ্চ, তর্কবাচস্পতি মহাশয় ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়ী নহেন, স্মৃতবাং ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্মগ্রহে অসমর্থ ; সমর্থ হইলে, মনু বক্ষ্যাত্ত্ব প্রভৃতি অবধারণের পব অষ্টবর্গাদি কাল প্রতীক্ষা করিয়া বিবাহ কবিবার বিধি দিয়াছেন, একপ অসাব ও অসঙ্গত কথা তদীয় লেখনী হইতে নির্গত হইত না । শাস্ত্রকারেরা বিধি দিয়াছেন স্ত্রী বক্ষ্যাত্ত্ব। যুতপুত্র বা কন্যামাত্রপ্রসবিনী হইলে, পুরুষ পুনরায় বিবাহ কবিবেক । স্মৃতবাং, বক্ষ্যাত্ত্ব প্রভৃতি অবধাবিত না হইলে, পুরুষ এই বিধি অনুসাবে বিবাহে অধিকারী হইতে পারে না । কিন্তু বক্ষ্যাত্ত্ব প্রভৃতি অবধারণের সহজ উপায় নাই । সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, কিছু কাল স্ত্রীলোকের সন্তান না হইয়া, অধিক বয়সে সন্তান জন্মিয়াছে, উপ-র্যুপরি স্ত্রীলোকের কতকগুলি সন্তান মরিয়া, পবে সন্তান জন্মিয়া রক্ষা পাইয়াছে, ক্রমাগত, স্ত্রীলোকের কতকগুলি কন্যাসন্তান জন্মিয়া, পরে পুত্রসন্তান জন্মিয়াছে । এ অবস্থায়, স্ত্রী বক্ষ্যাত্ত্ব, যুতপুত্র বা কন্যামাত্রপ্রসবিনী বলিয়া অবধারণ করা সহজ ব্যাপার নহে । রজো-

নিবৃত্তি না হইলে, স্ত্রীলোকের সম্ভানসম্ভাবনা নিবৃত্ত হইয়া না। অতএব, যাবৎ রজোনিবৃত্তি না হয়, তাবৎ স্ত্রী বক্ষ্যা, মৃতপুত্রা বা কন্যামাত্র-প্রসবিনী বলিয়া পরিগৃহীত হওয়া অসম্ভব। কিন্তু স্ত্রীর রজোনিবৃত্তি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে গেলে, পুরুষের বয়স অতীত হইয়া যাব ; সে বয়সে দারপরিগ্রহ করিলে, সম্ভানোৎপত্তির সম্ভাবনা থাকা সন্দেহস্থল। এক্ষণে নিকপায় স্থলে, মনু ব্যবস্থা করিয়াছেন, প্রথম ঋতুদর্শন দিবস হইতে আট বৎসর যে স্ত্রীলোকের সম্ভান না জন্মিবেক, তাহাকে বক্ষ্যা, দশ বৎসর যে স্ত্রীলোকের সম্ভান হইয়া মরিয়া বাইবেক, তাহাকে মৃত-পুত্রা, আর এগার বৎসর যে স্ত্রীলোকের কেবল কন্যাসম্ভান জন্মিবেক, তাহাকে কন্যামাত্রপ্রসবিনী বোধ করিতে হইবেক, এবং তখন পুরুষের পুত্রকামনায় পুনরায় দারপরিগ্রহ কবিবার অধিকার জন্মিবেক। নতুবা, বক্ষ্যাত্ব প্রভৃতি অবধাবণের পর আট বৎসর, দশ বৎসর, এগার বৎসর প্রতীক্ষা কবিয়া বিবাহ কবিবেক, মনুবচনের এক্ষণ অর্থ নহে। আব, যদি মনুবচনের ঐরূপ অর্থই তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের নিতান্ত অভিমত হইয়া থাকে, তাহা হইলে, কোন সময়ে ও কি উপায়ে বক্ষ্যাত্ব প্রভৃতি অবধাবিত হইবেক, এ বিষয়ের মীমাংসা কবিয়া দেওয়া সর্বতোভাবে উচিত ছিল, কারণ, বক্ষ্যাত্ব প্রভৃতি অবধাবিত হইলেই, অবধাবণের দিবস হইতে অষ্টবর্ষাদি কালের গণনা আবশ্য হইতে পারে, তদ্ব্যতিরিক্ত তাদৃশ কালগণনা কোনও মতে সম্ভবিত্তে পাবে না। লোকে ব্যবস্থা অনুসারে চলিতে পারে, এক্ষণ পথ না করিয়া, ব্যবস্থা দেওয়া ব্যবস্থাপকের কর্তব্য নহে।

তর্কবাচস্পতি মহাশয় শূলাস্তুরে নির্দেশ কবিয়াছেন, —

“বিজ্ঞানাগবেণ নিত্যনৈমিত্তিককাম্যভেদেন বিবাহত্ৰৈবিধ্যং
বদতিহিতং তৎ কিং মহাদিশাস্ত্রোপলব্ধং উত স্বপ্নোপলব্ধং
অথ স্বপ্নেনুপ্রতিভাসলব্ধং বা তত্র

নিতং নৈমিত্তিকং কাম্যং ত্রিবিধং স্তানমিষাতে

ইতি স্তানম্ যথা ত্রৈবিধ্যপ্রতিপাদকশাস্ত্রমূপনভাতে এবং শাস্ত্রোপলভ্যভাবান্নাঃ ন চ তথা শাস্ত্রং দৃশ্যতে ন বা তেনাপুপ-
লকম্ । গ্রন্থী ভবতি পণ্ডিত ইত্যুক্তিমুস্ত্যত সংস্কৃতপাঠশালাতো
গহীতশকটভারপুস্তকেনাপি তেন যদি কিঞ্চিৎ প্রমাণমদ্রক্ষ্যত
তদা নিরদেক্ষ্যত ন চ নিরদেশি । নাপি তত্র কশ্চিৎ সন্দর্ভস্ত
সম্মতিবন্তি । অতঃ প্রমাণোপত্ৰাসমন্তবেণ তদ্বচনমাত্রৈ বিশ্বাস-
ভাজঃ সংস্কৃতানভিজ্ঞজনান্ প্রত্যেব তদ্রোভতে নতু প্রমাণপব-
ত্ত্বান্ তাস্ত্রিকান্ প্রতি (৭১) । ”

বিদ্যাসাগর নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য ভেদে বিবাহের যে ত্রৈবিধ্য
ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা কি মনুপ্রভৃতিপ্রণীত ধর্মশাস্ত্র দেখিয়া
করিয়াছেন, না স্বপ্নে পাইয়াছেন, অথবা আপন বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত
করিয়াছেন । তন্মধ্যে, “স্তান ত্রিবিধ নিগ, নৈমিত্তিক, কাম্য”
স্তানের যেমন ত্রৈবিধ্যপ্রতিপাদক এই শাস্ত্র দৃষ্ট হইতেছে, সেকপ
শাস্ত্র নাই, স্মৃতবাং ঐ ব্যবস্থা শাস্ত্রানুগামিনী নহে ; সেকপ শাস্ত্র
দৃষ্ট হইতেছে না, এবং তিনিও পান নাই । “গ্রন্থী ভবতি পণ্ডিতঃ”
যাকার অনেক গ্রন্থ আছে সে পণ্ডিতগদবাচ্য, এই উক্তিই অনুসরণ
করিয়া, তিনি সংস্কৃতপাঠশালা হইতে এক গাড়ী পুস্তক লইয়া
নিয়াছেন ; তাহাতেও যদি কিছু প্রমাণ দেখিতে পাইতেন, তাহা
হইলে তাহা নির্দেশ করিতেন, কিন্তু নির্দেশ করেন নাই । এ বিষয়ে
কোন গ্রন্থেরও সম্মতি দেখিতে পাওয়া যায় না । অতএব প্রমাণ
প্রদর্শন ব্যতিরেকে অবলম্বিত ঐ ত্রৈবিধ্যব্যবস্থা তদীয় বাবে
বিশ্বাসকারী সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিকটেই শোভা পাইবেক,
প্রমাণপবত্ত্ব তাস্ত্রিকদিগের নিকটে নহে ।

এ বিষয়ে বলব্য এই যে, আমি মনুপ্রভৃতিপ্রণীত শাস্ত্র অবলম্বন
করিয়া, বিবাহের ত্রৈবিধ্য ব্যবস্থা করিয়াছি, ঐ ব্যবস্থা স্বপ্নে প্রাপ্ত
অথবা বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত নহে । তর্কবাচস্পতি মহাশয় যে মীমাংসা
করিয়াছেন, তদনুসারে বিবাহমাত্রই কাম্য, স্মৃতবাং বিবাহের কাম্যত্ব

অংশে তাঁহাব কোনও আপত্তি নাই; কেবল, বিবাহের নিত্যত্ব ও নৈমিত্তিকত্ব অংশেই তিনি আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। ইতিপূর্বে যে সকল শাস্ত্র প্রদর্শিত হইয়াছে, আমার বোধে, তদ্বারা বিবাহের নিত্যত্ব ও নৈমিত্তিকত্ব নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং, বিবাহের নিত্যত্ব ও নৈমিত্তিকত্ব ব্যবস্থা শাস্ত্রানুযায়িনী নহে, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের এই নির্দেশ কোনও মতে সঙ্গত হইতেছে না।

কিঞ্চ,

“স্নান ত্রিবিধ, নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য।” স্নানের যেমন

ত্রিবিধ্য প্রতিপাদক এই শাস্ত্র দৃষ্ট হইতেছে, সেকপ শাস্ত্র নাই।”

তর্কবাচস্পতি মহাশয় ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়ী হইলে, কখনও একপ নির্দেশ করিতে পারিতেন না। কর্ম্মবিশেষ নিত্য, নৈমিত্তিক বা কাম্য; কোনও কোনও স্থলে বচনে একপ নির্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অনেক স্থলে সেকপ নির্দেশ নাই, অথচ, সে সকল স্থলে, তত্তৎ কর্ম্ম নিত্য বা নৈমিত্তিক বা কাম্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। বচনে নিত্যত্ব প্রভৃতির নির্দেশ না থাকিলে, কর্ম্ম সকল নিত্য প্রভৃতি বলিয়া পরিগণিত হইবেক না, এ কথা বলা যাইতে পারে না। সঙ্খ্যাবন্দন নিত্য কর্ম্ম বলিয়া পরিগৃহীত; কিন্তু বচনে নিত্য বলিয়া নির্দেশ নাই। একোদ্দিক্ত শ্রাদ্ধ নিত্য ও নৈমিত্তিক বলিয়া পরিগণিত, কিন্তু বচনে নিত্য ও নৈমিত্তিক বলিয়া নির্দেশ নাই। একাদশীর উপবাস নিত্য ও কাম্য বলিয়া ব্যবস্থাপিত, কিন্তু বচনে নিত্য ও কাম্য বলিয়া নির্দেশ নাই। যে যে হেতুতে কর্ম্ম সকল নিত্য, নৈমিত্তিক বা কাম্য বলিয়া ব্যবস্থাপিত হইবেক, শাস্ত্রকাবেদ্য তৎসমুদয় বিশিষ্টরূপে দর্শাইয়া গিয়াছেন, তদনুসারে সর্বত্র নিত্যত্ব প্রভৃতি ব্যবস্থাপিত হইয়া থাকে। স্নান, দান, জ্ঞানকর্ম্ম, নান্দ্যশ্রাদ্ধ প্রভৃতি কতিপয় স্থলে বচনে যে নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য একপ নির্দেশ আছে, তাহা বাহুল্যমাত্র, তাহা না থাকিলেও, তত্তৎ কর্ম্মের নিত্যত্ব প্রভৃতি

নিরূপণ পূর্বোজ্জ্বলিত সাধারণ নিয়ম দ্বারা হইতে পারিত । বচনে নির্দেশ না থাকিলে, যদি নিত্যত্ব প্রভৃতি ব্যবস্থাপিত হইতে না পারে, তাহা হইলে সন্ধ্যাবন্দন, একোদ্দিক্ট শ্রাদ্ধ, একাদশীর উপবাস, ইত্যাদির নিত্যত্ব প্রভৃতি ব্যবস্থাপিত হইতে পারে না । বচনে নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য একরূপ নির্দেশ থাকুক, বা না থাকুক, বিধিবাক্যে নিত্যশব্দপ্রয়োগ, লক্ষ্যনে দোষশ্রুতি প্রভৃতি হেতু থাকিলে, সেই বিধি অনুযায়ী কর্ম নিত্য বলিয়া পরিগণিত হইবেক, বিধিবাক্যে কলশ্রুতি থাকিলে, সেই বিধি অনুযায়ী কর্ম কাম্য বলিয়া পরিগণিত হইবেক, বিধিবাক্যে নিমিত্ত বশতঃ যে কর্মের অনুষ্ঠান অনুমত হইবেক, তাহা নৈমিত্তিক বলিয়া পরিগণিত হইবেক । অতএব বচনে নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ইত্যাদি শব্দে নির্দেশ না থাকিলে, বৈধ কর্মের নিত্যত্ব প্রভৃতি সিদ্ধ হয় না, ইহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর কথা ।

অপিচ,

“এ বিষয়ে কোনও গ্রন্থেবও সম্মতি দেখিতে পাওয়া যায় না ।”

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের এই নির্দেশ অনতিজ্ঞতাব পরিচায়ক মাত্র । নিত্যাংগেব নিত্যত্ব বিবয়ে অতি প্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রন্থেব সম্মতি লক্ষিত হইতেছে । যথা,

“রতিপুত্রধর্মার্থত্বেন বিবাহত্রিবিধঃ তত্র পুত্রার্থে দ্বিবিধঃ
নিত্যঃ কাম্যশ্চ তত্র নিত্যে প্রজ্ঞার্থে সর্বণঃ শ্রোত্রিয়ো বরঃ
ইত্যনেন সর্বণা মুখ্যা দর্শিতা (৭২) ।”

বিবাহ ত্রিবিধ বত্যর্থ, পুত্রার্থ ও ধর্মার্থ ; তন্মধ্যে পুত্রার্থ বিবাহ দ্বিবিধ নিত্য ও কাম্য, তন্মধ্যে নিত্য পুত্রার্থ বিবাহে সর্বণা কন্যা মুখ্যা, ইহা “সর্বণঃ শ্রোত্রিয়ো বরঃ” এই বচন দ্বারা দর্শিত হইয়াছে ।

এস্থলে বিজ্ঞানেশ্বর অসম্বন্ধি বাক্যে বিবাহের নিত্যত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন । অতএব, তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে অগত্যা স্বীকার করিতে

হইতেছে, বিবাহের নিত্যত্বব্যবস্থা বিষয়ে অন্ততঃ মিতাক্ষরানামক গ্রন্থেব সম্মতি আছে । কোঁতুকর বিষয় এই, তিনি মিতাক্ষর উপবি উদ্ধৃত অংশের

“রতিপুত্রধর্মার্থভেন বিবাহস্ত্রিবিধঃ” ।

বিবাহ ত্রিবিধ রত্যর্থ, পুত্রার্থ ও ধর্মার্থ ।

এই প্রথম বাক্যটি বিবাহের কাম্যাদ্ভ্যুৎপাদনপ্রকরণে প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন (৭৩), কিন্তু উহাব অব্যবহিত পরবর্তী

“তত্র পুত্রার্থো দ্বিবিধঃ নিত্যঃ কাম্যশ্চ” ।

উন্মাদ্য পুত্রার্থ বিবাহ দ্বিবিধ নিত্য ও কাম্য ।

এই বাক্যে, নিত্য কাম্য ভেদে বিবাহ দ্বিবিধ, এই যে নির্দেশ আছে, অনুগ্রহ করিয়া দিব্য চক্ষু তাহা নিরীক্ষণ করেন নাই ।

বিবাহের নৈমিত্তিকত্ব বিষয়েও প্রসিদ্ধ গ্রন্থেব সম্মতি দৃষ্ট হইতেছে । যথা,

“অধিবেদনং ভাষ্যাস্তবপরিগ্রহঃ অধিবেদননিমিত্তাহপি স এবাহ

সুরাপী ব্যাধিতা মূর্ত্তা বন্ধগর্ভস্থাপ্রিয়ংবদা ।

স্ত্রীপ্রসূচ্চাধিবেত্তব্য পুরুষদ্বৈনিগী তথোতি ॥ (৭৪) ।

পুষ্টিপরিণীতা স্ত্রীর জীবদশায় পুনরায় দারপরিগ্রহের নাম অধিবেদন । যে সকল নিমিত্ত বশতঃ অধিবেদন করিতে পারে, যাজ্ঞবল্ক্য তৎসমুদযেব নির্দেশ করিয়াছেন । যথা, স্ত্রী সুরাপায়িনী, চিববোগিণী, ব্যতিচারিণী, বন্ধ্যা, অর্গনাশিনী, অপ্রিয়বাদিনী, কন্যামাত্রপ্রসবিনী, ও পতিষেধিণী হইলে, পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবেক ।

(৭৩ এতৎ সর্গদশমসকায় বিজ্ঞানেশ্বরেণ মিতাক্ষরায়ামাচার্যাধ্যায়ে রতিপুত্রধর্মার্থভেন বিবাহস্ত্রিবিধ ইত্যুক্তম্ । বহুবিবাহবাদ, ১০ পৃষ্ঠা ।

এই সকল অনুধাবন করিয়া বিজ্ঞানেশ্বর, মিতাক্ষরার আচার্যাধ্যায়ে, “রতিপুত্রধর্মার্থভেন বিবাহস্ত্রিবিধঃ” এই কথা বলিয়াছেন ।

(৭৪) পরাশরভাষা, দ্বিতীয় অধ্যায় ।

“অধিবেদনং দ্বিবিধং ধর্মার্থং কামার্থঞ্চ তত্র পুত্রোৎপত্ত্যাদি-
ধর্মার্থে পূর্বোক্তানি মজ্জপত্নাদৌনি নিমিত্তানি কামার্থে তু ন
তাত্ত্বপোক্ষিতানি (৭৫) । ”

“দ্বিবিধং হৃদ্যিবেদনং ধর্মার্থং কামার্থঞ্চ তত্র পুত্রোৎপত্ত্যাদি-
ধর্মার্থে প্রাপ্তকৃত্তানি মজ্জপত্নাদৌনি নিমিত্তানি কামার্থে তু ন তাত্ত্ব-
পোক্ষিতানি (৭৬) । ”

অধিবেদন দ্বিবিধ ধর্মার্থ ও কামার্থ ; তাহাব মধ্যে পুত্রোৎপত্তি
প্রভৃতি ধর্মার্থ অধিবেদনে পূর্বোক্ত সুরাপানাদিরূপ নিমিত্ত ঘটনা
আবশ্যক ; কামার্থ বিবাহে সে সকলের অপেক্ষা করিতে হয় না ।

“এতন্নিমিত্তাভাবে নাধিবেদ্যব্যত্যাং আপত্তম্ :

ধর্মপ্রজ্ঞাসম্পাদ্যে দাবে নাত্যাং বুঝীত (৭৭) । ”

আপত্তম্ কহিয়াছেন, এই সকল নিমিত্ত না ঘটিলে অধিবেদন
করিতে পারিবেক না ; যথা, যে ক্ষীর সহযোগে ধর্মকার্য ও পুত্র-
লাভ সম্পন্ন হয়, তৎসঙ্গে অন্য ক্ষী বিবাহ করিবেক না ,

এক্ষণে

১। “যে সকল নিমিত্ত বশতঃ অধিবেদন করিতে পাবে।”

২। “ধর্মার্থ অধিবেদনে পূর্বোক্ত সুরাপানাদিরূপ নিমিত্ত ঘটনা
আবশ্যক” ।

৩। “এই সকল নিমিত্ত না ঘটিলে অধিবেদন করিতে পারিবেক না” ।
ইত্যাদি লিখন দ্বারা, স্ত্রীর বন্ধ্যাহ প্রভৃতি নিমিত্ত বশতঃ কৃত
বিবাহের নৈমিত্তিকত্ব বিষয়ে পবাসবভাব্য, বীৰমিত্রোদয় ও চতুর্বিংশতি-
শ্লুতিব্যাখ্যা এই সকল গ্রন্থের সম্মতি আছে কি না, তাহা সর্কশাস্ত্র-
বেত্তা তর্কবাচস্পতি মহোদয় বিবেচনা কবিয়া দেখিবেন ।

অপবক,

“অতএব প্রমাণপ্রদর্শন ব্যতিবেকে অবলম্বিত ঐ ত্রৈবিধ্যব্যবস্থা
তদীয় বাক্যে বিশ্বাসকারী সংস্কৃতানতিষ্ঠ ব্যক্তিদেব নিকটেই
শোভা পাইবেক, প্রমাণপরতন্ত্র তান্ত্রিকদিগেব নিকটে নহে” ।

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, পূর্বে যে রূপ দর্শিত হইয়াছে, তদনুসারে বিবাহের ত্রৈবিধ্যব্যবস্থা প্রমাণ প্রদর্শন পূর্বক, অথবা প্রমাণ প্রদর্শন ব্যতিবেকে, অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা সকলে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন । তর্কবাচস্পতি মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আমার অবলম্বিত ব্যবস্থা তান্ত্রিকদিগের নিকটে শোভা পাইবেক না । কিন্তু, আমার সামান্য বিবেচনায়, তান্ত্রিক মাত্রেই ঐ ব্যবস্থা অগ্রাহ্য করিবেন, একপা বোধ হয় না, তবে বাঁহারা তাঁহার মত ঘোর তান্ত্রিক, তাঁহাদের নিকটে উহা গ্রাহ্য হইবেক, একপা প্রত্যাশা করিতে পারা যায় না ।

বিবাহের নিত্যত্ব ও নৈমিত্তিকত্ব খণ্ডন করিয়া, তর্কবাচস্পতি মহাশয় প্রকরণের উপসংহার করিতেছেন,

“ইন্দ্ৰং বিবাহস্থ কেবলনিত্যত্বং কেবলনৈমিত্তিকত্বঞ্চ ত্রৈবিধ্য-
বিভাজ্যকোপাধিতয়া তেন যৎ প্রমাণমন্তরেণৈব কল্পিতং তৎ
প্রতিক্ষিপ্তং তচ্চ দ্বিশকটপুস্তকভারাহরণেন উপদেশসহস্রানুসর-
ণেন বা তেন সমাধেবন্ (৭৮) ।”

এইরূপে বিদ্যাভাগব, প্রমাণ ব্যতিরেকেই, ত্রৈবিধ্যবিভাজক উপাধি স্বরূপে, যে বিবাহের কেবলনিত্যত্ব ও কেবলনৈমিত্তিকত্ব কল্পনা করিয়াছেন, তাহা খণ্ডিত হইল । এক্ষণে তিনি, দুই গাড়ী পুস্তক আহরণ অথবা সহস্র উপদেশ গ্রহণ করিয়া, তাহার সমাধান করুন ।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়, দয়া করিয়া, আমায় যে এই উপদেশ দিয়াছেন, তজ্জন্তু তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি । আমি তাঁহার মত সর্বজ্ঞ নহি ; সুতরাং, পুস্তকবিরহিত ও উপদেশনিরপেক্ষ হইয়া, বিচারকার্য্য নির্বাহ করিতে পারি, আমার একপা সাহস বা একপা অভিমান নাই । বস্তুতঃ, তাঁহার উত্থাপিত আপত্তি সমাধানের নিমিত্ত, - আমায় বহু পুস্তক দর্শন ও সংশয়স্থলে উপদেশ গ্রহণ করিতে হইয়াছে । তিনি আত্মীয়তাবাবে ঈদৃশ উপদেশ প্রদান না

করিলেও, আমায় তদনুরূপ কার্য্য করিতে হইত, তাহার সন্দেহ নাই । তর্কবাচস্পতি মহাশয় সবিশেষ অবগত ছিলেন, এজন্য পূর্বে নির্দেশ করিয়াছেন, আমি সংস্কৃতপাঠশালা হইতে এক গাড়ী পুস্তক আহরণ করিয়াছি (৭৯) । কিন্তু, দেখ, তিনি কেমন সবল, কেমন পরহিতৈষী ; এক গাড়ী পুস্তক পর্য্যাপ্ত হইবেক না, যেমন বুঝিতে পারিয়াছেন, অমনি দুই গাড়ী পুস্তক আহরণের উপদেশ দিয়াছেন । কিন্তু, দুর্ভাগ্য বশতঃ, আমি যে সকল পুস্তক আহরণ করিয়াছি, আমার আশঙ্কা হইতেছে, তাহা দুই গাড়ী পূর্ণ হইবেক না ; বোধ হয়, অথবা বোধ হয় কেন, একপ্রকার নিশ্চয়ই, কিছু ন্যূন হইবেক ; সুতরাং সম্পূর্ণ ভাবে তদীয তাদশ নিকৃষ্ট উপদেশ পালন করা হয় নাই ; এজন্য, আমি অতিশয় চিন্তিত, দুঃখিত, লজ্জিত, কুণ্ঠিত ও শঙ্কিত হইতেছি । দয়াময় তর্কবাচস্পতি মহাশয়, যেরূপ দয়া করিয়া, আমায় ঐ উপদেশ দিয়াছেন, যেন সেইরূপ দয়া করিয়া, আমার এই অপরাধ মার্জন্য করেন । আব, এস্থলে ইহাও নির্দেশ করা আবশ্যিক, যদিও তদীয় উপদেশের এ অংশে আমার কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইয়াছে ; কিন্তু অপর অংশে, অর্থাৎ তাঁহার উত্থাপিত আপত্তি সমাধান বিষয়ে, যত্ন ও পরিশ্রমের ত্রুটি কবি নাই । সুতরাং সে বিষয়ে মহানুভাব তর্কবাচস্পতি মহোদয় আমায় নিতান্ত অপরাধী করিতে পারিবেন, এরূপ বোধ হয় না ।

(৭৯) গ্রন্থি ভবতি পণ্ডিত ইত্যুক্তিমনুষ্য সংস্কৃতপাঠশালাতো গৃহীত-
শকটভাবপুস্তকেন । বহুবিবাহবাদ, ১৩ পৃষ্ঠা ।

যাহার অনেক গ্রন্থ আছে সে পণ্ডিতপদবাচ্য, এই উক্তি অনুসরণ
করিয়া, সংস্কৃতপাঠশালা হইতে এক গাড়ী পুস্তক লইয়া গিয়াছেন ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

শ্রীযুত তাবানান্থ তর্কবাচস্পতি সিদ্ধান্ত কবিয়াছেন,

“ইচ্ছায়া নিরকুশল্যচ্চ যাবদিচ্ছৎ তাবদ্বিবাহস্তোচ্যতত্বাৎ (১) ।”

ইচ্ছার নিয়ামক নাই, অতএব যত ইচ্ছা বিবাহ ববা উচিত ।

এই ব্যবস্থাব অথবা উপদেশবাক্যের সৃষ্টিকর্তা তর্কবাচস্পতি মহা-
শয়কে ধন্যবাদ দিতেছি, এবং আশীর্বাদ কবিতেছি, তিনি চিরজীবী
হউন এবং এইরূপ সদ্যবস্থা ও সুদুপদেশ দ্বারা স্বদেশীয়দিগের
সদাচাবশিক্ষা ও জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন বিষয়ে সহায়তা করিতে থাকুন ।
তাঁহার মত সূক্ষ্ম বুদ্ধি, অগাধ বিদ্যা ও অদ্ভুত সাহস ব্যতিরেকে,
এরূপ অভূতপূর্ব ব্যবস্থাব উদ্ভব কদাচ সম্ভব নহে । তদপেক্ষা
নূনবুদ্ধি, নূনবিত্ত, নূনসাহস ব্যক্তিব, “যত ইচ্ছা বিবাহ করা
উচিত,” কদাচ ঈদৃশ ব্যবস্থা দিতে সাহস হয় না, তাদৃশ ব্যক্তি,
অত্যন্ত সাহসী হইলে, “যত ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারে,” কথঞ্চিৎ
এরূপ ব্যবস্থা দিতে পাবেন । যাহা হউক, তিনি যে ব্যবস্থা দিয়াছেন,
তাহা কত দূর সঙ্গত, তাহার আলোচনা করা আবশ্যিক ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে প্রতিপাদিত হইয়াছে, নিত্য, নৈমিত্তিক, নিত্য-
নৈমিত্তিক ও কাম্য ভেদে বিবাহ চতুর্বিধ । ব্রহ্মচর্য্য সমাধানের পব,
গুরুগৃহ হইতে স্বগৃহ প্রত্যাগমন পূর্ব্বক, যে বিবাহ কবিবাব বিধি
আছে, তাহা নিত্য বিবাহ । যথা,

গুরুগানুমতঃ স্নাত্তা সমাবর্তন্তে যথাবিধি ।

উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সর্বাণাং লক্ষণাবিতাম্ ॥৩৪॥ (২)

দ্বিজ, গুরুর অনুজ্ঞাভাস্তে, যথাবিধানে স্নান ও সমাবর্তন
করিয়া, সঙ্গাভীয়া স্ত্রীলক্ষণা ভার্য্যাব পাণিগ্রহণ করিবেক ।

পূরূপরিণীতা স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি নিমিত্ত বশতঃ, তাহার জীব-
দ্দশায় পুনরায় যে বিবাহ করিবার বিধি আছে, তাহা নৈমিত্তিক
বিধি । যথা,

সুরাপী ব্যাধিতা ধূর্তা বন্ধ্যার্থস্থ্যাপ্রিয়ং বদা ।

স্ত্রীপ্রসূচাধিবেত্তব্য। পুরুষদেহিণী তথা ॥ ১।৭৩। (৩) ॥”

যদি স্ত্রী সুরাপাশিণী, চিরব্যাধিণী, ব্যভিচারিণী, বন্ধ্যার্থ-
নাশিনী, অপ্রেমবাদিনী, কন্যামাত্রপ্রসবিনী ও পতিদেহিণী হয়,
তৎ সন্তে অধিবেদন, অর্থাৎ পুনরায় দাবপরিগ্রহ, করিবেক ।

পুত্রলাভ ও ধর্মকার্যসাধন গৃহস্থাশ্রমের প্রধান উদ্দেশ্য, পুত্র-
লাভ ব্যতিবেকে পিতৃধনের পবিশোধ হয় না; যজ্ঞাদি ধর্মকার্য
ব্যতিবেকে দেবধনের পরিশোধ হয় না। স্ত্রী বন্ধ্যাত্ব, ব্যভিচারিণী,
সুরাপায়িনী প্রভৃতি হইলে, গৃহস্থাশ্রমের দুই প্রধান উদ্দেশ্য সম্পন্ন
হয় না; এজন্ত, শাস্ত্রকাবোনা পূরূপরিণীতা স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি
নিমিত্ত ঘটিলে, তাহার জীবদ্দশায় পুনরায় দাবপরিগ্রহের বিধি
দিয়াছেন। গৃহস্থাশ্রম সম্পাদন করলে, যত বার নিমিত্ত ঘটবেক,
তত বার বিবাহ করিবার অধিকার ও আবশ্যিকতা আছে। যথা,

অপুত্রঃ সন্ পুনর্দারান্ পরিণীয় ততঃ পুনঃ ।

পরিণীয় সমুৎপাদ্য নোচেদা পুত্রদর্শনাৎ ।

বিরক্তশেদ্বনং গচ্ছেৎ সন্ন্যাসং বা সমাশ্রয়েৎ (৪) ॥

প্রথমপরিণীতা স্ত্রীতে পুত্র না জন্মিলে, পুনরায় বিবাহ
করিবেক, তাহাতেও পুত্র না জন্মিলে, পুনরায় বিবাহ করিবেক,
এইরূপে, যাবৎ পুত্রলাভ না হয়, তাবৎ বিবাহ করিবেক, আর,
এই অবস্থায় যদি বৈরাগ্য জন্মে, বনগমন অথবা সন্ন্যাস অবলম্বন
করিবেক ।

শাস্ত্রকাবোনা, যাবৎ নিমিত্ত ঘটবেক তাবৎ বিবাহ করিবেক, এইরূপ

(৩) বাজবল্ক্যসংহিতা । (৪) বীরনিরোদয় ও বিধানপারিজাতদ্রুত স্মৃতি ।

বিধি প্রদান করিয়া, নির্মিত না ঘটিল পূৰ্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায় পুনরায় বিবাহ করিতে পার্যবেক না, এইরূপ নিবেদ্যও প্রদর্শন করিয়াছেন । যথা,

ধর্মপ্রজামস্পন্নে দারে নান্যাং কুবর্জিত । ২।৫।১২। (৫)

যে স্ত্রীর সহযোগে ধর্মবার্হ্য ও পুত্রলাভ সম্পন্ন হয়, তৎসত্ত্বে অন্য স্ত্রী বিবাহ করবেক না ।

এই শাস্ত্র অনুসারে, পুত্রলাভ ও ধর্মকার্য্য সম্পন্ন হইলে, পূৰ্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায় পুনরায় দাবপরিগ্রহে পুরুষের অধিকার নাই । পূৰ্বপরিণীতা স্ত্রীর মৃত্যু হইলে, গৃহস্থ ব্যক্তির পুনরায় দারপরিগ্রহ আবশ্যিক, এজন্ত, শাস্ত্রকাবেবা তাদৃশ স্থলে পুনরায় যে বিবাহ করিবার বিধি দিয়াছেন, তাহা নিত্যনৈমিত্তিক বিবাহ । যথা,

ভাষ্যারৈ পূর্বমারিণ্যৈ দত্ত্বান্নৈনন্ত্যকর্ম্মণি ।

পুনদারক্রিয়াং কুর্যাৎ পুনরাধানমেব চ ॥ ৫।১৬৮। (৬)

পূর্বমৃত স্ত্রীর যথাবিধি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিৰ্ব্বাহ করিয়া, পুনরায় দাবপরিগ্রহ ও পুনরায় অগ্ন্যাধান করবেক ।

এইরূপে শাস্ত্রকাবেবা, গৃহস্থাশ্রমেব প্রধান দুই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত, নিত্য, নৈমিত্তিক, নিত্যনৈমিত্তিক এই ত্রিবিধ বিবাহের বিধি প্রদর্শন করিয়া, রতিকামনার পূৰ্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায় পুনরায় বিবাহপ্ররত্ত ব্যক্তির পক্ষে যে অসবর্ণবিবাহের বিধি প্রদান করিয়াছেন, তাহা কাণ্ড বিবাহ । যথা,

সবর্ণাণ্ণে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি ।

কামতন্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ সূত্রঃ ক্রমশোহবরাঃ । ৩।১২। (৭)

দ্বিজাতিদিগেব প্রথম বিবাহে সবর্ণা কন্যা বিহিতা, কিন্তু যাহারা

কাম বশতঃ বিবাহে প্রবৃত্ত হয়, তাহারাই অনুলোম ক্রমে অসবর্ণা
বিবাহ করিবেক ।

রতিকামনায় অসবর্ণাবিবাহে প্রবৃত্ত হইলে, পূর্বপরিণীতা সর্বর্ণ স্ত্রীর
সম্মতিগ্রহণ আবশ্যক । যথা,

একামুৎক্রম্য কামার্থমন্যাং লব্ধুং য ইচ্ছতি ।

সমর্থস্তোষয়িত্বার্থঃ পূর্বোঢ়ামপরাং বহেৎ (৮) ॥

যে ব্যক্তি স্ত্রী সম্বন্ধে কাম বশতঃ পুনরায় বিবাহ কবিতে ইচ্ছা
করে, সে সমর্থ হইলে, অর্থ দ্বারা পূর্বপরিণীতা স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করিয়া,
অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবেক ।

শাস্ত্রকারেরা কামুক পুরুষের পক্ষে অসবর্ণাবিবাহের বিধি দিয়াছেন বটে,
কিন্তু সেই সঙ্গে পূর্ব স্ত্রীর সম্মতিগ্রহণরূপ নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া, কাম্য
বিবাহের পথ একপ্রকার রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, বলিতে হইবেক ;
কারণ, হিতাহিতবোধ ও সদমদ্বিবেচনাশক্তি আছে, এরূপ কোনও
স্ট্রীলোক, অর্থলোভে, চিব কালের জন্ত, অপদস্থ হইতে ও সপত্নীষন্ত্রণা-
রূপ নরকভোগ কবিতে সম্মত হইতে পারে, সম্ভব বোধ হয় না ।

বিবাহনিষয়ক বিধি সকল প্রদর্শিত হইল । ইহা দ্বারা স্পষ্ট
প্রতীতমান হইতেছে, গৃহস্থাশ্রমের উদ্দেশ্য লাভনের নিমিত্ত, গৃহস্থ
ব্যক্তির পক্ষে দারপরিগ্রহ নিতান্ত আবশ্যক । যনু কহিয়াছেন,

অপত্যং ধর্মকার্য্যাণি শুশ্রূষা রতিরুভয়া ।

দারাদীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৃণামাত্মনশ্চ হ ॥ ৯ । ২৮ । (৯)

পুত্রোৎপাদন, ধর্মকার্য্যের অনুষ্ঠান, শুশ্রূষা, উত্তম বতি এবং
পিতৃলোকের ও আপনার স্বর্গলাভ এই সমস্ত স্ত্রীর অধীন ।

প্রথমবিবাহিতা স্ত্রীর দ্বারা এই সকল সম্পন্ন হইলে, তাহার জীবদ্দশায়
পুনরায় বিবাহ করা শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রেত নহে । এজন্ত, আপস্তম্ব

(৮) স্মৃতিচন্দ্রিকা পরাশরভাষ্য মদনপারিজাত প্রভৃতি দৃত দেবলবচন ।

(৯) মনুসংহিতা ।

তাদৃশ স্থলে স্পষ্ট বাক্যে বিবাহের নিষেধ করিয়া গিয়াছেন । স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ত্ব প্রভৃতি দোষ বশতঃ পুত্রোৎপাদনের অথবা ধর্মকার্যানুষ্ঠানের ব্যাঘাত ঘটিলে, শাস্ত্রকারেরা তাদৃশ স্ত্রীর জীবদ্দশায় পুনরায় দার-পরিগ্রহের বিধি দিয়াছেন । পুত্রোৎপাদনের নিমিত্ত, যত বার আব-শ্যক, বিবাহ করিবেক, অর্থাৎ প্রথমপরিণীতা স্ত্রী পুত্রবতী না হইলে, তৎ সন্ত্বে বিবাহ করিবেক, এবং দ্বিতীয়পরিণীতা স্ত্রী পুত্রবতী না হইলে, পুনরায় বিবাহ করিবেক, এইরূপে, যাবৎ পুত্রলাভ না হয়, তাবৎ বিবাহ করিবেক । আর, যদি প্রথমপরিণীতা স্ত্রীর সহযোগে কোনও ব্যক্তির রতিকামনা পূর্ণ না হয়, সে রতিকামনা পূর্ণ করিবাব নিমিত্ত, পূর্বপরিণীতা সর্বগা স্ত্রীর সম্মতি গ্রহণ পূর্বক, অসবর্ণা বিবাহ করিবেক । অতএব, পূর্বপরিণীতা স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ত্ব প্রভৃতি নিমিত্ত বশতঃ, অথবা উৎকট রতিকামনা বশতঃ, গৃহস্থ ব্যক্তির বহু বিবাহ সম্ভব, এই দুই কারণ ব্যতিরেকে, একাধিক বিবাহ শাস্ত্রানুসারে কোনও ক্রমে সম্ভবিত্তে পাবে না । উক্ত প্রকারে বহু বিবাহ সম্ভব হওয়াতে, কোনও কোনও ঋষিবাক্যে এক ব্যক্তির বহু বিবাহেব উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । যথা,

অগ্নিশিষ্টাদিশু শ্রাব্যং বহুভার্য্যঃ সর্বগয়া ।

কারয়েত্তদ্বহুত্বং চেজ্জ্যেষ্ঠয়া গর্হিতা ন চেৎ (১০) ॥

যাহার অনেক ভার্য্যা থাক, সে ব্যক্তি অগ্নিশিষ্টাদি অর্থাৎ অগ্নি-তোদ্রাদি যজ্ঞানুষ্ঠান, ও শিষ্টশুশ্রূষা অর্থাৎ অতিথি অভ্যাগত প্রভৃ-তির পরিচর্যা সর্বগা স্ত্রী সমভিব্যাহারে সম্পন্ন করিবেক, আর, যদি সর্বগা বহু ভার্য্যা থাক, জ্যেষ্ঠা সমভিব্যাহারে সম্পন্ন করিবেক, যদি সে ধর্ম্মদার্থো অযোগ্যতাপ্রতিপাদক দোষে আক্রান্ত না হয় ।

এই রূপে, যে যে স্থলে বহুভার্য্যাবিবাহের উল্লেখ দৃষ্ট হইবেক, পূর্ব-পরিণীতা স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ত্ব প্রভৃতি নিমিত্ত অথবা উৎকট রতিকামনা ঐ বহুভার্য্যাবিবাহেব নিদান বলিয়া বুঝিতে হইবেক । বস্তুতঃ, যখন

পূর্সপরিণীতা স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ম প্রভৃতি নিমিত্ত ঘটিলে, তাহার জীবদ্দশায় পুনরায় সর্বণা বিবাহেব বিধি দৃষ্ট হইতেছে, যখন তাদৃশ নিমিত্ত না ঘটিলে, সর্বণা বিবাহের স্পষ্ট নিষেধ লক্ষিত হইতেছে, এবং যখন উৎকট রতিকামনার বশবর্তী হইয়া, পূর্সপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায় পুনরায় বিবাহ করিতে উদ্বৃত্ত হইলে, কেবল অসর্বণা বিবাহেব বিধি প্রদত্ত হইবাছে, তখন যদৃচ্ছাক্রমে যত ইচ্ছা সর্বণা বিবাহ কবা শাস্ত্র-দ্বারদিগেব অনুমোদিত কার্য্য, ইহা প্রতিপন্ন হওয়া অসম্ভব। অতএব, “ইচ্ছাব নিয়ামক নাই, যত ইচ্ছা বিবাহ করা উচিত,” তর্কবাচ-স্পতি মহাশয়েব এই সিদ্ধান্ত কত দূব শাস্ত্রানুমত বা স্ত্রাবানুগত, তাহা সকলে বিবেচনা কবিয়া দেখিবেন। তদীব সিদ্ধান্ত অনুসাবে, বিবাহ কবা পুরুষের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন, অর্থাৎ ইচ্ছা হয় বিবাহ করিবেক, ইচ্ছা না হয় বিবাহ করিবেক না, অথবা যত ইচ্ছা বিবাহ করিবেক। কিন্তু, পূর্স প্রতিপাদিত হইবাছে, চতুর্বিব বিবাহেব মধ্যে নিত্য, নৈমিত্তিক, নিত্যনৈমিত্তিক এই ত্রিবিধ বিবাহ পুরুষের ইচ্ছাধীন নহে, শাস্ত্রকাবোব অবশ্যকর্তব্য বলিয়া তত্তৎ বিবাহেব স্পষ্ট বিধি প্রদান কবিয়াছেন, এই ত্রিবিধ বিবাহ না করিলে, গৃহস্থ ব্যক্তিকে প্রত্যবারগ্রস্ত হইতে হয়। তবে, রতিকামনা পূর্ণ কবিবাব নিমিত্ত, পূর্সপরিণীতা স্ত্রীর সম্মতি গ্রহণ পূর্সক, যে অসর্বণা বিবাহ করিবাব বিধি আছে, কেবল ঐ বিবাহ পুরুষের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন, অর্থাৎ ইচ্ছা হইলে তাদৃশ বিবাহ করিবেক, ইচ্ছা না হইলে তাদৃশ বিবাহ করিবেক না, তাদৃশ বিবাহ না করিলে, প্রত্যবারগ্রস্ত হইতে হইবেক না। অতএব, বিবাহ যাত্রই পুরুষের ইচ্ছাধীন, ইহা নিতান্ত অকিঞ্চিংকর কথা। আর, বিবাহ বিষয়ে ইচ্ছার নিয়ামক নাই, ইহা অপেক্ষা অসার ও উপহাসকর কথা আর কিছুই হইতে পারে না। পুজলাভ ও ধর্ম্মকার্য্য সম্পন্ন হইলে, পূর্সদর্শিত আপস্তম্ববচন দ্বারা পূর্সপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায় পুনরায় সর্বণা বিবাহ

এক বারে নিষিদ্ধ হইয়াছে; সুতরাং, সে অবস্থায় ইচ্ছা অনুসারে পুনরায় বিবাহ করিবার অধিকার নাই। তবে, রতিকামনাস্থলে অসবর্ণাবিবাহ পুরুষের ইচ্ছার অধীন বটে; কিন্তু সে ইচ্ছারও নিয়ামক নাই একরূপ নহে; কারণ, পূর্বপরিণীতা স্ত্রী সম্মত না হইলে, কেবল পুরুষের ইচ্ছায় তাদৃশ বিবাহ হইতে পাবে না। অতএব বিবাহবিষয়ে পুরুষ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রেচ্ছ, যত ইচ্ছা হইবেক, তত বিবাহ করা উচিত, ঈদৃশ অদৃষ্টের অশ্রুতপূর্ব ব্যবস্থা তর্কবাচস্পতি মহাশয় ভিন্ন অত্র পণ্ডিতমহাশয় ব্যক্তির মুখ বা লেখনী হইতে নির্গত হইতে পারে, একরূপ বোধ হয় না। প্রথমতঃ, তর্কবাচস্পতি মহাশয় শাস্ত্র বিষয়ে বহুদর্শী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ধর্মশাস্ত্রে তাঁহার তাদৃশ অধিকার নাই, দ্বিতীয়তঃ, তিনি স্থিরবুদ্ধি লোক নহেন, তৃতীয়তঃ, ক্রোধে অন্ধ হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি অতিশয় কলুষিত হইয়া রহিয়াছে। এই সমস্ত কারণে, বিবাহবিষয়ক বিধিবাক্যসমূহের অর্থনির্ণয় ও তাৎপর্যাগ্রহ করিতে না পারিবা, এবং কোনও কোনও স্থলে, বহু জায়া, বহু ভাৰ্য্যা, অথবা ভাৰ্য্যাশব্দের বহুবচনে প্রয়োগ দেখিয়া, ইচ্ছাধীন বহু সবাণী বিবাহ সম্পূর্ণ শাস্ত্রসিদ্ধ ব্যবহার ও উচিত কর্ম বলিয়া ব্যবস্থা প্রচাৰ করিয়াছেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

অতঃপর, তর্কবাচস্পতি মহাশয়, যদৃচ্ছাপ্রসূত বহুবিবাহের প্রামাণ্য সংস্থাপনের নিমিত্ত, যে সকল প্রমাণ প্রদর্শন করিবারে, তৎসমুদয় ক্রমে উল্লিখিত ও আলোচিত হইতেছে ।

“তস্মাদেকো বহুবীর্বিন্দতে ইতি শ্রুতিঃ,

তস্মাদেকস্য বহুভ্যা জায়া ভবন্তি নৈকম্যৈ বহবঃ

সহ পত্যঃ ইতি শ্রুতিঃ,

ভার্য্যাঃ কার্য্যাঃ সজা তীয়াঃ সর্বেষাং শ্রেয়সাঃ স্মারিতি

“দায়ভাগসূত্রপৈগীনিস্মৃতিশ্চ বিবাহক্রিয়াকর্ম্মগতসংখ্যাবিশেষ-
বহুং খ্যাপযন্তী একস্তানেকবিবাহং প্রতিপাদয়তি (১১) ।”

“অতএব এক ব্যক্তি বহু ভার্য্যা বিবাহ করিতে পারে ।” এই শ্রুতি, “অতএব এক ব্যক্তির বহু ভার্য্যা হইতে পারে, এক স্ত্রীর সহ অর্থাৎ এক সঙ্গে বহু পতি হইতে পারে না ।” এই শ্রুতি, এবং “দক্ষাতীয়া ভার্য্যা সকলের পক্ষে মুখ্য কল্প ।” দায়ভাগসূত্র এই পৈগীনিস্মৃতি দ্বারা (১২) বিবাহক্রিয়ার কর্ম্মভূত ভার্য্যা প্রতিপাদ বহুবচনসম্ভাব বশতঃ, এক ব্যক্তির অনেক বিবাহ প্রতিপন্ন হইতেছে” ।

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, এক ব্যক্তির অনেক বিবাহ হইতে পারে, ইহা কেহই অস্বীকার করেন না । পূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে, স্ত্রী বন্ধ্যাত্ত্ব প্রভৃতি নিমিত্ত বশতঃ, এক ব্যক্তির বহু সর্বাণী বিবাহ সম্ভব ,

(১১) বহুবিবাহবাদ, ২০ পৃষ্ঠা ।

(১২) তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের উল্লিখিত এই স্মৃতিবাক্য পৈগীনিস্মির বচন নহে, দায়ভাগে শব্দ্য ও লিখিতের বচন বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে । তিনি পৈগীনিস্মির বচন বলিয়া সর্বত্র নির্দেশ করিয়াছেন, এজন্য আমাকেও ঐ আভিহুলক নির্দেশের অনুসরণ করিতে হইল ।

আব, উৎকট রতিকামনা পূর্ণ কবিবার নিমিত্ত, পুরুষ পূৰ্ণপৰিণীতা
সবর্ণা ভাৰ্য্যার জীবদ্দশায়, তদীয় মৃত্যুতঃ ক্রমে, অসবর্ণা ভাৰ্য্যা বিবাহ
কৰিতে পাবে, ইহা দ্বারাও এক ব্যক্তির বহুভাৰ্য্যাবিবাহ সম্ভব ।
অতএব, তৰ্কবাচস্পতি মহাশয়েৰ অবলম্বিত বেদবাক্যদ্বয়ে যে বহু
বিবাহের উল্লেখ আছে, তাহা ধৰ্ম্মশাস্ত্রোক্ত বন্ধ্যাত্ত্বপ্রভৃতিনিমিত্ত-
নিবন্ধন, অথবা উৎকটরতিকামনামূলক, তাহাব কোনও সংশয় নাই ।
উল্লিখিত বেদবাক্যদ্বয়ে সামান্যাকারে এক ব্যক্তির বহুভাৰ্য্যাপৰিগ্রহ
সম্ভব, এতন্মাত্র নির্দেশ আছে ; কিন্তু ধৰ্ম্মশাস্ত্র প্রবর্তক ঋষিবা, নিমিত্ত
নির্দেশ পূৰ্ব্বক, এক ব্যক্তির বহুভাৰ্য্যাপৰিগ্রহের বিধি দিয়াছেন ।
অতএব, বেদবাক্যনির্দিষ্ট বহুভাৰ্য্যাপৰিগ্রহ ও ঋষিবাক্যব্যবস্থাপিত
বহুভাৰ্য্যাপৰিগ্রহ একবিষয়ক, বেদে এক ব্যক্তির বহুভাৰ্য্যাপৰিগ্রহের
যে উল্লেখ আছে, ধৰ্ম্মশাস্ত্রে পূৰ্ণপৰিণীতা স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ত্ব প্রভৃতি নিমিত্ত
নির্দেশ পূৰ্ব্বক, ঐ বহুভাৰ্য্যাপৰিগ্রহের স্থল সকল ব্যবস্থাপিত
হইয়াছে । বেদবাক্যেৰ এই তাৎপর্য্যব্যাখ্যা কেবল আমাৰ কপোন-
কম্পিত অথবা লোক বিমোহনার্থে বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত অভিনব
তাৎপর্য্যব্যাখ্যা নহে । পূৰ্ব্বতন গ্রন্থকর্তারা এই দুই বেদবাক্যেৰ
উক্তবিধ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা কবিতা গিয়াছেন । যথা,

“অথাবিবেদনম্ । তদুক্তমৈতবেদব্রাহ্মণে

তস্মাদেকস্ত বহুৈয়া জায়া ভবন্তি নৈকনৈস্য বহবঃ সহ
পত্যয় ইতি ।

সহশব্দসামর্থ্যাৎ ক্রমেণ পত্যস্তবৎ ভবতীতি গম্যতে অতএব

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ ।

পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে ॥

ইতি মনুনা স্ত্রীণামপি পত্যস্তরং স্বর্ষাতে । ক্রতাস্তরমপি

তস্মাদেকো বহুবীর্জায়া বিন্দত ইতি ।

মিথিতান্তাহ যাজ্ঞবল্ক্যঃ

সুরাপী ব্যাধিতা ধূর্তা বন্ধুপার্থঘ্যাপ্রিয়ংবদা ।

স্ত্রীপ্রশূচাধিবেত্তব্য পুরুষদ্বৈষণী তথ্যেতি ॥

মনুরপি

মদ্যপাসত্যব্রতা চ প্রতিকূলা চ যা ভবেৎ ।

ব্যাধিতা বাধিবেত্তব্য হিংস্রাৰ্থস্বী চ সৰ্বদা ॥

এতন্নিমিত্তাতাবে নাধিবেত্তব্যোত্যাহ আপস্তম্বঃ

ধর্মপ্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুর্বাতি ।

অন্যতরাভাবে কার্য্যা প্রাগগ্ন্যাধেয়াদিতি ।

অন্ত্যর্থঃ যদি প্রথমোক্তা স্ত্রী বর্জন শ্রোতস্মার্তাদ্বিসাধোন
প্রজবা পুত্রপৌত্রাদিনা চ সম্পন্না তদা নাশ্রং বিবহেৎ অত্রতরা-
ভাবে অগ্ন্যাধানাং প্রাগেবাচর্য্যেতি অগ্ন্যাধানাং প্রাগিতি মুখ্য-
কম্পাভিপ্রায়ং নোত্তবপ্রতিষেধার্থম্ অধিবেদনশ্চ পুনর্বাধান-
নিমিত্তগনুপপত্তেঃ । স্মৃত্যন্তবেহপি

অপুত্রঃ সন্ পুনর্দাবান্ পরিণীয় ততঃ পুনঃ ।

পরিণীয় সমুৎপাদ্য নোচেদা পুত্রদর্শনাৎ ।

বিরক্তশ্চেদনং গচ্ছেৎ সন্ন্যাসং বা সমাশ্রয়েদিতি ॥

অন্ত্যর্থঃ প্রথমমাং ভাষ্যাম্যাপুত্রঃ সন্ পুনর্দাবান্ পরিণীয়
পুত্রানুৎপাদ্যবদিতি শেষঃ তস্মামপি পুত্রানুৎপত্তৌ আ পুত্রদর্শ-
নাৎ পরিণয়েদিতি শেষঃ । স্পষ্টমন্ত্রঃ (১৩) ।

অতঃপর অধিবেদনপ্রকরণ আবদ্ধ হইতেছে । এতবেষ ব্রাহ্মণে
উক্ত হইয়াছে, “অতএব এক ব্যক্তির দ্বয় ভাৰ্য্যা হইতে পারে, এক
স্ত্রীর সহ অর্থাৎ এক সঙ্গ বহু পতি হইতে পারে না” । সহ অর্থাৎ
এক সঙ্গে এই কথা বলিতে ক্রমে অন্য পতি হইতে পারে, ইহা
প্রতিপন্ন হইতেছে । এই নিমিত্ত, “স্বামী অনুদেশ হইলে, মবিলে,
স্ত্রী স্থির হইলে, সংসার ধর্ম পরিভ্যাগ করিলে, অথবা পতিত
হইলে, স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ করা শাস্তিবিহিত” । এই বচন

দ্বাৰা মনু স্ত্রীদিগেব অন্য পতি বিধান করিযাছেন । বেদান্তরেও উক্ত হইয়াছে, “অতএব এক ব্যক্তি বহুভার্য্যাবিবাহ করিতে পারে” । যে সকল নিমিত্ত বশঃ অধিবেদন করিতে পারে, যাজ্ঞবল্ক্য ৩৫সমুদয়েব নির্দেশ করিযাছেন । যথা, “যদি স্ত্রী স্ত্রীপাণিণী, চিববোগিণী, ব্যভিচারিণী, বক্ষ্যা, অর্থনাশিনী, অপ্রিয়বাদিনী, বনামাত্ৰপ্রসবিনী ও পতিদ্বৈষিণী হয়, তৎ সত্ত্বে অধিবেদন অর্থাৎ পুনৰায় দাবপরিগ্রহ করিবেক” । মনুও কহিযাছেন, “যদি স্ত্রী স্ত্রীপাণিণী, ব্যভিচারিণী, সতত স্বামীর অভিপ্রায়েব বিপরীত-কাৰিণী, চিরব্রোগিণী, অতিক্রুবস্বভাবা, ও অর্থনাশিনী হয়, তৎ সত্ত্বে অধিবেদন অর্থাৎ পুনৰায় দাবপরিগ্রহ করিবেক” । আপস্তম্ব কহিযাছেন, এই সকল নিমিত্ত না ঘটিলে, অধিবেদন কবিতে পারিবেক না । যথা, “যে স্ত্রীৰ সহযোগে ধর্ম্মকর্ম্ম ও পুত্রলাভ সম্পন্ন হয়, তৎ সত্ত্বে অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবেক না । ধর্ম্মকর্ম্ম অথবা পুত্রলাভ সম্পন্ন না হইলে, অগ্ন্যাধানেব পূর্বে পুনৰায় বিবাহ কবিবেক” । “অগ্ন্যাধানের পূর্বে”, এ কথা বলার অভিপ্রায় এই, অগ্ন্যাধানের পূর্বে বিবাহ কবা দুখ্য কল্প ; নতুবা অগ্ন্যাধানের পৰে বিবাহ কবিতে পারিবেক না, একপ ত্যাগপর্ষ্য নহে, তাহা হইলে অধিবেদন অগ্ন্যাধানের নিমিত্ত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না । অন্য স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে, “প্রথমপরিণীতা স্ত্রীত পুত্র না জন্মিলে, পুনৰায় বিবাহ করিবেক ; তাহাতেও পুত্র না জন্মিলে, পুনৰায় বিবাহ করিবেক, এইকালে, যাবৎ পুত্রলাভ না হয় তদং বিবাহ করিবেক, আর, এই অবস্থায় যদি বৈবাহ্য্য জন্মে, বনগমন অথবা সন্ন্যাস অবলম্বন করিবেক” ।

দেখ, মিত্রমিশ্র, অধিবেদনপ্রকরণেব আবিস্ত করিয়া, সর্ব প্রথম তর্কবাচ-স্পতি মহাশয়েব অবলম্বিত বেদবাক্যদ্বকে অধিবেদনেব প্রমাণস্বরূপ বিহাস্ত কবিযাছেন, তৎপরে যে সকল নিমিত্ত ঘটিলে অধিবেদন কবিতে পারে, তৎপ্রদর্শনার্থ যাজ্ঞবল্ক্যবচন ও মনুবচন উদ্ধৃত কবিযাছেন, পরিশেষে, ঐ সকল নিমিত্ত না ঘটিলে অধিবেদন কবিতে পারিবেক না, ইহা আপস্তম্ববচন দ্বারা প্রতিপন্ন কবিযা গিযাছেন । এক্ষণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, উল্লিখিত বেদবাক্য-দ্বয়ে যে বহুভার্য্যাপরিগ্রহেব নির্দেশ আছে, মিত্রমিশ্রের মতে ঐ বহু-ভার্য্যাপরিগ্রহ অধিবেদনের নির্দিষ্টনিমিত্তনিবন্ধন হইতেছে কি না ।

“অথ দ্বিতীয়বিবাহবিধানম্ । তত্র ঞ্জতিঃ
তস্মাদেকো বহুবীজ্যায় বিন্দত ইতি ।

ঞ্জতাস্তবমপি

তস্মাদেকস্ত বহব্যো জায়া ভবন্তি নৈকস্মৈ বহবঃ
সহ পতয় ইতি ।

তদ্বিববমাহাপস্তমঃ

ধর্ম্যপ্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুর্ষীত ।

অনাতরাভাবে কার্য্য প্রাগম্ম্যাধেয়াদিতি ॥

অন্ত্যর্থঃ যদি প্রাগুতা স্ত্রী ধর্মেণ প্রজবা চ সম্পন্না তদা নান্যাং
বিবাহেৎ অন্তত্বাভাবে অগ্ন্যাধানাং প্রাক্ বোত্বেতি ।
ত্রিভির্ধনবান্ জাহত ইতি, নাপুত্রস্ত লোকোহস্তি ইতি
ঞ্জতঃ, স্মৃতিশ্চ,

অপুত্রঃ সন্ পুনর্দারান্ পরিণীয় ততঃ পুনঃ ।

পরিণীয় সমুৎপাদ্য নোচেদা পুত্রদর্শনাৎ ।

বিরক্তশেদ্বনং গচ্ছেৎ সন্ন্যাসং বা সমাপ্তয়েৎ ॥

যাজ্ঞবল্ক্যঃ

সুরাপী ব্যাধিতা ধূর্তা বক্ষ্যার্থম্ব্যাপ্রয়ং বদা ।

স্ত্রীপ্রসূচাধিবেত্তব্য পুরুষদ্বৈবিণী তথা (১৪) ॥

অতঃপব দ্বিতীয়বিবাহপ্রকরণ আরম্ভ হইতেছে । এ বিষয়ে
বেদে উক্ত হইয়াছে, “অতএব এক ব্যক্তি বহু ভার্য্যা বিবাহ করিতে
পারে” । বেদান্তরেও উক্ত হইয়াছে, “অতএব এক ব্যক্তির বহু
ভার্য্যা হইতে পারে, এক স্ত্রীর সহ অর্থাৎ এক সজ্জে বহু পতি
হইতে পারে না” । এ বিষয়ে আপস্তম্ব বহিয়াছেন, “যে স্ত্রীর
সহযোগে ধর্ম্মকার্য্য ও পুত্রলাভ সম্পন্ন হয়, তৎসত্ত্বে অন্য স্ত্রী
বিবাহ করিবেন না । ধর্ম্মকার্য্য অথবা পুত্রলাভ সম্পন্ন না হইলে,
অগ্ন্যাধানের পূর্বে পুনরায় বিবাহ করিবেন” । “ত্রিবিধ ঞ্জণে

‘অগ্ৰস্ত হয’, ‘অগ্ৰস্ত ব্যক্তির সম্ভাতি হয না’, এই দুই বেদবাক্য
তাত্ত্বিক প্রমাণ, স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে, “প্রথম পরিণীতা স্ত্রীতে
পুত্র না জন্মিল পুনরায় বিবাহ করিবেক ; তাহাতেও পুত্র না
জন্মিলে পুনরায় বিবাহ করিবেক , এইকাল, যাবৎ পুত্রলাভ না হয়,
তাবৎ বিবাহ করিবেক , আর এই অবস্থায় যদি বৈবাহ্য জন্মে,
বনগমন অথবা সন্ন্যাস অবলম্বন করিবেক”। যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়া-
ছেন, “যদি স্ত্রী স্বাপাণিণী, চিববোগিণী, ব্যক্তিচ্যাবিণী, বক্যা,
অর্থনাশিনী, অপ্ৰিয়বাদিনী, কন্যানাক্রপস্বিনী, ও পতিবৈধিণী হয়,
তৎসংস্কৃতিবেদন অর্থাৎ পুনরায় দাবপবিগ্রহ করিবেক ।

একারণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের
অবলম্বিত বেদবাক্যদ্বয় যে বহুভার্যাপরিগ্রহেব নির্দেশ আছে, মিত্র-
মিশ্রের দ্বারা, অনন্তভাট্টের মতেও ঐ বহুভার্যাপরিগ্রহ অধিবেদনের
নির্দিষ্টনিমিত্তনিবন্ধন হইতেছে কি না ।

কিঞ্চ,

“তস্মাদেকস্য বহ্ন্যে জায়া ভবন্তি নৈকসৈ বহবঃ
সহ পত্যঃ” ।

অন্যএক এক ব্যক্তির বহু ভার্য্যা হইতে পারে, এক স্ত্রীর সহ
অর্থাৎ এক সঙ্গে বহু পতি হইতে পারে না ।

এই বেদাংশ যে উপাখ্যানের উপসংহাস্বরূপ, তাহা সমগ্র উদ্ধৃত
হইতেছে, তদন্তে, বোধ করি, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের বিতণ্ডাপ্রস্তুতি
নিবৃত্ত হইতে পারি ।

“ঋক্ চ বা ইদমগ্রে নাম চাস্তাম্ । সৈব নাম ঋগাসীৎ
অমো নাম সাম । সা বা ঋক্ সামোপাবদৎ মিথুনং
সন্তবাব প্রজাত্যা ইতি । নেত্যত্রবীৎ সাম জ্যায়ান্
বা অতো মম নহিমৈতি । তে ছে ভূত্বোপাবদতাম্ ।
তে’ন প্রতি চন সমবদত । তাস্মিংশো ভূত্বোপাবদন্ ।
নৎ তিস্রো ভূত্বোপাবদন্ তত্তিসৃভিঃ সমভবৎ ।
যত্তিসৃভিঃ সমভবৎ তস্মাত্তিসৃভিঃ স্তবন্তি তিসৃভিঃ-

রুদ্রায়ন্তি । তিস্তিভির্হি সাম সম্মিতং ভবতি ।
তস্মাদেকস্ম বহুত্বা জায়া ভবন্তি নৈকস্মৈ বহবঃ
সহ পতয়ঃ (১৫) । ”

পূর্বে ঋক্ ও সাম পৃথক্ ছিলেন । থাকেব বান সা, সামের
নাম অন । ঋক্ সানের নিকটে গিয়া বলিলেন, আহন, আমার
সন্তানোৎপাদনের নিমিত্ত উভয়ে সহবাস করি । সাম কহিলেন
না, তোমার অপেক্ষা আমার মহিমা অধিক । তৎপরে তুমি ঋক্
প্রার্থনা করিলেন । সাম তাহাতেও সম্মত হইলেন না । অনন্তর
তিন ঋক্ প্রার্থনা করিলেন । যেহেতু তিন ঋক্ প্রার্থনা করিলেন,
এজন্য সাম তাঁহাদের সহবাসে সম্মত হইলেন । যেহেতু সাম তিন
ঋকের সহিত মিলিত হইলেন, এজন্য সাংগেবা তিন ঋক্ দ্বারা
যজ্ঞে স্তুতিগান করিয়া থাকেন । এক সাম তিন ঋকের তুল্য ।
অতএব এক ব্যক্তির বহু সার্থ্য্য হইতে পারে, এক স্ত্রীর একসঙ্গে
বহু পতি হইতে পারে না ।

এই বেদাংশকে প্রকৃত উপাখ্যানের আকারে পরিণত করিয়া, তদীয়
ভাষ্যপর্য্য ব্যাখ্যাত হইতেছে । “সামনাথ বাচস্পতিব ঋক্শুন্দরী,
ঋক্মোহিনী ও ঋক্‌বিলাসিনী নামে তিন মহিলা ছিল । একদা,
ঋক্শুন্দরী সামনাথের নিকটে গিয়া, সন্তানোৎপত্তির নিমিত্ত সহবাস
প্রার্থনা করিলেন । তুমি নীচাশয়া অথবা নীচকুলোদ্ভবা, আমি
তোমার সহিত সহবাস করিব না, এই বলিয়া সামনাথ অস্বীকার
করিলেন । পরে ঋক্শুন্দরী ও ঋক্মোহিনী উভয়ে প্রার্থনা করিলেন ;
সামনাথ তাহাতেও সম্মত হইলেন না । অনন্তর, ঋক্শুন্দরী,
ঋক্মোহিনী ও ঋক্‌বিলাসিনী তিন জনে সমবেত হইয়া প্রার্থনা করিলে,
সামনাথ তাঁহাদের সহিত সহবাসে সম্মত হইলেন” । এই উপাখ্যান
দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতে পারে, সামনাথবাচস্পতিব তিন মহিলা
ছিল, কোনও কারণে বিবর্ত হইয়া, তিনি তাঁহাদের সহবাসে পরাধ্বুখ

(১৫) ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, তৃতীয় পঞ্চিকা, দ্বিতীয় অধ্যায়, ত্রয়োবিংশ খণ্ড ।
গোপথ ব্রাহ্মণ, উত্তর ভাগ, তৃতীয় অধ্যায়, বিশ খণ্ড ।

ছিলেন। অবশেষে, তিন জনের বিনয় ও প্রার্থনায় বশীভূত হইয়া, তাহাদের সহিত সহবাস কবিত্তে লাগিলেন। নতুবা, বাচস্পতি মহাশয় একবারে তিন মহিলার পাণিগ্রহণ করিলেন, ইহা এ উপাখ্যানের উদ্দেশ্য হইতে পারে না, কারণ, অবিবাহিতা বালিকা, অপরিচিত বা পরিচিত পুরুষের নিকটে গিয়া, সম্মানোৎপাদনের নিমিত্ত বিবাহ-প্রার্থনা করিবেক, ইহা কোনও মতে সম্ভব বা সম্ভব বোধ হয় না। যদি বিবাহিতার সহবাস অভিপ্রেত না বলিয়া, অবিবাহিতার বিবাহ অভিপ্রেত বল, এবং তদ্বারা এক ব্যক্তির একবারে তিন বা তদধিক বিবাহ শাস্ত্রসম্মত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে, এক ব্যক্তি একবারে তিনের ন্যূন বিবাহ করিতে পারে না, এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য্য হইয়া উঠে, কারণ, বিবাহপক্ষ অভিপ্রেত হইলে,

“যত্তিস্রো ভূত্বোপাবদন্ তত্তিসৃভিঃ সমভবৎ”

এ অংশে

যেহেতু তিন জনে প্রার্থনা করিলেন, এজন্য সায়নাথ তাঁহাদের পাণিগ্রহণ করিলেন,

এই অর্থ প্রতিপন্ন হইবেক, এবং তদনুসারে, একবারে তিন মহিলা বিবাহ করিয়া না হইলে, বিবাহ করা বেদবিরুদ্ধ ব্যবহার বলিয়া পরিগণিত হইবেক, কারণ, সায়নাথ একাকিনী ঋক্সুন্দরী, অথবা ঋক্সুন্দরী ও ঋক্সাহিনী উভয়ের, প্রার্থনায় তাঁহাদিগকে বিবাহ করিতে সম্মত হয়েন নাই, পরিশেষে, ঋক্সুন্দরী, ঋক্সাহিনী ও ঋক্সবলাসিনী তিন জনের প্রার্থনায় তাঁহাদের পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ফলতঃ, এই বেদবাক্য অবলম্বন করিয়া, পুরুষ যদৃচ্ছাক্রমে ক্রমে ক্রমে বা একবারে বহু ভাৰ্য্যা বিবাহ কবিত্তে পারে, এরূপ মীমাংসা করা, আর এই বেদবাক্য মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, আপস্তম্ব প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রপ্রবর্তক ঋষিগণের দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই, অথবা তাঁহারা

এই বেদবাক্যের অর্থবোধ ও তাৎপর্যাগ্রহ করিতে পাবেন নাই, এজন্য নিমিত্তনির্দেশ পূর্বক পূর্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্ধশায় পুমবায় বিবাহের বিধিপ্রদর্শন ও নিমিত্ত না ঘটিলে বিবাহের নিবেদ প্রদর্শন করিয়াছেন, এরূপ অনুমান করা নিবন্ধিত্র অনভিজ্ঞতা প্রদর্শন মাত্র ।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের অবলম্বিত বেদবাক্যরূপ প্রমাণের অর্থ ও তাৎপর্য্য প্রদর্শিত হইল । এক্ষণে, তাঁহার অবলম্বিত স্মৃতিবাক্যের অর্থ ও তাৎপর্য্য প্রদর্শিত হইতেছে ।

“ভার্য্যাঃ সজ্জাতীয়াঃ সর্কষাং শ্রেয়ন্তঃ স্যুঃ” ।

সজ্জাতীয়া ভার্য্যা । সকলের পক্ষে মুখ্য কল্প ।

এই পৈষ্ঠীনসিবচনে ভার্য্যা এই পদে বহুবচন আছে, ঐ বহুবচনবলে, তর্কবাচস্পতি মহাশয় ষড়্ছাপ্রযুক্ত বহুভার্য্যাবিবাহ শাস্ত্রানুমত ব্যবহার বলিয়া, প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । কিন্তু, কিঞ্চিৎ স্থিরচিত্ত হইয়া অনুধাবন করিয়া দেখিলে, তিনি অনায়াসেই বুঝিতে পারিতেন, পৈষ্ঠীনসি এক ব্যক্তির বহুভার্য্যাবিধান অভিপ্রায়ে ভার্য্যাশব্দে বহুবচন প্রয়োগ করেন নাই । বস্তুতঃ, ঐ বহুবচনপ্রয়োগ এক ব্যক্তির বহুভার্য্যাবিবাহের পোষক নহে । “ভার্য্যাঃ” এস্থলে ভার্য্যাশব্দে যেকপ বহুবচনের প্রয়োগ আছে, “সর্কষাম্” এস্থলে সর্কষাশব্দেও সেইরূপ বহুবচনের প্রয়োগ আছে । “সর্কষাম্”, সকলেব, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণের সজ্জাতীয়া ভার্য্যা মুখ্য কল্প । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণের বোধনার্থে, সর্কষাশব্দে যেকপ বহুবচন আছে, সেইরূপ তিন বর্ণের স্ত্রী বুঝাইবার অভিপ্রায়ে, ভার্য্যাশব্দেও বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে ।

উদ্বাহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সর্গাং লক্ষণান্বিতাম্ । ৩ । ৪ ।

দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য সুলক্ষণা সর্গা ভার্য্যা বিবাহ করিবেন ।

এই মনুবচনে দ্বিজ ও ভার্য্যা শব্দে একবচন থাকাতে, বেক্রপ অর্থের প্রতীতি হইতেছে ;

“উদ্বহেরন্ দ্বিজা ভার্য্যাঃ সৰ্বণা লক্ষণান্বিতাঃ ।”

প্রদর্শিত প্রকারে, মনুবচনে দ্বিজ ও ভার্য্যা শব্দে বহুবচন থাকিলেও, অবিকল সেইরূপ অর্থের প্রতীতি হইত, তাহার কোনও সংশয় নাই। সমান ন্যাবে,

ভার্য্যাঃ সজাতীয়াঃ সৰ্বেষাং শ্রেয়স্তঃ স্যুঃ ।

সজাতীয়া ভার্য্যা সকলের পক্ষে মুখ্য কল্প ।

এই পৈষ্ঠীনসিবচনে ভার্য্যা ও সৰ্গ শব্দে বহুবচন থাকাতে, বেক্রপ অর্থের প্রতীতি হইতেছে ;

ভার্য্যা সজাতীয়া সৰ্বস্ত শ্রেয়সী স্যাৎ ।

প্রদর্শিত প্রকারে, পৈষ্ঠীনসিবচনে ভার্য্যা ও সৰ্গ শব্দে একবচন থাকিলেও, অবিকল সেইরূপ অর্থের প্রতীতি হইত, তাহাবও কোনও, সংশয় নাই। সংস্কৃত ভাষায় বাঁহাদেব বিশিষ্টরূপ বোধ ও অধিকার আছে, তাদৃশ ব্যক্তি মাত্রেই এইরূপ বুঝিবা থাকেন। তর্কবাচস্পতি মহাশয়, মহাপণ্ডিত বলিষা, নবীন পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। মহাপণ্ডিত মহোদয়েব প্রাৰোধার্থে, এ স্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যিক, এই মীমাংসা আমার কপোলকল্পিত অথবা লোক বিমোহনার্থে বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত অভিনব মীমাংসা নহে। পূর্বতন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্তাবাও ঈদৃশ স্থলে এইরূপ ব্যাখ্যাই কবিতা গিয়াছেন ; যথা,

“উপাচ যমঃ

ভার্য্যাঃ সজাতীয়াঃ সৰ্বেষাং ধর্ম্যঃ প্রথমকল্পিত ইতি ।

অরমর্থঃ সমান্ততন্তু ঐবর্ণিকন্তু প্রথমবিবাহে সর্বণেব প্রশস্তা” (১৩)।

যম করিয়াছেন, “সজাতীয়া ভাষ্যা সকলের পক্ষে মুখ্য কল্প” ।
ইতার অর্থ এই, সমাবৃত্ত অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যসমাধানান্তে গৃহস্থাশ্রম-
প্রবেশোন্মুখ ত্রৈবর্ণিকের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের প্রথম
বিবাহে সর্বগাই প্রশস্তা ।

দেখ, এই যমবচনে, পৈঠীনসিবচনের ন্যায, ‘ভাষ্যাঃ’ “সর্কেষাম্” এ
স্থলে ভাষ্যাশব্দে ও সর্কশব্দে বহুবচন আছে, কিন্তু মিত্রমিশ্র
“সবর্গৈব” “ত্রৈবর্ণিকস্য” এই একবচনান্ত পদের প্রয়োগ পূর্বক ঐ দুই
বহুবচনান্ত পদের ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন । ভাষ্যাপদের বহুবচন যদি
বহুভাষ্যাবিবাহের বোধক হইত, তাহা হইলে তিনি “সজাত্যাঃ
ভাষ্যাঃ” ইহাব পরিবর্তে “সর্গৈব”, এবং “সর্কেষাম্” ইহাব পরিবর্তে
“ত্রৈবর্ণিকস্য”, এরূপ একবচনান্ত পদের প্রয়োগ করিতেন না ; কিন্তু
তাঁদৃশ পদের প্রয়োগ করিয়া, ঐদৃশ স্থলে একবচন ও বহুবচনের অর্থগত
ও তাৎপর্য্যগত কোনও বৈলক্ষণ্য নাই, তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ সাক্ষা প্রদান
করিয়াছেন । দাযভাগধৃত পৈঠীনসিবচন ও বীরমিত্রোদযধৃত যমবচন
সর্ক্যাংশে তুল্য ; বথা,

পৈঠীনসিবচন

ভাষ্যাঃ সজাতীয়াঃ সর্কেষাং শ্রেয়সাঃ স্মাঃ ।

যমবচন

ভাষ্যাঃ সজাত্যাঃ সর্কেষাং ধর্ম্মঃ প্রথমকাল্পিকঃ ।

যদি বীরমিত্রোদয়ে পৈঠীনসিবচন উদ্ধৃত হইত, তাহা হইলে মিত্রমিশ্র
ঐ বচনের যমবচনের তুল্যরূপ ব্যাখ্যা করিতেন, তাহার কোনও সংশয়
নাই । ফলকথা এই, এরূপ স্থলে একবচন ও বহুবচনের অর্থগত
কোনও বৈলক্ষণ্য নাই, উভয়ই এক অর্থ প্রতিপন্ন কবিয়া থাকে ।

সবর্ণ্যাং দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি । ৩ । ১২ ।

দ্বিজাতিদিগের প্রথম বিবাহে সর্বগা হইত ।

এই মনুবচন যমবচন ও পৈঠীনসিবচনের তুল্যার্থক ; কিন্তু, ঐ দুই

ঋষিবাক্যে ত্রীয়াংশদে যেমন বহুবচন আছে, মনুবাক্যে সপ্তমাংশদে
সেদ্রুপ বহুবচন না থাকিবা একবচন আছে ; অথচ তিন ঋষিবাক্যে এক
অর্থই প্রতীযমান হইতেছে । ইহা দ্বারাও নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে,
ঐদৃশ স্থলে একবচন ও বহুবচনের অর্গগত কোনও বৈলক্ষণ্য নাই ।
আব, ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্ববর্তী ঋষিবাক্যে যে শব্দ বহুবচনে
প্রযুক্ত হইয়াছে, তৎপববর্তী ঋষিবাক্যে সেই শব্দেই একবচন প্রযুক্ত
হইয়াছে, অথচ উভয় স্থলেই এক অর্থ প্রতিপন্ন হইতেছে, বিভক্তির
বচনভেদ নিবন্ধন অর্গগত কোনও বৈলক্ষণ্য ঘটিতেছে না । যথা,

যদি স্বাশ্চাবর্যশৈব বিন্দেঃ সোষিতো দ্বিজাঃ ।

তান্যং বর্ণক্রমেণৈব জৈষ্ঠ্যং পূজা চ বেষ্ম চ ॥৯.৮.৫. (১৭)

যদি দ্বিজেরা স্বা অর্থাৎ সজাতি স্ত্রী এবং অববাসী অর্থাৎ
অন্যজাতি স্ত্রী বিবাহ করবে, তাহা হইলে বর্ণক্রমে সেই সকল স্ত্রীকে
জ্যেষ্ঠত, সম্মান ও বাসগৃহ দিবেন :

“ভর্তুঃ শরীরশুক্লাঃ ধর্মকার্যকরৈত্যকম্ ।

স্বা চৈব কুর্যাৎ সর্কেয়াং নান্যজাতিঃ কথঞ্চন ॥৯.৮.৬. (১৭)

স্বামী ব শরীরবর্ণবিচর্য্যা ও নিত্য ধর্মকার্য্য দ্বিজাতিদিগের স্বা
অর্থাৎ সজাতি স্ত্রীই করিবেন, অন্যজাতি কদাচ করিবেন না ।

দেখ, পূর্বনির্দিষ্ট মনুবাক্যে “স্বাঃ” “অববাসীঃ” এই দুই পদে
বহুবচন আছে, আব তৎপববর্তী মনুবাক্যে “স্বা” “অন্যজাতিঃ”
এই দুই পদে একবচন আছে, অথচ উভয়ত্রই এক অর্থ প্রতিপন্ন
হইতেছে । ফলতঃ, কোনও বিষয়ে যে সকল স্পষ্ট বিধি ও স্পষ্ট
নিষেধ আছে, তাহাতে দৃষ্টিপাত না করিবা, কেবল বিভক্তির
একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন অবলম্বন পূর্বক, ধর্মশাস্ত্রের মীমাংসা করা
নিরবচ্ছিন্ন ব্যাকরণব্যবসায়ের পরিচয় প্রদান মাত্র ।

এ বিষয়ে তর্কবাচস্পতি মহাশয় যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও উদ্ধৃত ও আলোচিত হইতেছে ;

“ন চ প্রত্যেকবর্ণাভিপ্রায়েণ বহুবচনযুগাপ্তমিতি শঙ্কাম্
প্রত্যেকবর্ণাভিপ্রায়কভেদে সর্বগাণ্ডে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা
দাবকর্মণীতি মানববচন ইব ভার্য্যা কার্য্যোক্ত্যেবচননির্দেশেনৈব
তথার্থাবগতো বহুবচননির্দেশবৈয়র্থ্যাপত্তেঃ ” (১৮) ।

পৈষ্ঠীনসিবাক্যস্থিত ভার্য্যাশব্দে প্রত্যেক বর্ণের অভিপ্রায়ে
বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে, এ আশঙ্কা করিও না ; যদি প্রত্যেক
বর্ণের অভিপ্রায়ে হইত, তাহা হইলে “দ্বিজাতিদিগের প্রথম বিবাহে
সর্বগা বিহিতা” এই মনুবাচ্যে সর্বগাশব্দে যেমন একবচন আছে,
পৈষ্ঠীনসিবাক্যস্থিত ভার্য্যাশব্দেও সেইরূপ একবচন থাকিলেই
তাঁদৃশ অর্থের প্রতীতি সিদ্ধ হইতে পারিত ; সুতরাং বহুবচন
নির্দেশ ব্যর্থ হইয়া পড়ে ।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের উল্লিখিত মনুবাচ্য ও পৈষ্ঠীনসিবাক্য সর্বাংশে
ভুল্য, উভয়ের অর্থগত ও উদ্দেশ্যগত কোনও বৈলক্ষণ্য নাই । যথা,

মনুবচন

সর্বগাণ্ডে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দাবকর্মণি ।

দ্বিজাতিদিগের প্রথম বিবাহে সর্বগা বিহিতা ।

পৈষ্ঠীনসিবচন

ভার্য্যাঃ সজাতীয়াঃ সর্বেষাং শ্রেয়স্তঃ সূতাঃ ।

দ্বিজাতিদিগের সজাতীয়া ভার্য্যা বিবাহ মুখ্য কাম্প ।

তবে, উভয় ঋষিবাক্যেব এই মাত্র বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইতেছে,
মনুবাচ্যে সর্বগাশব্দে একবচন আছে ; পৈষ্ঠীনসিবাক্যে ভার্য্যা
শব্দে বহুবচন আছে । পৈষ্ঠীনসিবাক্যস্থিত ভার্য্যাশব্দে যে বহুবচন
আছে, তর্কবাচস্পতি মহাশয় ঐ বহুবচনবলে সিদ্ধান্ত করিতেছেন,
পুরুষ একবাবে বহু ভার্য্যা বিবাহ করিতে পারে ; তাঁহার মতে ঐ
বহুবচন প্রত্যেক বর্ণের অভিপ্রায়ে ব্যবহৃত হয় নাই, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ,

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য তিন বর্ণের ভার্য্যা বুঝাইবার নিমিত্ত, বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে, একরূপ নহে । মনুবাচ্যে সর্বর্ণাশব্দে একবচন আছে, অথচ সর্বর্ণাশব্দ দ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য তিন বর্ণের ভার্য্যা বুঝাইতেছে ; তিন বর্ণের ভার্য্যা বুঝাইবার অভিপ্রায় হইলে, পৈষ্ঠীনসিবাকোও ভার্য্যাশব্দে একবচন থাকিলেই তাহা নিষ্পন্ন হইতে পারে ; সুতরাং, বহুবচন প্রয়োগ নিতান্ত ব্যর্থ হইয়া পড়ে । অতএব, বহুবচন-প্রয়োগের বৈবৰ্ণ্য্যপরিহারের নিমিত্ত, একবারে বহুভার্য্যাবিবাহই পৈষ্ঠীনসিব অভিপ্রেত বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবেক ।

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, পৈষ্ঠীনসিবাক্যস্থিত ভার্য্যাশব্দ বহুবচনান্ত দেখিয়া, যদি বহুভার্য্যাবিবাহ পৈষ্ঠীনসিব অভিপ্রেত বলিয়া ব্যবস্থা করিতে হয়, তাহা হইলে, সমান ত্বায়ে, মনুবাচ্যস্থিত সর্বর্ণাশব্দ একবচনান্ত দেখিয়া, একভার্য্যাবিবাহ মনু্যর অভিপ্রেত বলিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবেক, এবং তাহা হইলে, মনুবচনের ও পৈষ্ঠীনসিবচনের বিবোধ উপস্থিত হইল ; মনু যে স্থলে একভার্য্যাবিবাহের বিধি দিতেছেন, পৈষ্ঠীনসি অবিকল সেই স্থলে বহুভার্য্যাবিবাহের বিধি দিতেছেন । এক্ষণে, তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, কি প্রণালী অবলম্বন করিয়া, এই বিবোধের সমাধা করা যাইবেক ; মনুবিকল্প স্মৃতি গ্রাহ্য নহে, এই পথ অবলম্বন করিয়া পৈষ্ঠীনসিস্মৃতি অগ্রাহ্য করা যাইবেক, কিংবা মনু অপেক্ষা পৈষ্ঠীনসিব প্রাদিক্য স্বীকার করিয়া, মনুস্মৃতি অগ্রাহ্য করা যাইবেক, অথবা মনু ও পৈষ্ঠীনসি উভয়ই তুল্য, তুল্যবল শাস্ত্রদ্বয়ের বিরোধস্থলে বিকল্প পক্ষ অবলম্বিত হইয়া থাকে, এই পথ অবলম্বন করিয়া, বিকল্পব্যবস্থাব অনুসরণ করা হইবেক, অথবা অত্যাশ্রয় মূনিবাক্যের সহিত একবাক্যতাসম্পাদন করিয়া, ব্যবস্থা করা যাইবেক । বিবাহবিষয়ক শাস্ত্রসমূহের অবিরোধ সম্পাদিত হইলে, যে ব্যবস্থা স্থিৰীকৃত হয়, তাহা ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে, এস্থলে আর তাহার উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই ।

তৰ্কবাচস্পতি মহাশয় বদৃচ্ছাপ্ৰবৃত্ত বহুবিবাহেৰে যে প্ৰমাণান্তৰ প্ৰদৰ্শন কৰিগৈছে, তাহা উদ্ধৃত ও আলোচিত হইতেছে। তিনি লিখিগৈছে,

“চতশ্ৰো ব্ৰাহ্মণস্য তিস্ৰো ৰাজন্যস্য দ্বৈ বৈশ্যশ্চেতি পৈষ্ঠীনসি-
বচনস্য তাৎপৰ্য্যাবদ্ধোতন্যর্থং দায়ভাগকৃত্য জাত্যবচ্ছেদেনেতু-
ক্তম্ চতুৰ্জাত্যবচ্ছিন্নতয়া বিবাহং ব্যবস্থাপয়তা চ তেন ঐকৈক-
বৰ্ণায়া অপি পঞ্চাদিসংখ্যা ন বিকল্পেতি দ্ব্যোতিতং তচ্চ ইচ্ছায়া
নিরকুণ্ঠেনৈব প্ৰাপ্তক্ৰমবচনজাতেন বিবাহবল্লীপ্ৰতিপাদনেন
চ সূৰ্ত্তক্ৰমিত্যুৎপত্ত্যামঃ” (১৯) ।

“ব্ৰাহ্মণৰ চাৰি, ক্ষত্ৰিয়ৰ তিনি, বৈশ্যৰ দুই,” এই ষ্টপ্ঠীনসি-
বচনেৰ তাৎপৰ্য্য ব্যক্ত কৰিবাব নিমিত্ত, দায়ভাগকাৰ “জাত্যব-
চ্ছেদন” এই কথা বুলিগৈছে। চাৰি জাতিতে বিবাহ কৰিতে
পাৰে, এই ব্যবস্থা কৰিয়া, প্ৰত্যেক বৰ্ণেও পাঁচ প্ৰভৃতি ক্ষৌৰিবাহ
দুগ্ধ্য নয়, ইহা ব্যক্ত কৰিগৈছে। ইচ্ছাৰ নিয়াম নৱা পাকতে
এবং পূৰ্ব্বোক্ত বচন সমুহ দ্বাৰা বহু বিবাহ প্ৰতিপন্ন হওৱাত,
আমাৰ বিবেচনায় দায়ভাগকাৰ অতি সুন্দৰ তাৎপৰ্য্যব্যাখ্যা
কৰিগৈছে।

এস্থলে বক্তব্য এই যে, প্ৰত্যেক বৰ্ণে পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নব,
দশ, এগাঁৱ, বাব, তেৰ প্ৰভৃতি স্ত্ৰী বিবাহ দুগ্ধ্য নয়, দায়ভাগকাৰ
পৈষ্ঠীনসিবচনেৰ একুপ তাৎপৰ্য্যব্যাখ্যা কৰেন নাই। তিনি সৰ্ব-
শাস্ত্ৰবেত্তা তৰ্কবাচস্পতি মহাশয়েৰ মত অসংসাহসিক পুৰুষ ছিলেন
না, সুতৰাং, নিতান্ত নিৰ্কিৰেক হইয়া, বথেক্ছ ব্যাখ্যা দ্বাৰা শাস্ত্ৰেৰ
ঐবাত্তে প্ৰবৃত্ত হইবেন কেন। নিবপৰাধ দায়ভাগকাৰেৰ উপৰ
অকাৰণে একুপ দোষাবোপ কৰা অনুচিত। তিনি যে এ বিষয়ে কোনও
অংশে দোষী নহেন, তৎপ্ৰদৰ্শন্যৰ্থ তদীয় লিখন উদ্ধৃত হইতেছে।

“চতশ্ৰো ব্ৰাহ্মণস্যানুপূৰ্বেণ, তিস্ৰো ৰাজন্যস্য দ্বৈ

বৈশ্যস্ত একা শূদ্রস্ত । জাত্যবচ্ছেদেন চতুরাদি-
সংখ্যা সমধাতে । ”

(পৈগীনসি কহিয়াছেন,) “অনুলোম ক্রমে ব্রাহ্মণের চারি, ক্ষত্রিয়ের তিন, বৈশ্যের দুই, শূত্রের এক ভাৰ্য্যা হইতে পারে । ” এই চারি প্রভৃতি সংখ্যার “জাত্যবচ্ছেদেন” অর্থাৎ জাতির সহিত সম্বন্ধ ।

অর্থাৎ, পৈগীনসিবচনে যে চারি, তিন, দুই, এক এই শব্দচতুষ্টয় আছে, তদ্বারা চারি জাতি, তিন জাতি, দুই জাতি, এক জাতি এই বোধ করিতে হইবেক ; অর্থাৎ ব্রাহ্মণ চারি জাতিতে, ক্ষত্রিয় তিন জাতিতে, বৈশ্য দুই জাতিতে, শূদ্র এক জাতিতে বিবাহ করিতে পাবে, নতুবা, ব্রাহ্মণ চারি স্ত্রী বিবাহ, ক্ষত্রিয় তিন স্ত্রী বিবাহ, বৈশ্য দুই স্ত্রী বিবাহ, শূদ্র এক স্ত্রী বিবাহ করিবেক, এরূপ তাৎপর্য্য নহে । দায়-ভাগকারের লিখন দ্বারা ইহার অতিরিক্ত কিছুই প্রতিপন্ন হয় না । অতএব, তদীয় এই লিখন দেখিয়া, প্রত্যেক বর্ণেও পাঁচ প্রভৃতি বিবাহ দৃশ্য নয়, দায়ভাগকার এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, এই ব্যাখ্যা দ্বারা ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ে পাণ্ডিত্যের পরা কাষ্ঠী প্রদর্শিত হইয়াছে । নারদসংহিতায় দৃষ্টি থাকিলে, সর্কশাপ্রবেত্তা তর্কবাচস্পতি মহাশয় ঈদৃশ অসঙ্গত তাৎপর্য্যব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইতেন, এরূপ বোধ হয় না । যথা,

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরিগ্রহে ।

সজাতিঃ শ্রেয়সী ভাৰ্য্যা সজাতিশ্চ পতিঃ স্ত্রিয়াঃ ॥

ব্রাহ্মণস্থানুলোম্যেন স্ত্রিয়োহন্যাস্তিঅ এব তু ।

শূদ্রায়াঃ প্রাতিলোম্যেন তথান্যে পত্যস্ত্রয়ঃ ॥

দে ভার্য্যে ক্ষত্রিয়স্যান্যে বৈশ্যস্ট্রৈকা প্রকীৰ্ত্তিতা ।

বৈশ্যায়া দ্বৌ পতী জৈয়াবেকোহন্যঃ ক্ষত্রিয়াপতিঃ(২০) ॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণের বিবাহে, পুরুষের পক্ষে সজাতীয়া ভার্য্যা ও স্ত্রীলোকের পক্ষে সজাতীয়া পতি মুখ্য কল্পে । অনুলোম ক্রমে ব্রাহ্মণের অন্য তিন স্ত্রী হইতে পারে । প্রতিলোম ক্রমে শূদ্রার অন্য তিন পতি হইতে পারে । ক্ষত্রিয়ের অন্য দুই ভার্য্যা, বৈশ্যের অন্য এক ভার্য্যা হইতে পারে । বৈশ্যার অন্য দুই পতি, ক্ষত্রিয়ার অন্য এক পতি হইতে পারে ।

দেখ, নারদ সর্বণা ও অসর্বণা লইয়া পুরুষপক্ষে বেরূপ ব্রাহ্মণের চারি স্ত্রী, ক্ষত্রিয়ের তিন স্ত্রী, বৈশ্যের দুই স্ত্রী, শূদ্রের এক স্ত্রী নির্দেশ কবিয়াছেন ; সেইরূপ, স্ত্রীপক্ষেও সর্বণ ও অসর্বণ লইয়া, শূদ্রার চারি পতি, বৈশ্যার তিন পতি, ক্ষত্রিয়ার দুই পতি, ব্রাহ্মণীর এক পতি নির্দেশ করিয়াছেন । দায়ভাগকাব পৈষ্ঠানসিবচননির্দিষ্ট চারি, তিন, দুই, এক স্ত্রী বিবাহ স্থলে যেমন চারি জাতিতে, তিন জাতিতে, দুই জাতিতে, এক জাতিতে বিবাহ করিতে পারে, এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন , নারদবচননির্দিষ্ট চারি, তিন, দুই, এক স্ত্রী ও পতি বিবাহ স্থলেও নিঃসন্দেহ সেইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবেক ; অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ চারি জাতিতে, ক্ষত্রিয় তিন জাতিতে, বৈশ্য দুই জাতিতে, শূদ্র এক জাতিতে বিবাহ করিতে পারে , আব, শূদ্রার চারি জাতিতে, বৈশ্যাব তিন জাতিতে, ক্ষত্রিয়ার দুই জাতিতে, ব্রাহ্মণীর এক জাতিতে বিবাহ হইতে পারে । নারদবচনস্থিত চারি তিন প্রভৃতি সংখ্যাবাচক শব্দচতুষ্টয় জাতিপর বলিয়া ব্যাখ্যা করা নিতান্ত আবশ্যিক , নতুবা, শূদ্রা প্রভৃতির চারি, তিন, দুই, এক জাতিতে বিবাহ হইতে পারে, এরূপ অর্থ প্রতিপন্ন না হইয়া, শূদ্রা প্রভৃতির চারি, তিন, দুই, এক পতি বিবাহরূপ অর্থ প্রতিপন্ন হইবেক , অর্থাৎ, শূদ্রার চারি পতির সহিত, বৈশ্যার তিন পতির সহিত, ক্ষত্রিয়ার দুই পতির সহিত, ব্রাহ্মণীর এক পতির সহিত বিবাহ হইতে পারিবেক । কিন্তু, সেরূপ অর্থ যে শাস্ত্রানুমত ও ঞ্জ্ঞানানুগত নহে, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র । যাহা হউক, দায়ভাগকাব পৈষ্ঠানসিবচনস্থিত চারি, তিন প্রভৃতি সংখ্যা-

বাচক শব্দচতুষ্টয় জাতিপর বলিয়া ব্যাখ্যা করাতে, তর্কবাচস্পতি মহাশয় যদৃচ্ছাক্রমে প্রত্যেক বর্ণেও পাঁচ প্রভৃতি স্ত্রী বিবাহ করা দৃশ্য নয়, এই তাৎপর্য্যব্যাখ্যা করিয়াছেন । এক্ষণে, সর্বাংশে সমান স্থল বলিয়া, নাবদবচনস্থিত চারি তিন প্রভৃতি সংখ্যাবাচক শব্দচতুষ্টয়ও জাতিপর বলিয়া অগত্যা ব্যাখ্যা করিতে হইতেছে, সুতরাং, সর্বাংশে সমান স্থল বলিয়া, সর্বশাস্ত্রবেত্তা তর্কবাচস্পতি মহাশয়, স্ত্রীলোকের পক্ষে যদৃচ্ছাক্রমে প্রত্যেক বর্ণে পাঁচ প্রভৃতি পতি বিবাহ করা দৃশ্য নয়, এই তাৎপর্য্যব্যাখ্যা করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই । তাঁহার ব্যবস্থা অনুসার, অতঃপর স্ত্রীলোকে প্রত্যেক বর্ণে যদৃচ্ছা ক্রমে যত ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারিবেক । বেদব্যাস কেবল দ্রোণদীকে পাঁচটি মাত্র পতি বিবাহের অনুমতি দিয়াছিলেন । তর্কবাচস্পতি মহাশয় বেদব্যাস অপেক্ষা ক্ষমতাপন্ন । তিনি একবারে সর্বসাধারণ স্ত্রীলোককে প্রত্যেক বর্ণে যদৃচ্ছা ক্রমে যত ইচ্ছা পতি বিবাহ করিবাব অনুমতি দিতেছেন । অতএব, তর্কবাচস্পতিমহাশয়সদৃশ ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবস্থাপক ভূমণ্ডলে নাই, এরূপ নির্দেশ করিলে, বোধ করি, অত্যাতিদোষে দূষিত হইতে হয় না ।

বাহা হউক, এস্থলে নির্দেশ করা আবশ্যিক, দায়ভাগলিখনের উল্লিখিত তাৎপর্য্যব্যাখ্যা তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের নিজ বুদ্ধি প্রভাব উদ্ভাবিত হয় নাই, তাঁহার পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার, অচ্যুতানন্দ চক্রবর্তী ও কৃষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশ ঐ তাৎপর্য্যব্যাখ্যা কবিয়া গিয়াছেন । যথা,

শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার

“জাত্যবচ্ছেদেনেতি জাত্যা ইত্যর্থঃ তেন ব্রাহ্মণ্য পঞ্চ-
ব্রাহ্মণীবিবাহো ন বিকল্প ইতি ভাবঃ, (২১) ।”

“জাত্যবচ্ছেদেন” অর্থাৎ জাতিব সন্নিহিত, এই কথা বলিতে, ব্রাহ্মণের পাঁচ ছয় ব্রাহ্মণীবিবাহ দৃশ্য নয়, এই অতিপ্রাচ্য ব্যক্ত হইতেছে ।

অচ্যুতানন্দ চক্রবর্তী

“জাত্যবচ্ছেদেনেতি তেন ব্রাহ্মণাদেঃ পঞ্চ বড়্ বা সজাতীয়া
ন বিরুদ্ধা ইত্যশয়ঃ (২২) । ”

“জাত্যবচ্ছেদেন”, এই কথা বলতে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণের পাঁচ
ছয় সর্বণী বিবাহ দূষ্য নয় এই অভিপ্রায় ব্যক্ত হইতেছে ।

রুক্ষকান্ত বিছাবাগীশ

“জাত্যবচ্ছেদেনেতি তেন ব্রাহ্মণস্য *পঞ্চবত্র স্ত্রীবিবাহো
হপি ন বিরুদ্ধ ইতি স্মৃতিম্ (২২) । ”

“জাত্যবচ্ছেদেন” এই কথা বলিতে, ব্রাহ্মণের পাঁচ ছয় ব্রাহ্মণী
বিবাহও দূষ্য নয়, এই অভিপ্রায় ব্যক্ত হইতেছে ।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়, এই তিন টীকাকাবের তাৎপর্য্যব্যাখ্যা নিরীক্ষণ
করিয়া, তদীয় নামোল্লেখে বৈমুখ্য অবলম্বন পূর্ব্বক, নিজবুদ্ধিপ্রভাবে
উদ্ভাবিত অভূতপূর্ব্ব ব্যাখ্যার স্থায় পবিচয় দিয়াছেন । বস্তুতঃ, তদীয়
ব্যাখ্যা শ্রীকৃষ্ণ, অচ্যুতানন্দ, ও রুক্ষকান্তের ব্যাখ্যার প্রতিবিম্ব মাত্র ।
তন্মধ্যে বিশেষ এই, তাঁহারা তিন জনে স্ব স্ব বর্ণে পাঁচ ছয় বিবাহ
দূষ্য নয়, এই সীমাংসা করিয়াছেন, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের বুদ্ধি
তাঁহাদের নকলের অপেক্ষা অধিক তীক্ষ্ণ, এজন্য তিনি, প্রত্যেক বর্ণে
পাঁচ প্রভৃতি বিবাহ দূষ্য নয়, এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । তর্কবাচস্পতি
মহাশয় শ্রীকৃষ্ণ, অচ্যুতানন্দ, ও রুক্ষকান্তের ব্যাখ্যার অনুসরণ করিয়া-
ছেন ; কিন্তু, তাঁহাদের ব্যাখ্যা অনুসৃত হইল বলিয়া, উল্লেখ বা
অঙ্গীকার করেন নাই । অনেকে তদীয় এই ব্যবহারকে অত্যাচারবর্ণের
উদাহরণস্থলে উল্লিখিত করিতে পারেন, কিন্তু, তাঁহার এরূপ ব্যবহার
নিতান্ত অভিনব ও বিস্ময়কর নহে ; পরস্ব গ্রহণ করিয়া, নিজস্ব বলিয়া
পরিচয় দেওয়া তাঁহার অভ্যাস আছে ।

এ স্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যিক রামভদ্র স্থায়ালঙ্কার,

শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণি, স্মার্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন ও মহেশ্বর ভট্টাচার্য্যও দায়ভাগের টীকা লিখিয়াছেন ; কিন্তু, তাঁহারা উল্লিখিত দায়ভাগলিখনের উক্তবিষ তাৎপর্য্যব্যাখ্যা করেন নাই। যাহা হউক, পূর্বনির্দিষ্ট নারদবচন দ্বারা ইহা নির্বিবাদে প্রতিপাদিত হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার প্রভৃতি টীকাকার মহাশয়েরা, অথবা সর্বশাস্ত্রবেত্তা তর্কবাচস্পতি মহোদয়, স্ব স্ব বর্ণে, অথবা প্রত্যেক বর্ণে, যদৃচ্ছা ক্রমে যত ইচ্ছা বিবাহ করা দূর্য্য নয়, ইহা দায়ভাগকারের অভিপ্রেত বলিয়া যে তাৎপর্য্যব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা কোনও যতে সঙ্গত বা সম্ভব হইতে পারে না (২৩)।

(২৩) অচ্যুতানন্দ চক্রবর্তী, “ব্রাহ্মণের পাঁচ ছয় সর্বণী বিবাহ দূর্য্য নয়” এই যে তাৎপর্য্যব্যাখ্যা কবিয়াছেন, তাহা কেবল অনবধানমূলক বলিতে হইবেক। তদীয় তাৎপর্য্যব্যাখ্যার মর্ম্ম এই, ব্রাহ্মণ যদৃচ্ছা ক্রমে যত ইচ্ছা সর্বণী বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু, তিনি দায়ভাগস্থ

সর্বণীশ্রে দ্বিজাভীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।

কানতস্ত প্রবৃত্তানামিমাঃ সূঃ ক্রমশোহবরাঃ । ৩। ১২।

দ্বিজাতিদিগের প্রথমবিবাহে সর্বণী কন্যা বিহিতা ; কিন্তু যাহাবা কামবশতঃ বিবাহে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা অনুলোমক্রমে অসর্বণী বিবাহ করিবাক।

এই মনুবচনের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তদ্বারা যদৃচ্ছাঙ্কলে অসর্বণীবিবাহ-মাত্র প্রতিপাদিত হইয়াছে। যথা,

“ইমাঃ বক্ষ্যমাণাঃ বৈশ্যক্ক্সিয়বিপ্রাণাং শূত্রাবৈশ্যাক্ক্সিয়াঃ”।

বক্ষ্যমাণ কন্যাবা অর্থাৎ বৈশ্য, ক্ক্সিয় ও ব্রাহ্মণের শূত্রা, বৈশ্য ও ক্ক্সিয়া।

ইহা দ্বারা অচ্যুতানন্দ স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার কবিয়াছেন, যদৃচ্ছাক্রমে বিবাহে প্রবৃত্ত হইলে ব্রাহ্মণ ক্ক্সিয়া, বৈশ্য ও শূত্রা ; ক্ক্সিয় বৈশ্য ও শূত্রা, বৈশ্য শূত্রা বিবাহ করিতে পারে। অতএব, যিনি মনুবচনব্যাখ্যাকালে যদৃচ্ছাঙ্কলে অসর্বণীবিবাহমাত্র ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন ; তাঁহার পক্ষে “ব্রাহ্মণের পাঁচ ছয় সর্বণী বিবাহ দূর্য্য নয়”, একপ ব্যবস্থা করা কত দূর সঙ্গত, তাহা সকলে বিবেচনা কবিয়া দেখিবেন। ফলতঃ, অচ্যুতানন্দকৃত মনুবচনব্যাখ্যা ও দায়ভাগলিখনের তাৎপর্য্যব্যাখ্যা যে পরস্পর নিতান্ত বিরুদ্ধ, তাহার সন্দেহ নাই।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়, যে প্রমাণ অবলম্বন পূর্বক, একবাবে একাধিক ভাষ্যা বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত ও আলোচিত হইতেছে ।

“অথ যদি গৃহস্থে দ্বৈ ভাষ্যে বিন্দেত কথং কুর্য্যাৎ ।

ইত্যাশঙ্ক্য

যস্মিন্ কালে বিন্দেত উভাবগ্নী পরিচরেৎ

ইতাপক্রম্য

দ্বয়োভাষ্যয়োঃস্বাক্ষরোঃসম্মানঃ

ইতি বিধানপাবিজাতপ্লতবোধায়নসূত্রেণ যুগপদ্বাভাষ্যং তদনু-
গুণমগ্নিদ্বয়ঞ্চ বিহিতং দ্বাভাঃ পত্নোঃস্বাক্ষরোঃসম্মানং বদত।
চ অগ্নিদ্বয়ে যুগপত্ত্বয়োঃসম্মানাদিসম্বন্ধপ্রতীতেযুগপদ্বিবাহদ্বয়ং
স্পষ্টমেব প্রতীয়তে (২৪) । ”

“যদি গৃহস্থ দুই ভাষ্য বিবাহ করে ক্রিয়াকরিতবেক,” এই
আশঙ্কা করিয়া, “যে কালে বিবাহ করিবেক দুই অগ্নির স্থাপন
করিবেক,” এইরূপ আবশ্য করিয়া, “দুই ভাষ্যের সম্বন্ধিত যজমান,
বিধানপাবিজাতপ্লত এই বোধায়নসূত্রে যুগপৎ ভাষ্যদ্বয় ও তদুপ-
যোগী অগ্নিদ্বয় বিহিত হইয়াছে, আর “দুই পত্নীর সম্বন্ধিত,” এই
কথা বলাতে, অগ্নিদ্বয়ে যুগপৎ উভয়ের তোমাদিসম্বন্ধ প্রতীতি জন্মি-
তেছে, সুতরাং যুগপৎ বিবাহদ্বয় স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে ।

সর্বশাস্ত্রবেত্তা তর্কবাচস্পতি মহাশয় বোধায়নসূত্রের অর্থগ্রহ ও
তাৎপর্যনির্ণয় করিতে পারেন নাই, এজন্য, যুগপৎ বিবাহদ্বয়
স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, এরূপ অদ্ভুত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ।

তিনি, সমুদয় বোধায়নসূত্র উদ্ধৃত না কবিয়া, সূত্রের অন্তর্গত যে কয়টি কথা আপন অভিপ্রায়েব অনুকূল বোধ করিয়াছেন, সেই কয়টি কথা মাত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু, যখন ধর্মসংস্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন এক সূত্রের অতি সামান্য অংশত্রয় মাত্র উদ্ধৃত না কবিয়া, সমুদয় সূত্র উদ্ধৃত করা উচিত ও আবশ্যক ছিল, তাহা হইলে, কেবল তদীয় আদেশের ও উপদেশের উপর নির্ভর না করিয়া, আবশ্যক বোধ হইলে, সকলে সস্ব বুद्धি চালনা করিয়া, সূত্রের অর্থনির্ণয় ও তাৎপর্যাগ্রহ করিতে পারিতেন। এস্থলে দুটি কৌশল অবলম্বিত হইয়াছে, প্রথম, সমুদয় সূত্র উদ্ধৃত না কবিয়া, সূত্রের অন্তর্গত কতিপয় শব্দ মাত্র উদ্ধৃত করা, দ্বিতীয়, কেহ সমুদয় সূত্র দেখিয়া, সূত্রের অর্থবোধ ও তাৎপর্যানির্ণয় করিয়া, প্রকৃত রত্নাস্ত্র জানিতে না পাবে, এজন্য যে গ্রন্থে এই সূত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার নাম গোপন পূর্বক, গ্রন্থাস্ত্রবেব নাম নির্দেশ করা। তিনি লিখিয়াছেন,

“ইতি বিধানপারিজাতপ্লতবোধায়নসূত্রেণ”।

বিধানপারিজাতপ্লত এই বোধায়নসূত্রে ।

কিন্তু, বিধানপারিজাতে এই বোধায়নসূত্র উদ্ধৃত দৃষ্ট হইতেছে না। যাহা হউক, বোধায়নসূত্রের প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য্য কি, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

যদি কোনও ব্যক্তি, শাস্ত্রোক্ত নিমিত্ত বশতঃ, পুনরায় বিবাহ কবে, তবে সে পূর্ব বিবাহের অগ্নিতে দ্বিতীয় বিবাহের হোম করিবেক, নূতন অগ্নি স্থাপন করিয়া, তাহাতে হোম করিতে পারিবেক না। কিন্তু, যদি কোনও কাবণ বশতঃ, পূর্ব অগ্নিতে হোম কবা না ঘটিয়া উঠে, তাহা হইলে, নূতন অগ্নিতে হোম করিয়া, পূর্ব অগ্নির সহিত ঐ অগ্নির মিলন করিয়া দিবেক। এই অগ্নিদ্বয়মেলনের দুই পদ্ধতি; প্রথম পদ্ধতি অনুসারে, প্রথমতঃ যথাবিধি স্থণ্ডিলে দুই অগ্নির স্থাপন

করিয়া, অগ্রে পূর্ব পত্নীর সহিত প্রথম বিবাহের অগ্নিতে হোম করিবেক, পরে সমিধের উপর ঐ অগ্নিব ক্ষেপণ করিয়া, দ্বিতীয় বিবাহেব অগ্নির সহিত মেলন পূর্বক, দুই পত্নীর সহিত সমবেত হইয়া হোম করিবেক । এই পদ্ধতি শৌনক ও আশ্বলাবনের বিধি অনুযায়িনী । দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুসারে, প্রথমতঃ যথাবিধি স্থঙিলে দুই অগ্নিব স্থাপন করিয়া, অগ্রে দ্বিতীয় পত্নীর সহিত দ্বিতীয় বিবাহেব অগ্নিতে হোম করিবেক ; পরে, সমিধেব উপর ঐ অগ্নিব ক্ষেপণ করিয়া, প্রথম বিবাহেব অগ্নির সহিত মেলন পূর্বক, দুই পত্নীর সহিত সমবেত হইয়া হোম করিবেক । এই পদ্ধতি বোধায়নের বিধি অনুযায়িনী । শৌনক ও আশ্বলাবনের বিধি অনুসারে, অগ্রে পূর্ব পত্নীর সহিত প্রথম বিবাহেব অগ্নিতে হোম করিতে হয়, বোধায়নের বিধি অনুসারে, অগ্রে দ্বিতীয় পত্নীর সহিত দ্বিতীয় বিবাহের অগ্নিতে হোম করিতে হয় । দুই পদ্ধতির এই অংশে বিভিন্নতা ও মন্ত্ৰগত বৈলক্ষণ্য আছে । বীরমিত্রোদয়, বিধানপাবিজাত, নির্ণয়সিদ্ধ, এই তিন গ্রন্থে এ বিষয়ের ব্যবস্থা আছে এবং অবলম্বিত ব্যবস্থাব প্রমাণভূত শাস্ত্রও উদ্ধৃত হইয়াছে । যথাক্রমে তিন গ্রন্থেব লিখন উদ্ধৃত হইতেছে, তদনুসারে, সকলে এ বিষয়েব সর্বশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন, এবং তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের মীমাংসা সঙ্গত কি না, তাহাও অনাবাসে বিবেচনা করিতে পারিবেন ।

বীরমিত্রোদয়

“অথাধিবেদনেহগ্নিনিবমঃ তত্র কাত্যায়নঃ

সদারোহন্যান্ পুনর্দারান্নদ্বোতু” করণানুরাৎ ।

বদীচ্ছেদগ্নিমান্ কর্তুং ক্ব হোমোহস্ত বিধীয়তে ।

স্বাগ্নাবেব ভবেদ্বোমো লৌকিকে ন কদাচনেতি ॥

আগ্নৌ পূর্বপবিগৃহীতেহগ্নৌ তদভাবে লৌকিকেহগ্নৌ যদা

লৌকিকেহগ্নৌ তদা পূর্বপাগ্নিনা অগ্নাগ্নৌ সংসর্গঃ কাযাঃ ।

অতঃপর অবিবেচনের অগ্নিনিষম উল্লিখিত হইতেছে । কাত্যায়ন
বহিষাচেন, “যদি সায়িক গৃহস্থ, নিমিত্ত বশতঃ, পূৰ্ব্ব জীব জীব-
দশায়, পুনরায় দারপরিগ্রহের ইচ্ছা কবে, কোন অগ্নিতে সেহ
বিবাহেব হোম করিবেক । প্রথম বিবাহের অগ্নিতেই ঐ হোম
করিতে হইবেক, লৌকিক অর্থাৎ নূতন অগ্নিতে কদাচ করিবেক না ।”
প্রথম বিবাহের অগ্নির অভাব ঘটিলে, লৌকিক অগ্নিতে করিবেক ;
যদি লৌকিক অগ্নিতে করে, তাহা হইলে পূৰ্ব্ব অগ্নির সাহত ঐ
অগ্নির মেলন করিতে হইবেক ।

“অথ কুত্যাধিবেদনশ্চ অগ্নিদ্বয়সংসর্গবিধিরভিধীয়তে । শৌনকঃ

অথাগ্নৌর্গৃহ্যৈর্যোগং নপত্নীভেদজাতয়োঃ ।

সহাধিকারসিদ্ধার্থমহং বক্ষ্যামি শৌনকঃ ॥

অবোগামুদ্বহেৎ কন্যাং ধর্মলোপভয়াৎ স্বয়ম্ ।

কুতে তত্র বিবাহে চ এতান্তে তু পরেহহনি ॥

পৃথক্ স্তম্বিলয়োরগ্নৌ সমাধায় যথাবিধি ।

তন্ত্রং কৃত্বাজ্যভাগান্তমুদ্বাহানাং ততঃ ।

জুহ্বাৎ পূর্বপত্ন্যগ্নৌ তরান্বারক্ আহতীঃ ॥

অগ্নিমীলে পুরোহিতং সৃজেন নবর্চেন তু ।

সমিধেনং সমারোপ্য অয়ন্তে যোনিরিত্যচা ।

এত্যবরোহেত্যনয়। কনিষ্ঠাগ্নৌ নিধায় তম্ ।

আজ্যভাগান্ততন্ত্রাদি কৃত্বারভ্য তদাদিতঃ ।

সমন্বারক্ এতাভ্যাং পত্নীভ্যাং জুহ্বাদদ্বতম্ ।

চতুর্গৃহীতমেতাভিঋগ্ভিঃ ষড়্ভির্যথাক্রমম্ ।

অগ্নাবগ্নিশ্চরতীত্যগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্যতে ।

অস্ত্রীদমিতি ভিসৃভিঃ পাহি নো অগ্ন একয়া ।

ততঃ শ্বিক্ককুদারভ্য হোমশেষং সমাপয়েৎ ।

গোযুগং দক্ষিণা দেয়া শ্রোত্রিয়ায়াহিতাশ্নয়ে ॥

পত্ন্যোরেকা যদি যুতা দন্ধু। তেনৈব তাং পুনঃ ।

আদধীতান্যরা সাক্ষীমাধানবিধিনা গৃহীতি ॥

অগ্নিসংসর্গো লৌকিকাগ্নৌ বিবাহহোমপক্ষে পূর্বপত্ন্যগ্নৌ
বিবাহহোমপক্ষে তু নারং সংসর্গবিধিঃ বিবাহহোমেনৈব
সংস্কৃত্ত্বাৎ ।”

অতঃপর, অধিবেদনকাবীর পক্ষে অগ্নিদ্ব্যমেলনের যে বিধি
আছে, তাহা নির্দিষ্ট হইতেছে । শৈলক কহিয়াছেন, “স্ত্রীদ্বিগ্ন
সহাধিকার সিদ্ধির নিমিত্ত, সপত্নীভেদনিমিত্তক গৃহ্য অগ্নিদ্ব্যেব
মেলনবিধি কহিতেছি । ধর্মলোপভয়ে অবোণা বন্যাব পাণিগ্রহণ
করিবেক । বিবাহ সম্পন্ন হইলে, ব্রতান্তে, পব দিবসে, যথাবিধি
পৃথক দুই স্থানে দুই অগ্নিব স্থাপন করিয়া, পৃথক অধ্বাধানপ্রভৃতি
আজ্যভাগ পর্য্যন্ত কর্ম সম্পাদন পূর্বক, পূর্ব পত্নীর সহিত সমবেত
হইয়া, “অগ্নিনীলে পুরোহিতম্” ইত্যাদি নব মন্ত্র দ্বারা প্রথম
বিবাহেব অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবেক । পরে “অং তে
যোনিঃ” এই মন্ত্র দ্বারা সমিধের উপর ঐ অগ্নির ক্ষেপণ করিয়া,
“প্রত্যবরোক” এই মন্ত্র দ্বারা কনিষ্ঠাগ্নিতে অর্থাৎ দ্বিতীয় বিবাহেব
অগ্নিতে ক্ষেপণ পূর্বক, প্রথম হইতে আজ্যভাগান্ত কর্ম করিয়া, উভয়
পত্নীর সহিত সমবেত হইয়া, হোম করিবেক, অনন্তর, “অগ্নাবগ্নি-
শ্চবতি”, “অগ্ননাগ্নিঃ সমিধাতে”, এই দুই, “অস্তীদম্” ইত্যাদি
তিন, “নাহি নো অগ্ন একযা” এই এক, এই ছয় মন্ত্র দ্বারা
চতুর্গৃহীত যূতের আহুতি দিবেক, তৎপরে ষষ্ঠকৃৎ প্রভৃতি কর্ম
করিয়া, হোমশেষ সমাপন করিবেক এবং আহুত্যাগ্নি শ্রাদ্ধিগ্রহণ
গোযুগল দক্ষিণা দিবেক । যদি গর্ভদ্বয়ের মধ্যে একের মৃত্যু
হয়, সেই অগ্নি দ্বারা তাহাব দাহ করিয়া, গৃহস্থ, আধানবিধি
অনুসারে, অন্য স্ত্রীর সহিত পুনরায় আধান করিবেক ।”
দ্বিতীয়বিবাহহোম লৌকিক অগ্নিতে সম্পাদিত হইলেই, উক্ত-
প্রকার অগ্নিমেলনের আবশ্যকতা, পূর্ব বিবাহেব অগ্নিতে সম্পা-
দিত হইলে, উহার আবশ্যকতা নাই ; কারণ, বিবাহহোম দ্বাবাই
অগ্নিসংসর্গ নিম্পন্ন হইয়া যায় ।

বিধানপাবিজাত

“অথ সাগ্নিকশ্চ দ্বিতীয়াং ভার্য্যামুচ্যতে। অগ্নিদ্বয়সংসর্গবিধানম্ ।

আশ্বলায়নগৃহ্যপরিশিষ্টে

অথানেকভাৰ্য্যস্য যদি পূৰ্ব্বেগৃহ্যগ্ৰাহেব অনন্তরবিবাহঃ
 স্যাৎ তেনৈব সা তস্য সহ প্রথময়া ধৰ্ম্মাগ্নিভাগিনী
 ভবতি । যদি লৌকিকে পরিণয়েৎ তং পৃথক্
 পরিগৃহ পূৰ্ব্বেণৈকীকুৰ্য্যাৎ । তৌ পৃথগুপসমাধায়
 পূৰ্ব্বম্বিন্ পূৰ্ব্বয়া পত্ন্যাহ্বারকো অগ্নিমীলে পুরো-
 হিতমিতি সূক্তেন প্রত্যাচং হুত্বা অগ্নে ত্বং ন ইতি
 সূক্তেন উপস্থায় অয়ং তে যোনির্হুত্বি ইতি তং
 সমিধমারোপ্য প্রত্যবরোহ জাতবেদ ইতি দ্বিতীয়ে
 ঋবরোহ আজ্যভাগান্তং কুত্বা উভাভ্যামহ্বারকো
 জুহুয়াৎ অগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্যতে ত্বং হুগ্নে অগ্নিনা
 পাহি নো অগ্ন একয়েতি তিসৃভিঃ অস্তীদমগ্নিনস্থ-
 মিতি চ তিসৃভিরথৈনং পরিচরেৎ । যতামনেন
 সংস্কৃত্য অন্যয়া পুনরাদধ্যাৎ যথাযোগং বাগ্নিঃ
 বিভজ্য তদ্ভাগেন সংস্কুৰ্য্যাৎ । বহ্বীনামপ্যেবমগ্নি-
 যোজনং কুৰ্য্যাৎ । গোমিথুনং দক্ষিণেতি ।

শৌনকোহপি

অথাগ্ন্যেগৃহ্যয়োৰ্যোগং সপত্নীভেদজাতয়োঃ ।

সহাধিকারসিদ্ধ্যৰ্থমহং বক্ষ্যামি শৌনকঃ ॥

অরোগামুদ্বহেৎ কন্যাং ধৰ্ম্মলোপভয়াৎ স্বরম্ ।

কৃতে তত্র বিবাহে চ ব্রতান্তে তু পরেহহনি ।

পৃথক্ স্থণ্ডিলয়োরগ্নী সমাধায় যথাবিধি ।

তত্রং কুত্বাজ্যভাগান্তমহ্বাধানাদিকং ততঃ ।

জুহুয়াৎ পূৰ্ব্বপত্ন্যগ্নৌ তরাহ্বারক আহুতীঃ ।

অগ্নিমীলে পুরোহিতং সূক্তেন নবর্চেন তু ।

সমিধেনং সমারোপ্য অয়ং তে যোনিরিত্যাচা ।

প্রত্যবরোহেতানয়া কনিষ্ঠাগ্নৌ নিধায় তম্ ।

আজ্যভাগান্ততন্ত্রাদি কৃত্বারভ্য তদাদিতঃ ।

সমহারক্ৰ এতাভ্যাং পত্নীভ্যাং জুহুয়াদ্ভূতম্ ।

চতুর্গৃহীতমেতাভির্থাগ্ভিঃ ষড্ভির্থাগ্ৰমম্ ।

অগ্নাবগ্নিচরতীত্যগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্যতে ।

অস্তীদমিতি তিসৃতিঃ পাহি নো অগ্ন একয়া ।

ততঃ ষিষ্টকৃদারভ্য হোমশেষং সমাপয়েৎ ।

গোযুগং দক্ষিণা দেয়া শ্রোগ্রিয়ায়াহিতাগ্নয়ে ॥

পত্ন্যোরেকা যদি স্নতা দন্ধা তেনৈব তাং পুনঃ ।

আদধীতান্যরা সার্কমাধানবিধিনা গৃহীতি ॥”

অতঃপৰ কৃত্ত্বিতীয়বিবাহ সাগ্নিকের অগ্নিদ্বয়ের সংসর্গবিধি ন
দৰ্শিত হইছে। আখ্যায়নগুণ্যপৰিচিষ্টে উক্ত হইয়াছে, “যদি
দ্বিভাৰ্য্য ব্যক্তির দ্বিতীয় বিবাহ পূৰ্ব্ব বিবাহের অগ্নিতেই সম্পন্ন
হয়, তদ্বারাই সে তাহার পূৰ্ব্বপত্নীর সহিত ধৰ্ম্মকাৰ্য্যে সহধিকাৰিণী
হইবেক। যদি লৌকিক অগ্নিতে বিবাহ হবে, উহার পৃথক্ পৰি-
গ্রহ কৰিয়া, পূৰ্ব্ব অগ্নির সহিত মেলন কৰিবেক। দুই অগ্নির পৃথক
স্থাপন করিয়া, পূৰ্ব্বপত্নীর সহিত সমবেত হইয়া, “অগ্নিমানো পুৰো-
হিতম্” এই স্তব্ধ দ্বাৰা পূৰ্ব্ব অগ্নিতে প্রতি মন্ত্রে হোম কৰিয়া, “অগ্নে
স্বং নঃ” এই স্তব্ধ দ্বাৰা উপস্থাপন পূৰ্ব্বক, “অং তে যোনিষ্মজ্জিম্.”
এই মন্ত্র দ্বাৰা সন্নিবেব উপৰ ক্ষেপণ কৰিয়া, “প্রত্যবরোহ জাত-
বেদঃ” এই মন্ত্র দ্বাৰা দ্বিতীয় অগ্নিতে ক্ষেপণ পূৰ্ব্বক, আজ্যভাগান্ত
কৰ্ম্ম কৰিয়া, উভয় পত্নীর সহিত সমবেত হইয়া হোম কৰিবেক ;
অনন্তর “অগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্যতে”, “ত্বং যগ্নে অগ্নিনা”, “পাহি নো
অগ্ন একয়া” এই তিন, এবং “অস্তীদনাধমন্তনম্” ইত্যাদি তিন
মন্ত্র দ্বাৰা সেই অগ্নিতে আহুতিদান কৰিবেক। এই অগ্নি দ্বাৰা স্নতা
স্ত্রীর সংস্কার কৰিয়া, অন্য স্ত্রীর সহিত পুনৰ্ৰাব অগ্নাধান কৰি-
বেক, অথবা বৰ্ণাসম্ভব অগ্নিৰ বিভাগ কৰিয়া, এক ভাগ দ্বাৰা

সংস্কার কবিবেক । বহুশ্রীপক্ষেও এইকপে অগ্নিমেলন করিবেক ।
গোয়ুগল দক্ষিণা দিবেক ।

শৈলিকও কহিয়াছেন, “শ্রীদিগেব সর্বাধিকার সিদ্ধির নিমিত্ত, সগল্পীভেদনিমিত্তক গৃহ অগ্নিদ্বয়ের মেলনবিধি কহিতেছি । ধর্ম-লোপভয়ে অবোণা কন্যার পাণিগ্রহণ কবিবেক । বিবাহ সম্পন্ন হইলে, ব্রতান্তে, পব দিবসে, যথাবিধি পৃথক্ দুই স্থাণ্ডিলে দুই অগ্নিব স্থাপন কবিয়, পৃথক্ অস্বাধান প্রভৃতি আজ্যভাগ পর্য্যন্ত কর্ম সম্পাদন পূরক, পূর্ব পত্নী সহিত সমবেত হইয়া, “অগ্নিমৌলে পুৰোহিতম্” ইত্যাদি নব মন্ত্র দ্বারা প্রথম বিবাহের অগ্নিতে অহুতি প্রদান কবিবেক । পরে “অয়ং তে যোনিঃ” এই মন্ত্র দ্বারা সমিধের উপন ঐ অগ্নিব ক্ষেপণ কবিয়া, “প্রত্যববোহ” এই মন্ত্র দ্বারা কনিষ্ঠাগ্নিতে অথাৎ দ্বিতীয় বিবাহের অগ্নিতে ক্ষেপণ পূরক, প্রথম হইতে আজ্যভাগান্ত কর্ম কবিয়া, উভয় পত্নীর সহিত সমবেত হইয়া, হোম কবিবেক, অনন্তর “অগ্নাবগ্নিস্চরতি”, “অগ্নিনামিঃ সমিধঃ” এই দুই, “অস্তীদম্” ইত্যাদি তিন, “পাতি নো অগ্ন একযা” এই এক, এই চয় মন্ত্র দ্বারা চতুর্থীত যুগের আহুতি দিবেক, তৎপরে দ্বিত্বৎ প্রভৃতি কর্ম কবিয়া, হোমশেষ সমাপন কবিবেক এবং আতিথ্যি গোয়ুগল দক্ষিণা দিবেক । যদি পত্নীদ্বয়ের মাত্য এতদ্র মৃত্যু হয়, সেই অগ্নি দ্বারা তাহাব দাহ কবিয়া, গৃহস্ত, আবানবিধি অনুসারে, অন্য স্ত্রী সহিত পুনরায় আধান কবিবেক ।”

নির্ণয়সিদ্ধি

“দ্বিতীববিবাহহোমে অগ্নিমাহ কাভ্যাগনঃ

নদারৌহন্যান্ পুনর্দারানুদ্বোতুং কারণান্তরাৎ ।

যদৌচ্ছেদগ্নিমান্ কর্তুং ক হোমৌহন্য বিধীয়তে ।

স্বাগ্নাবেব ভবেদ্বোমো লৌকিকে ন কদাচন ॥

ব্রিকাগুমগুনোতপি

আদ্যারাং বিল্যমানাং দ্বিতীয়ামুদ্বহেদ্যদি ।

তদা বৈবাহিকং কর্ম কুর্ঘ্যান্দাবসথেইগ্নিমান্ ॥

স্পদর্শনভাষ্যে তু দ্বিতীববিবাহহোমে লৌকিক এব ন পূর্কো-

পাসন ইত্যুক্তম্ ইদঞ্চাসম্ভবে তত্র চাগ্নিদ্বয়সংসর্গঃ কার্য্যঃ তদাহ
শৌনকঃ

অথাগ্নোৰ্গৃহীয়োৰ্যোগং সপত্নীভেদজাতয়োঃ ।

সহাধিকারসিদ্ধার্থমহং বক্ষ্যামি শৌনকঃ ॥

অরোগামুদ্বহেৎ কন্যাং ধর্মলোপভয়াৎ স্বয়ম্ ।

ক্লৃতে তত্র বিবাহে চ ব্রতান্তে তু পরেহহনি ।

পৃথক্ স্থণ্ডিলয়োরগ্নী সমাধায় যথাবিধি ।

তন্ত্রং কৃত্বাজ্যভাগান্তমবধাণাদিকং ততঃ ।

জুহুয়াৎ পূর্বপত্ন্যাগ্নৌ তয়াস্বাঃ ক্র আহুতীঃ ।

অগ্নিমীলে পুরোহিতং সৃজ্ঞেন নবর্চেন তু ।

সমিধোনং সমারোপ্য অয়ং তে বোনিরিভূতাঃ ।

প্রত্যবরোহেত্যনয়া কনিষ্ঠ্যাগ্নৌ নিধায় তম্ ।

আজ্যভাগান্ততন্ত্রাদি কৃত্বারভ্য তদাদিতঃ ।

সমহারক্ এতাভ্যাং পত্নীভ্যাং জুহুয়াদ্ব্যতম্ ।

চতুর্গৃহীতমেতাভিঋগৃভিঃ ষড়্ভির্যথাক্রমম্ ।

অগ্নাবগ্নিশ্চরতীত্যগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্যতে ।

অস্ত্রীদমিতি তিসৃভিঃ পাহি নো অগ্ন একয়া ।

ততঃ ষ্টিষ্টকৃদারভ্য হোমশেষং সমাপয়েৎ ।

গোনুগং দক্ষিণা দেয়া শ্রোত্রিয়ায়াহিতাগ্নয়ে ॥

পত্ন্যোরেকা যদি য়তা দধ্নু তেনৈব তাং পুনঃ ।

আদধীতান্যয়া সার্কশাধানবিধিনা গৃহীতি ॥

বোধায়নম্বত্রে তু

অথ যদি গৃহস্থো হে ভার্য্যে বিন্দেত কথং তত্র

কুর্যাদিতি যস্মিন্ কালে বিন্দেত উভাবগ্নী পরিচরেৎ

অপরাগ্নিমুপসমাধায় পরিস্তীৰ্য্য আজ্যং বিলাপ্য
 অচি চতুর্গৃহীতং গৃহীত্বা অন্নাক্ষয়াং জুহোতি
 নমস্তে ঋষে গদাব্যধায়ৈ ত্বা স্বধায়ৈ ত্বা মান ইন্দ্রাভি-
 মতস্বদৃষ্টো রিক্তাং স এব ব্রহ্মব্রবেদ সুস্বাহেতি অথ
 অয়ং তে যোমিঋত্বিয় ইতি সমিধি সমারোপয়েৎ
 পূর্বাগ্নিমুপসমাধায় জুহ্বান উদ্ব্যস্বাগ্ন ইতি সমিধি
 সমারোপ্য পরিস্তীৰ্য্য অচি চতুর্গৃহীত্বা দ্বয়োর্ভার্য্যয়ো-
 রন্নাক্ষয়োৰ্য্যজমানোভিযুশতি যো ব্রহ্মা ব্রাহ্মণ
 ইতে'তেন সূক্তেনৈকং চতুর্গৃহীতং জুহোতি আগ্নি-
 মুখাং কৃত্বা পক্বাং জুহোতি সম্মিতং সন্ধপ্পেথামিতি
 পুরোনুবাক্যমনুচ্য অগ্নে পুরীষো ইতি যাজ্যয়া
 জুহোতি অথা জ্যাহতীকপজুহোতি পুরীষামস্ত-
 মিত্যভাদনুবাক্যস্য স্মিক্তকুৎ প্রভৃতিসিদ্ধমাধেহু-
 বরদানাং অথাগ্নেণাগ্নিং দর্ভস্তুষ্মে হৃতশেবং
 নিদধাতি ব্রহ্মজজ্ঞানং পিতা বিরাজামিতি দ্বাভ্যাং
 সং নগবিধিঃ কাযাঃ । ”

যে অগ্নিতে দ্বিতীয় বিবাহের হোম করিতে হয়, কাত্যায়ন তাহার
 নির্দেশ করিয়াছেন, “যদি সাগ্নিক গৃহস্থ, নিমিত্ত বশতঃ, পূর্বে স্ত্রীর
 জীবদ্দশায় পুনরায় দারপবিগ্রহের ইচ্ছা করে, কোন অগ্নিতে সেই
 বিবাহের হোম করিবেক। প্রথম বিবাহের অগ্নিতেই ঐ হোম
 করিতে হইবেক, লৌকিক অর্থাৎ নূতন অগ্নিতে কনাচ করিবেক
 না।” ত্রিকাণ্ডমণ্ডনও কহিয়াছেন, “যদি সাগ্নিক গৃহস্থ, প্রথমা
 স্ত্রী বিদ্যমান থাকিতে, দ্বিতীয়া স্ত্রী বিবাহ করে, তাহা হইলে আব-
 সম অগ্নিতে বিবাহসংক্রান্ত কৰ্ম করিবেক।” সুদর্শনভাষ্যে নির্দিষ্ট
 আছে, দ্বিতীয় বিবাহের হোম লৌকিক অগ্নিতেই করিবেক, পূর্বে
 বিবাহের অগ্নিতে নহে। অসম্ভব পক্ষে এই ব্যবস্থা। এ পক্ষে
 অগ্নিবধেব মেলন করিতে হয়, শৌনক তাহার বিধি দিয়াছেন,

“জীদিগের সগাধিকার শিল্পির নিমিত্ত, সপত্নীভেদনিমিত্তক গৃহ্য অগ্নিদ্বয়ের মেলনবিধি কহিতেছি । ধর্ম্মলোপভয়ে অবোগা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেক । বিবাহ সম্পন্ন হইলে, বতাস্তে, পর দিবসে, যথাবিধি পৃথক্ দুই স্থানে দুই অগ্নির স্থাপন করিয়া, পৃথক্ অধা-
ধান প্রভৃতি আজ্ঞাভাস পর্য্যন্ত কর্ম্ম সম্পাদন পূর্ব্বক, পূর্ব্ব পত্নীর সহিত সমবেত হইয়া, “অগ্নিমাণে পুরোহিতম্” ইত্যাদি নব মন্ত্র দ্বারা প্রথম বিবাহের অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবেক । পরে “অয়ং তে যোনিঃ” এই মন্ত্র দ্বারা সমিধের উপর ঐ অগ্নির ক্ষেপণ করিয়া, “প্রত্যবরোহ” এই মন্ত্র দ্বারা কনিষ্ঠাগ্নিতে অর্থাৎ দ্বিতীয় বিবাহের অগ্নিতে ক্ষেপণ পূর্ব্বক, প্রথম হইতে আজ্ঞাভাসান্ত কর্ম্ম করিয়া, উভয় পত্নীর সহিত সমবেত হইয়া, হোম করিবেক, অনন্তর “অগ্নাবগ্নিচরতি”, “অগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্যতে”, এই দুই, “অন্তীদম্” ইত্যাদি তিন, “পাহি নো অগ্ন একম্” এই এক, এই ছয় মন্ত্র দ্বারা চতুর্গৃহাত ঘৃতেব আহুতি দিবেক, তৎপরে বিষ্ণুং প্রভৃতি কর্ম্ম করিয়া, তোমশেষ সমাপন করিবেক এবং আহুতিগ্নি স্রোত্রীকে গোমুগল দক্ষণা দিবেক । যদি পত্নীদ্বয়ের মধ্যে একের মৃত্যু হয়, সেই অগ্নি দ্বারা তাতাব দাহ করিয়া, গৃহস্থ, আধানবিধি অনুসারে, অন্য জীর সহিত পুনরায় আধান করিবেক” ।

কিন্তু বোধায়নহুত্রে অগ্নিদ্বয়ের মেলনপ্রক্রিয়া প্রবাস্তাবে উক্ত হইয়াছে ; যথা “যদি গৃহস্থ দুই ভার্য্যাব পাণিগ্রহণ করে, সে স্থানে কিপ করিবেক ? যৎকালে বিবাহ করিবেক, উভয় অগ্নির স্থাপন করিবেক, অপবাগ্নির অর্থাৎ দ্বিতীয় বিবাহের অগ্নির স্থাপন ও পরিস্তরণ করিয়া, ঘৃত গলাইয়া ব্রহ্মে চাবি বাব ঘৃত গ্রহণ করিয়া, “নমস্তে ঋষে গদাব্যধাণৈ ত্বা স্বধাণৈ ত্বা মান ইদ্রাতিমতস্তুদৃষ্টৌ বিষ্ঠা” স এব বক্ষরবেদ সুখাঃ” এই মন্ত্র দ্বারা, কনিষ্ঠা জীর সহিত সমবেত হইয়া, আহুতি দিবেক ; পরে “অযং তে যোনিঃ” ইত্যাদি এই মন্ত্র দ্বারা সমিধের উপর ক্ষেপণ করিবেক, অনন্তর পূর্ব্ব অগ্নির অর্থাৎ প্রথম বিবাহের অগ্নির স্থাপন পূর্ব্বক আহুতি দিবা, “উদুধ্যস্ত অগ্নে” এই মন্ত্র দ্বারা সমিধের উপর ক্ষেপণ ও পরিস্তরণ করিয়া, ব্রহ্মে চাবি বার ঘৃত লইয়া, উভয় ভার্য্যার সহিত সমবেত হইয়া, যজমান হোম করিবেক, “যো বক্ষা বক্ষণঃ” এই মন্ত্র দ্বারা এক বাধ চতুর্গৃহাত ঘৃত আহুতি দিবেক, অনন্তর অগ্নিগুণ প্রভৃতি কর্ম্ম করিয়া, চতুহোম করিবেক, “সম্মিতং সন্ধপ্পেখাম্” এই অনুবাক্যমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, “অগ্নে পুরীষ্যে” এই যজ্ঞীয়মন্ত্র দ্বারা হোম

করিবেক, পূর্বে ঘৃতেব আহুতি দিয়া হোম করিবেক, “পুবীষ্যমন্তুম্” এই অনুবাক্যেব শেষভাগ হইতে যিষ্টকৃৎ প্রভৃতি ধেনুদক্ষিণা পর্য্যন্ত বর্ন্য করিবেক, “ব্রহ্মজজ্ঞানং পিতা বিরাক্ষম্” এই মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক ঋগ্বেদেব অগ্রভাগ দ্বাৰা হৃতশেষ অগ্নি গ্রহণ করিয়া দর্ভ দ্বন্দ্ব স্থাপন করিবেক । এইরূপে অগ্নিদ্বয়ের সংসর্গ বিধান করিবেক ।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের উল্লিখিত বৌধায়নসূত্র এবং সর্কাংশে সমানার্থক শৌনকবচন ও আশ্বলায়নসূত্র সমগ্র প্রদর্শিত হইল । এক্ষণে, শাস্ত্রত্রয়ের অর্থ ও তাৎপর্য্য পর্যালোচনা পূর্বক, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, বৌধায়নসূত্র দ্বারা যুগপৎ বিবাহদ্বয়বিধান প্রতিপন্ন হইতে পারে কি না । শৌনক ও আশ্বলায়ন যেরূপ ক্রত-দ্বিতীয়বিবাহ ব্যক্তির বিবাহ সংক্রান্ত অগ্নিদ্বয়ের মেলন প্রক্রিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, বৌধায়নও তাহাই কবিয়াছেন, তাহার অতিরিক্ত কিছুই বলেন নাই । তবে, পূর্বে দর্শিত হইয়াছে, শৌনক ও আশ্বলায়ন, অগ্নে পূর্বপত্নীৰ সহিত প্রথম বিবাহের অগ্নিতে হোম করিয়া, অগ্নিদ্বয়ের মেলন পূর্বক, দুই পত্নীৰ সহিত সমবেত হইয়া, হোম করিবেক, এই বিধি দিয়াছেন, বৌধায়ন, অগ্নে দ্বিতীয় পত্নীৰ সহিত দ্বিতীয় বিবাহেব অগ্নিতে হোম করিয়া, অগ্নিদ্বয়ের মেলন পূর্বক, দুই পত্নীৰ সহিত সমবেত হইয়া, হোম করিবেক, এই বিধি প্রদান করিয়াছেন । এতদ্ব্যতিরিক্ত, প্রদর্শিত শাস্ত্রত্রয়ের কোনও অংশে উদ্দেশ্যগত কোনও বৈলক্ষণ্য নাই । অতএব, বৌধায়ন এক বারে দুই ভার্য্যা বিবাহেব বিধি দিয়াছেন, এরূপ অনুভব করিবার কোনও হেতু লক্ষিত হইতেছে না । তর্কবাচস্পতি মহাশয়, সূত্রের অন্তর্গত যে তিনটি বাক্য অবলম্বন করিয়া, যুগপৎ বিবাহদ্বয় প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, উহাদের অর্থ ও তাৎপর্য্য পর্যালোচিত হইতেছে । তাহার অবলম্বিত প্রথম বাক্য এই,

“যদি গৃহস্থো দ্বৈ ভার্য্যে বিন্দেত ।”

যদি গৃহস্থ দুই ভার্য্যা বিবাহ করে ।

এ স্থলে সামান্যাকারে দুই ভাষ্য বিবাহের নির্দেশ মাত্র আছে, এক
বারে দুই ভাষ্য বিবাহ কিংবা ক্রমে দুই ভাষ্য বিবাহ বুঝাইতে
পারে, এরূপ কোনও নিদর্শন নাই, সুতরাং, একতর পক্ষ নির্ণয় বিষয়ে
আপাততঃ সংশয় উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু সূত্রের মধ্যে পূর্বাগ্নি,
অপরাগ্নি এই যে দুই শব্দ আছে, তদ্বাচ্য সে সংশয় নিঃসংশয়িত
রূপে অপসারিত হইতেছে। পূর্বাগ্নি শব্দে পূর্ব বিবাহের অগ্নি
বুঝাইতেছে। অপরাগ্নি শব্দে দ্বিতীয় বিবাহের অগ্নি বুঝাইতেছে।
যদি এক বারে বিবাহদ্বয় বোধায়নের অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে
পূর্বাগ্নি ও অপরাগ্নি এই দুই শব্দ সূত্র মধ্যে সম্মিলিত থাকিত না।
এই দুই শব্দ ব্যবহৃত হওয়াতে, বিবাহের পৌরুষার্থ্যই স্পষ্ট
প্রতিপন্ন হয়, বিবাহের যোগপাত্র কোনও যতে প্রতিপন্ন হইতে
পারে না।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের অবলম্বিত দ্বিতীয় বাক্য এই,

“উভাবগ্নী পরিচরেৎ” ।

দুই অগ্নির স্থাপন করিবেক।

অগ্নিদ্বয়মেলনপ্রক্রিয়াব আরম্ভে, প্রথমতঃ ঐ অগ্নিদ্বয়ের যে স্থাপন
করিতে হয়, এই বাক্য দ্বারা তাহারই বিধি দেওয়া হইয়াছে, নতুবা দুই
বিবাহের উপযোগী দুই অগ্নি বিহিত হইয়াছে, ইহা এই বাক্যের অর্থ
নহে। পূর্বদর্শিত শৌনকবচনে ও আশ্বলায়নসূত্রে দৃষ্টি থাকিলে,
সর্বশাস্ত্রবত্তা তর্কবাচস্পতি মহাশয় কদাচ সেরূপ অর্থ কবিতেন না।
ঐ দুই শাস্ত্রে, অগ্নিদ্বয়মেলনপ্রক্রিয়াব উপক্রমে, অগ্নিদ্বয়স্থাপনের যে-
রূপ ব্যবস্থা আছে, বোধায়নসূত্রেও, অগ্নিদ্বয়মেলনপ্রক্রিয়ার উপক্রমে,
অগ্নিদ্বয়স্থাপনের সেইরূপ ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। যথা,

শৌনকবচন

“পৃথক্ স্থণ্ডিলয়োরগ্নী সমাধায় যথাবিধি.” ।

যথাবিধি পৃথক্ দুই স্থণ্ডিলে দুই অগ্নির স্থাপন করিণ।

আশ্বলায়নসূত্র

“ভৌ পৃথক্তৃপদমাধায়” ।

দুই অগ্নির পৃথক্ স্থাপন করিয়া ।

বৌধায়নসূত্র

“উভাবগ্নী পরিচরেৎ”

দুই অগ্নির স্থাপন করিবেক ।

সুতবাং, এই বাক্য দ্বারা বিবাহের যোগপদ্য প্রতিপন্ন হইতে পারে, এরূপ কোনও লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে না ।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের অবলম্বিত তৃতীয় বাক্য এই ;

“দ্বয়োভার্য্যায়োরদ্বারক্কয়োঃজমানোহিত্বশতি”

দুই ভার্য্যার সহিত সমবেত হইয়া যজমান হোম করিবেক ।

অগ্নিদ্বয় মেলনের পর, দুই পত্নীর সহিত সমবেত হইয়া, মিলিত অগ্নি-দ্বয়ে যে আহুতি দিতে হয়, এই বাক্য দ্বারা তাহাই উক্ত হইয়াছে । যথা,

শৌনকবচন

“সমিধ্যেনং সমারোপ্য অয়ং তে যোনিরিত্যুচা ।

প্রত্যবরোহেতানয়া কনিষ্ঠাগ্নৌ নিধায় তম্ ।

আজ্যভাগান্তত্বাদি কৃত্বারভ্য তদাদিতঃ ।

সম্বাঃ ক্ক এতাভ্যাং পত্নীভ্যাং জুহুয়াদ্ব্যুতম্ ॥ ”

“অয়ং তে যোনিঃ” এই মন্ত্র দ্বারা সমিধ্যের উপর ঐ অগ্নির ক্ষেপণ করিয়া, “প্রত্যবরোহে” এই মন্ত্র দ্বারা কনিষ্ঠাগ্নিতে অর্থাৎ দ্বিতীয় বিবাহের অগ্নিতে ক্ষেপণ পূর্বক, প্রথম হইতে আজ্যভাগান্ত কর্ম করিয়া, উভয় পত্নীর সহিত সমবেত হইয়া, হোম করিবেক ।

আশ্বলায়নসূত্র

“অয়ং তে যোনিঃস্বিত্বয় ইতি তং সমিধ্যমারোপ্য

প্রত্যবরোহ জাতবেদ ইতি দ্বিতীয়েবরোহ আজ্য-
ভাগান্তং কৃত্বা উভাভ্যামন্বারকো জুহুয়াৎ ” ।

‘অয়ং তে যোনিষ্ঠ্যুয়ঃ’ এই মন্ত্র দ্বারা সন্নিধের উপর ঐ অগ্নির
ক্ষেপণ করিয়া, “প্রত্যবরোহ জাতবেদঃ” এই মন্ত্র দ্বারা দ্বিতীয়
অগ্নিতে ক্ষেপণ পূর্বক, আজ্যভাগান্ত কর্ম করিয়া, দুই পত্নীর সহিত
সমবেত হইয়া হোম করিবেক ।

বৌধায়নসূত্র

“ অয়ং তে যোনিষ্ঠ্যুয়ঃ ইতি সন্নিধি সমারোপয়েৎ
পূর্বাগ্নিমুপসমাধায় জুহ্বান উদ্ব্যাস্থাগ্ন ইতি সন্নিধি
সমারোপ্য পরিস্তীর্য্য ফ্রচি চতুর্গৃহীত্বা দ্বয়ো-
র্ভার্য্যয়োঃন্বারকয়োঃজমানোহভিযুশতি ” ।

“অয়ং তে যোনিষ্ঠ্যুয়ঃ” এই মন্ত্র দ্বারা সন্নিধের উপর (অপ-
রাগ্নিব) ক্ষেপণ করিবেক, অনন্তর পূর্বাগ্নির অর্থাৎ প্রথম বিবাহের
অগ্নির স্থাপন পূর্বক আহুতি দিয়া, “উদ্ব্যাস্থাগ্নে” এই মন্ত্র দ্বারা
সন্নিধের উপর ক্ষেপণ ও পরিস্তরণ করিয়া, ফ্রচে চারি বার হৃত
লইয়া, দুই পত্নীর সহিত সমবেত হইয়া, যজমান হোম করিবেক ।

ইহা দ্বারাও, বিবাহের যোগপত্ত্ব কোনও মতে প্রতিপন্ন হইতে পাবে
না । সর্কশাস্ত্রবেত্তা তর্কবাচস্পতি মহাশয় ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়ী হইলে,
এ বিষয়ে এতাদৃশী অনভিজ্ঞতা প্রদর্শিত হইত না ।

কিঞ্চ, সম্ভব অসম্ভব বিবেচনা করিবার শক্তি থাকিলে, তর্কবাচ-
স্পতি মহাশয় বিবাহের যোগপত্ত্ব প্রতিপাদনে প্ররক্ত ও যত্ববান
হইতেন না । যথাবিধি বিবাহ করিতে হইলে, এক বাবে দুই বিবাহ
কোনও ক্রমে সম্পন্ন হইতে পাবে না । বিশেষতঃ, দুই স্থানের দুই
কন্তার এক সময়ে এক পাত্রের সহিত বিবাহকার্য্য নির্বাহ হওয়া
অসম্ভব । মনে কর “ইচ্ছা নিবামক নাই, অতএব যত ইচ্ছা বিবাহ
করা উচিত,” এই ব্যবস্থাদাতা তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের পুনরায় বিবাহ
করিতে ইচ্ছা জন্মিল ; তদনুসারে, কাশীপুত্রের এক কন্তা, ভবানীপুত্রের

এক কন্যা, এই বিভিন্ন হ'নবর্তিনী দুই কন্যার সহিত বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইল । এক্ষণে, বহুবিবাহপ্রিয় তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা কবি, শাস্ত্রোক্ত পদ্ধতি অনুসারে, এক বারে এই দুই কন্যার পাণিগ্রহণ সম্পন্ন কবিতে পারেন কি না । তর্কবাচস্পতি মহাশয় কি বলেন বলিতে পারি না, কিন্তু তত্ত্বিম ব্যক্তিমাত্রেই বলিবেন, এরূপ বিভিন্ন স্থানদ্বয়স্থিত কন্যাদ্বয়ের এক বাবে এক পাত্রের সহিত বিবাহ কোনও মতে সম্ভবিত্তে পাবে না । বস্তুতঃ, বিভিন্ন গ্রামে বা বিভিন্ন ভবনে অথবা এক ভবনের বিভিন্ন স্থানে দুই বিবাহের অনুষ্ঠান হইলে, এক ব্যক্তি দ্বারা এক সময়ে দুই কন্যার পাণিগ্রহণ কি রূপে সম্পন্ন হইতে পাবে, তাহা অনুভবপথে আনয়ন কবিতে পারা যায় না । আর, যদিই এক অনুষ্ঠান দ্বারা দুই ভগিনীর এক পাত্রের সহিত এক সময়ে বিবাহ সম্পন্ন হওয়া কথঞ্চিৎ সম্ভব হইতে পারে ; কিন্তু, শাস্ত্রকারেবা তাদৃশ বিবাহের পথ সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, যথা,

ভ্রাতৃযুগে স্বস্বযুগে ভ্রাতৃস্বস্বযুগে তথা ।

ন কুয্যাম্ভঙ্গলং কিঞ্চিদেকস্মিন্ মণ্ডপেহহনি(২৫) ॥

এক মণ্ডপ এক দিবসে দুই জাতার, কিংবা দুই ভগিনীর, অথবা জাতা ও ভগিনীর কোনও শুভ কার্য্য করিবেক না ।

এই শাস্ত্র অনুসারে, এক দিনে এক মণ্ডপে দুই ভগিনীর বিবাহ হইতে পারে না ।

নৈকজন্যে তু কন্যে দ্বৈ পুত্রয়োরেকজন্যয়োঃ ।

ন পুত্রীদ্বয়মেকস্মিন্ প্রদদ্যাভু কদাচন(২৬) ॥

এক ব্যক্তির দুই পুত্রকে দুই কন্যা দান, অথবা এক পাত্রে দুই কন্যা দান, কদাচ কবিবেক না ।

(২৫) নর্ঘ্যসিকু ও বিধানপারিজাত পুত গার্গ্যবচন ।

(২৬) নির্ঘ্যসিকু ও বিধানপারিজাত পুত নারদবচন ।

এই শাস্ত্র অনুসারে, এক পাত্রে দুই কন্যাদান স্পষ্টাক্ষরে নিষিদ্ধ হইয়াছে ।

পৃথঙ্নাত্তজয়োঃ কার্যো বিবাহস্ত্রেকবাসরে ।

একস্মিন্ মণ্ডপে কার্যঃ পৃথগ্বেদিকয়োস্তথা ।

পুষ্পপাটিকয়োঃ কার্যং দর্শনং ন শিরস্কয়োঃ ।

ভগিনীভ্যামুভাত্যাঞ্চ যাবৎ সপ্তপদী ভবেৎ (২৭) ॥

দুই বৈমাত্র্যে জাত ও দুই বৈমাত্র্যে ভগিনীর এক দিনে এক মণ্ডপে পৃথক্ পৃথক্ বেদিতে বিবাহ হইতে পারে । বিবাহকালে কন্যাদের মস্তকে যে পুষ্পপাটিকা বন্ধন কবে, সপ্তপদীগমনের পূর্বে দুই ভগিনী পরস্পর সেই পুষ্পপাটিকা দর্শন করিবেন না ।

এই শাস্ত্র অনুসারে, দুই বৈমাত্র্যে ভগিনীর এক দিনে এক মণ্ডপে বিবাহ হইতে পারে । কিন্তু, বিবাহাদি কর্মের অনুষ্ঠান পৃথক্ পৃথক্ বেদিতে ব্যবস্থাপিত হওয়াতে, এবং পূর্বনির্দিষ্ট নারদবচনে এক পাত্রে দুই কন্যাদান নিষিদ্ধ হওয়াতে, বৈমাত্র্যে ভগিনীদ্বয়েরও এক সময়ে এক পাত্রের সহিত বিবাহ সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নহে । এইরূপে, এক দিনে, এক মণ্ডপে, এক পাত্রের সহিত, ভগিনীদ্বয়ের বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়াতে, বহুবিবাহপ্রিয় তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের আশালতা ফলবতী হইবার কোনও সম্ভাবনা লক্ষিত হইতেছে না । বাহ্য হউক, বহুদর্শন নাই, বিবেকশক্তি নাই, প্রকবণজ্ঞান নাই ; সুতরাং বোধায়নমন্ত্রের প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য্য কি, তাহা স্থির করিতে পারেন নাই, এ অবস্থায়, “যদি দুই ভাৰ্য্যা বিবাহ করে,” “দুই অগ্নির স্থাপন করিবক”, “দুই ভাৰ্য্যার সহিত সমবেত হইয়া আভূতি দিবক”, ইত্যাদি স্থলে দুই এই সংখ্যাবাচক শব্দের প্রয়োগ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া, এক ব্যক্তি এক বাবে দুই ভাৰ্য্যা বিবাহ করিতে পারে, এরূপ অপসিদ্ধান্ত অবলম্বন করা নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় নহে ।

নবম পরিচ্ছেদ ।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়, যদচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহব্যবহারের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত হইয়া, এক ঋষিবাক্যের বেকপ অদ্ভুত পাঠ ধারিয়াছেন ও অদ্ভুত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তদর্শনে স্পষ্ট প্রতীকমান হইতেছে, তিনি, স্বীয় অভিপ্রেত সাধনের নিমিত্ত, নিরতিশয় ব্যগ্রাচিত্ত হইয়া, একবারে বাহুজ্ঞানশূন্য হইয়াছেন । ঐ পাঠ, ঐ ব্যাখ্যা, ও তন্মূলক সিদ্ধান্ত সকল প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত, তদীয় লিখন উদ্ধৃত হইতেছে ।

“ইদানীং ক্রমশো বহুবিবাহে কালবিশেষে নিমিত্তবিশেষ-
শচাতিধীষতে । তত্র মনুনা

জারায়ৈ পূর্বমারিণ্যে দত্ত্বাগ্নীনন্ত্যকর্মণি ।

পুনদ্বারক্রিয়াং কুর্যাৎ পুনরাধানমেবচ ॥

ইতি দাবমরণকপ একঃ কালঃ অতিহিতঃ । অত্র বিশেষয়তি
বিধানপাণ্ডিত্যতত্ত্বতবোধাবনন্ত্রম্

ধর্মপ্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুর্বীত

অন্যতরাভাবে কার্য্যা আগম্মাধেয়েতি ।

দাবাপানভাবঃ অদারম্ অর্থাভাবেহব্যগ্রীভাবঃ ততঃ সপ্তম্যা
বহুসমলুক্ । সম্পন্নঃ সম্পত্তিঃ ভাবে ভুঃ । ধর্মস্ত অগ্নিহোত্রা-
দিকস্ত গৃহস্থকর্তব্যস্ত যাবদ্ধর্মস্ত প্রজাবাশচ সম্পত্তৌ সত্যং
দারাভাবে অগ্ন্যাং ত্রিষং ন কুর্বীত নান্তমুদ্বাহেদিত্যর্থঃ । কিন্তু
বনং যোক্ষং বাশ্রয়েৎ

ঋণত্রয়মপাকৃত্য মনো মোক্ষো নিবেশয়েৎ ইতি

মনুনা ঋণত্রয়পাকরণে মোক্ষাধিকারিহৃচ্চনাৎ

জায়মানো বৈ পুরুষস্ত্রিভির্ঋণৈঃ পিতৃভ্যঃ পিতৃভ্যঃ

ঋণিতঃ সজেন দেবেভ্যঃ এজয়া পিতৃভ্যঃ ইতি

ঋণাদিত্রয়বর্ণনং বেদাধারনাগ্নিহোত্ৰাদিযাগপুত্রোৎপত্তিভিব্যাপকরণাৎ যাবদগৃহস্থকর্তব্যকরণাচ্চ ন দাবাস্তবকরণং তৎফলস্ত্রয়ং ধর্মপুত্রাদেঃ কৃতত্বাৎ । কিন্তু যদি ন বাগনিবৃত্তিস্তদা তৎফলার্থবিবাহকরণং ভজ্যোক্তম্ । ধর্মপ্রজৈতি বিশেষণাচ্চ বতিফলবিবাহস্ত তদাকর্তব্যতেতি গম্যতে অত্ৰাণা ধর্মপ্রজৈতি নাভিদদ্যাৎ তথাচ ঋণত্রয়শোধনে অনুপযোগিতয়া তত্তৎ ফলমুচ্চিশ্চ ন বিদ্যাদাস্তবকরণমিতি সিদ্ধম্ । অত্ৰ তথাভাবে ধর্মপ্রজানোর্মধ্যে একতরাভাবে ধর্মীভাবে পুত্রীভাবে বা অত্ৰ কার্য্য প্রাপ্ত্য অগ্নিবাধেনো যস্য তথা কার্য্যোত্যর্থঃ । এবঞ্চ মনুনা দ্বিতীয়বিবাহে যদারম্ভকালঃ উক্তঃ তস্ত অত্ৰতবাতাববিষয়কত্বং ন তু জায়ামবণমাত্রৈ এব জায়ান্তবকরণবিষয়কত্বম্ । ততশ্চ মনুচরেন জায়ামবণে জায়ান্তবকরণং যৎ প্রাপ্তং তৎ ধর্মপ্রজাসম্পত্তৌ নিষিধ্যতে “প্রাপ্তং হি প্রতিষিধ্যতে” ইতি শাস্ত্রে তথাচ মনুচরেনশ্চ অবকাশবিশেষদানার্থমেব অত্ৰতবাতাবে ইত্যাদি প্রত্যেকং প্রবৃত্তম্ । এতেন ধর্মপ্রজাসম্পত্তে দাবে নাশ্চ কৃৎসীতি প্রত্যেকমাত্রং ধর্ম উত্তরপ্রতীকং নিগূহ্য যৎ ধর্মপ্রজাসম্পন্নবুদ্ধদাবসত্তে দাবাস্তবকরণনিবেদকতরা কল্পনং তদর্থাৎ অসুত্রিকং দাবেষ্য সংস্র দাবাস্তবকরণং যদি তন্মতে কচিৎ প্রাপ্তং স্ত্রাৎ তদা তৎ প্রতিষিধ্যত । প্রাগগ্ন্যাধেবেতি বচনাক্ষেপতদ্বিবাহস্ত সর্বণ্যবিষয়কত্বং স্থিতে কামতঃ প্রবৃত্তবিবাহবিষয়কত্বেন ন প্রাপ্তসম্ভবঃ তন্মতে কামতো বিবাহস্ত অসবর্ণমাত্রপরিহৃত্য । কিঞ্চ ধর্মপ্রজাসম্পন্ন ইত্যুক্ত্য তদর্থবিবাহমাত্রবিষয়কত্বাবগমেন বতার্থবিবাহবিষয়কত্বকল্পনমপ্যাসুত্রিকং তৎপদবৈষয়্যাপত্তেঃ উত্তরফলসিদ্ধৌ দাবসত্তে দাবাস্তবকরণং নিষিধ্য তদেকতরাভাবে ধর্মীভাবে পুত্রীভাবে চ দাবসত্তে দাবাস্তবকরণং কথমেকমাত্র-

বিবাহবাদিসম্মতে সঙ্গতং স্মৃৎ । তস্মাতে পুত্রাভাবে দারসন্তে
দারান্তরকরণশ্চ বিহিতস্বেহপি অগ্নিহোত্রাদিষাবৎকর্তব্যধৰ্ম্মা-
ভাবেহপি পুত্রসন্তে চ দারান্তরকরণশ্চ নিষিদ্ধত্বাৎ । এতেন
সতি চ অদারে ইতি ছেদেনৈব সৰ্বসামঞ্জস্যে “দাবাক্তলা-
জানাং বহুত্বক” ইতি পুংস্ত্রাধিকাবীরং পাণিনীরং লিঙ্গানু-
শাসনমুল্লজ্য দারশকশ্চ একবচনান্তাস্বীকারঃ অগতিকগতিতরা
হেয় এব”(২৮) ।

ইদানিং ক্রমশঃ বহুবিবাহবিষয়ে কালবিশেষ ও নিমিত্তবিশেষ
উক্ত হইতেছে । সে বিষয়ে মনু “পূৰ্ব্বমৃত্যু জীৱ যথাবিধি অস্ত্যেষ্টি-
ক্রিয়া নিৰ্ব্বাহ কবিয়া, পুনরায় দারপরিগ্রহ ও পুনরায় অগ্ন্যাধান
করিবেক ।” এইরূপে স্ত্রীনিয়োগকণ এক কাল নির্দেশ করিয়াছেন ।
বিধানপারিজাতমৃত বোধায়নসূত্রে এ বিষয়ের বিশেষ ব্যবস্থা
আছে । যথা, “অগ্নিহোত্রাদি গৃহস্থকর্তব্য সমস্ত ধৰ্ম্ম ও পুত্রলাভ
সম্পন্ন হইলে, যদি স্ত্রীনিয়োগ ঘটে, তাহা হইলে আর বিবাহ
করিবেক না” । কিন্তু বানপ্রস্থ অথবা পরিব্রজ্যা আশ্রম আশ্রয়
করিবেক, যেহেতু, “ঋণত্রয়ের পরিশোধ করিয়া, মোক্ষে মনো-
নিবেশ করিবেক”, এইরূপ মনু, ঋণত্রয়ের পরিশোধ হইলে,
মোক্ষবিষয়ে অধিবাস বিধান করিয়াছেন । আর “পুরুষ জন্মপ্রাপ্ত
করিয়া, তিন খণ্ডে খণ্ডী হয়, ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ঋণিগণের নিকট, যজ্ঞ
দ্বারা দেবগণের নিকট, পুত্র দ্বারা পিতৃগণের নিকট”, এই ত্রিবিধ
ঋণ বেদাধ্যয়ন, অগ্নিহোত্রাদি যাগ ও পুত্রোৎপত্তি দ্বারা পরিশোধিত
হওয়াতে, গৃহস্থকর্তব্য সমস্ত সম্পন্ন হইতেছে, সুতরাং আর বিবাহ
কবিবার আবশ্যকতা থাকিতেছে না ; সেহেতু, বিবাহের ফল ধৰ্ম্ম
পুত্র প্রভৃতি সম্পন্ন হইয়াছে । কিন্তু যদি বিষয়বাসনা নিবৃত্তি না
হয়, তবে তাহার ফললাভের নিমিত্ত বিবাহ করিবেক, ইহা ভজি-
ক্রমে উক্ত হইয়াছে । ধৰ্ম্ম ও প্রজা এই বিশেষণবশতঃ, বতীকামনা-
মূলক বিবাহ সে সময়ে করিতে পারে, ইহা প্রতীয়মান হইতেছে,
নতুবা ধৰ্ম্ম ও প্রজা একথা বলিতেন না । ঋণত্রয় শোধনের নিমিত্ত
উপযোগিতা না থাকাতে, সে ফলের উদ্দেশে আর বিবাহ করিবেক
না, ইহা সিদ্ধ হইতেছে । “অন্যতবের অভাবে অর্থাৎ ধৰ্ম্ম ও
পুত্রের মধ্যে এতের অভাব ঘটিলে, অন্য স্ত্রী বিবাহ করিয়া তাহার
সহিত অগ্ন্যাধান করিবেক” । অতএব মনু দ্বিতীয় বিবাহের স্ত্রী-

বিয়োগকপ যে কাল নির্দেশ করিয়াছেন, ধর্ম ও পুত্রের মধ্যে একের অভাবস্থলেই তাহা অভিপ্রেত, নতুবা স্ত্রী বধোণ হইলেই পুনরায় বিবাহ করিবেক, একপ তাৎপর্য্য নহে। অনুবচন দ্বারা স্ত্রীবিয়োগ হইলে পুনরায় বিবাহ করিবার যে অধিকার হইয়াছিল, “যাহার প্রাপ্তি থাকে তাহার নিষেধ হয়”, এই ন্যায় অনুসারে, ধর্ম ও পুত্র সম্পন্ন হইলে, সেই অধিকারের নিষেধ হইতেছে। অনুবচনের অবকাশবিশেষদানের নিমিত্ত, বোধায়নবচনের উত্তরাক্ষ আবদ্ধ হইয়াছে। অতএব পূর্বাঙ্কমাত্র ধরিয়া, উত্তবাক্ষের গোপন করিয়া, “যে স্ত্রীর সহযোগে ধর্মকর্ম্য ও পুত্রলাভ সম্পন্ন হয়, তৎসম্বন্ধে অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবেক না”, এই রূপে তাদৃশ স্ত্রী সম্বন্ধে যে দাবাস্তব পরিগ্রহ নিষেধ কম্পনা তাহা অতীব যুক্তিবিরুদ্ধ, যদি তাঁহার মতে দাবসম্বন্ধে দারাস্তব পবিত্রত্বের প্রতিপত্তিমান থাকিত, তাহা হইলে তাহার নিষেধ হইতে পারিত। পূর্ববৎ অপ্রাধান্য করিবেক এই কথা বলাতে, এ বচন সর্বগণবিবাহবিষয়ক হইতেছে স্ত্রুতবাং উক্ত কামার্থ বিবাহবিষয়ক হইতে পারে না, কারণ, তাঁহার মতে কামার্থ বিবাহ কেবল অসবর্ণবিবাহক। কিন্তু, ধর্মপ্রজ্ঞাসম্পন্নে এই কথা বলাতে, এই নিষেধ ধর্মার্থ ও পুত্রার্থ বিবাহবিষয়ক বলিয়া বোধ হইতেছে, স্ত্রুতবাং কামার্থবিষয়ক বলিয়া কম্পনা করাও যুক্তিবিরুদ্ধ; কারণ, ঐ দুই পদের বৈষম্য ঘটে; উভয় ফলের সিদ্ধি হইলে, দাবসম্বন্ধে দারাস্তব পরিগ্রহ নিষেধ করিয়া, উভয়ের মধ্যে একের অভাব ঘটিলে, ধর্মের অভাবে অথবা পুত্রের অভাবে, দাবসম্বন্ধে দারাস্তব পরিগ্রহ একবিবাহবাদীর মতে কি রূপে সঙ্গত হইতে পারে। তাঁহার মতে পুত্রের অভাবে দাবসম্বন্ধে দারাস্তব পরিগ্রহ বিহিত হইলেও, অগ্নিহোত্রাদি সমস্ত কর্তব্য ধর্মের অভাবেও, পুত্রসম্বন্ধে দারাস্তব পরিগ্রহ নিষিদ্ধ হইয়াছে। অতএব, “অদারে” এইবৎ পদচ্ছেদ দ্বারা সর্বসামঞ্জস্য হইতেছে; এমন স্থলে “দারাক্ততলাজনাং বহুত্বঞ্চ” পুংলিঙ্গাধিবায়ে পাণিনিবৃত্ত এই লিঙ্গানুশাসন লঙ্ঘন করিয়া, দাবশব্দের একবচনান্ততা স্বীকার একবাবেই হয়; কারণ, গত্যস্তর না থাকিলেই তাহা স্বীকার করিতে হয়।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়, কষ্টকম্পনা দ্বারা আপত্তিম্বস্ত্রের যে অভিনব অর্থাস্তর প্রাপ্তপন্ন করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা সঙ্গত কি না, এবং সেই অর্থ অবলম্বন করিয়া, যে সকল

ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন, তাহাও শাস্ত্রানুসৃত ও ত্রায়ানুগত কি না, তাহার আলোচনা করা আবশ্যিক । প্রথমতঃ সূত্রের প্রকৃত অর্থ প্রদর্শিত হইতেছে ।

ধর্মপ্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুর্কীত । ২.৫।১১।১২।

অন্যতরাভাবে কার্য্য প্রাগগ্ন্যাধেয়াৎ । ২.৫।১১।১৩ (২৯)

“ধর্মপ্রজাসম্পন্নে দাবে” ধর্মযুক্ত ও প্রজাযুক্ত দ্বারসম্বন্ধে, অর্থাৎ যাহার সহযোগে ধর্মবাহ্য নির্বাহ ও পুত্রলাভ হইয়াছে, তাদৃশ স্ত্রী বিদ্যমান থাকিতে, “ন অন্যং কুর্কীত” অন্য স্ত্রী করিবেক না, অর্থাৎ আর বিবাহ করিবেক না, “অন্যতরাভাবে” অন্যতরের অভাব অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে একের অসম্ভাব ঘটিলে, অর্থাৎ ধর্ম-বাহ্যনির্বাহ অথবা পুত্রলাভ না হইলে, “কার্য্য প্রাগগ্ন্যাধেয়াৎ” অগ্ন্যাধানের পূর্বে করিবেক, অর্থাৎ অগ্ন্যাধানের পূর্বে অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবেক । অর্থাৎ যে স্ত্রী সহযোগে ধর্মকার্য্য ও পুত্রলাভ সম্পন্ন হয়, তৎসম্বন্ধে অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবেক না । ধর্মকার্য্য অথবা পুত্রলাভ সম্পন্ন না হইলে, অগ্ন্যাধানের পূর্বে পুনরায় বিবাহ করিবেক ।

এই অর্থ আগ্রাব কপোলকম্পিত অথবা লোক বিমোহনার্থে বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত অভিনব অর্থ নহে । যে সকল শব্দে এই দুই সূত্র সঙ্কলিত হইয়াছে, কটকম্পনা ব্যতিরেকে তদ্বারা অন্য অর্থের প্রতীতি হইতে পারে না । এজন্য, যে যে পূর্বতন গ্রন্থকর্তারা স্ব স্ব গ্রন্থে ঐ দুই সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ঐ অর্থ অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন । যথা,

“এতন্নিমিত্তং বে নাধিবৈত্তব্যোতাহ আপস্তম্বঃ

ধর্মপ্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুর্কীত ।

অন্যতরাভাবে কার্য্য প্রাগগ্ন্যাধেয়াদিতি ।

(২৯) আপস্তম্বীয় ধর্মসূত্র । তৎবাচস্পতি মহাশয়, স্বভাবসিদ্ধ অনবধান বশতঃ, এই দুই সূত্রকে বিধানপারিজাতপুত্র বোধায়নসূত্র বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । কিন্তু বিধানপারিজাতে এই দুই সূত্র আপস্তম্বসূত্র বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে । বস্তুতঃ, এই দুই সূত্র আপস্তম্বের, বোধায়নের নহে ।

অন্ত্যর্থঃ যদি প্রথমোক্তা স্ত্রী ধর্মেণ প্রোতস্মার্তাগ্নিসাধ্যেন
প্রজয়া পুত্রপৌত্রাদিনা চ সম্পন্না তদা নাত্মাং বিবহেৎ অত্ৰ-
তবাভাবে অগ্ন্যাধানাৎ প্রাক্ বোতুবোতি (৩০)'' ।

আপস্তম্ব কহিয়াছেন, এই সকল নিমিত্ত না ঘটিলে, অবি-
বেদন করিতে পারিবেক না ; যথা,

ধর্ম্যপ্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুর্ক্বীত ।

অন্যতরাভাবে কার্য্য প্রাগগ্ন্যাধেয়াৎ ।

ইহাব অর্থ এই, যদি প্রথম বিবাহিতা স্ত্রী ক্রতিবিহিত ও স্মৃতিবিহিত
অগ্নিসাধ্য ধর্ম্মকার্য্য নির্বাহের উপযোগিনী ও পুত্রপৌত্রাদি-
সন্তানশালিনী হয়, তাহা হইলে অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবেক
না । অন্যতরের অভাবে অর্থাৎ ধর্ম্মকার্য্য অথবা পুত্রলাভ সম্পন্ন
না হইলে, অগ্ন্যাধানের পূর্বে বিবাহ করিবেক ।

●“তদ্বিষয়মাহ আপস্তম্বঃ

ধর্ম্যপ্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুর্ক্বীত ।

অন্যতরাভাবে কার্য্য প্রাগগ্ন্যাধেয়াদিতি ।

অন্ত্যর্থঃ যদি প্রাগুক্তা স্ত্রী ধর্মেণ প্রজয়া চ সম্পন্না তদা নাত্মাং
বিবহেৎ অত্ৰতবাভাবে অগ্ন্যাধানাৎ প্রাক্ বোতুবোতি (৩১) ।’’

এ বিষয়ে আপস্তম্ব কহিয়াছেন,

ধর্ম্যপ্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুর্ক্বীত ।

অন্যতরাভাবে কার্য্য প্রাগগ্ন্যাধেয়াৎ ।

ইহাব অর্থ এই, যদি প্রথম বিবাহিতা স্ত্রী ধর্ম্মসম্পন্না ■ পুত্র-
সম্পন্না হয়, তাহা হইলে অত্ৰ স্ত্রী বিবাহ করিবেক না । অত্ৰ-
তবেব অভাবে অর্থাৎ ধর্ম্মকার্য্য অথবা পুত্রলাভ সম্পন্ন না
হইলে, অগ্ন্যাধানের পূর্বে বিবাহ করিবেক ।

কুল্লকভট্ট,

বন্ধ্যাক্ষমেধিবেদ্যাকে দশমে তু য়তপ্রজা ।

একাদশে স্ত্রীজননী সদ্যস্তুপ্রিয়বাদিনী ॥ ৯ । ৮১ ।

(৩০) নীরনিজোদয় ।

(৩১) বিধানপারিজাত ।

ক্ষী বক্ষ্যা হইলে অষ্টম বর্ষ, মৃতপুত্রা হইলে দশম বর্ষে, কন্যা-
মাত্রপ্রসবনী হইলে একাদশ বর্ষে, অপ্রিয়বাদিনী হইলে কালাতি-
পাত ব্যতিবকে, অধিবেদন করিবেক ।

এই মনুবচনের ব্যাখ্যাস্থলে আপস্তম্বসূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন । যদিও
তিনি, মিত্রমিশ্র ও অনন্তভট্টের ন্যায়, সূত্রের ব্যাখ্যা করেন নাই,
কিন্তু যেরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তদ্বারা ততুল্য অর্থ প্রতিপন্ন হই-
তেছে । যথা,

“অপ্রিয়বাদিনী তু সত্ব এব যত্নপুত্রা ভবতি পুত্রবত্যানু তস্তাং
ধর্মপ্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুর্কীত অন্যতরাপায়ে
তু কুর্কীত ।

ইত্যাপস্তম্বনিষেধাং অধিবেদনং ন কার্যম্” ।

অপ্রিয়বাদিনী হইলে, কালাতিপাত ব্যতিবকেই, যদি সে
পুত্রহীনা না হয়, সে পুত্রবতী হইলে, অধিবেদন করিবেক না,
কারণ আপস্তম্ব,

ধর্মপ্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুর্কীত অন্যতরাপায়ে
তু কুর্কীত ।

ধর্মসম্পন্ন ও পুত্রসম্পন্ন ক্ষী সত্ত্বে অন্য ক্ষী বিবাহ করিবেক
না, কিন্তু ধর্ম অথবা পুত্রের ব্যাঘাত ঘটিলে করিবেক ।
এই কণ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন ।

দেখ, মিত্রমিশ্র, অনন্তভট্ট ও কুল্লুকভট্ট, ধর্মসম্পন্ন ও পুত্রসম্পন্ন
স্ত্রী বিদ্যমান থাকিলে আব বিবাহ কবিতে পারিবেক না, আপস্তম্ব-
সূত্রের এই অর্থ অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের
ন্যায়, “অদাবে” এই পাঠ, এবং “স্ত্রীবিযোগ ঘটিলে” এই অর্থ
অবলম্বন কবেন নাই । এই দুই আপস্তম্বসূত্রের তাৎপর্য এই, গৃহস্থ
ব্যক্তি শাস্ত্রের বিধি অনুসারে এক স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়াছে ; যদি ঐ
স্ত্রী দ্বারা ধর্মকার্য নির্বাহ ও পুত্রলাভ হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি

তাহার জীবদশায় পুনরায় বিবাহ করিতে পারিবেক না । কিন্তু, যদি ঐ স্ত্রীর একপ কোনও দোষ ঘটে, যে তাহার সহিত ধর্ম্যকার্য্য করা বিধেয় নহে, কিংবা ঐ স্ত্রী বন্ধ্যা, যৃতপুত্রা বা কন্যামাত্রপ্রসবিনী হয়, অর্থাৎ তাহা দ্বারা বংশরক্ষা ও পিওসংস্থানের উপায় না হয়, তাহা হইলে, তাহার জীবদশায় পুনরায় দাবপরিগ্রহ আবশ্যিক । যনু ও যাজ্ঞবল্ক্য, বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি নিমিত্ত নির্দেশ করিয়া, পূর্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদশায়, পুনরায় বিবাহ কবিবার বেকপ বিধি দিয়াছেন, আপস্তম্বও, ধর্ম্যকার্য্য ও পুত্রলাভের ব্যাঘাতরূপ নিমিত্ত নির্দেশ করিয়া, তদনুরূপ বিধি প্রদান কবিয়াছেন, অধিকন্তু, ধর্ম্যকার্য্যের উপযোগিনী ও পুত্রবতী স্ত্রী বিজ্ঞমান থাকিলে, পুনরায় দাবপরিগ্রহ করিতে পারিবেক না, একপ স্পষ্ট নিবেশ প্রদর্শন কবিয়াছেন । সুতরাং, আপস্তম্বের ঐ নিবেশ দ্বারা, তাদৃশ স্ত্রীর জীবদশায়, যদৃচ্ছা ক্রমে বিবাহ করিবাব অধিকার থাকিতেছে না । ধর্ম্যসংস্থাপনপ্রবৃত্ত তর্কবাচস্পতি মহাশয় দেখিলেন, আপস্তম্বসূত্রেব যে সহজ অর্থ চিরপ্রচলিত আছে, তদ্বাচ্য তাহার অতিমত যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহরূপ পবম ধর্ম্মের ব্যাঘাত ঘটে; এজন্য, কোনও রূপে অর্থাস্তুর কল্পনা কবিয়া, ধর্ম্মবক্ষা ও দেশের অমঙ্গল নিবারণ করা আবশ্যিক । এই প্রতিজ্ঞার আকৃষ্ট হইয়া, ধর্ম্মভীক, দেশহিতৈষী তর্কবাচস্পতি মহাশয়, অদ্ভুত বুদ্ধিশক্তিব প্রভাবে, আপস্তম্বসূত্রেব অদ্ভুত পাঠাস্তুর ও অদ্ভুত অর্থাস্তুর কল্পনা কবিয়াছেন । তিনি

ধর্ম্মপ্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুবরীত ।

এই সূত্রের অন্তর্গত “দারে” এই পদের পূর্বে লুপ্ত অকারের কল্পনা কবিয়াছেন, তদনুসারে,

ধর্ম্মপ্রজাসম্পন্নে ২দারে নান্যাং কুবরীত ।

এইরূপ পাঠ হয় । এই পাঠের অনুযায়ী অর্থ এই, “ধর্ম্মকার্য্যানির্বাহ ও পুত্রলাভ হইলে, যদি অদার অর্থাৎ স্ত্রীবিয়োগ ঘটে, তবে অন্য স্ত্রী

বিবাহ কবিরেক না”। এইরূপ পাঠান্তর ও এইরূপ অর্থান্তর কল্পনা কবির, তর্কবাচস্পতি মহাশয় যে ইষ্টলাভের চেষ্টা কবিয়াছেন, তাহা তদ্বাচ্য সিদ্ধ বা প্রতিদ্বিদ্ধ হইতেছে, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখেন নাই। আপস্তম্বসূত্রের চিবাচলিত পাঠ ও অর্থ অনুসারে, প্রথমবিবাহিতা স্ত্রীর দ্বারা ধর্ম্যকার্য্যনির্বাহ ও পুত্রলাভ হইলে, তাহার জীবদশায়, পুনরায় বিবাহ করিবার অধিকার নাই। তর্কবাচস্পতি মহাশয় যে পাঠান্তর ও অর্থান্তর কল্পনা কবিয়াছেন, তদনুসারে, ধর্ম্যকার্য্যনির্বাহ ও পুত্রলাভ হইলে যদি স্ত্রীবিয়োগ ঘটে, তাহা হইলেও আর বিবাহ করিবার অধিকার থাকে না। এখানে, সকল বিবেচনা করিয়া দেখুন, চিবাচলিত পাঠ ও অর্থ দ্বারা যে নিষেধ প্রতিপন্ন হইয়া থাকে, আর তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের কল্পিত পাঠ ও অর্থ দ্বারা যে নূতন নিষেধ প্রতিপন্ন হইতেছে, এ উভয়ের মধ্যে কোন নিষেধ বলবত্তর হইতেছে। পূর্ক নিষেধ দ্বারা, পুত্রবতী ও ধর্ম্যকার্য্যোপযোগিনী স্ত্রীর জীবদশায়, পুনরায় বিবাহ কবিবার অধিকার বহিত হইতেছে ; তাহার উদ্ভাবিত নূতন নিষেধ দ্বারা, পুত্রবতী ও ধর্ম্যকার্য্যোপযোগিনী স্ত্রীর মৃত্যু হইলেও, পুনরায় বিবাহ কবিবার অধিকার বহিত হইতেছে । সে অবস্থান, স্ত্রীর মৃত্যু হইলে, পুনরায় বিবাহ কবিবার অধিকার থাকিতেছে না, সে অবস্থান, স্ত্রী বিদ্রুমান থাকিলে, যদৃচ্ছা ক্রমে, যত ইচ্ছা, বিবাহ কবিবার অধিকার থাকাকত দুব শাস্ত্রানুমত বা অ্যাবানুগত হওয়া সম্ভব, তাহা সকলে অনায়াসে বিবেচনা করিতে পাবেন। অতএব, আপস্তম্বের গ্রীবাভঙ্গ করিয়া, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের কি ইষ্টাপত্তি হইতেছে, বুঝিতে পাবা যায় না ! তিনি এই আশঙ্কা করিয়াছিলেন, পুত্রবতী ও ধর্ম্যকার্য্যোপযোগিনী স্ত্রীর জীবদশায় পুনরায় বিবাহ করিবার সাক্ষাৎ নিষেধ বিদ্রুমান থাকিলে, তাদৃশ স্ত্রী সন্তে, যদৃচ্ছা ক্রমে, যত ইচ্ছা বিবাহ কবিবার পথ থাকে না। সেই পথ প্রবল ও পরিস্কৃত করিবার আশয়ে, আপস্তম্বসূত্রের

অদ্ভুত অর্থ উদ্ভাবিত করিয়াছেন। কিন্তু উদ্ভাবিত অর্থ দ্বারা ঐ পথ, পরিষ্কৃত না হইয়া, বরং অধিকতর ক্লদ্ব হইয়া উঠিতেছে, তাহা অনুধাবন করিতে পাবেন নাই।

অবলম্বিত অর্থ সমর্থন কবিবার নিমিত্ত, তর্কবাচস্পতি মহাশয় যে যুক্তি প্রদর্শন কবিয়াছেন, তাহা এই,

“পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়া তিন ঋণে ঋণী হয়। ব্রহ্মচর্য দ্বারা ঋণিগণের নিকট, বড্ দ্বারা দেয়গণের নিকট, পুত্র দ্বারা পিতৃগণের নিকট।” এই ত্রিবিধ ঋণ বেদাধ্যয়ন, অগ্নিহোত্রাদি যাগ ও পুত্রোৎপত্তি দ্বারা পবিশোবিত হওয়াতে, গৃহস্থকর্তব্য সমস্ত সম্পন্ন হইতে ছ, সুতরাং আর বিবাহ কবিবার আবশ্যকতা থাকিতেছে না।”

এই যুক্তি, পুত্রলাভ ও ধর্মকার্যনির্বাহ হইলে, স্ত্রীবিবাহস্থলে মেরূপ খাটে, স্ত্রীবিদ্যমানস্থলেও অবিকল সেইরূপ খাটিবেক, তাহাব কোনও সংশয় নাই। উভয়ত্র ঋণপরিশোধন রূপ হেতু তুল্যরূপে বর্তিতেছে, সুতরাং, আর বিবাহ করিবার আবশ্যকতা না থাকাও উভয় স্থলেই তুল্য রূপে বর্তিতেছে। অতএব, এই যুক্তি দ্বারা, ধর্মসম্পন্ন ও পুত্রসম্পন্ন স্ত্রী বিদ্যমান থাকিলে, আর বিবাহ করিতে পারিবেক না, এই চিরপ্রচলিত অর্থের বিলক্ষণ সমর্থনই হইতেছে।

এইরূপ অদ্ভুত পাঠান্তর ও অর্থান্তর কল্পনা করিয়া, তর্কবাচস্পতি মহাশয়, যে অদ্ভুত ব্যবস্থা প্রচাব কবিয়াছেন, তাহা উল্লিখিত ও আলোচিত হইতেছে।

“বিধানপারিজাতস্থত বোধাবনস্থত্রে এ বিষয়ের বিশেষ ব্যবস্থা আছে। যথা, “অগ্নিহোত্রাদি গৃহস্থকর্তব্য সমস্ত ধর্ম ও পুত্রলাভ সম্পন্ন হইলে, যদি স্ত্রীবিবাহ ঘটে, তাহা হইলে আর বিবাহ কবিবেক না।” কিন্তু বানগ্রাহ অথবা পবিত্রজ্ঞা আশ্রম আশ্রয় কবিবেক, যেহেতু, “ঋণত্রয়েব পবিশোধ কবিত্যা মোক্ষে মনোনিবেশ করিবেক”, এইরূপে মনু, ঋণত্রয়েব পবিশোধ হইলে, মোক্ষ বিকল্পে অধিকার বিধান করিয়াছেন”।

ধর্ম ও পুত্রলাভ সম্পন্ন হইলে, যদি স্ত্রীবিয়োগ ঘটে, তাহা হইলে আব বিবাহ না করিয়া, বানপ্রস্থ অথবা পরিত্রজ্যা অবলম্বন করিবেক, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের এই ব্যবস্থা কোনও অংশে শাস্ত্রানুসারিনী নহে । আশ্রম বিষয়ে দ্বিবিধ ব্যবস্থা স্থিবিধীকৃত আছে (৩২) । প্রথম ব্যবস্থা অনুসারে, যথাক্রমে চারি আশ্রমের অনুষ্ঠান আবশ্যিক ; অর্থাৎ, জীবনের প্রথম ভাগে ব্রহ্মচর্য্য, দ্বিতীয় ভাগে গার্হস্থ্য, তৃতীয় ভাগে বানপ্রস্থ, চতুর্থ ভাগে পরিত্রজ্যা, অবলম্বন করিবেক । দ্বিতীয় ব্যবস্থা অনুসারে, বাহার বৈরাগ্য জন্মিবেক, সে ব্রহ্মচর্য্য সমাপনের পর, যে অবস্থায় থাকুক, পরিত্রজ্যা অবলম্বন করিবেক । এক ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ ও দারপরিগ্রহ করিয়াছে, পুত্রোৎপাদনের পূর্বেই তাহার বৈরাগ্য জন্মিল, তখন তাহাকে, পুত্রোৎপাদনের অনুরোধে, আব সংসারাস্রমে থাকিতে হইবেক না ; যে দিন বৈরাগ্য জন্মিবেক, সেই দিনেই, সে ব্যক্তি পরিত্রজ্যা আশ্রম করিবেক । বৈরাগ্যপক্ষে, ঋণপরিশোধের অনুবোধে, তাহাকে এক দিনও গৃহস্থাশ্রমে থাকিতে হইবেক না, আর, বৈরাগ্য না জন্মিলে, যে আশ্রমেই যে কাল নিয়মিত আছে, তাবৎ কাল সেই সেই আশ্রম অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবেক । সুতরাং, অবিরক্ত ব্যক্তিকে জীবনের দ্বিতীয় ভাগ, অর্থাৎ পঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত, গৃহস্থাশ্রমে থাকিতে হইবেক, নতুবা, কিছু কাল ধর্ম্মকার্য্য করিলে ও পুত্রলাভ হইল পর, স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলেই তাহাকে গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিতে হইবেক, শাস্ত্রের একরূপ অর্থ ও তাৎপর্য্য নহে । ফলকথা এই, পরিত্রজ্যা অবলম্বনের দুই নিয়ম, প্রথম নিয়ম অনুসারে, যথাক্রমে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এই তিন আশ্রম নির্বাহ করিয়া, জীবনের চতুর্থ ভাগে উহার অবলম্বন, আব, দ্বিতীয় নিয়ম অনুসারে, যে আশ্রমে যে অবস্থায় থাকুক, বৈরাগ্য জন্মিলে তদ্বৎ উহার অবলম্বন ।

(৩২) তৃতীয় পরিচ্ছেদের প্রথম অংশ দেখ ।

বৈরাগ্য না জন্মিলে, পঞ্চাশ বৎসরের পূর্বে, গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগের বিধি ও ব্যবস্থা নাই, সুতরাং, পুত্রলাভ ও ধর্ম্যকার্য্য নির্বাহ হইলেও, স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে, গৃহস্থাশ্রমে থাকিতে ও পুনর্বাৎসর্য্য দারপরিগ্রহ করিতে হইবেক ; কেবল স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে, সে অবস্থায়, বিনা বৈরাগ্যে, গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিলে, অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া দারপরিগ্রহে বিমুখ হইলে, প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবেক । তন্মধ্যে বিশেষ এই, আটচল্লিশ বৎসর বয়স হইলে, যদি স্ত্রীবিয়োগ ঘটে, সে স্থলে আর দারপরিগ্রহ করিবার আবশ্যিকতা নাই । বথা,

চত্বারিংশদ্বৎসরাণাং সাক্টানাঞ্চ পরে যদি ।

স্ত্রিয়া বিযুক্ত্যেতৎ কশ্চিৎ স তু রুণ্ডাশ্রমী মতঃ (৩৩) ॥

আটচল্লিশ বৎসরের পর যদি কোনও ব্যক্তির স্ত্রীবিয়োগ ঘটে, তাহাকে রুণ্ডাশ্রমী বলে ।

রুণ্ডাশ্রমী অর্থাৎ স্ত্রীবিবাহিত আশ্রমী (৩৪) । গৃহস্থাশ্রমের স্বপ্ন মাত্র কাল অবশিষ্ট থাকে, সেই স্বপ্ন কালের জন্য, আব তাহার দারপরিগ্রহের আবশ্যিকতা নাই ; অর্থাৎ সে অবস্থায় দারপরিগ্রহ না করিলে, তাহাকে আশ্রমভ্রংশ নিবন্ধন প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবেক না । আর,

ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ ।

ঋণত্রয়ের পরিশোধ করিয়া মোক্ষ মনোনিবেশ করিবেক ।

এই বচন দ্বারা মনু, গৃহস্থাশ্রমে অবস্থানকালে পুত্রলাভের পূর্ব স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে, মোক্ষ পথ অবলম্বন করিবার বিধি দিবাছেন, তর্কবাচস্পতি মহাশয়েব এই নির্দেশ মনুসংহিতায় সবিশেষ দৃষ্টি না থাকার পরিচায়ক মাত্র ; কাবণ, মনু নিঃসংশয়িত রূপে যথাক্রমে আশ্রমচতুষ্টয়ের বিধি প্রদান করিবাছেন । বথা,

(৩৩) উদ্ধাহতস্তপ্ত উবিষ্যপূবাণ ।

(৩৪) রুণ্ড হৃতপত্নীক, আশ্রমিন্ আশ্রমস্থিত ।

চতুর্থমায়ুষো ভাগমুষ্টিত্ৰাদ্যাং গুরো দ্বিজঃ ।

দ্বিতীয়মায়ুষো ভাগং কৃতদারো গৃহে বসেৎ ॥ ৪ । ১ ।

দ্বিজ, জীবনের প্রথম চতুর্থ ভাগ গুরুকূলে বাস করিয়া, দার পরিগ্রহ পূর্বক, জীবনের দ্বিতীয় চতুর্থ ভাগ গৃহ হাশ্রমে অবস্থিতি করিবেক ।

এবং গৃহাশ্রমে স্থিত্বা বিধিবৎ স্নাতকো দ্বিজঃ ।

বনে বসেভু নিয়তো যথাবদ্বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৬ । ১ ।

স্নাতক দ্বিজ, এই রূপে বিধি পূর্বক গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিতি করিয়া, সংযত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া, যথাবিধানে বনে বাস করিবেক ।

বনেষু তু বিহৃত্যেবং তৃতীয়ং ভাগমায়ুষঃ ।

চতুর্থমায়ুষো ভাগং ত্যক্ত্বা সঙ্গান্ পরিব্রজেৎ ॥ ৬ । ৩৩ ।

এই রূপে জীবনের তৃতীয় ভাগ বনে অতিবাহিত করিয়া, সর্ব সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্বক, জীবনের চতুর্থ ভাগে পবিত্রজ্যা আশ্রম অবলম্বন করিবেক ।

যিনি, এইরূপ সময় বিভাগ করিয়া, যথাক্রমে আশ্রমচতুষ্টয় অবলম্বনের ঈদৃশ স্পষ্ট বিধি প্রদান করিয়াছেন ; তিনি, গৃহস্থাশ্রম সম্পাদন কালে, পুত্রলাভের পর স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে, আর দারপরিগ্রহ না করিয়া, এককালে চতুর্থ আশ্রম অবলম্বনের বিধি দিবেন, ইহা কোনও মতে নঙ্গত বা সম্ভব হইতে পাবে না ।

উল্লিখিত প্রকারে দাবপরিগ্রহের নিষেধ ও মোক্ষপথ অবলম্বনের ব্যবস্থা স্থির করিয়া, তর্কবাচস্পতি মহাশয় কহিতেছেন,

“কিন্তু যদি বিয়াবাসনা নিবৃত্তি না হয়, তবে তাহার ফল-

লাভের নিমিত্ত বিবাহ করিবেক, ইহা ভদ্রক্রমে উক্ত হইয়াছে ।”

এ স্থলে তিনি স্পষ্ট বাক্যে স্বীকার করিতেছেন, পুত্রলাভ ও ধর্মকার্য-নির্বাহের পব স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে, যদি ঐ সময়ে বৈরাগ্য না জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে, মোক্ষপথ অবলম্বন না করিয়া, পুনরায় বিবাহ করিবেক । এক্ষণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, কটকম্পনা দ্বারা

আপস্তম্বহুত্রেব পাঠান্তব ও অর্থান্তব কল্পনা করিয়া, তর্কবাচস্পতি মহাশয় কি অধিক লাভ করিলেন । চিবপ্রচলিত ব্যবস্থা অনুসারে, গৃহস্থাশ্রমসম্পাদন কালে স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে, বৈরাগ্য স্থলে মোক্ষপথ অবলম্বন, বৈরাগ্যের অভাবস্থলে পুনরায় দাবপবিগ্রহ, বিহিত আছে; তিনি, অদ্ভুত বুদ্ধিশক্তির প্রভাবে, যে অভিনব ব্যবস্থার উদ্ভাবন করিয়াছেন, তদ্বারাও তাহাই বিহিত হইতেছে ।

তিনি তৎপরে কহিতেছেন,

“ধর্ম ও পুত্র এই বিশেষণ বশতঃ বতিকামনামূলক বিবাহ
সে সময়ে কবিতো পাবে, ইহা প্রতীয়মান হইতেছে ।”

তদীয় এই ব্যবস্থা দাব পব নাই কৌতুককর । পুত্রলাভ ও ধর্মকার্য্য-নির্বাহ হইলে যদি স্ত্রীবিয়োগ ঘটে, তবে “বানপ্রস্থ অথবা পরিত্রজ্যা আশ্রম আশ্রয় কবিরেক”, এই ব্যবস্থা কবিয়া, “বতিকামনামূলক বিবাহ সে সময়ে কবিতো পাবে”, এই ব্যবস্থান্তব প্রদান করিতেছেন । তদনুসারে, আপস্তম্বহুত্রে দ্বাভা ইহাই প্রতিপন্ন হইতে পারে, পুত্রলাভ ও ধর্মকার্য্যনির্বাহেব পব স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে, ধর্মার্থে ও পুত্রার্থে বিবাহ না করিয়া, বানপ্রস্থ অথবা পরিত্রজ্যা আশ্রম অবলম্বন করিরেক, কিন্তু বতিকামনামূলক বিবাহ সে সময়ে কবিতো পাবিরেক । সুতরাং, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের উদ্ভাবিত অদ্ভুত ব্যাখ্যা ও অদ্ভুত ব্যবস্থা অনুসারে, অতঃপর বতিকামনামূলক বিবাহ করিয়া, সেই স্ত্রীর সমভিব্যাহারে, মোক্ষপথ অবলম্বন কবিতো হইবেক । সেবাদাসী সঙ্গে লইয়া, মোক্ষপথ অবলম্বন কবা নিতান্ত মন্দ বোধ হয় না ; তাহাতে ঐহিক ও পারত্রিক উভয় রক্ষা হইবেক ।

“অতএব মনু দ্বিতীয় বিবাহেব স্ত্রীবিয়োগকপ যে কাল নির্দেশ করিয়াছেন, ধর্ম ও পুত্রেব মধ্যে একের অভাব স্থলেই তাহা অভিপ্রেত, নতুবা স্ত্রীবিয়োগ হইলেই পুনরায় বিবাহ করিবেক, একপ তাৎপর্য্য নহে” ।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের এই তাৎপর্যব্যাখ্যা শাস্ত্রানুসারিণী নহে । বৈবাহ্য না জন্মিলে, অর্চ্যল্লশ বৎসর বয়সের পূর্বে, স্ত্রীবিয়োগ হইলে, পুনবায় বিবাহ করিতে হইবেক, ধর্ম ও পুত্র উভয়ের সম্ভাবও তাহাব প্রতিবন্ধক হইতে পারিবেক না । “যদি বিষয়বাসনা নিবৃত্তি না হয়, তবে তাহাব কললাভের নিমিত্ত বিবাহ করিবেক,” এই ব্যবস্থা করিয়া, তর্কবাচস্পতি মহাশয় স্বয়ং তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন । আর, যদি বৈবাহ্য জন্মে, ধর্ম ও পুত্রের মধ্যে একের অসম্ভাবের কথা দুইে থাকুক, উভয়ের অসম্ভাব স্থলেও, আর বিবাহ না করিয়া, মোক্ষপথ অবলম্বন করিবেক । স্ত্রীবিয়োগের ত কথাই নাই, স্ত্রী বিদ্যমান থাকিলেও, সে অবস্থায় মোক্ষপথ অবলম্বন করিবেক ।

“অতএব, পূর্বোক্ত মাত্র ধরিয়া উত্তরোক্তেব গোপন কবিশা, “যে স্ত্রীস সহযোগে ধর্মকার্য ও পুত্রলাভ সম্পন্ন হয়, তৎসত্ত্বে অথ স্ত্রী বিবাহ করিবেক না,” এইরূপে তাদৃশ স্ত্রীসত্ত্বে যে দাবান্তর পরিগ্রহ নিষেধ কল্পনা তাহা অতীব যুক্তিবিরুদ্ধ, যদি তাঁহার মতে দাবসত্ত্বে দাবান্তর পরিগ্রহের প্রাপ্তি সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে তাহার নিষেধ হইতে পারিত” ।

এ স্থলে বক্তব্য এই যে, আমি আপস্তম্বসূত্রের পূর্বোক্ত মাত্র ধরিয়া, উত্তরোক্ত গোপন কবিশা, কপোলকম্পিত অর্থ প্রচার দ্বারা লোককে প্রতারণা করি নাই । আপস্তম্বীয় ধর্মসূত্রে দৃষ্টি নাই, এজন্য, তর্কবাচস্পতি মহাশয়, দুই সূত্রে এক সূত্র জ্ঞান করিয়া, পূর্বোক্ত ও উত্তরোক্ত শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন ।

ধর্মপ্রজ্ঞানসম্পন্ন দ্বারে নান্যাং কুর্কীত । ২। ৫। ১১। ১২।
ইহা দ্বিতীয় প্রশ্নের, পঞ্চম পটলের, একাদশ খণ্ডের দ্বাদশ সূত্র । আব,

অন্যতরাভাবে কার্য্য প্রাগগ্ন্যাধেয়াৎ । ২। ৫। ১১। ১৩।
ইহা দ্বিতীয় প্রশ্নের, পঞ্চম পটলের, একাদশ খণ্ডের ত্রয়োদশ সূত্র ।
দ্বাদশ সূত্রের অর্থ এই,

যে স্ত্রীর সহযোগে ধর্মকার্য্য ও পুত্রলাভ সম্পন্ন হয়, তৎসম্বন্ধে অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবেক না ।

ত্রয়োদশ সূত্রের অর্থ এই,

ধর্মকার্য্য অথবা পুত্রলাভ সম্পন্ন না হইলে, অগ্ন্যাধিনের পূর্বে পুনরায় বিবাহ করিবেক ।

দ্বাদশ সূত্র অনুসারে, ধর্মকার্য্য ও পুত্রলাভ সম্পন্ন হইলে, স্ত্রীসম্বন্ধে দারাস্তবপরিগ্রহ নিষিদ্ধ হইয়াছে, ত্রয়োদশ সূত্র অনুসারে, ধর্মকার্য্য-নির্কর্ষাহ ও পুত্রলাভ এ উভয়ের অথবা উভয়ের মধ্যে একতবেব অভাব ঘটিলে, স্ত্রীসম্বন্ধে দারাস্তবপরিগ্রহ বিহিত হইয়াছে । এই দুই সূত্র পরস্পর বিরুদ্ধ অর্থের প্রতিপাদক নহে, বরং পব সূত্র পূর্ব সূত্রের পোষক হইতেছে । এমন স্থলে, উক্তবাক্তি অর্থাৎ পবসূত্র গোপন করিবার কোনও অতিসন্ধি বা আবশ্যিকতা লক্ষিত হইতে পারে না । পুত্রলাভ ও ধর্মকার্য্যনির্কর্ষাহ হইলে, স্ত্রীসম্বন্ধে পুনরায় বিবাহ করিবার অধিকার নাই, এতন্মাত্র নির্দেশ করা আবশ্যিক হইয়াছিল, এজন্য দ্বিতীয় ক্রোডপত্রে পূর্বসূত্র মাত্র উদ্ধৃত হইয়াছিল ; নিম্প্রয়োজন বলিয়া, পর সূত্র উদ্ধৃত হয় নাই । নতুবা, ভয়প্রযোজিত অথবা হুভিমসন্ধিপ্রণোদিত হইয়া, পর সূত্র গোপন পূর্বক, পূর্ব সূত্র মাত্র উদ্ধৃত করিয়া, স্বেচ্ছা অনুসারে অর্থাস্তব কল্পনা কবিয়াছি, একপ নির্দেশ করা নিববচ্ছিন্ন অনতিজ্ঞতা প্রদর্শন মাত্র । আর, “এইরূপে তাদৃশ স্ত্রীসম্বন্ধে যে দারাস্তব পরিগ্রহ নিষেধ কল্পনা, তাহা অতীব যুক্তিবিরুদ্ধ ।” এ স্থলে বক্তব্য এই যে, তাদৃশ স্ত্রীসম্বন্ধে দারাস্তব পরিগ্রহ নিষেধ আমার কপোলকল্পিত নহে । সর্বপ্রথম মহর্ষি আপস্তম্ব ঐ নিষেধ কল্পনা কবিয়াছেন, তৎপরে, মিত্রমিশ্র, অনন্তভট্ট ও কুল্লুকভট্ট, আপস্তম্বের ঐ নিষেধকল্পনা অবলম্বন পূর্বক, ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন । আমি নুতন কোনও কল্পনা করি নাই । আর, “যদি তাঁহার মতে দারসম্বন্ধে দারাস্তব পরিগ্রহের প্রাপ্তি সম্ভাবনা

থাকিত, তাহা হইলে তাহার নিষেধ হইতে পাবিত।” এ স্থলে বক্তব্য এই যে, আমার মতে দাবসত্ত্বে দারাস্তব পরিগ্রহের প্রাপ্তি সম্ভাবনা নাই, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের এই নির্দেশ সম্পূর্ণ কপোল-কল্পিত। আমার মতে, অর্থাৎ আমি শাস্ত্রে যেক্রপ অর্থবোধ ও তাৎপর্যাগ্রহ করিতে পাবিষাছি তদনুসারে, দুই প্রকারে দাবসত্ত্বে দাবাস্তব পবিগ্রহের প্রাপ্তি সম্ভাবনা আছে, প্রথম, স্ত্রীর বক্ষ্যাত্ত প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত নিমিত্ত নিবন্ধন দাবাস্তব পরিগ্রহ, দ্বিতীয়, বতিকামনামূলক রাগপ্রাপ্ত দাবাস্তব পরিগ্রহ। স্ত্রীর বক্ষ্যাত্ত প্রভৃতি নিমিত্ত ঘটিলে, শাস্ত্রের বিধি অনুসারে, দারসত্ত্বে দারাস্তব পরিগ্রহ আবশ্যিক, আর, উৎকট রতিকামনার বশবর্তী হইয়া, কাঙ্ক্ষ পুরুষ দাবসত্ত্বে দাবাস্তব পবিগ্রহ করিতে পারে। আপস্তম্ব পূর্বোক্তাঙ্কিত দ্বাদশ সূত্র দ্বারা, পুত্রলাভ ও ধর্ম্যকার্য্যনির্বাহ হইলে, দাবসত্ত্বে দাবাস্তব পবিগ্রহ নিষেধ করিয়াছেন, আর, ত্রয়োদশ সূত্র দ্বারা, পুত্রলাভ অথবা ধর্ম্যকার্য্য নির্বাহের ব্যাঘাত ঘটিলে, দারসত্ত্বে দাবাস্তব পবিগ্রহের বিধি দিয়াছেন। তদনুসারে, ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, পুত্রার্থ ও ধর্ম্যার্থে ভিন্ন অত্র কোনও কারণে, দাবসত্ত্বে দাবাস্তব পরিগ্রহে অধিকার নাই। যনু প্রভৃতি, বৃদ্ধাশ্রমে, পূর্বপাবিণীতা সর্গা স্ত্রীর জীবদ্ধশায়, রাগপ্রাপ্ত অসবর্ণাবিবাহের অনুমোদন করিয়াছেন, তাদৃশ বিবাহ আপস্তম্বের অতিমত বোধ হইতেছে না, এজন্য, তদীয় ধর্ম্যসূত্রে বতিকামনামূলক অসবর্ণাবিবাহ, অসবর্ণগর্ভসম্বৃত পুত্রের অংশনির্ণয় প্রভৃতির কোনও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

“তাঁহার মতে পুত্রের অভাব দাবসত্ত্বে দাবাস্তব পরিগ্রহ বিহিত হইলেও, অগ্নি-হাত্রাদি সমস্ত কর্তব্য ধর্মের অভাবেও, পুত্রসত্ত্বে দাবাস্তব পবিগ্রহ নিষিদ্ধ হইয়াছে”।

এ স্থলে বক্তব্য এই যে, পূর্বপাবিণীতা স্ত্রীর সহযোগে অগ্নি-

হোত্রাদি গৃহস্বকর্তব্য ধর্মকার্য্য নির্বাহ না হইলেও, পুত্রসন্ত্বে দাবাস্তব
পরিগ্রহ নিষিদ্ধ, অর্থাৎ পূর্বপরিণীতা স্ত্রী দ্বারা ধর্মকার্য্য নির্বাহের
ব্যাঘাত ঘটিলেও, কেবল পুত্রলাভ হইয়াছে বলিয়া, ধর্মকার্য্যেব
অনুবোধে আব দাবপরিগ্রহ করিতে পারিবেক না, আমি কোনও স্থলে
একথা লিখি নাই । তর্কবাচস্পতি মহাশয়, কি মূল অবলম্বন
করিয়া, অন্যায়সে একরূপ অসঙ্গত নির্দেশ করিলেন, বুঝিতে পারা
যায় না । এ বিষয়ে পূর্বে যাহা লিখিয়াছি, তাহা উদ্ধৃত হইতেছে, —

‘পুত্রলাভ ও ধর্মকার্য্যসাধন গৃহস্তাশ্রমেব উদ্দেশ্য, দার-
পরিগ্রহ ব্যতিবেকে এ উভয়ই সম্পন্ন হয় না । এই নিমিত্ত, প্রথম
বিধিতে দারপরিগ্রহ গৃহস্তাশ্রমপ্রবেশে দারস্বরূপ ও গৃহস্তা-
শ্রম সমাধানের অপরিহার্য্য উপায়স্বরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে ।
গৃহস্তাশ্রম সম্পাদন কালে, স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে যদি পুনর্বার বিবাহ
না কবে, তবে সেই দারবিবাহিত ব্যক্তি আশ্রমভ্রংশ নিবন্ধন
পাতকগ্রস্ত হন ; এজন্য, ঐ অবস্থার গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষে পুন-
রায় দারপরিগ্রহেব অবশ্যকর্তব্যতা বোধনের নিমিত্ত, শাস্ত্র-
কাবেবা দ্বিতীয় বিধি প্রদান করিয়াছেন । স্ত্রীর বন্ধাভাব, চিররো-
গিভি প্রভৃতি দোষ ঘটিলে, পুত্রলাভ ও ধর্মকার্য্যসাধনের ব্যাঘাত
ঘটে ; এজন্য, শাস্ত্রকাবেবা তদৃশ স্থলে স্ত্রীসন্ত্বে পুনর্বার বিবাহ
করিবার তৃতীয় বিধি দিয়াছেন” (৩৫) ।

এই লিখন দ্বারা, ধর্মকার্য্যনির্বাহেব ব্যাঘাত ঘটিলেও, পুত্রসন্ত্বে
দাবাস্তবপরিগ্রহ করিতে পারিবেক না, একরূপ নিবেদ্য প্রতিপন্ন হয় কি
না, তাহা সকলে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন ।

অতএব “অদাবে,” এইরূপ ছেদ দ্বাৰাই সর্বসামঞ্জস্য হই-
তেছে ; এমন স্থলে “দাবাস্তবলাজনাং বহুত্বঞ্চ” পুংলিঙ্গাধিকাবে
পাণিনিরূপিত এই লিঙ্গানুশাসন লঙ্ঘন করিয়া, দাবশব্দেব এক-

বচনান্তান্ত্রীক্য একদারেই হয় ; কারণ, গত্যন্তর না থাকিলেই
তাহা স্বীকার করিতে হয়^১ ।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়, সর্বসামঞ্জস্য সম্পাদনমানসে, “অদারে”
এইরূপ পাঠান্তর কল্পনা করিয়াছেন । কিন্তু, তাঁহার কল্পিত পাঠান্তর
দ্বারা কিরূপ সর্বসামঞ্জস্য সম্পন্ন হইতেছে, তাহা ইতিপূর্বে নবিস্তর
দর্শিত হইল, এক্ষণে, অবলম্বিত পাঠান্তরের যথার্থতা সমর্থন করিবার
নিমিত্ত, তিনি ব্যাকরণবিরোধরূপ যে প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন,
তাঁহার বলাবল বিবেচিত হইতেছে, তাঁহার উল্লিখিত

দারাক্ততলাজানাং বহুব্রুণ । ৭২ । (৩৬)

দার, অকৃত ও লাজশব্দ পুংলিঙ্গ ও বহুবচনান্ত ব্রুণ ।

এই শ্রুতি অনুসারে, দারশব্দ বহু বচনে প্রযুক্ত হওয়া আবশ্যিক ;
কিন্তু আপস্তম্বহৃত্রের চিরপ্রচলিত ও সর্বসম্মত পাঠ অনুসারে, “দারে”
এই স্থলে দাবশব্দ সপ্তমীর এক বচনে প্রযুক্ত হইয়াছে । তর্কবাচস্পতি
মহাশয় দাবশব্দের একবচনান্ত প্রায়াগ, পাণিনিবিরুদ্ধ বলিয়া, এক-
বাদেই অগ্রাহ্য করিয়াছেন । পাণিনি দাবশব্দের বহু বচনে প্রয়োগ
নিয়মবদ্ধ করিয়াছেন বটে, কিন্তু আপস্তম্ব স্বীয় ধর্ম্মশূত্রে সে নিয়ম অব-
লম্বন করিয়া চলেন নাই । বোধ হয়, পাণিনির সহিত তাঁহার বিরোধ
ছিল ; এজন্য, তদীয় ধর্ম্মশূত্রে দারশব্দ, সকল স্থলেই, কেবল এক
বচনে প্রযুক্ত দৃষ্ট হইতেছে । যথা,

১ । মাতরম্যাচার্যাদারঞ্চেত্যেকে । ১ । ৪ । ১৪ । ২৪ ।

২ । স্তেয়ং কৃহা সূত্রাং পীত্বা গুরুদারঞ্চ গত্বা । ১।৯।২৫।১০।

৩ । সদা নিশারাং দারং প্রত্যলঙ্কুর্বাতি । ১ । ১১ । ৩২ । ৬ ।

৪ । ঋতৌ চ সন্নিপাতো দারেণানু ব্রতম্ । ২ । ১ । ১ । ১৭ ।

৫ । অন্তরালেইপি দার এব । ২ । ১ । ১ । ১৮ ।

৬ । দারে প্রজয়াঞ্চ উপস্পর্শনভাষা বিস্ত্রুপূর্ব্বাঃ পরি-
বর্জয়েৎ । ২ । ২ । ৫ । ১০ ।

৭ । বিদ্যাং সমাপ্য দারং কৃত্বা অগ্নীনাথায় কৰ্ম্মাণ্যারভতে
সোমাবরাদ্ধিানি যানি জায়ন্তে । ২ । ৯ । ২২ । ৭ ।

৮ । অবুদ্ধিপূর্ব্বমলঙ্কতো যুবা পরদারমনুপ্রবিশন্ কুমারীং
বা বাচা বাধাঃ । ২ । ১০ । ২৬ । ১৮ ।

৯ । দারং চাস্ত কৰ্ষয়েৎ । ২ । ১০ । ২৭ । ১০ ।

আমাদের মানবচক্ষুতে এই সকল স্থত্র “দারঃ” “দাবম্” “দাবেণ”
“দারে” এই রূপে দারশব্দ প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া ও সপ্তমীব একবচনে
প্রযুক্ত দৃষ্ট হইতেছে। তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের দিব্য চক্ষুতে কিরূপ
লক্ষিত হয়, বলিতে পারা যায় না।

ধর্ম্ম প্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুব্বীত । ২ । ৫ । ১১ । ১২ ।

এ স্থলে দারশব্দ সপ্তমীব একবচনে প্রযুক্ত আছে। কিন্তু, তর্কবাচস্পতি
মহাশয়, পাণিনিরূত নিয়মের অলঙ্ঘনীয়তা স্থিৰ করিয়া, আপস্তম্বীয়
ধর্ম্মস্থত্রে দারশব্দের একবচনাস্ত প্রয়োগরূপ যে দোষ ঘটিয়াছে, উহার
পারিহারবাসনায়, “দারে” এই পদের পূর্বে এক লুপ্ত অকারের কল্পনা
করিয়াছেন। এক্ষণে, পূর্ব্বনির্দিষ্ট নয় স্থত্রে যে দারশব্দের এক-
বচনাস্ত প্রয়োগ আছে, উল্লিখিত প্রকারে, দয়া করিয়া, তিনি তাহার
সমাধান করিয়া না দিলে, নিরবলম্ব আপস্তম্ব অব্যাহতি লাভ করিতে
পারিতেছেন না। আপাততঃ যেরূপ লক্ষিত হইতেছে, তাহাতে সকল
স্থলে লুপ্ত অকার কল্পনার পথ আছে, এরূপ বোধ হয় না। অতএব,
প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ও প্রসিদ্ধ সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা তর্কবাচস্পতি মহাশয়,
অদ্ভুত বুদ্ধিশক্তির প্রভাবে, কি অদ্ভুত প্রণালী অবলম্বন করিয়া,
পাণিনি ও আপস্তম্বের বিরোধ ভঞ্জন করেন, তাহা দেখিবাব জন্য
অত্যন্ত কৌতূহল উপস্থিত হইতেছে। তর্কবাচস্পতি মহাশয় কি

এত সৌজন্য প্রকাশ করিবে। যে দয়া কবিয়া এ বিষয়ে আমাদের কোতূহলনিরুত্তি কবিয়া দিবেন :

সচরাচর সকলে অবগত আছেন, ঋষিবা লিঙ্গ, বিভক্তি, বচন প্রভৃতি বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রেচ্ছ ছিলেন, তাঁহা বা সে বিষয়ে অন্যদীয় নিয়মের অনুবর্তী হইয়া চলেন নাই। এজন্য, পাণিনি-প্রভৃতিপ্রণীত প্রচলিত ব্যাকরণ অনুসারে যে সকল প্রয়োগ অপপ্রয়োগ বলিয়া পরিগণিত হয়, ঋষিপ্রণীত ওষ্মে সেই সকল প্রয়োগ আর্থ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে, অর্থাৎ, ঐ সকল প্রয়োগ যখন ঋষি মুখ বা লেখনী হইতে নির্গত হইয়াছে, তখন তাহা অপপ্রয়োগ নহে। পাণিনি ও আপস্তম্ব উভয়েই ঋষি। পাণিনির মতে, দাবশব্দ বহু বচনে প্রযুক্ত হওয়া আবশ্যিক, আপস্তম্বের মতে, দাবশব্দ এক বচনে প্রযুক্ত হওয়া দোষাবহ নহে। কল-কথা এই, ঋষিরা সকলেই সমান ও স্বস্বপ্রধান ছিলেন। কোনও ঋষিকে অপব ঋষির প্রতিষ্ঠিত নিয়মের অনুবর্তী হইয়া চলিতে হইত না। সূতবাং; আপস্তম্বকৃত প্রয়োগ, পাণিনিবিরুদ্ধ হইলেও, হেয় বা অশ্রদ্ধেয় হইতে পাবে না। যিনি যে বিষয়ের ব্যবসায়ী, সে বিষয়ে স্বভাবতঃ তাঁহার অধিক পক্ষপাত থাকে। তর্কবাচস্পতি মহাশয় বহু কালের ব্যাকবণব্যবসায়ী, সূতবাং, অন্যান্য শাস্ত্র অপেক্ষা, ব্যাকরণ অধিক পক্ষপাত থাকিলে, তাঁহাকে দোষ দিতে পারা যায় না। অতএব, ব্যাকবণের নিয়মবন্ধার পক্ষপাতী হইয়া, ধর্ম্মশাস্ত্রেব গ্রীবাভঙ্গে প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহার পক্ষে তাদৃশ দোষের বা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

দশম পরিচ্ছেদ ।

যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ডেব শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদন প্রয়াসে, তর্কবাচস্পতি মহাশয় যে সকল প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, উহাদেব অর্থ ও তাৎপর্য্য আলোচিত হইল । তদনুসাবে, ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে, তাঁহার অভিমত যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহরূপ পবন নর্থ শাস্ত্রানুমোদিত ব্যবহাব নহে । শাস্ত্রানুযায়িনী বিবাহবিযয়িনী ব্যবস্থা এই,

- ১ । গৃহস্থ ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রমের উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত, সর্বগণ-বিবাহ করিবেক ।
- ২ । প্রথমপরিণীতা স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ম প্রভৃতি দোষ ঘটিলে, তাহার জীবদ্দশায় পুনরায় সর্বগণবিবাহ করিবেক ।
- ৩ । আটচল্লিশ বৎসর বয়সের পূর্বে স্ত্রীবিয়োগ হইলে, পুনরায় সর্বগণবিবাহ করিবেক ।
- ৪ । সর্বগণ কন্যাব অপ্রাপ্তি ঘটিলে, অসর্বগণবিবাহ করিবেক ।
- ৫ । কাম বশতঃ পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইলে, পূর্ব-পরিণীতা সর্বগণ স্ত্রীর সম্মতি গ্রহণ পূর্বক, অসর্বগণবিবাহ করিবেক ।

শাস্ত্রে এতদ্ব্যতিরিক্ত স্থলে বিবাহেব বিধি ও ব্যবস্থা নাই । এই পঞ্চ-বিধ ব্যতিরিক্ত বিবাহ সর্বতোভাবে শাস্ত্রনিষিদ্ধ । তর্কবাচস্পতি মহাশয়, স্বপ্রদর্শিত শ্রেতিবাক্য ও স্মৃতিবাক্যেব যে সকল কপোল-কল্পিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তদ্বারা যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহব্যবহাবের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন হওয়া কোনও মতে সম্ভাবিত নহে । কিন্তু, তিনি

স্বীয় অভিপ্রেত সাধনে সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইয়াছেন, ইহা স্থির করিয়া, অবলম্বিত মীমাংসার পোষকতা করিবার অভিপ্রায়ে লিখিয়াছেন,

“শিষ্টাচারোহপি ঐতিহ্যতোর্বর্ণিতবিষয়সমুদায়তঃ । তথ, চ তে হি শিষ্টা দর্শিতবিষয়কস্বমেব ঐতিহ্যতোরবধাৰ্য্য যুগপৎ-
দ্বভাৰ্য্যাবেদনে প্রবৃত্তা ইতি পুরাণাদৌ উপলভ্যতে(৩৭) ।”

যদৃচ্ছাক্রমে যত ইচ্ছা বিবাহ করা ঐতি ও স্মৃতির অনুমোদিত, ইহা শিষ্টাচার দ্বারাও সমর্থিত হইতেছে । পূৰ্ব্বকালীন শিষ্টেরা, ঐতি ও স্মৃতির উক্তপ্রকার তাৎপর্য্য অবধারণ কবিয়া, একবারে বহু-
ভাৰ্য্যাবিবাহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ইহা পুরাণাদিতে দৃষ্ট হইতেছে ।

যদি যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ ঐতি ও স্মৃতির অনুমোদিত হইত, তাহা হইলে শিষ্টাচার দ্বারা তাহার সমর্থনপ্রয়াস সফল হইতে পারিত । কিন্তু পূৰ্বে সবিস্তর দর্শিত হইয়াছে, তাদৃশ বিবাহকাণ্ড শাস্ত্রানু-
মোদিত ব্যবহার নহে, সুতরাং, শিষ্টাচার দ্বারা তাহাব সমর্থন-
প্রয়াস সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইতেছে ; কারণ, শাস্ত্রবিরুদ্ধ শিষ্টাচার প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত নহে । মনু কহিয়াছেন,

আচারঃ পরমো ধৰ্ম্মঃ ঐতিহ্যকৃতঃ স্মার্ত্ত এব চ । ১ । ১৩৯।

বেদবিহিত ও স্মৃতিবিহিত আচারই পৰম ধৰ্ম্ম ।

শাস্ত্রকারদিগেব অভিপ্রায় এই, যে আচার ঐতি ও স্মৃতিব বিধি অনুযায়ী, তাহাই পরম ধৰ্ম্ম, লোকে তাদৃশ আচারেরই অনুসরণ কবিলে; তদ্ব্যতিরিক্ত অর্থাৎ ঐতিবিরুদ্ধ বা স্মৃতিবিরুদ্ধ আচার আদরণীয় ও অনুসরণীয় নহে, তাদৃশ আচারের অনুসরণ কবিলে, প্রত্যাব্যগ্রস্ত হইতে হয় । অনেকে, শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ প্রতিপালনে অসমর্থ হইয়া, অর্থাৎ আচরণে দূষিত হইয়া থাকেন । এ কালে যেক্রপ দেখিতে পাওয়া যায়, পূৰ্ব্ব কালেও সেইরূপ ছিল, অর্থাৎ পূৰ্ব্ব কালেও অনেকে, শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ প্রতিপালনে অসমর্থ হইয়া, অর্থাৎ

আচরণে দূষিত হইতেন। তবে, পূর্বকালীন লোকেরা তেজীয়ান ছিলেন, একত্র অবৈধ আচরণ নিবন্ধন প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতেন না। তাঁহারা অধিকতর শাস্ত্রজ্ঞ ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন, স্মৃতরাং তাঁহাদের আচার সর্ব্বাংশে নির্দোষ, উহার অনুসরণে দোষস্পর্শ হইতে পারে না, এক্রপ ভাবিয়া, অর্থাৎ পূর্বকালীন লোকের আচার যাত্রই সদাচার এই বিবেচনা করিয়া, তদনুসারে চলা উচিত নহে।

গোতম কহিরাছেন,

দৃষ্টৌ ধর্মব্যতিক্রমঃ সাহসঞ্চ মহতাম্ । ১ । ১ ।

মহৎ লোকদিগের ধর্ম লঙ্ঘন ও অবৈধ আচরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

আপস্তম্ব কহিরাছেন,

দৃষ্টৌ ধর্মব্যতিক্রমঃ সাহসঞ্চ মহতাম্ । ২ । ৬ । ১৩ । ৮ ।

তেষাং তেজোবিশেষেণ প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে । ২ । ৬ । ১৩ । ৯ ।

তদদীক্ষ্য প্রযুক্তানঃ সীদত্যবরঃ । ২ । ৬ । ১৩ । ১০ ।

মহৎ লোকদিগের ধর্ম লঙ্ঘন ও অবৈধ আচরণ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা তেজীয়ান, তাহাতে তাঁহাদের প্রত্যবায় নাই। সাধাবণ লোকে, তদর্শনে তদনুবর্তী হইয়া চলিলে, এককালে উৎ-
সন্ন হয়।

বোধায়ন কহিরাছেন,

অনুরভন্ত মদেবৈর্মুনির্ভিষদনুষ্ঠিতম্ ।

নানুষ্ঠেয়ং মনুর্ব্যাস্তদুক্তং কর্ম সমাচরেৎ (৩৮) ॥

দেবগণ ও মুনিগণ যে সকল কর্ম করিরাছেন, মনুষ্যের পক্ষে তাহা করা কর্তব্য নহে; তাহারা শাস্ত্রোক্ত কর্মই করিবেক।

শুকদেব কহিরাছেন,

ধর্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরানাগঞ্চ সাহসম্ ।

তেজীয়নাং ন দোষায় বহুঃ সর্বভূজো যথা ॥ ৩০ ॥

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি স্বনীশ্বরঃ ।

বিনশ্যতাচরন্ মৌচ্যাদৃশথা রুদ্রোহঁক্কিচ্ছং বিষম্ ॥ ৩১ ॥

ঈশ্বরানাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং কৃতিৎ ।

তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তস্তদাচরেৎ ॥ ৩২ ॥ (৩৯)

প্রভাবশালী ব্যক্তিদিগের ধর্ম লঙ্ঘন ও অবৈধ আচরণ দেখিতে পাওয়া যায় । সর্ষাভাজী অগ্নির ন্যায়, তেজীয়ানদিগের তাহাতে দোষস্পর্শ হয় না ॥ ৩০ ॥ সামান্য ব্যক্তি কদাচ মনেও তাদৃশ কর্মের অনুষ্ঠান করিবেন না, স্মৃতা বশতঃ অনুষ্ঠান করিলে, বিনাশ প্রাপ্ত হয় । শিব সমুদ্রোৎপন্ন ঐশ পান করিয়াছিলেন ; সামান্য লোক বিষ পান করিলে, বিনাশ অবধারিত ॥ ৩১ ॥ প্রভাবশালী ব্যক্তিদিগের উপদেশ মাননীয়, কোনও কোনও স্থলে তাঁহাদের আচারও মাননীয় । তাঁহাদের যে সমস্ত আচার তাঁহাদের উপদেশবাক্যের অনুযায়ী, বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেই সকল আচারের অনুসরণ করিবেন ।

এই সকল শাস্ত্র দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, পূর্বকালীন মহৎ ব্যক্তিদের আচার যাত্রই সদাচার নহে । তাঁহাদের যে সকল আচার শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধের অনুযায়ী, তাহাই সদাচার ; আর তাঁহাদের যে সকল আচার শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধের বিপরীত, তাহা সদাচারশব্দ-বাচ্য নহে । পূর্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে, বিবাহবিষয়ে যথেষ্টাচার শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধের বিপরীত ব্যবহার ; সুতরাং, পূর্বকালীন লোকদিগের তাদৃশ যথেষ্টাচার সদাচার বলিয়া পরিগৃহীত করা ও তদনুসারে চলা কদাচ উচিত নহে ।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়, স্বীয় মীমাংসার সমর্থনমানসে, যুক্তি-প্রদর্শন করিতেছেন,

“যদি কণ্ঠপাদযঃ স্বয়ং স্মৃতিপ্রণেতাঃ বহুভার্য্যাবেন্দনমশা-
স্ত্রীয়মিতি জানীযুঃ কথং তত্র প্রবর্তেরন । অতস্তেষামাচারদর্শনে-
নৈব উপদর্শিতপ্রকাব এব শাস্ত্রার্থঃ নান্নপেতাবধারণ্যতে” (৪০) ।

যদি নিজে ধর্মশাস্ত্রপ্রবর্তক কণ্ঠপাদভূতি বহুভার্য্যাবিবাহ

(৩৯) ভাগবত, ১০ অঙ্ক, ৩৩ অধ্যায় । (৪০) বহুবিবাহবাদ, ২৩ পৃষ্ঠা ।

অশাস্ত্রীয় বোধ করিতেন, তাহা হইলে, কেন তাহাতে প্রবৃত্ত হইতেন। অতএব, তাঁহাদের আচার দর্শনেই অবধারিত হইতেছে, আমি যেকপ ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহাই যথার্থ শাস্ত্রার্থ।

ইহার তাৎপর্য্য এই, যাঁহারা লোকহিতার্থে ধর্ম্মশাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারা কখনও অশাস্ত্রীয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পাবেন না। সুতরাং, তাঁহাদের আচার অবশ্যই সদাচার। যখন শাস্ত্রকর্ত্তা কষ্টপ প্রভৃতির বহুবিবাহের নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে, তখন বহুভার্য্যাবিবাহ সম্পূর্ণ শাস্ত্রসম্মত; শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলে, তাঁহারা তাহাতে প্রবৃত্ত হইতেন না। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, তর্কবাচস্পতি মহাশয়েব এই মীমাংসা কোনও অংশে ত্রাণানুসাবিনী নহে। ইতিপূর্বে দর্শিত হইয়াছে, আপস্তম্ব বৌধায়ন প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিবা স্পষ্ট বাক্য কহিয়াছেন, দেবগণ, ঋষিগণ বা অন্যান্য মহৎ ব্যক্তিগণ, সকল সময়ে ও সকল বিষয়ে, শাস্ত্রীয় বিধি নিবেদ প্রতীপালন করিয়া চলিতেন না; সুতরাং, তাঁহাদের আচার মাত্রই সদাচার বলিয়া পরিগৃহীত ও অনুসৃত হওয়া উচিত নহে, তাঁহাদের যে সকল আচার শাস্ত্রানুমোদিত, তাহাই সদাচার বলিয়া পরিগৃহীত হওয়া উচিত। অতএব, যখন বহুভার্য্যাবিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত ব্যবহাব বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে না, তখন দেবগণ, ঋষিগণ প্রভৃতির বহুবিবাহব্যবহাবদর্শনে, তাদৃশ ব্যবহারকে শাস্ত্রসম্মত বলিয়া মীমাংসা কবা কোনও অংশে সম্ভব হইতে পারে না। এজন্যই মাধবাচার্য্য কহিয়াছেন,

“ননু শিষ্টাচারপ্রামাণ্যে স্বহৃদ্বিববাহোহপি প্রসজ্যেত
প্রজাপতেবাচরণাৎ তথাচ শ্রুতিঃ প্রজাপতিবৈ স্বাং হৃদ্বিতরমভা-
খ্যারদিতি মৈবৎন দেবচবিতং চরেদিতি ত্রায়াৎ অতএব বৌধায়নঃ
অনুরক্তঃ যদেবৈশুনিতির্ষদনুষ্ঠিতম্। নানুষ্ঠেয়ং মনুষ্যৈস্তদুক্তং
কর্ম্ম সমাচরেদিতি”(৪১)।

শিষ্টাচারের প্রামাণ্য স্বীকার করিলে, নিম্নকন্যাবিবাহও

(৪১) পরাশরভাষ্যে, দ্বিতীয় অধ্যায়।

দোষাবহ হইতে পারে না, কারণ, ব্রহ্মা তাহা করিয়াছিলেন।
বেদে নির্দিষ্ট আছে,

প্রজাপতির্বৈ স্বাং দুহিতবমভ্যধ্যায়ৎ (৪২)।

ব্রহ্মা নিজ কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

এরূপ বলিও না, কারণ, দেবচরিত্রের অনুকরণ করা ন্যায্যানুগত
নহে। এজন্যই বৌধায়ন কঠিয়াছেন, “দেবগণ ও মুনিগণ যে
সকল কর্ম করিয়াছেন, মনুষ্যের পক্ষে তাহা করা কর্তব্য নহে,
তাহারা শাস্তোক্ত কর্মই ববিবেক”।

ধর্মশাস্ত্রপ্রবর্তক ঋষিদিগের মধ্যে অনেকেরই অর্বেচ আচরণ দেখিতে
পাওয়া যায়। তাহারা ধর্মশাস্ত্রপ্রবর্তক, এই হেতুতে তদীয় অর্বেচ
আচরণ শিষ্টাচার বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না। বৃহস্পতি ও
পরশর উভয়েই ধর্মশাস্ত্রপ্রবর্তক, বৃহস্পতি কামার্ত্ত হইয়া গর্ত্বতী
ভাতৃত্য্যা সম্ভোগ, আর পরশর কামার্ত্ত হইয়া অবিবাহিতা দাশ-
কন্যা সম্ভোগ, করেন। ধর্মশাস্ত্রপ্রবর্তক বলিয়া, ইহাদের এই অর্বেচ
আচরণ শিষ্টাচারস্থলে পরিগৃহীত হওয়া উচিত নহে। ধর্মশাস্ত্রপ্রবর্তক
হইলে, অর্বেচ আচরণে প্রবৃত্ত হইতে পাবেন না, এ কথা নিতান্ত
হেয় ও অশ্রদ্ধ্য। অতএব, ধর্মশাস্ত্রপ্রবর্তক কশ্যপ প্রভৃতি বহুভার্য্যা-
বিবাহ প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কশ্যপ প্রভৃতির তাদৃশ আচারদর্শনে
বহুভার্য্যাবিবাহপক্ষই যথার্থ শাস্ত্রার্থ বলিয়া অবধারণিত হইতেছে,
তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের এই মীমাংসা শাস্ত্রানুযায়িনী ও ন্যায়ানুসারিণী
হইতে পারে কি না, তাহা সকলে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। কলকথা
এই, শিষ্টাচারবিশেষকে প্রগাণস্থলে পরিগৃহীত করা আবশ্যিক হইলে,
ঐ শিষ্টাচার শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধের অনুযায়ী কি না, তাহার সবিশেষ
অনুধান কবিয়া দেখা কর্তব্য, নতুবা ইদানীন্তন লোকের যথেষ্ট
ব্যবহারকে শাস্ত্রমূলক আচার বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে,
পূর্বকালীন লোকে যথেষ্ট ব্যবহারকে অবিগীত শিষ্টাচার স্থলে

প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাহার দোহাই দিয়া, তদনুসারে শাস্ত্রের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কবা পণ্ডিতপদবাচ্য ব্যক্তির কদাচ উচিত নহে ।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়, সদ্‌চ্ছাপ্রবৃত্ত বহুরিবাহকাণ্ডের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত, যে সমস্ত শাস্ত্র ও যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সে সমুদয় একপ্রকার আলোচিত হইল। সে বিষয়ে আর অধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই। কেহ কেহ, এক সামান্য কথা উপলক্ষে, তাঁহার উপর দোষারোপ করিয়া থাকেন, সে বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যিক ; এজন্য, আত্মবক্তব্য নির্দেশ করিয়া, তর্কবাচস্পতিপ্রকরণের উপসংহার করিতেছি। তিনি ঐন্দ্রাবন্তে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন,

ধর্মতত্ত্বং বুভুৎসুনাং বোধনায়ৈব মৎকৃতিঃ ।

তেনৈব কৃতকৃত্যোহস্মি ন জিগীষাস্তি লেশতঃ ॥

যাঁহারা ধর্মের উদ্ভূতজ্ঞান লাভে অভিলাষী, তাঁহাদের বোধ জন্মাইবার নিমিত্তই আমার যত্ন ; তাহা হইলেই আমি কৃতার্থ হই ; জিগীষার লেশ মাত্র নাই ।

অনেকে কহিয়া থাকেন, “জিগীষার লেশ মাত্র নাই,” তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের এই নির্দেশ কোনও মতে ন্যায়াযুগত নহে। তিনি, বাস্তবিক জিগীষার বশবর্তী হইয়া, এই ঐন্দ্রাব রচনা ও প্রচার করিয়াছেন, এমন স্থলে, জিগীষা নাই বলিয়া পরিচয় দেওয়া উচিত কর্ত্তব্য হয় নাই। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, যাঁহারা এরূপ বিবেচনা করেন, কোনও কালে তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের সহিত তাঁহাদের আলাপ বা সহবাস ঘটয়াছে, এরূপ বোধ হয় না। তিনি, জিগীষার বশবর্তী হইয়া, ঐন্দ্র প্রচার করিয়াছেন, এরূপ নির্দেশ করা নিরবচ্ছিন্ন অর্কাচীনতা প্রদর্শন মাত্র। জিগীষা তমোগুণের কার্য। যে সকল ব্যক্তি একবার স্বপ্ন কাল মাত্র তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের সংস্রবে আসিয়াছেন, তাঁহারা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন, তাঁহার শরীরে তমোগুণের সংস্পর্শ মাত্র নাই। যাঁহারা অনভিজ্ঞতা

বশতঃ, তদীয় বিশুদ্ধ চরিতে ঈদৃশ অসম্ভাবনীয় দোষারোপ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রবোধনের নিমিত্ত, বহুবিবাহবাদ গ্রন্থেব কিঞ্চিৎ অংশ উদ্ধৃত হইতেছে ; তদ্ব্যতীত তাঁহাদের ভ্রমবিমোচন হইবেক, তাহার সংশয় নাই ।

“ইতোবং পরিসংখ্যাপরত্বরূপাভিনবার্থকম্পনয়া স্বাভীক্-
সিদ্ধবে অসবর্ণাতিরিক্তবিবাহনিষেধপরত্বং যৎ ব্যবস্থাপিতং
তন্নির্মূলং নির্যুক্তিকং স্বকপোলকম্পিতং প্রাচীনসম্ভবাসম্মতং
পবিসংখ্যাসরণানুসৃতং বহুবিবোধগ্রন্থঞ্চ প্রমাণপরতন্ত্রৈস্তা-
দ্বিকৈরশ্রদ্ধেযমেব । তস্য নিবাবণার্থং যত্নপি প্রয়াস এবানুচিতঃ
তথাপি পণ্ডিতমহাত্মা স্বাভীক্সিদ্ধয়ে তত্রাগ্রহবতঃ পবিসংখ্যা-
রূপার্থকম্পনরূপাবলেপবতশ্চ তস্তাবলেপখণ্ডেনেণ তদ্বাক্যে
বিশ্বাসবতাং সংস্কৃতপরিচয়শূন্যানাং তদ্বাস্তাবিতপদব্যা বহুল-
দোষগ্রন্থতাবোধনাত্মৈব প্রমত্তঃ কৃতঃ” (৪৩) ।

এই কপে পরিসংখ্যাপরত্বরূপ অভিনব অর্থের কল্পনা দ্বানা, স্বীয় অভীক্সিদ্ধির নিমিত্ত, অসবর্ণা ব্যতিরিক্ত বিবাহ করিতে পারি-
বেক না, এই যে ব্যবস্থা প্রচার করিয়াছেন, তাহা নিমূল, যুক্তি-
বিরুদ্ধ, স্বকপোলকম্পিত, প্রাচীন গ্রন্থের অসম্মত, পরিসংখ্যাপদ্ধ-
তির বিপরীত, বহুবিবোধপূর্ণ, অতএব প্রমাণপরতন্ত্র তাত্ত্বিকদিগের
একবারেই অশ্রদ্ধেয় । তাহাব খণ্ডনার্থে যদিও প্রয়াস পাওবাই
অনুচিত ; তথাপি, পণ্ডিতাভিমানী স্বীয় অভীক্সিদ্ধির নিমিত্ত সে
বিষয়ে আগ্রহপ্রকাশ করিয়াছেন, এবং পরিসংখ্যাকপ অর্থ কল্পনা
করিয়া গর্হিত হইয়াছেন, তাঁহার গর্হ খণ্ডন পূর্বক, যে সকল
সংস্কৃতানুভূত ব্যক্তি তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস করিয়া থাকেন, তাঁহার
উদ্ধাবিত পদবী বহুদোষপূর্ণ, তাঁহাদের এই বোধ জন্মাইবার
নিমিত্তই যত্ন করিলাম ।

“ইশ্বমসৌ তস্য শেমুখীপ্রাতিতাসঃ তদ্বাক্যে বিশ্বাসভাজঃ
সংস্কৃতভাষাপবিচয়শূন্য জ্ঞানান্ ভ্রমবন্নপি অস্মত্তর্কচক্রে নিপ-
তিতঃ ভ্রমমুযোগদণ্ডেন ভ্রাম্যমাণঃ ন দচিদ্ধিশ্রান্তিমাঙ্গদবিধাতি

উপমাশ্রুতি ॥ দুর্গমে অতিগভীরে শাস্ত্রজলাশয়ে অস্মদর্ক্যবজ্ঞেন
সাতিশয়রশালিসলিলাবর্তেন পরিবর্ত্যমানোলুপবৎ বংত্রমা-
মাণভাবম্, নাস্পাতি চ তলং কুলং বা, আপৎশ্রুতে চাস্মৎপ্রদর্শি-
তয়া প্রমাণানুসারিণ্যা যুক্ত্যা বাত্যয়। যুগ্মায়মানধূলিক্রমিব
নিরালম্বপথম্। অতঃ কুলকলনায় উপদেশকাস্তরকণায়া-
বলম্বনেন সদ্ভুক্তিতরণিবনুসরণীয়া। অবলম্ব্যতাং বা বিশ্রান্ত্যে অব-
লম্বাস্তরম্। অথ যুক্ত্যানাদবেগে স্বেচ্ছয়া তথা প্রতিভাসশ্চেৎ
স্বেচ্ছাচারিণামেব সমাদরায় প্রভবন্নপি ন প্রমাণপদবীমব-
লম্বতে” (৪৪)।

এই ত তাঁর বুদ্ধিপ্রকাশ। যে সকল সংস্কৃতভাষাপরিচয়শূন্য
লোক তদীয় বাক্যে বিশ্বাস করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে ঘূর্ণিত
করিয়াছেন বটে ; কিন্তু নিজে আমার তর্করূপ চক্রে নিপতিত ও
প্রমত্তরূপ দণ্ড দ্বারা যুগ্মায়মান হইয়া, কোমও স্থানে বিশ্রাম লাভ
করিতে পারিবেন না ; তুণ যেমন সাতিশয় বেগশালী সলিলাবর্তে
পতিত হইয়া, ঘূর্ণিত হইতে থাকে ; সেইরূপ আমার তর্কবলে দুর্গম
‘অতিগভীর শাস্ত্ররূপ জলাশয়ে অনববত ঘূর্ণিত হইতে থাকিবেন ;
তল অথবা কুল পাইবেন না ; বাত্যাবশে যুগ্মায়মান ধূলিমত্তলের ন্যায়,
আমার প্রদর্শিত প্রমাণানুসারিণী যুক্তি দ্বারা আকাশমার্গে উভয়-
মান হইবেন। অতএব, কুল পাইবার নিমিত্ত, অন্য উপদেশরূপ
কণ্ঠার অবলম্বন করিয়া, সদ্ভুক্তিরূপ তরণির অনুসরণ করিতে,
অথবা বিশ্রামের নিমিত্ত অন্য অবলম্বন আশ্রয় করিতে হইবেক।
আর, যদি যুক্তিমার্গ অগ্রাহ্য করিয়া, স্বেচ্ছাবশতঃ তাদৃশ বুদ্ধি
প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে স্বেচ্ছাচারীদিগের নিকটেই
আদরণীয় হইবেক, প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবেক না।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের গ্রন্থ হইতে দুটি স্থল উদ্ধৃত হইল। এই দুই
অথবা এতদনুরূপ অন্য অন্য স্থল দেখিয়া, যাঁহারা মনে করিবেন,
তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের গর্ক, বা ঔদ্ধত্য, বা জিগীষা আছে,
তাঁহাদের ইহকালও নাই, পরকালও নাই :

(৪৪) বহুবাহবাদ, ১৪ পৃষ্ঠা।

ন্যায়রত্ন প্রকরণ



বরিসালনিবাসী শ্রীযুত রাজকুমার ন্যায়রত্ন, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহু-বিবাহকাণ্ডের শাস্ত্রীয়তাপক্ষ রক্ষা করিবার নিমিত্ত, যে পুস্তক প্রচার করিয়াছেন, উহার নাম “প্রেরিত তেঁতুল”। যে অভিপ্রায়ে স্বীয় পুস্তকের ঈদৃশ রসপূর্ণ নাম রাখিয়াছেন, তাহা বিজ্ঞাপনে ব্যক্ত করিয়াছেন। বিজ্ঞাপনের ঐ অংশ উদ্ধৃত হইতেছে ;

“যাঁহারা সাগরের রসাস্বাদন করিয়া বিকৃতভাব অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে প্রকৃতভাবস্থ করিবার নিমিত্ত এই তেঁতুল প্রেরিত হইল বলিয়া “প্রেরিত তেঁতুল” নামে গ্রন্থের নাম নির্দিষ্ট হইল”।

স্বপ্রচারিত বিচারপুস্তকের এইরূপ নামকরণানন্তর, কিঞ্চিৎ কাল বসিকতা করিয়া, ন্যায়রত্ন মহাশয়, জীমূতবাহনকৃত দায়ভাগের ও দায়ভাগের টীকাকারদিগের লিখন মাত্র অবলম্বন পূর্বক, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহব্যবহারের শাস্ত্রীয়তা সংস্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যথা,

“এক পুরুষের অনেক নারীর পাণিগ্রহণ করা উচিত কি না, এই বিষয় লইয়া নানাপ্রকার বিবাদ চলিতেছে। কতকগুলি ব্যক্তি বলিতেছে উচিত, আর কতকগুলি বলিতেছে উচিত না। আমরা এপর্যন্ত কোন বিষয় লিপিবদ্ধ করি নাই সম্প্রতি উল্লিখিত বিষয়ের বিবরণযুক্ত একখানি পুস্তক প্রাপ্ত হই। জানিলাম বহুবিবাহ অনুচিত, ইহারই পোষকতার জন্ত নানাবিধ ভাবযুক্ত স্থলনিত বদ্ধভাষাতে অনেকগুলি রচনা করা হইয়াছে

সে সব রচনার আলোচনাতে সকলেই সন্তোষ লাভ করিবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু যাহারা সংস্কৃতশাস্ত্রব্যবসায়ী এবং মনু প্রভৃতি সংহিতার রসাস্বাদন করিয়াছেন এবং জীমূতবাহনকৃত দায়-ভাগের নবম অধ্যায় টীকার সহিত অধ্যয়ন করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, এমন যে উত্তমরচনারূপ দুগ্ধনমুহ তাহাকে “কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশো বরাঃ শূদ্রেব ভার্য্যা শূদ্রস্ত” ইত্যাদি বচনের নূতন অর্থরূপ গৌমূত্রদ্বারা একবারে অগ্রাহ্য কবিরাজে. না হইবেই বা কেন “যার কর্ম তাবে সাজে অতের যেন লাঠি বাজে” এই কারণই নিম্নভাগে, জীমূত বাহনকৃত দায়ভাগের নবম অধ্যায়ের টীকাব সহিত কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত করা গেল”, (১) ।

দায়ভাগলিখন দ্বারা যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত বহুবিবাহব্যবহারের সমর্থন হওয়া কোনও মতে সম্ভব নহে, ইহা তর্কবাচস্পতিপ্রকরণের সপ্তম পরিচ্ছেদে বিশদ রূপে দর্শিত হইয়াছে (২), এ স্থলে আর তাহার নূতন আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। শ্রীযুক্ত রাজকুমার ত্রাযরত্ন ধর্মশাস্ত্রেব বিশিষ্টরূপ অনুশীলন করেন নাই, এজন্ত এত আডম্বর করিয়া দায়-ভাগের দোহাই দিয়াছেন। তিনি যে দায়ভাগের দোহাই দিতেছেন, সেই দায়ভাগেরই প্রকৃত প্রস্তাবে অনুশীলন কবিরাজে, এরূপ বোধ হয় না, কারণ দায়ভাগে দৃষ্টি থাকিলে,

কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশো বরাঃ ।

মনুবচনের এরূপ পাঠ ধরিতেন না। তিনি, এক নাত্র দায়ভাগ অবলম্বন করিয়া, প্রস্তাবিত বিষয়ের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, অথচ দায়ভাগকার মনুবচনের বিরূপ পাঠ ধরিয়াছেন, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখেন নাই। ত্রাযরত্ন মহাশয়, আলম্ব্য পবিত্রাণ পূর্বক,

(১) প্রেরিত তেঁতুল, ১২ পৃষ্ঠা।

(২) এই পুস্তকের ২২২ পৃষ্ঠাব ৪ পংক্তি হইতে ১৩৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দেখ।

দায়ভাগ উদ্ঘাটন করিলে, দেখিতে পাইবেন, মনুবচনের “ক্রমশো বরাঃ” এ স্থলে “বরাঃ” এই কয়টি অক্ষরের পূর্বে একটি লুপ্ত অক্ষরের চিহ্ন আছে । যাহা হউক, মনুবচনের প্রকৃত পাঠ ও প্রকৃত অর্থ কি, তাহা তিনি, তর্কবাচস্পতিপ্রকরণের প্রথম পরিচ্ছেদের আরম্ভভাগে দৃষ্টিপাত করিলে, অবগত হইতে পারিবেন ।

অ্যায়রত্ন মহাশয় যেরূপে অসবর্ণবিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ব খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইতেছে ।

“এই স্থলে পরিসংখ্যা করিয়া যে, কি প্রকারে সর্বগার কামতঃ বিবাহ নিষেধ এবং অসবর্ণার কর্তব্যতা প্রতিপাদন করিয়াছেন তাহা অস্বাদ্যদির বুদ্ধিগম্য নহে । আমবা “তাশ্চ স্মা চাত্রে-জন্মঃ” ইহা দ্বারা এইমাত্র বুঝিতে পারি যে, সেই অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, বৈশ্যা, শূদ্রা স্মা অর্থাৎ ব্রাহ্মণী ইহাবাই কামতঃ বিবাহিতা হইবে । এই স্থলে ব্রাহ্মণী পরিত্যাগ করা কোন্ শাস্ত্রীয় পরিসংখ্যা তাহা সংখ্যানশ্রুত বুদ্ধিতে বুঝিতে পাবেন । পঞ্চনখ ভোজন করিবে এই স্থলে পরিসংখ্যা দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, পঞ্চনখের ইতর রাগপ্রাপ্ত বৃক্কুবাতি ভক্ষণ করিবে না ইহাতে পঞ্চনখের মধ্যে কাহারও নিষেধ বুঝায় না । সেইরূপ প্রকৃত স্থলেও ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, শূদ্রা ইহা তিনের কামতঃ বিবাহ করিতে পারিবে না, ইহাই বোধ কবিয়া এইক্ষণে পরিসংখ্যালৈখক মহাশয়ের উচিত যে, ঐ বিষয়ে বিশেষ রূপে প্রকাশ করুন তবেই আমরা নিঃসন্দেহ হইতে পারি এবং জিজ্ঞাসু দিগের নিকটে তাহার অভিপ্রায়ও বলিতে পারি” (৩) ।

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে,

সবর্ণাণ্যে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মণি ।

কামতস্ত প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোইবরাঃ ॥ ৩ । ১২ ।

শূদ্রেব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে ।

তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞঃ স্যন্তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ ॥৩।১৩।

এই দুই মনুস্মৃতির অর্থ ও তাৎপর্য্য কি, পরিসংখ্যা কাহাকে বলে, এবং পশ্চাৎ পরিসংখ্যাবিধির প্রকৃত স্থল কি না, এই তিন বিষয় তর্ক-
বাতস্পতিপ্রকরণের প্রথম পবিচ্ছেদে সবিস্তর আনোচিত হইয়াছে ।
পরিসংখ্যাবিধি দ্বারা কি প্রকারে রাগপ্রাপ্তস্থলে সর্বর্ণার বিবাহ-
নিষেধ ও অসর্বর্ণার বিবাহবিধান প্রতিপন্ন হয়, ঐ প্রকরণে দৃষ্টিপাত
করিলে, অনায়াসে অবগত হইতে পারিবে (৪) । শ্রাবক মহাশয়
লিখিয়াছেন, “এই স্থলে পরিসংখ্যা করিয়া যে কি প্রকারে সর্বর্ণার
কামতঃ বিবাহ নিষেধ এবং অসর্বর্ণার কর্তব্যতা প্রতিপাদন করিয়া-
ছেন তাহা অস্মদাদিব বুজিগম্য নহে” । এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে,
তিনি পরিসংখ্যাবিধির যেরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তদ্বারা
স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, পরিসংখ্যা কাহাকে বলে, তাহার সে
বোধ নাই, সুতরাং, যদৃচ্ছাশূলে পরিসংখ্যা দ্বারা কি প্রকারে সর্বর্ণা-
বিবাহের নিষেধ ও অসর্বর্ণাবিবাহের কর্তব্যতা প্রতিপন্ন হয়, তাহা
বুজিগম্য হওয়া সম্ভব নহে । সেই তাৎপর্য্যব্যাখ্যা এই ; “পঞ্চনখ
ভোজন কবিবে এই স্থলে পরিসংখ্যা দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে
যে, পঞ্চনখের ইতর রাগপ্রাপ্ত কুকুবাди ভক্ষণ করিবে না ইহাতে পঞ্চ-
নখের মধ্যে কাহারও নিষেধ বুঝায় না” । শাস্ত্রের মীমাংসার প্রবৃত্ত
হইয়া, পরিসংখ্যাবিধিবিষয়ে ঈদৃশ অনভিজ্ঞতাপ্রদর্শন অত্যন্ত আশ্চ-
র্য্যের বিষয় । পরিসংখ্যাবিধির লক্ষণ এই,

স্ববিবরাদন্যত্র প্রবৃত্তিবিরোধী বিধিঃ পরিসংখ্যাবিধিঃ(৫) ।

যে বিধি দ্বারা বিহিত বিষয়ের অতিরিক্ত স্থলে নিষেধ সিদ্ধ হয়,
তাহাকে পরিসংখ্যাবিধি বলে ।

(৪) এই পুস্তকের ১৩২ পৃষ্ঠা হইতে ১৪৭ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দেখ । (৫) বিধিধরূপ ।

উদাহরণ এই,

পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ ।

পাঁচটি পঞ্চনখ ভক্ষণীয় ।

লোকে যদৃচ্ছা ক্রমে যাবতীয় পঞ্চনখ জন্তু ভক্ষণ করিতে পারিত । কিন্তু, পাঁচটি পঞ্চনখ ভক্ষণীয়”, এই বিধি দ্বারা বিহিত শশ প্রভৃতি পঞ্চ ব্যতিরিক্ত কুকুবাди যাবতীয় পঞ্চনখ জন্তুব ভক্ষণ নিষেধ সিদ্ধ হইতেছে । শশ, কচ্ছপ, কুকুব, বিড়াল, বানর প্রভৃতি বহুবিধ পঞ্চনখ জন্তু আছে ; তন্মধ্যে,

ভক্ষ্যাঃ পঞ্চনখাঃ সেধাগোশাকচ্ছপশল্লকাঃ ।

শশশচ ॥ ১১১৭৩ । (৬)

সেধা, গোধা, কচ্ছপ, শল্লক, শশ এই পাঁচ পঞ্চনখ ভক্ষণীয় ।

এই শাস্ত্র দ্বারা শশ প্রভৃতি পঞ্চ পঞ্চনখ ভক্ষণীয় বলিয়া বিহিত হইতেছে, এবং এই পঞ্চ ব্যতিরিক্ত কুকুব বিড়াল বানর প্রভৃতি যাবতীয় পঞ্চনখ জন্তু অভক্ষ্যপক্ষে নিষ্কিপ্ত হইতেছে । অতএব, “পঞ্চনখ ভোজন করিবে এই স্থলে পরিসংখ্যা দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পঞ্চনখের ইতর রাগপ্রাপ্ত কুকুবাди ভক্ষণ করিবে না ইহাতে পঞ্চনখের মধ্যে কাহারও নিষেধ বুঝায় না”, অথায়ত্র মহাশয়ের এই সিদ্ধান্ত কিকপে সংলগ্ন হইতে পারে, বুঝিতে পারা যায় না । “পঞ্চনখের ইতর বাগপ্রাপ্ত কুকুবাди ভক্ষণ করিবে না”, এই লিখন দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয়, কুকুর প্রভৃতি জন্তু পঞ্চনখমধ্যে গণ্য নহে, আর, “ইহাতে পঞ্চনখের মধ্যে কাহারও নিষেধ বুঝায় না”, এই লিখন দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয়, পঞ্চনখ জন্তু মাত্রই ভক্ষণীয়, পঞ্চনখ জন্তুর মধ্যে একটিও নিষিদ্ধ নয় । ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান

হইতেছে, পঞ্চনখ জম্বু কাছাকে বলে, এবং পঞ্চনখভক্ষণবিষয়ক
বিধির আকার কিরূপ, এবং ঐ বিধির অর্থ ও তাৎপর্য্য কি, ত্রায়ব্রত
মহাশয়ের সে বোধ নাই। আর, “এক্শণে পরিসংখ্যালেখক মহাশয়ের
উচিত যে, ঐ বিষয়ে বিশেষরূপে প্রকাশ করুন, তবেই আমরা
নিঃসন্দেহ হইতে পারি”; এ স্থলে বক্তব্য এই যে, তর্কবাচস্পতি-
প্রকরণের প্রথম পরিচ্ছেদে পরিসংখ্যাবিধির বিষয় সবিস্তর আলোচিত
হইয়াছে। ত্রায়ব্রত মহাশয়, অনুগ্রহ পূর্ব্বক, ও অভিনিবেশ সহকারে,
ঐ স্থল অবলোকন করিবেন, তাহা হইলেই, বোধ করি, নিঃসন্দেহ
হইতে পারিবেন।

ত্রায়ব্রত মহাশয় লিখিয়াছেন,

“আমাদেব ঐ পরিসংখ্যাব বিষয়ে বিশেষরূপে জানিতে
ইচ্ছার কাবণ এই, কোম প্রসিদ্ধ পণ্ডিত স্মার্ত্তেব মধ্যে শিরোমণি
বহুদর্শী প্রাচীন মহাত্মাও ঐ পরিসংখ্যা দর্শন করিয়া “যথার্থ
ব্যাখ্যা হইয়াছে এটি যতই উত্তম অর্থ হইয়াছে” এইরূপ বার
বার মুক্তকণ্ঠে কহিয়াছেন। তিনিই বা কি বুঝিয়া ঈদৃশ
প্রশংসা করিলেন” ? (৭)।

এ স্থলে বক্তব্য এই যে, পরিসংখ্যাবিধির স্বরূপ পরিজ্ঞানের নিমিত্ত
যথার্থ ইচ্ছা হইলে, এত আড়ম্বর পূর্ব্বক পুস্তকপ্রচারে প্ররত না হইয়া,
“প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, স্মার্ত্তেব মধ্যে শিরোমণি, বহুদর্শী, প্রাচীন
মহাত্মার” নিকটে উপদেশ গ্রহণ করিলেই, ত্রায়ব্রত মহাশয়
নিঃসন্দেহ হইতে পারিতেন। তাঁহার উল্লিখিত প্রসিদ্ধ পণ্ডিত
সামান্য ব্যক্তি নহেন। ইনি কলিকাতাস্থ রাজকীয় সংস্কৃতবিদ্যালয়ে,
ত্রিশ বৎসর, ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যাপনাকার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক, রাজদ্বারে
অতি মহতী প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন এবং দীর্ঘকাল, অবাধে, ধর্ম্ম-

শাস্ত্রের ব্যবসায় করিয়া, অন্তিমীয় স্মার্ত বলিয়া সৰ্বত্র পরিগণিত হইয়াছেন। গ্রায়রত্ন মহাশয় ইঁহার নিকট অপরিচিত নহেন। বিশেষতঃ, বৎকালে বহুবিবাহবিচারবিষয়ক গুপ্ত রচনা করিয়াছেন, সে সময়ে সংস্কৃত বিদ্যালয়ে ঐ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের সহিত প্রতিদিন তাঁহার সাক্ষাৎ হইত। তত্ত্বনির্ণয় অভিপ্রত হইলে, তিনি, সন্দেহ-ভঞ্নের দৈদৃশ সহজ উপায় পরিত্যাগ করিয়া, পুস্তক প্রচারে প্রবৃত্ত হইতেন না। তদীয় লিখনভঙ্গী দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, তাঁহার মতে, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত ভরতচন্দ্র শিরোমণি পরিসংখ্যা-বিধি অর্থবোধ ও তাৎপর্যাগুহ করিতে পারেন নাই, এজন্যই তিনি, “যথার্থ ব্যাখ্যা হইয়াছে এটা বড়ই উত্তম অর্থ হইয়াছে”, আমার অবলম্বিত ব্যাখ্যার এরূপ প্রশংসা করিয়াছেন। “তিনিই বা কি বুঝিয়া দৈদৃশ প্রশংসা করিলেন?” তদীয় এই প্রশ্ন দ্বারা তাহাই সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে। যাহা হউক, গ্রায়রত্ন মহাশয় নিজে পরিসংখ্যাবিধির যেরূপ অর্থবোধ ও তাৎপর্যাগুহ করিয়াছেন, তাহা ইতিপূর্বে সবিশেষ দর্শিত হইয়াছে। দৈদৃশ ব্যক্তি সৰ্বমাত্ৰ শিরোমণি মহাশয়কে অনভিজ্ঞ ভাবিয়া প্লেবোক্তি করিবেন, আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

“প্রেরিত তেঁতুল” পুস্তকে এতদ্ভিন্ন এরূপ আর কোনও কথা লক্ষিত হইতেছে না, যে তাহার উল্লেখ বা আলোচনা করা আবশ্যিক; এজন্য, এই স্থলেই গ্রায়রত্নপ্রকরণের উপসংহার করিতে হইল।

স্মৃতিরত্নপ্রকরণ।

শ্রীযুত ক্ষেত্রপালস্মৃতিবত্ত্ব মহাশয় যে পুস্তক প্রচার করিয়াছেন, উহার নাম “বহুবিবাহবিষয়ক বিচার”। যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত ব্যবহার বলিয়া, আমি যে ব্যবস্থা প্রচার করিয়াছিলাম, স্মৃতিবত্ত্ব মহাশয়ের পুস্তকে তদ্বিষয়ে কতিপয় আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। ঐ সকল আপত্তি যথাক্রমে উল্লিখিত ও আলোচিত হইতেছে। তদীয় প্রথম আপত্তি এই,—

“এই সকল লিখন দেখিয়া সন্দেহ ও আপত্তি উপস্থিত হইতেছে, একমাত্র সর্বর্ণবিবাহকে নিত্য বিবাহ ও ভাৰ্য্যার বন্ধনাদি কারণবশতঃ বহুসর্বর্ণবিবাহকে নৈমিত্তিক বিবাহ বলিয়াছেন। আর যদৃচ্ছাক্রমে অসর্বর্ণবিবাহকে কাম্য বিবাহ বলিয়াছেন। ইহা দ্বারা সুস্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, উক্ত নিত্য নৈমিত্তিক সর্বর্ণবিবাহ হইতে কাম্য অসর্বর্ণবিবাহ সম্পূর্ণরূপে পৃথক্” (১)।

“উক্তস্থলে আবার বলিয়াছেন সর্বর্ণবিবাহই ব্রাহ্মণ, কজ্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণের পক্ষে প্রশস্ত রূপে এবং বলিয়াছেন আপন অপেক্ষা নিকট বর্ণে বিবাহ কবিত্তে পারে। ইহাতে বোধ হইতেছে সর্বর্ণবিবাহ প্রশস্ত, অসর্বর্ণবিবাহ অপ্রশস্ত। কিন্তু সর্বর্ণবিবাহ নিত্য ও নৈমিত্তিক, অসর্বর্ণবিবাহ কাম্য, ইহা বলিলে ঐ দুই বিবাহ প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত বলিয়া মীমাংসা করিতে পারা যায় না। উভয় বিবাহকে নিত্য বা নৈমি-

(১) বহুবিবাহবিষয়ক বিচার, ৫ পৃষ্ঠা।

ত্রিকই বলুন, অথবা উভয় বিবাহকে কামাই বলুন। নতুনা প্রশস্ত অপ্রশস্ত বলিয়া মীমাংসা কোন মতেই হইতে পারে না” (২) ।

“কোন কোন স্থলে প্রশস্ত অপ্রশস্ত রূপে মীমাংসিত হইয়াছে ; যেমন প্রায় অধিকাংশ দেবপূজাতেই একটি বিধি আছে, রাত্রীতরঙ্গ পূজয়েৎ, রাত্রির ইতর কালে অর্থাৎ দিবসে পূজা করিবে, আবার সেই স্থলেই আর একটি বিধি আছে, পূর্বাঙ্কে পূজয়েৎ দিবসের তিন ভাগের প্রথম ভাগের নাম পূর্বাঙ্ক, দ্বিতীয় ভাগের নাম মধ্যাঙ্ক, তৃতীয় ভাগের নাম অপবাঙ্ক । ঐ পূর্বাঙ্কে পূজা করিলে, দিবসের অপব দুইভাগে অর্থাৎ মধ্যাঙ্কে ও অপরাঙ্কে পূজা করিলে যে ফল হয়, পূর্বাঙ্কে করিলে, সেই ফলই উৎকৃষ্ট হয়। অতএব মধ্যাঙ্কে বা অপরাঙ্কে, পূজা অপ্রশস্ত পূর্বাঙ্কে পূজা প্রশস্ত, ইহাকেই প্রশস্ত অপ্রশস্ত বলা যায়। ভিন্ন ভিন্ন কর্মের প্রথম কল্প অনুকল্প বা প্রশস্ত অপ্রশস্ত বলিয়া, কোন মীমাংসকের মীমাংসা দেখা যায় না” (৩) ।

স্মৃতিবত্ত্ব মহাশয়ের উত্থাপিত এই আপত্তির উদ্দেশ্য এই, পূর্বতন গৃহকর্ত্তাব্য কর্মবিশেষকে অবস্থাভেদে প্রশস্তশব্দে, অবস্থাভেদে অপ্রশস্তশব্দে, নির্দেশ কবিয়াছেন। যেমন তাঁহার উল্লিখিত উদাহরণে, দেবপূজারূপ কর্ম পূর্বাঙ্কে অনুষ্ঠিত হইলে প্রশস্তশব্দে, মধ্যাঙ্কে বা অপবাঙ্কে অনুষ্ঠিত হইলে অপ্রশস্তশব্দে, নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। এ স্থলে দেবপূজারূপ এক কর্মই পূর্বাঙ্কে ও তদিতর সময়ে অর্থাৎ মধ্যাঙ্কে অথবা অপবাঙ্কে অনুষ্ঠানরূপ অবস্থাভেদ বশতঃ প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত শব্দে নির্দিষ্ট হইতেছে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন কর্ম প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত শব্দে নির্দিষ্ট হওয়া অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব। অতএব, সর্বগা-বিবাহ প্রশস্ত কল্প আব্দাসবর্ণাবিবাহ অপ্রশস্ত কল্প, আমি এই যে

(২) বহুবিবাহবিষয়ক বিচার, ৩ পৃষ্ঠা।

(৩) বহুবিবাহবিষয়ক বিচার, ৮ পৃষ্ঠা।

নির্দেশ করিবাছি, স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের মতে তাহা অসঙ্গত ; কারণ, সর্বগাবিবাহ নিত্য ও নৈমিত্তিক বলিয়া, এবং অসর্বগাবিবাহ কাম্য বলিয়া, ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য এই ত্রিবিধ বিবাহ এক কর্ম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না ।

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, স্মৃতিরত্ন মহাশয়, সর্বিশেষ প্রণিধান পূর্বক, এই আপত্তির উত্থাপন করিবাছেন, এরূপ বোধ হয় না । তাঁহার উদাহৃত দেবপূজারূপ কর্ম যদি পূর্বাঙ্কে অনুষ্ঠিত হইলে প্রশস্ত, আর তদিতর কালে অর্থাৎ মধ্যাহ্নে বা অপরাহ্নে অনুষ্ঠিত হইলে অপ্রশস্ত, শব্দে নির্দিষ্ট হইতে পারে, তাহা হইলে বিবাহরূপ কর্ম সর্বগাব সহিত অনুষ্ঠিত হইলে প্রশস্ত. আর অসর্বগাব সহিত অনুষ্ঠিত হইলে অপ্রশস্ত, শব্দে নির্দিষ্ট হইবার কোনও বাধা ঘটিতে পারে না । যেমন, এক দেবপূজারূপ কর্ম, অনুষ্ঠানকালের বৈলক্ষণ্য অনুসারে, প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে, সেইরূপ, এক বিবাহরূপ কর্ম, পরিণয়ন কন্যাব জাতিগত বৈলক্ষণ্য অনুসারে, প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত শব্দে নির্দিষ্ট না হইবার কোনও কারণ লক্ষিত হইতেছে না । দেবপূজা দ্বিবিধ, প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত, পূর্বাঙ্কে অনুষ্ঠিত দেবপূজা প্রশস্ত, মধ্যাহ্নে বা অপরাহ্নে অনুষ্ঠিত দেবপূজা অপ্রশস্ত, বিবাহ দ্বিবিধ, প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত; সর্বগাব সহিত অনুষ্ঠিত বিবাহ প্রশস্ত; অসর্বগাব সহিত অনুষ্ঠিত বিবাহ অপ্রশস্ত । এই দুই স্থলে কোনও বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইতেছে না । যদি নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য এই সংজ্ঞাভেদ বশতঃ, এক বিবাহকে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম বলিয়া নির্দেশ কবিতে হয়, তাহা হইলে পৌরোহিত্যিক, মাধ্যাহ্নিক, অপরাহ্নিক এই সংজ্ঞাভেদ বশতঃ, এক দেবপূজা ভিন্ন ভিন্ন কর্ম বলিয়া পরিগণিত না হইবেক কেন । এক ব্যক্তি পূর্বাঙ্কে দেবপূজা কবিবাছে, স্মৃতিরত্ন মহাশয় ঐ পূর্বাঙ্কৃত দেবপূজাকে প্রশস্ত শব্দে নির্দিষ্ট কবিবেন, তাহার সংশয় নাই, অথ্য এক ব্যক্তি অপরাহ্নে

দেবপূজা করিয়াছে, স্মৃতিরত্ন মহাশয় এই অপরাহরুত দেবপূজাকে অপ্রশস্ত শব্দে নির্দিষ্ট করিবেন, তাহাব সংশয় নাই । প্রকৃত রূপে বিবেচনা করিতে গেলে, দুই পৃথক সময়ে দুই পৃথক ব্যক্তির কৃত দুই পৃথক দেবপূজা, এক কৰ্ম বলিয়া পরিগণিত না হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন কৰ্ম বলিয়া পরিগণিত হওয়াই উচিত বোধ হয় ।

কিঞ্চ,

ব্রাহ্মো দৈবস্তুথৈবার্যঃ প্রাজাপত্যস্তথাস্বরঃ ।

গান্ধৰ্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাফটমোহধমঃ ॥ ৩। ২১ ।

ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য, আস্বর, গান্ধৰ্ব, রাক্ষস, ও স-লের অধম পৈশাচ অফটম ।

এই অষ্টবিধ বিবাহ (৪) গণনা করিয়া, মনু,

(৪) অষ্টবিধ বিবাহের মনুজ লক্ষণ সকল এই,—

আচ্ছাদ্য চার্চবিদ্যা চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ম্ ।

আহুয় দানং কন্যায়্য ব্রাহ্মো ধর্ম্যঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ৩। ২৭ ।

স্বয়ং আহ্বান অর্চনা ও বস্ত্রালঙ্কারপ্রদান পূর্বক, অধীতবেদ ও আচারপুত পাত্রে যে কন্যাদান, তাহাকে ব্রাহ্ম বিবাহ বলে ।

যজ্ঞে তু বিততে সম্যগ্যাজ্ঞে কৰ্ম্য কুর্বতে ।

অলঙ্কৃত্য সূতাদানং দৈবং ধর্ম্যং প্রচক্ষতে ॥ ৩। ২৮ ।

আরক যজ্ঞে ব্রতী হইয়া ঋত্বিকের কৰ্ম্য করিতেছে, ঈদৃশ পাত্র, বস্ত্রালঙ্কারে সুশীত করিয়া, যে কন্যাদান, তাহাকে দৈব বিবাহ বলে ।

একং গোমিথুনং দ্বৈ বা বরাদাদায ধর্ম্যতঃ ।

কন্যাপ্রদানং বিধিবদার্ষো ধর্ম্যঃ স উচ্যতে ॥ ৩। ২৯ ।

ধর্ম্যার্থে বরের নিকট হইতে এক বা দুই গোমুগল গ্রহণ করিয়া, বিধি পূর্বক যে কন্যাদান, তাহাকে আর্য বিবাহ বলে ।

সহাভৌ চবতাং ধর্ম্যমিতি বাচানুভাষ্য চ ।

কন্তাপ্রদানমভার্য্য প্রাজাপত্যো বিদিঃ স্মৃতঃ ॥ ৩। ৩০ ।

উভয়ে একসঙ্গে ধর্ম্যানুষ্ঠান কব, বাক্যদ্বারা এই নিয়ম করিয়া, অর্চনা পূর্বক যে কন্যাদান, তাহাকে প্রাজাপত্য বিবাহ বলে ।

চতুরো ব্রাহ্মণশ্রাদ্যানু প্রশস্তানু কবরো বিহুঃ ।

রাক্ষসং ক্ষত্রিয়শ্চৈক্যাস্থরং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ ॥ ৩ । ২৪ ।

বিবাহধর্ম্যজ্ঞেবা ব্যবস্থা করিয়াছেন, প্রথমনির্দিষ্ট চারি বিবাহ ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রশস্ত, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে এক মাত্র রাক্ষস; বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে আস্থর ।

ব্রাহ্মণের পক্ষে ব্রাহ্ম, দৈব, আৰ্য, প্রাজাপত্য, এই চতুর্বিধ বিবাহ প্রশস্ত বলিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন; স্থতরাং, আস্থর, গান্ধর্ব, রাক্ষস, পৈশাচ অবশিষ্ট এই চতুর্বিধ বিবাহ ব্রাহ্মণের পক্ষে অপ্রশস্ত হইতেছে। যদি ব্রাহ্মণের পক্ষে ব্রাহ্ম প্রভৃতি চতুর্বিধ বিবাহ প্রশস্ত, ও আস্থর প্রভৃতি চতুর্বিধ বিবাহ অপ্রশস্ত, বলিয়া নির্দিষ্ট হইতে পারে ;

জ্ঞাতিভ্যো দ্রবণং দত্ত্বা কন্যারৈ চৈব শক্তিভঃ ।

কন্যাপ্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যাদাস্থরো ধর্ম উচ্যতে ॥ ৩ । ৩১ ।

স্বেচ্ছা অনুসারে, কন্যার পিতৃগণকে এবং কন্যাকে যথাশক্তি ধন দিয়া, যে কন্যাগ্রহণ, তাহাকে আস্থর বিবাহ বলে ।

ইচ্ছান্যত্রোত্তমংযোগঃ কন্যায়শ্চ বরশ্চ চ ।

গান্ধর্বঃ স তু বিজ্যেয়ো মৈথুণ্যঃ কামসম্ভবঃ ॥ ৩ । ৩২ ।

পবম্পর ইচ্ছা ও অনুবাগ বশতঃ, বর ও কন্যা উভয়ের যে মিলন তাহাকে গান্ধর্ব বিবাহ বলে ।

হস্তা হিত্বা চ ভিত্তা চ ক্রোশন্তীং কদতীং গৃহাং ।

প্রসহ কন্যাহরণং রাক্ষসো বিধিকচ্যতে ॥ ৩ । ৩৩ ।

কন্যাপক্ষীয়দিগেব প্রাণবধ, অঙ্গচ্ছেদ, ও প্রাণীভঙ্গ করিয়া, গৃহগৃহ হইতে, বল পূর্বক, বিলাপকারিণী রোদনপরায়ণা কন্যার যে হরণ, তাহাকে রাক্ষস বিবাহ বলে ।

সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং বা বহো যত্রোপগচ্ছতি ।

স পাপিষ্ঠো বিবাহানাং পৈশাচশচাক্রমোহধমঃ ॥ ৩ । ৩৪ ।

নির্জন প্রদেশে সুপ্তা, মত্তা, বা অসংযতী কন্যাকে যে সন্তোগ করা, তাহাকে পৈশাচ বিবাহ বলে । এই বিবাহ নিরতিশয় পাপকর ও সর্ব বিবাহের অধম ।

তাহা হইলে, দ্বিজাতির পক্ষে নিত্য ও নৈমিত্তিক বিবাহ প্রশস্ত, আর কাম্য বিবাহ অপ্ৰশস্ত, বলিয়া নির্দিষ্ট হইবার কোনও বাধা নাই । আর, যদি নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য এই ত্রিবিধ বিবাহ তিন ভিন্ন ভিন্ন কৰ্ম বলিয়া পরিগণিত হয়, এবং তজ্জন্তু নিত্য ও নৈমিত্তিক বিবাহ প্রশস্ত কৰ্ম্প, কাম্য বিবাহ অপ্ৰশস্ত কৰ্ম্প, বলিয়া উল্লিখিত হইতে না পারে ; তাহা হইলে, ব্রাহ্ম, দৈব, আৰ্য, প্রাজাপত্য, আশ্বুর, গান্ধৰ্ব, রাক্ষস, পৈশাচ, এই অষ্টবিধ বিবাহও তিন ভিন্ন কৰ্ম বলিয়া পরিগণিত হইবেক, এবং তাহা হইলেই, ব্রাহ্ম প্রভৃতি চতুর্বিধ বিবাহ প্রশস্ত কৰ্ম্প, আশ্বুর প্রভৃতি চতুর্বিধ বিবাহ অপ্ৰশস্ত কৰ্ম্প, এই মানবীয় ব্যবস্থা, স্মৃতিবত্ত্ব মহাশয়ের মীমাংসা অনুসারে, নিতান্ত অসঙ্গত হইয়া উঠে । অতএব, স্মৃতিবত্ত্ব মহাশয়কে অগত্যা স্বীকার করিতে হইতেছে, ইহা নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য এই সংজ্ঞাভেদ বশতঃ, বিবাহ তিন ভিন্ন কৰ্ম বলিয়া পরিগণিত হইবেক না, নয় অবস্থার বৈলক্ষণ্য বশতঃ, নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য এই সংজ্ঞাভেদে তিন ভিন্ন কৰ্ম বলিয়া পরিগণিত হইলেও, নিত্য ও নৈমিত্তিক বিবাহ প্রশস্ত কৰ্ম্প, আর কাম্য বিবাহ অপ্ৰশস্ত কৰ্ম্প, বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারিবেক ।

স্মৃতিবত্ত্ব মহাশয়ের সন্তোষের নিমিত্ত, এ বিষয়ে এক প্রামাণিক গ্রন্থকারের লিখন উদ্ধৃত হইতেছে,

“অনুলোমক্রমেণ দ্বিজাতীনাং সবর্ণাপাণিগ্রহণসমনন্তরং
ক্ষত্রিয়াদিকণ্ঠ্যাপরিণয়ো বিহিতঃ, তত্র চ সবর্ণবিবাহো মুখ্যঃ
ইত্যম্বনুকৰ্ম্পঃ” (৫) ।

দ্বিজাতিদিগের সবর্ণাপাণিগ্রহণের পর, অনুলোম ক্রমে ক্ষত্রি-
যাদি কন্যাপরিণয় বিহিত হইয়াছে, তন্মধ্যে সবর্ণবিবাহ মুখ্য
কৰ্ম্প, অসবর্ণবিবাহ অনুবৰ্ম্প ।

এ স্থলে বিশেষবর্ত্তে সৰ্গবিবাহকে প্রশস্ত কল্প, অসৰ্গবিবাহকে অপ্রশস্ত কল্প, বলিয়া স্পষ্ট বাক্য নির্দেশ কবিয়াছেন । অতএব,

“সৰ্গবিবাহ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণের পক্ষে প্রশস্ত কল্প । কিন্তু, যদি কোনও উৎকৃষ্ট বর্ণ, যথাবিধি সৰ্গ-বিবাহ করিয়া, যদৃচ্ছা ক্রমে পুনবার বিবাহ করিতে অভিলাষী হয়, তবে সে আপন অপেক্ষা নিকৃষ্ট বর্ণে বিবাহ কবিতো পারে” (৬) ।

এই লিখন উপলক্ষ করিয়া, স্মৃতিরত্ন মহাশয়, সৰ্গবিবাহ প্রশস্ত কল্প, অসৰ্গবিবাহ অপ্রশস্ত কল্প, এই ব্যবস্থার উপর যে দোষারোপ করিয়াছেন, তাহা সম্যক সঙ্গত বোধ হইতেছে না ।

স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের উত্থাপিত দ্বিতীয় আপত্তি এই,—

“চাবি ইত্যাদি জাতীয় সংখ্যা বলাতে ব্রাহ্মণের পাঁচ ছব্বাটী ব্রাহ্মণী বিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে, এইটী দায়ভাগকর্ত্তার অভি-প্রের্ত্তা অর্থ” (৭) ।

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, দায়ভাগলিখন অথবা দায়ভাগের টীকাকাব-দিগের লিখন দ্বারা যদৃচ্ছাপ্রযুক্ত বহুবিবাহব্যবহারের সমর্থন সম্ভব ও সঙ্গত কি না, তাহা তর্কবাচস্পতিপ্রকরণের সপ্তম পরিচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে, এ স্থলে আর তাহার আলোচনা পয়োজন নাই (৮) ।

স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের তৃতীয় আপত্তি এই,—

২। “আর ঐ অসৰ্গবিবাহবিদিকে পরিসংখ্যাবিধি, পদিসংখ্যাবিধি নিয়ম এই যে স্থান ধরিয়া বিধি দেওয়া যায় তদ্ব্যতিবিক্ত স্থলে নিবেদ্য সিদ্ধ বলিয়াছেন, স্মৃত্ত্বাং যদৃচ্ছা ক্রমে অসৰ্গ

(৬) বহুবিবাহবিচার, প্রথম পুস্তক, ৬ খণ্ডা,

(৭) বহুবিবাহবিষয়ক বিচার, ১৪ পৃষ্ঠা ।

(৮) এই পুস্তকের ২৩২ পৃষ্ঠার ■ পংক্তি হইতে ২৩৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দেখ ।

বিবাহকে ধৰ্ম্মিণী বিধি দেওয়াতে, তদ্ব্যতিরিক্ত সৰ্বণাবিবাহের নিষেধ সিদ্ধ হয়, এরূপ বিধির নিয়ম কুত্ৰাপি দেখা যায় না”(৯)।

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, পরিসংখ্যাবিধির স্বরূপ প্রভৃতি বিষয়েব সৰ্বিশেষ পর্যালোচনা না করিয়াই, স্মৃতিরত্ন মহাশয় এই আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। তর্কবাচস্পতিপ্রকরণের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এই বিষয় সৰ্বিশেষ আলোচিত হইয়াছে। তাহাতে দৃষ্টিপাত করিলে, যদৃচ্ছাস্থলে পরিসংখ্যা দ্বারা সৰ্বণাবিবাহের নিষেধ সিদ্ধ হয় কি না, তাহা তিনি অবগত হইতে পারিবেন (১০)।

“বহুবিবাহবিষয়ক বিচার” পুস্তকে আলোচনাযোগ্য আর কোনও কথা লক্ষিত হইতেছে না; এজন্য এই স্থলেই স্মৃতিরত্নপ্রকরণের উপসংহার করিতে হইল।

(৯) বহুবিবাহবিষয়ক বিচার, ১৫ পৃষ্ঠা।

(১০) এই পুস্তকের ১৩৯ পৃষ্ঠা হইতে ১৫৫ পৃষ্ঠা দেখ।

সামগ্রমি প্রকরণ

যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রানুযায়িত ব্যবহার, ইহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত, শ্রীযুত সত্যব্রত সামগ্রমী বে পুস্তক প্রচার কবিয়াছেন, উহার নাম “বহুবিবাহবিচারসমালোচনা”। আমি প্রথম পুস্তকে বহুবিবাহ রহিত হওয়ার ঐতিহ্যপক্ষে যে সকল কথা লিখিয়া ছিলাম, সে সমুদয়ের খণ্ডন করাই এ পুস্তকের উদ্দেশ্য। সামগ্রমী মহাশয়, এই উদ্দেশ্যসাধনে কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহার আলোচনা করা আবশ্যক। প্রথমতঃ, তিনি, বহুবিবাহের শাস্ত্রীয়তা সংস্থাপনের নিমিত্ত, অসবর্ণবিবাহবিধায়ক মনুবচনের যে অদ্ভুত ব্যাখ্যা কবিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত ও আলোচিত হইতেছে।

“বিভ্রাসাগব মহাশয় প্রথম আপত্তি খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়া বহুবিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ প্রতিপন্ন কবিত্তে চেষ্টা পাইয়াছেন, কিন্তু তাহা বোধ হইতাদৃশ মহৎ ব্যক্তির উক্তি না হইলে বিচার্য্য হইত না।

(মনু) ‘সবর্ণাঞ্চে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ষণি।

কামতস্ত প্রব্রভানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশৌবরাঃ” ॥৩।১২॥

কামত অসবর্ণবিবাহে প্রবৃত্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যজাতির বিবাহকার্য্যে প্রথমতঃ সবর্ণা প্রশস্ত। এবং যথাক্রমে (অনুলোম) পাণিগ্রহণই প্রশংসনীয়” (১)।

মনুবচনের এই ব্যাখ্যা কিরূপে প্রতিপন্ন বা সংলগ্ন হইতে পারে, বুঝিতে পারা যায় না। অন্ততঃ, যে সকল পক্ষে এই বচন সঙ্কলিত

(১) বহুবিবাহবিচারসমালোচনা, ২ পৃষ্ঠা।

হইয়াছে, তদ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হওয়া কোনও মতে সম্ভব নহে ।
আমার অবলম্বিত অর্থের অপ্রামাণ্য প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত,
সামগ্রীক ব্যয়চিত্ত হইয়া, সামগ্রীক মহাশয় সম্ভব অসম্ভব বিবেচনা
বিষয়ে নিতান্ত বহির্মুখ হইয়াছেন, এজন্য, মনুবচনের চিরপ্রচলিত
অর্থ উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া, কষ্টকম্পনা দ্বারা অর্থান্তর প্রতিপন্ন
করিবার নিমিত্ত প্রবাস পাইয়াছেন । তাঁহার অবলম্বিত পাঠ্য
ও অর্থের সহিত বৈলক্ষ্য্য প্রদর্শনের নিমিত্ত, প্রথমতঃ বচনের প্রকৃত
পাঠ ও প্রকৃত অর্থ প্রদর্শিত হইতেছে ।

পূর্বোক্ত

সবর্ণাণ্যে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মণি ।

দ্বিজাতিদিগের প্রথম বিবাহে সবর্ণা বন্যা বিহিতা ।

উত্তরোক্ত

কামতস্তু প্রযত্নানামিমাঃ স্মাঃ ক্রমশো হবরাঃ ॥

কিন্তু যাহারা কামবশতঃ বিবাহে প্রযত্ন হয়, তাহারা অনুগোম
ক্রমে অসবর্ণা বিবাহ করিষেক ।

এই পাঠ ও এই অর্থ মাধবাচার্য্য, মিত্রমিশ্র, বিশ্বেশ্বরভট্ট প্রভৃতি
পূর্বতন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতেরা অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন । সামগ্রীক
মহাশয় যে অভিনব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা বচন দ্বাৰাও প্রতিপন্ন
হয় না, এবং সম্যক সংলগ্নও হয় না । তাঁহার অবলম্বিত অর্থ
বচন দ্বারা প্রতিপন্ন হয় কি না, তৎপ্রদর্শনার্থ বচনস্থিত প্রত্যেক
পদের অর্থ ও সমুদিত অর্থ প্রদর্শিত হইতেছে ।

সবর্ণাণ্যে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মণি ।

সবর্ণা অণ্যে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মণি ।

সবর্ণা প্রথমে দ্বিজাতিদিগের বিহিতা বিবাহে

দ্বিজাতিদিগের প্রথম বিবাহে সবর্ণা বিহিতা ।

কামতন্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঃ অবরাঃ ॥
কামতঃ তু প্রবৃত্তানাম্ ইমাঃ স্যুঃ ক্রমশঃ অবরাঃ ॥

কাম বশতঃ কিন্তু প্রবৃত্তিদিগেব এই সকল হইবেক ক্রমশঃ অবরাঃ ॥
কিন্তু কাম বশতঃ বিবাহপ্রবৃত্তিদিগের অনুলোম ক্রমে এই সকল
(অর্থাৎ পরবচনোক্ত) অবরাঃ (অর্থাৎ অনবর্ণা কন্যাঃ) ভাষ্য
হইবেক ।

এক্ষণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, “কামত অসবর্ণাবিবাহে প্রবৃত্ত
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যজাতির বিবাহকার্য্যে প্রথমতঃ সর্বণা প্রশস্ত ।
এবং, যথাক্রমে অনুলোমপাণিগ্রহণই প্রশংসনীয়”; সামগ্রামী
মহাশয়ের এই অর্থ বচন দ্বারা প্রতিপন্ন হইতে পারে কি না । উপরি
ভাগে যেসকল দর্শিত হইল, তদনুসারে, বচনের পূর্ব্বার্দ্ধ দ্বারা প্রথম
বিবাহে সর্বণার বিহিতত্ব, ও উত্তরার্দ্ধ দ্বারা কাম বশতঃ বিবাহ-
প্রবৃত্ত ব্যক্তিবর্গের পক্ষে অসবর্ণাবিবাহের কর্তব্যত্ব, বোঝিত হইয়াছে ;
সুতরাং, পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ পরস্পরবিভিন্ন অর্থের প্রতিপাদক,
সর্ব্বতোভাবে পরস্পরনিবপেক্ষ, বিভিন্ন বাক্যদ্বয় বলিয়া স্পষ্ট
প্রতীয়মান হইতেছে । কিন্তু সামগ্রামী মহাশয় পূর্ব্বার্দ্ধ সমুদয় ও
উত্তরার্দ্ধের অর্দ্ধাংশ, অর্থাৎ বচনের প্রথম তিন চরণ, লইয়া এক
বাক্য, আর উত্তরার্দ্ধের দ্বিতীয় অর্দ্ধ, অর্থাৎ বচনের চতুর্থ চরণ মাত্র,
লইয়া এক বাক্য কল্পনা করিয়াছেন, যথা,

সর্বণাণ্যে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি ।

কামতন্তু প্রবৃত্তানাম্ ॥

কামত অসবর্ণাবিবাহে প্রবৃত্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যজাতির
বিবাহকার্য্যে প্রথমতঃ সর্বণা প্রশস্ত ।

ইমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঃ অবরাঃ ।

এবং যথাক্রমে অনুলোমপাণিগ্রহণই প্রশংসনীয় ।

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, “কামতন্তু প্রবৃত্তানাম্,” “কাম বশতঃ কিন্তু

প্রবৃত্তিদিগব,” এই স্থলে “কিন্তু” এই অর্থের বাচক যে “তু” শব্দ আছে, সামশ্রমী মহাশয়ের ব্যাখ্যায় তাহা এক বাবে পরিত্যক্ত হইয়াছে। সর্বসম্মত চিরপ্রচলিত অর্থে ঐ “তু” শব্দের সম্পূর্ণ আবশ্যিকতা, স্মৃতরাং সম্পূর্ণ সার্থকতা আছে। সামশ্রমী মহাশয়ের ব্যাখ্যায় ঐ “তু” শব্দের অণুমাত্র আবশ্যিকতা লক্ষিত হইতেছে না, এজন্য, উহা একবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে, স্মৃতরাং, উহার সম্পূর্ণ বৈয়র্থ্য ঘটিতেছে। আব, “প্রবৃত্ত” এই শব্দের “অসবর্ণাবিবাহে প্রবৃত্ত” এই অর্থ লিখিত হইয়াছে। প্রকরণ বশতঃ, “প্রবৃত্ত” শব্দের “বিবাহপ্রবৃত্ত” এ অর্থ প্রতিপন্ন হইতে পারে, কিন্তু “অসবর্ণাবিবাহে প্রবৃত্ত”, এই অসবর্ণা শব্দ বল পূর্নক সম্মিলিত হইয়াছে। আব “ইমাঃ স্ত্র্যাঃ ক্রমশোঃবিবাহাঃ” “এই সকল হইবেক ক্রমশঃ অবরা” এই অংশ দ্বারা “এবং যথাক্রমে অনুলোমপাণিগ্রহণই প্রাণঃসমীকর”, এ অর্থ কিরূপে প্রতিপন্ন করিলেন, তিনিই তাহা বলিতে পাবেন। প্রথমতঃ, “এবং যথাক্রমে” এ স্থলে “এবং” “এই অর্থের বোধক কোনও শব্দ মূলে লক্ষিত হইতেছে না। মূলে তাদৃশ শব্দ নাই, এবং চিরপ্রচলিত অর্থেও তাদৃশ শব্দের আবশ্যিকতা নাই। কিন্তু, সামশ্রমী মহাশয়ের ব্যাখ্যায় “এবং শব্দ” প্রবেশিত না হইলে, পূর্নাপর সংলগ্ন হই না; এজন্য, মূলে না থাকিলেও, ব্যাখ্যাকালে কল্পনাবলে তাদৃশ শব্দের আহবণ কবিতো হইয়াছে। আব, “ক্রমশঃ” এই পদের “অনুলোম ক্রমে” এই অর্থ প্রকরণ বশতঃ লব্ধ হয়, এজন্য, এই অর্থই পূর্নাপর প্রচলিত আছে।, সচরাচর “ক্রমশঃ” এই পদের “যথাক্রমে” এই অর্থ হইয়া থাকে। সামশ্রমী মহাশয়, এস্থলে ঐ অর্থ অবলম্বন কবিয়াছেন। কিন্তু, যখন “ক্রমশঃ” এই পদের “যথাক্রমে” এই অর্থ অবলম্বিত হইল, তখন “অনুলোমপাণিগ্রহণই” এ স্থলে, বচনস্থিত কোন শব্দ আশ্রয় করিয়া, অনুলোমশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা দেখাইয়া দেওয়া আবশ্যিক ছিল। যদিও “ক্রমশঃ” এই পদের

স্থলবিশেষে “যথাক্রমে,” স্থলবিশেষে “অনুলোম ক্রমে,” ইত্যাদি অর্থ প্রতিপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু এক স্থলে এক “ক্রমশঃ” এই পদ দ্বারা দুই অর্থ কোনও ক্রমে প্রতিপন্ন হইতে পারে না। আর, “অনুলোম-পাণিগ্রহণই প্রশংসনীয়,” এ স্থলে “প্রশংসনীয়” এই অর্থ বচনের অন্তর্গত কোনও শব্দ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতে পারে না। বোধ হইতেছে, “ক্রমশো এবাঃ” এ স্থলে “অববাঃ” এই পাঠ বচনের প্রকৃত পাঠ, তাহা তিনি অবগত নহেন, এজন্য, “অববাঃ” এ স্থলে “ববাঃ” এই পাঠ স্থির করিয়া, ভ্রান্তিকূপে পতিত হইবা, “প্রশংসনীয়” এই অর্থ লিখিয়াছেন। মনুবচনের প্রকৃত পাঠ ও প্রকৃত অর্থ কি, তাহা তর্কবাচস্পতিপ্রকরণের প্রথম পরিচ্ছেদে সবিস্তর আলোচিত হইয়াছে, সামগ্রী মহাশয়, কিঞ্চিৎ শ্রম স্বীকার পূর্বক, ঐ স্থলে (২) দৃষ্টি যোজনা করিলে, সবিশেষ অবগত হইতে পারিবেন। এক্ষণে, মনুবচনের দ্বিবিধ অর্থ উপস্থিত, প্রথম চিরপ্রচলিত, দ্বিতীয় সামগ্রিককল্পিত। যেরূপ দর্শিত হইল, তদনুসারে চিরপ্রচলিত অর্থে বচনস্থিত প্রত্যেক পদের সম্পূর্ণ সার্থকতা থাকিতেছে, সামগ্রিক-কল্পিত অর্থে বচনে অধিকপদতা, ত্রানপদতা, কটকল্পনা প্রভৃতি উৎকর্ষ দোষ ঘটিতেছে। এমন স্থলে, কোন অর্থ প্রকৃত অর্থ বলিয়া অবলম্বিত হওয়া উচিত, তাহা সকলে বিবেচনা করিবা দেখিবেন। কল কথা এই, তাঁহার অবলম্বিত অর্থ বচনের অন্তর্গত পদসমূহ দ্বারা প্রতিপন্ন হওয়া কোনও মতে সম্ভব নহে।

এক্ষণে, ঐ অর্থ সংলগ্ন হইতে পারে কি না, তাহা আলোচিত হইতেছে। তিনি লিখিয়াছেন, “কামত অসবর্ণবিবাহে প্রবৃত্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য জাতির বিবাহকার্য্যে প্রথমতঃ সবর্ণা প্রশস্ত”। গৃহস্থ ব্যক্তিকে, গৃহস্থশ্রম সম্পাদনের নিমিত্ত, প্রথমে সবর্ণা বিবাহ করিতে হয়, ইহা সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত ও সর্ব্ববাদিসম্মত। তবে সবর্ণা কন্যা

অপ্রাপ্তি ঘটিলে, অসবর্ণাবিবাহের বিধি ও ব্যবস্থা আছে ; সুতরাং, সবর্ণা কন্যার প্রাপ্তি সম্ভবিলে, গৃহস্থ ব্যক্তিকে, গৃহস্থধর্ম্য নির্বাহের নিমিত্ত, সর্বপ্রথম সবর্ণাবিবাহই করিতে হয় । তদনুসারে, এক ব্যক্তি, গৃহস্থধর্ম্য নির্বাহের নিমিত্ত, প্রথমে যথাবিধি সবর্ণাবিবাহ করিয়াছে । তৎপরে, কাম বশতঃ, ঐ ব্যক্তির অসবর্ণাবিবাহে ইচ্ছা হইল । এক্ষণে, সামশ্রমী মহাশয়ের ব্যাখ্যা অনুসারে, অসবর্ণা বিবাহ করিবার পূর্বে, সে ব্যক্তিকে অগ্রে আর একটি সবর্ণা বিবাহ করিতে হইবেক । তর্ক-বাচস্পতিপ্রকরণে নির্বিবাদে প্রতিপাদিত হইয়াছে, ধর্ম্যার্থে সবর্ণা-বিবাহ ও কামার্থে অসবর্ণাবিবাহ শাস্ত্রকারদিগের অনুমোদিত কার্য্য ; তদনুসারে, অগ্রে সবর্ণাবিবাহ অবশ্য কর্তব্য ; সবর্ণাবিবাহ করিয়া, কাম বশতঃ পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইলে, অসবর্ণাবিবাহ করিবেক, কদাচ সবর্ণাবিবাহ করিতে পারিবেক না ; সুতরাং যদৃচ্ছা স্থলে সবর্ণাবিবাহ একবারে নিষিদ্ধ হইয়াছে । এমন স্থলে, কাম বশতঃ অসবর্ণাবিবাহে ইচ্ছা হইলে, দ্বিজাতিদিগকে অগ্রে আর একটি সবর্ণা বিবাহ করিতে হইবেক, এ কথা নিতান্ত হয় ও অশ্রদ্ধেয় । আর, যদি উদীর ব্যাখ্যার এক্রপ তাৎপর্য্য হয়, দ্বিজাতিদিগের পক্ষে প্রথমে সবর্ণাবিবাহই কর্তব্য, তৎপরে, কাম বশতঃ বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইলে, অসবর্ণাবিবাহই কর্তব্য ; তাহা হইলে, তদর্থে এতাদৃশ বক্র পথ আশ্রয় করিবার কোনও প্রয়োজন ছিল না ; কাবণ, চির-প্রচলিত সহজ অর্থ দ্বারা তাহা সম্যক সম্পন্ন হইতেছে । বোধ হয়, সামশ্রমী মহাশয় ধর্ম্যশাস্ত্রের বিশিষ্টরূপ অনুশীলন করেন নাই, তাহা করিলে, কেবল বুদ্ধিবল অবলম্বন পূর্বক, অকারণে, মনুবচনের ঈদৃশ অসঙ্গত ও অসম্ভব অর্থাস্তব কল্পনায় প্রবৃত্ত হইতেন না ।

সামশ্রমী মহাশয়, বচনের এইরূপ অর্থ কল্পনা করিয়া, ঐ অর্থের বলে যে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা এই,—

“বিজ্ঞানাগর মহাশয় এই বিধিটিকে পরিসংখ্যা করিয়া

নিবেধ বিধির কল্পনা করিয়াছেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এই বিধিটি কি নিয়ামক হইতে পারে না? ইহা দ্বারা কি অগ্রে সর্গাবিবাহই কর্তব্য ও অনুলোমবিবাহই কর্তব্য এই দুইটি নিয়ম বিধিবদ্ধ হইতেছে না? অসর্গাবিবাহ কবিতে ইচ্ছা হইলে প্রথমে সর্গাবিবাহ করিতেই হইবে এবং পবে যথাযথ হীনবর্ণা বিবাহ করিবে এইটি কি ঐ বিধির প্রকৃত ভাব নহে? (৩)।”

এ স্থলে বক্তব্য এই যে, তর্কবাচস্পতিপ্রকরণের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রতিপাদিত হইয়াছে, মনুবচনোক্ত বিবাহবিধিকে অপূর্ববিধিই বল, নিয়মবিধিই বল, পরিসংখ্যাবিধিই বল, আমাৰ পক্ষে তিনই সমান, তবে পরিসংখ্যার প্রকৃত স্থল বলিয়া বোধ হওয়াতেই, পরিসংখ্যাপক্ষ অবলম্বিত হইয়াছিল(৪)। অতএব, যদি সামশ্রমী মহাশয়ের পরিসংখ্যায় নিতান্ত অকুটি থাকে; এবং এই বিবাহবিধিকে নিয়মবিধি বলিয়া স্বীকার করিলে, তাঁহাব সম্ভাব জন্মে, তাহা হইলে আমি তাহাতেই সম্মত হইতেছি; আর, নিয়মবিধি স্বীকার কবিয়া তিনি প্রথমে যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাও অঙ্গীকার কবিয়া লইতেছি। তাঁহাব ব্যবস্থা এই, “ইহা দ্বারা কি অগ্রে সর্গাবিবাহ কর্তব্য ও অনুলোমবিবাহই কর্তব্য এই দুইটি নিয়ম বিধিবদ্ধ হইতেছে না?” পূর্বে দর্শিত হইয়াছে, মনুবচনের পূর্স্বার্দ্ধ দ্বারা “অগ্রে সর্গাবিবাহ কর্তব্য” এই অর্থই প্রতিপন্ন হয়, আর, “অনুলোমবিবাহই কর্তব্য” অর্থাৎ কাম বশতঃ বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইলে, অনুলোম ক্রমে অসর্গাবিবাহ কর্তব্য; মনুবচনের উত্তবর্দ্ধ দ্বারা এই অর্থই প্রতিপন্ন হয়। অতএব, যদি সামশ্রমী মহাশয়ের ঐ মীমাংসাব এক্রপ তাৎপর্য্য হয়, তাহা হইলে তদীয় ঐ মীমাংসায় কোনও আপত্তি নাই, কারণ, নিয়মবিধি অবলম্বিত হইলে, সর্গাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।

(৩) বহুবিবাহবিচারসমালোচনা ২ পৃষ্ঠা।

(৪) এই শ্লোকের ১৫৩ পৃষ্ঠার ১৫ পঙ্ক্তি হইতে ১৫৫ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দেখ।

দ্বিজাতিদিগের প্রথম বিবাহে সর্বর্ণা কন্যা বিহিতা ।

এই পূর্বোক্ত দ্বারা

দ্বিজাতির প্রথম বিবাহে সর্বর্ণা কন্যারই পাণিগ্রহণ করিবেক ।

এই অর্থ প্রতিপন্ন হইবেক । আর,

কামতস্ত প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশো হবরাঃ ।

বিস্তৃত কাম বশতঃ বিবাহপ্রবৃত্ত দ্বিজাতির অনুলোম ক্রমে অসর্বর্ণা বিবাহ করিবেক ।

এই উত্তরোক্ত দ্বারা,

কাম বশতঃ বিবাহপ্রবৃত্ত দ্বিজাতির অনুলোম ক্রমে অসর্বর্ণা কন্যারই পাণিগ্রহণ করিবেক ।

এই অর্থ প্রতিপন্ন হইবেক । কিন্তু, “অসর্বর্ণাবিবাহ কবিতে ইচ্ছা হইলে প্রথমে সর্বর্ণাবিবাহ করিতেই হইবে এবং পরে যথাযথ হীনবর্ণা বিবাহ কবিলে এইটি কি ঐ বিধির প্রকৃত ভাব নহে ?” এই ভাবব্যাপ্তি কোনও অংশে সঙ্গত হইতে পারে না, কারণ, ইতঃ পূর্বের যেরূপ দর্শিত হইয়াছে, তদনুসারে মনুবচন দ্বারা তাদৃশ অর্থ প্রতিপন্ন হওয়া সম্ভব নহে ।

সামগ্রামী মহাশয়ের দ্বিতীয় আপত্তি এই,—

“একাদশ পৃষ্ঠায়

“সর্বাসামেকপত্নীনামেকা চেৎ পুত্রিণী ভবেৎ ।

সর্বাস্তান্তেন পুত্রেণ গ্রাহ পুত্রবতীর্মনুঃ । ৯ । ১৮৩ ।”

মনু কহিয়াছেন, সপত্নীদের মধ্যে যদি কেহ পুত্রবতী হয়, সেই সপত্নীপুত্র দ্বারা তাহার সর্বলৈই পুত্রবতী গণ্য হইবেক ।

এই বচনের বিষয়ে লিখিত হইয়াছে “দ্বিতীয় বচনে যে বহু-বিবাহের উল্লেখ আছে, তাহা কেবল পূর্ব পূর্ব স্ত্রীর বক্ষ্যাত্মনিবন্ধন ঘটয়াছিল, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে; কারণ, ঐ বচনে পুত্রহীনা সপত্নীদিগের বিষয়ে ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে।

এস্থলে আমরা বলি—‘একা চেৎ পুত্রিণী ভবেৎ’ যদি একজন পুত্রিণী হয়, এই অনির্দিষ্ট বাক্যানুসারেই পুত্রিণী স্ত্রী সত্ত্বেও বিবাহ প্রতিপন্ন হইতেছে, অত্যা শেষ পত্নীই পুত্রিণী স্থিতিরই রাইয়াছে—এ স্থলে ‘যদি কেহ পুত্রিণী’ এই নির্দেশহীন বাক্য কেন প্রযুক্ত হইবে ? (৫) ।

যদি কেহ পুত্রবতী হয়, এই অনিশ্চিত নির্দেশ দর্শনে, সামগ্রিকী মহাশব্দ, পুত্রবতী স্ত্রী সত্ত্বেও বিবাহ প্রতিপন্ন হইতেছে, এই সিদ্ধান্ত কবিয়াছেন । তাঁহার অভিপ্রায় এই, যদি এই বচনোল্লিখিত বহু-বিবাহ পূর্ব পূর্ব স্ত্রীর বক্ষ্যাত্ত্ব নিবন্ধন হইত, তাহা হইলে, যদি কোনও স্ত্রী পুত্রবতী হয়, এরূপ অনিশ্চিত নির্দেশ না থাকিয়া, যদি কনিষ্ঠা স্ত্রী পুত্রবতী হয়, এরূপ নিশ্চয়াত্মক নির্দেশ থাকিত; কারণ, পূর্ব পূর্ব স্ত্রী বক্ষ্যা বলিয়া অবধারিত হওয়াতেই, কনিষ্ঠা স্ত্রী বিবাহিত হইয়াছিল, এমন স্থলে, কনিষ্ঠারই পুত্র হইবার সম্ভাবনা, এবং তন্নিমিত্ত, যদি কনিষ্ঠা পত্নী পুত্রবতী হয়, এরূপ নির্দেশ থাকাই সম্ভব; যখন তাহা না থাকিয়া, যদি কোনও পত্নী পুত্রবতী হয়, এরূপ অনিশ্চিত নির্দেশ আছে, তখন জ্যেষ্ঠা প্রভৃতিরও পুত্রবতী হওয়া সম্ভব, এবং তাহা হইলেই পুত্রবতী স্ত্রী সত্ত্বে বিবাহ প্রতিপন্ন হইল, অর্থাৎ জ্যেষ্ঠা বা অত্র কোনও পূর্ববিবাহিতা স্ত্রী পুত্রবতী হইলে পর, কনিষ্ঠা প্রভৃতি স্ত্রী বিবাহিতা হইয়াছে; সুতরাং, বদৃচ্ছা ক্রমে যত ইচ্ছা বিবাহ মনুবচন দ্বারা সমর্থিত হইতেছে ।

এ দিগরে বক্তব্য এই যে, যদি এক ব্যক্তির বহু স্ত্রীর মধ্যে কেহ পুত্রবতী হয়, সেই পুত্র দ্বারা সকলেই পুত্রবতী গণ্য হইবেক, ইহা বলিলে, পুত্রবতী স্ত্রী সত্ত্বে বিবাহ কিরূপে প্রতিপন্ন হয়, বলিতে পারা যায় না । এক ব্যক্তির কতকগুলি স্ত্রী আছে, তন্মধ্যে যদি কাহারও পুত্র জন্মে, সেই পুত্র দ্বারা তাহার সকলেই পুত্রবতী

গণ্য হইবেক, এ কথা বাক্যে, সে ব্যক্তির বর্তমান সকল স্ত্রীই পুত্রহীনা, ইহাই প্রতিপন্ন হয় । বস্তুতঃ, পুত্রহীন স্ত্রীসমূহের বিষয়েই এই ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে । অতএব, “পুত্রবতী স্ত্রী সত্ত্বেও বিবাহ প্রতিপন্ন হইতেছে,” সামগ্রামী মহাশয়ের এই সিদ্ধান্ত বচনের অর্থ দ্বারা সমর্থিত হইতেছে না । “সপত্নীদের মধ্যে যদি কেহ পুত্রবতী হয়,” এ স্থলে “যদি হয়” একরূপ সংশয়াক্তক নির্দেশ না থাকিয়া, “সপত্নীদের মধ্যে এক জন পুত্রবতী”, যদি একরূপ নিশ্চয়াক্তক নির্দেশ থাকিত, তাহা হইলেও বরং পুত্রবতী স্ত্রী সত্ত্বে বিবাহ করিয়াছে, একরূপ অনুমান কথঞ্চিৎ সম্ভব হইতে পারিত । আব, যদি কোনও ব্যক্তি, পূর্ব পূর্ব স্ত্রী বন্ধ্যাত্ব আশঙ্কা করিয়া, ক্রমে ক্রমে বহু বিবাহ করিয়া থাকে, সে স্থলে “শেষ পত্নীই পুত্রিণী সুস্থিরই রহিয়াছে,” কেন, বুঝিতে পাবা যায় না । সামগ্রামী মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন, যখন পূর্ব পূর্ব স্ত্রীকে বন্ধ্য স্থির করিয়া, পুনরায় বিবাহ করিয়াছে, তখন কনিষ্ঠা স্ত্রীরই সম্ভান হওয়া সম্ভব, পূর্ব পূর্ব স্ত্রীদিগের আর সম্ভান হইবার সম্ভাবনা কি । কিন্তু ইহা অদৃষ্টের ও অশ্রুতপূর্ব নহে যে, পূর্ব স্ত্রীকে বন্ধ্য স্থির করিয়া, পুত্রার্থে পুনরায় বিবাহ করিলে পব, কোনও কোনও স্থলে, পূর্ব স্ত্রীর সম্ভান হইয়াছে ; কোনও কোনও স্থলে উভয় স্ত্রীই সম্ভান হইয়াছে, কোনও কোনও স্থলে উভয়েই গর্ভধারণে অসমর্থ হইয়াছে । অতএব “শেষ পত্নীই পুত্রিণী সুস্থিরই রহিয়াছে,” এই সিদ্ধান্ত নিতান্ত অনভিজ্ঞতামূলক, তাহার সংশয় নাই ।

সামগ্রামী মহাশয়ের তৃতীয় আপত্তি এই ;

“যদি তাঁহাদের আচরণ অনুকার্য্যই না হইবে, তবে

“যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরে। জনঃ” ।

ইত্যাদি অর্জুনের প্রতি ভগবদ্রূপদেশই বা কি আশয়ে ব্যক্ত

হইবাছিল ? ইহাও আমাদের স্বগম নহে” (৬) ।

কৃষ্ণ অর্জুনকে কহিয়াছিলেন, প্রধান লোকে যে সকল কর্ম করে, সামান্য লোকে সেই সকল কর্ম করিয়া থাকে, অর্থাৎ প্রধান লোকের অনুষ্ঠানকে দৃষ্টান্তস্থলে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, সামান্য লোকে তদনুসারে চলে। পূর্বকালীন দুয্যন্ত প্রভৃতি রাজারা প্রধান ব্যক্তি, তাঁহারা যদৃচ্ছাক্রমে বহু বিবাহ করিয়াছিলেন; যদি তাঁহাদের আচরণ দর্শনে তদনুসাবে চলা কর্তব্য না হয়, তাহা হইলে, ভগবান্ বামুদেব কি আশয়ে অর্জুনকে ওরূপ উপদেশ দিলেন, সামশ্রমী মহাশয় সহজে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই।

এ বিবয়ে বক্তব্য এই যে, সামশ্রমী মহাশয় ভগবদ্বাক্যের অর্থ বোধ ও তাৎপর্যাগ্রহ করিতে পারেন নাই, এজন্য “অর্জুনের প্রতি ভগবদুপদেশই বা কি আশয়ে ব্যক্ত হইয়াছিল?”, তাহা তাঁহার পক্ষে “সুগম” হয় নাই। এই ভগবদুক্তি উপদেশবাক্য নহে, উহা পূর্বগত উপদেশবাক্যের সমর্থনের নিমিত্ত, লোকব্যবহার কীর্তন মাত্র। যথা,

তন্মাদসত্ত্বঃ সত্যতং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর ।

অসত্ত্বো হ্যচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ । ৩।১৯। (৭)

অতএব, আসক্তিশূন্য হইয়া, সত্য কর্তব্য কর্ম্ম কর। আসক্তিশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিলে, পুরুষ মোক্ষপদ পায়।

এইটি অর্জুনের প্রতি ভগবানের উপদেশবাক্য। এইরূপে কর্তব্য কর্ম্ম কবণের উপদেশ দিয়া, তাহার কলকীর্তন ও প্রয়োজনপ্রদর্শন করিতেছেন,

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধির্নাস্থিতা জনকাদয়ঃ ।

লোকসংগ্রহমেবাপি সম্পশ্যন্ কর্তুমর্হসি ॥৩ ২০॥ (৭)

জনক প্রভৃতি কর্ম্ম দ্বারাই মোক্ষপদ পাইয়াছিলেন। লোকের উপদেশার্থেও তোমার কর্ম্ম করা উচিত।

অর্থাৎ জনক প্রভৃতি, আসক্তিশূন্য হইয়া কর্তব্য কর্ম কবিয়া, মোক্ষপদ লাভ করিয়াছিলেন, তুমিও তদনুরূপ কর, তদনুরূপ ফল পাইবে। আর, তুমি কর্তব্য কর্ম করিলে, উত্তরকালীন লোকেরা, তোমার দৃষ্টান্তেব অনুবর্তী হইয়া, কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠানে রত হইবেক, সে অনুবোধেও তোমার কর্তব্য কর্ম করা উচিত। আমি কর্তব্য কর্ম করিলে, লোকে আমার দৃষ্টান্তেব অনুবর্তী হইয়া চলিবেক কেন, এই আশঙ্কা নিবারণের নিমিত্ত, কহিতেছেন,

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তদেবেতরো জনঃ ।

স যৎ প্রমাণং কুরুতে শোকস্তদনুবর্ততে ॥৩২১॥ (৮)

প্রধান লোকে যে যে কর্ম করেন, সাংমান্য লোকে সেই সেই কর্ম করিয়া থাকে, তিনি বাহ্য প্রমাণ বলিয়া অবলম্বন করেন, লোকে তাহার অনুবর্তী হইয়া চলে।

অর্থাৎ, সামান্য লোকে স্বয়ং কর্তব্য অকর্তব্য নির্ণয়ে সমর্থ নহে; প্রধান লোকে যে সকল কর্ম করিয়া থাকেন, বিহিতই হউক, নিষিদ্ধই হউক, সেই সেই কর্মকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া, উহাদের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। অতএব, তাদৃশ লোকদিগের শিক্ষার্থেও তোমার পক্ষে কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠানে রত হওয়া আবশ্যিক। ঊনবিংশ শ্লোকে, আসক্তিশূন্য হইয়া কর্তব্য কর্ম কর, ভগবান্ অর্জুনকে এই যে উপদেশ দিয়াছেন, একবিংশ শ্লোক দ্বারা, লোক-শিক্ষারূপ প্রয়োজন দর্শাইয়া, সেই উপদেশের সমর্থন করিয়াছেন। এই শ্লোক স্বতন্ত্র উপদেশবাক্যে নহে। লোকে সচরাচর যে রূপ করিয়া থাকে, তাহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই তাৎপর্যব্যাখ্যা আমার কপোলকম্পিত নহে। সাংপ্রমী মহাশয়ের সম্ভাব্যার্থে আনন্দগিরিকৃত ব্যাখ্যা উদ্ধৃত হইতেছে,—

“শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্নত্বেনাভিমতো জনো যৎ যৎ
বিহিতং প্রতিষিদ্ধং বা কৰ্ম্মানুতিষ্ঠতি তত্তদেব
প্রাকৃতো জনোহনুবর্ততে” ।

যাঁহাকে বেদজ্ঞ ও মীমাংসাদি শাস্ত্রজ্ঞ জ্ঞান কবে, তাদৃশ ব্যক্তি,
বিহিতই হউক, আব নিষিদ্ধই হউক, যে যে কৰ্ম্ম কবেন, সামান্য
লোকে ওদ্ধৃষ্টে সেই সেই কৰ্ম্ম করিয়া থাকে ।

সামান্য লোকে, সকল বিষয়ে, প্রধান লোকের আচার দেখিয়া, তদনু-
সারে চলিয়া থাকে, তাঁহাদের আচার শাস্ত্রীরা বিধি নিষেধেব অনুযায়ী
কি না, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখে না, ইহাই ঐ শ্লোকে উল্লিখিত
ইহঁথাকে; নতুবা প্রধান লোকে যাহা করিবেন, সৰ্ব্বসাধারণ লোকের
তাহাই করা উচিত, এরূপ উপদেশ দেওয়া উহাব উদ্দেশ্য নহে ।
সৰ্ব্ব বিষয়ে প্রধান লোকের দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হওয়া, সৰ্ব্বসাধারণ
লোকের পক্ষে শ্রেয়স্কর নহে; অতএব, কত দূর পর্য্যন্ত তাদৃশ দৃষ্টান্তের
অনুসরণ করিয়া চলা উচিত, শাস্ত্রিকাবেরা সে বিষয়ে সতর্ক করিয়া
দিয়াছেন ।

আপস্তম্ব কহিয়াছেন,

দৃষ্টো ধৰ্ম্মব্যতিক্রমঃ সাহসঞ্চ মহতাম্ । ২। ৬। ১৩। ৮।

তেবাং তেজোবিশেষেণ প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে । ২। ৬। ১৩। ৯।

তদবীক্ষ্য প্রযুঞ্জানঃ সীদত্যবরঃ । ২। ৬। ১৩। ১০ ॥

প্রধান লোকদিগের ধৰ্ম্মলঙ্ঘন ও অবৈধ আচরণ দেখিতে পাওয়া
যায় । ৮ । তাঁহারা তেজীমান্, তাঁহাতে তাঁহাদের প্রত্যবায় নাই । ৯ ।
সাধারণ লোকে, ওদ্ধৃষ্টনে ওদনুবর্তী হইয়া চলিলে, এক কাল
উৎসন্ন হয় । ১০ ।

শুকদেব কহিয়াছেন,

ধৰ্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঐশ্বর্যাণাঞ্চ সাহসম্ ।

তেজীয়াসং ন দোষায় বহুঃ সৰ্ব্বভূজো যথা ॥ ৩৩। ৩৩।

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হনীশ্বরঃ ।

বিনশ্যাত্যাচরন্ মোঢ়্যাদ্যথা কুদ্ভোঃক্লিঙ্কৎ বিষম্ ॥৩৩৩১॥

ঈশ্বরানাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্লচিৎ ।

তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তত্তদাচরেৎ ॥৩৩৩২॥(৯)

প্রধান লোকদিগের ধর্ম্মলঙ্ঘন ও অবৈধ আচরণ দেখিতে পাওয়া যায়। সর্বভোজী বহুব ন্যায়, তেজীযান্ দিগের তাঁহাতে দোষস্পর্শ হয় না। ৩০। সামান্য লোকে কদাচ মনেও তাদৃশ বর্ষেব অনুষ্ঠান করিবেক না, স্মৃতা বশতঃ অনুষ্ঠান করিলে, বিনাশ প্রাপ্ত হয়। শিব সমুদ্ভোঃপর বিষপান কবিষাছেন, সামান্য লোক বিষপান করিলে, বিনাশ অব্যবহিত। ৩১। প্রধান লোকদিগের উপদেশ মাননীয়, কোনও কোনও স্থলে তাঁহাদের আচারও মাননীয়। তাঁহাদের যে সমস্ত আচার তাঁহাদের উপদেশ বাক্যের অনুযায়ী, বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেই সকল আচারের অনুসরণ করিবেক। ৩২।

এই দুই শাস্ত্রে স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে, প্রধান লোকে অবৈধ আচরণে দূষিত হইয়া থাকেন; এজন্য তাঁহাদের আচার মাত্রই, সর্বসাধারণ লোকের পক্ষে, সদাচার বলিয়া গণনীয় ও অনুকরণীয় নহে; তাঁহারা যে সকল উপদেশ দেন, এবং তাঁহাদের যে সকল আচার তদীয় উপদেশের অবিকল্প, তাহারই অনুসরণ করা উচিত। এজন্য বোধায়ন, একবারে প্রধান লোকের আচরণের অনুকরণ নিষেধ করিয়া, শাস্ত্র-বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানেরই বিধি দিয়াছেন। যথা,

অনুরভস্ত যদেবৈমুনিভির্যদনুষ্ঠিতম্ ।

নানুষ্ঠেয়ং মনুষ্যৈস্তদুক্তং কর্ম্ম সমাচরেৎ (১০) ॥

দেবগণ ও মুনিগণ যে সকল কর্ম্ম করিয়াছেন, মনুষ্যের পক্ষে তাহা করা বর্তব্য নহে, তাহা বা শাস্ত্রোক্ত বর্ষাই করিবেক।

(৯) ভাগবত, দশম স্কন্ধ।

(১০) পরাশরভাষ্যমৃত।

এবং এজন্যই যাজ্ঞবল্ক্য কেবল ঋতি ও স্মৃতির বিধি অনুযায়ী আচারই অনুকরণীয় বলিয়া বিধি প্রদান করিয়াছেন । যথা,

ঋতিস্মৃত্যুদিতং সম্যঙ্ নিত্যমাচারমাচরেৎ । ১।১৫৪।

যে আচার ঋতি ও স্মৃতির বিধি অনুযায়ী, সতত তাহারই সম্যক অনুষ্ঠান করিবেক ।

এই সকল ও এতদনুরূপ অত্যাশ্রয় শাস্ত্র দেখিলে, উল্লিখিত ভগবদ্বাক্যের অর্থ ও তাৎপর্য্য কি, তাহা, বোধ কবি, সামশ্রমী মহাশয়ের “সুগম” হইতে পাবে । ভগবদ্বাক্যের অর্থ ও তাৎপর্য্য এই, সাধারণ লোকে প্রধান লোকের দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইয়া সচরাচর চলিয়া থাকে, তুমি প্রধান, তুমি কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান করিলে, সাধারণ লোকে, তোমার দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইয়া, কর্তব্য কর্ম কবিবেক । অতএব, এই লোকশিক্ষার অনুবোধেও, তোমার কর্তব্য কর্ম করা আবশ্যিক, তদ্বিষয়ে বৈমুখ্য অবলম্বন উচিত নহে । নতুবা, প্রধান লোকে যাহা করিবেক, সাধারণ লোকের পক্ষে তাহাই কর্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে, ভগবদ্বাক্যের এরূপ অর্থ ও এরূপ তাৎপর্য্য নহে, সেরূপ হইলে, শাস্ত্রকাবেরা, প্রদর্শিত প্রকারে প্রধান লোকদিগের ধর্ম্মলঙ্ঘন ও অবৈধ আচরণ কীর্তন পূর্ব্বক, তদীয় আচরণের অনুকরণ বিষয়ে সর্ব্বসাধারণ লোককে সতর্ক করিয়া দিতেন না । অতএব, দ্রব্যস্তু প্রভৃতি প্রধান লোক, শকুন্তলা প্রভৃতির আলৌকিক রূপ ও লাভণ্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া, যদৃচ্ছা ক্রমে বহু বিবাহ করিয়াছিলেন, আমবা সামান্য লোক, দ্রব্যস্তু প্রভৃতি প্রধান লোকের দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইয়া, যদৃচ্ছা ক্রমে, বহু বিবাহ করা আমাদের পক্ষে দোষাবহ নহে, সামশ্রমী মহাশয়ের এই সিদ্ধান্ত শাস্ত্রানুযায়ী বলিয়া কদাচ পরিগৃহীত হইতে পারে না ।

সামশ্রমী মহাশয়ের চতুর্থ আপত্তি এই,—

“বহুবিবাহের বিধি অবৈধ নহে । যখন ইহা আর্য্যাবর্তের প্রায় সকল প্রদেশে প্রচলিত আছে, শাস্ত্রত নিষিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে না, তখন ইহাকে শাস্ত্রসম্মত বলিয়া স্থির-করণার্থ বিশেষশাস্ত্রানুসন্ধানে বা ধীমহকৃত কালব্যয়ে প্রবৃত্ত হওয়া, নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন ; তাহার নিষেধ নাই অথচ ব্যবহার আছে, তাহাব বিধি অবৈধের কোন আবশ্যক নাই । তথাপি বহুবিবাহবিষয়কবিচার এইটি স্মরণ্য যে একটি শ্রৌত প্রমাণ হঠাৎ স্বগত হইয়াছিল, তাহাব উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না”(১১) ।

“বহুবিবাহের বিধি অবৈধ নহে,” কারণ, অবৈধে প্রবৃত্ত হইলে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই । “যখন ইহা আর্য্যাবর্তের প্রায় সকল প্রদেশেই প্রচলিত আছে, শাস্ত্রত নিষিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে না, তখন ইহাকে শাস্ত্রসম্মত বলিয়া স্থির করণার্থ বিশেষ শাস্ত্রানু-সন্ধানে বা ধীমহকৃত কালব্যয়ে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন” । বহুবিবাহ “আর্য্যাবর্তের প্রায় সকল প্রদেশেই প্রচলিত আছে”, সামশ্রমী মহাশয়ের এই নির্দেশ অসঙ্গত নহে ; কিন্তু “শাস্ত্রত নিষিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে না”, তিনি এরূপ নির্দেশ করিতে কত দূর সমর্থ, বলিতে পাবা যায় না । যিনি ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রকৃত প্রস্তাবে অধ্যয়ন, ও সবিশেষ যত্ন সহকারে অনুশীলন করিয়াছেন, তাদৃশ ব্যক্তি যথোচিত পরিশ্রম ও বুদ্ধি চালনা পূর্ব্বক, কিছু কাল অনন্যমনা ও অনন্যকর্মা হইয়া অনুসন্ধান করিলে, এতাদৃশ নির্দেশে সমর্থ হইতে পারেন । সামশ্রমী মহাশয় রীতিমত ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশীলন করিয়াছেন, অথবা বহুবিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ কি না এতদ্বিষয়ে যথোপযুক্ত অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন, তাহার কোনও নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে না । শাস্ত্রের মধ্যে তিনি তৈত্তিরীয়সংহিতার এক

কণ্ডিকা ও মনুসংহিতার চারি বচনের আলোচনা করিয়াছেন ; দুর্ভাগ্যক্রমে, উহাদেরও প্রকৃতরূপ অর্থবোধ ও তাৎপর্যাগ্রহ করিতে পারেন নাই ; তৎপরে, দক্ষ প্রজাপতির এক পাত্রে বল্কলতাদান ও রাজা দুয্যন্তেব যদৃচ্ছাকৃত বহুবিবাহরূপ প্রমাণ প্রদর্শনেব নিমিত্ত, মহাভারতের আদিপর্বে হইতে কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন । অতএব, যিনি যত বড় পণ্ডিত বা পণ্ডিতাভিমাত্রী হউন, তাঁহাব, এতন্মাত্র শাস্ত্র অবলম্বন পূর্বক, বহুবিবাহ “শাস্ত্রত নিবিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে না”, এরূপ নির্দেশ করিবার অধিকার নাই । আব, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ “শাস্ত্রসম্মত বলিয়া স্থিরকরণার্থ বিশেষ শাস্ত্রানুসন্ধানে বা ধীমহকৃত কালব্যয়ে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত নিষ্ফলয়োজন” ; এ স্থলে বক্তব্য এই যে, আমার বিবেচনাতেও তাহা নিতান্ত নিষ্ফলয়োজন ; কারণ, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত বলিয়া স্থিরীকরণের নিমিত্ত, শাস্ত্রানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, সমস্ত বুদ্ধিব্যয় ও সমস্ত জীবনক্ষয় করিলেও, তদ্বিবয়ে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই । বাহা হউক, এক্ষণে তাঁহার অবলম্বিত বেদবাক্য উল্লিখিত হইতেছে ।

যদেকন্মিন যুপে দ্বৈ রশনে পরিব্যয়তি

তস্মাদেকো দ্বৈ জায়ে বিন্দতে ।

যন্নৈকাং রশনাং দ্বয়োৰ্যুপয়োঃ পরিব্যয়তি

তস্মান্নৈকা দ্বৌ পতী বিন্দতে (১২) ।

যেমন এক যুপে দুই বজ্জু বেটন করা যায়, সেইরূপ, এক পুরুষ দুই স্ত্রী বিবাহ করিতে পারে । যেমন এক বজ্জু দুই যুপে বেটন করা যায় না, সেইরূপ এক স্ত্রী দুই পুরুষ বিবাহ করিতে পারে না ।

এই বেদবাক্য দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে, আবশ্যক হইলে পুরুষ, পূর্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্ধশায়, পুনরায় দারপরিগ্রহ করিতে

(১২) ঐতিহাসিকসংহিতা, ৬ কাণ্ড, ৬ অধ্যায়, পঞ্চম অনুবাক, ৩ কণ্ডিকা ।

পাবে ; ত্রীলোক, পতি বিদ্যমান থাকিলে, আর বিবাহ করিতে পাবে না ; উহা দ্বারা যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ডেব শাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন হওয়া সম্ভব নহে । কিন্তু সামশ্রমী মহাশয় লিখিয়াছেন,

“এ স্থলে যে দুর্কান্তে জারাদ্বয় লাভ করিতে পাবা যান, ঐ দুর্কান্তে সমর্থ হইল শত শত জায়াও লাভ করা যায়, স্তববাং ঐ দ্বিঃ সংখ্যা বহুঃ এব উপলক্ষণমাত্র” (১৩) ।

এই মীমাংসাবাক্যের অর্থগ্রহ সহজ ব্যাপার নহে । বাহা ইউক, বেদ দ্বারা যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ডেব সমর্থন হওয়া সম্ভব কি না, তাহা তর্কবাচস্পতি প্রকরণে সবিস্তর আলোচিত হইয়াছে (১৪) ; এ স্থলে আর তাহাব আলোচনা করা নিস্প্রয়োজন । উল্লিখিত বেদবাক্য অবলম্বন পূর্বক, যে ব্যবস্থা স্থিৰীকৃত হইয়াছে, উহাব সমর্থনের নিমিত্ত, সামশ্রমী মহাশয় মহাভারতের কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন । তাহাব লিখন এই,—

“এই স্থলে মহাভারতের আদিপর্বাঙ্গের বৈবাহিক পর্বেব কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি এতদ্ব্যতীত বহুবিবাহপ্রথা কত দূর সুপ্রচলিত ও শাস্ত্রসম্মত কি শাস্ত্রবিরুদ্ধ ? তাহা স্পষ্টই প্রতি পন্ন হইবে ।

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

“সর্বেবাং মহিষী রাজন্ ! দ্রৌপদী নো ভবিন্যতি ।

“এবং প্রবাহতং পূর্বং মম মাত্ৰা বিশাম্পতে॥১৬।৯.২২॥

“অহঞ্চাপ্যনিবিষ্টো বৈ ভীমসেনশ্চ পাণ্ডবঃ (১৫) ।

(১৩) বহুবিবাহবিচারসমালোচনা, ১৬ পৃষ্ঠা ।

(১৪) এই পুস্তকের ১১৫ পৃষ্ঠা হইতে ২২৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দেখ ।

(১৫) “অহঞ্চাপ্যনিবিষ্টো, বৈ ভীমসেনশ্চ পাণ্ডবঃ” ।

সামশ্রমী মহাশয় এই শ্লোকার্কেব নিম্নলিখিত অর্থ লিখিয়াছেন :

“আনিও ইহাতে নিবিষ্ট নহি, পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনও নিবিষ্ট নহেন” ।

“পার্শ্বেন বিজিতা চৈষা রত্নভূতা সূতা তব ॥ ২৩ ॥

“এষ নঃ সময়ো রাজন্ ! রত্নস্য নহ ভোজনম্ ।

“ন চ তং হাতুমিচ্ছামঃ সময়ং রাজসভ্যম্ ! ॥ ২৪ ॥

“সর্বেষাং ধর্ম্যতঃ কৃষ্ণা মহিষী নো ভবিষ্যতি ।

“আনুপূর্ব্যেণ সর্বেষাং গৃহ্নাতু জ্বলনে করান্ ॥ ২৫ ॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন—হে রাজন ! জৌপদী আমাদের সকলেরই মহিষী হইবেন । হে নরপতে ! ইতিপূর্বে মন্যাত্তরক এইকপই অভিহিত হইয়াছে । ২২ । আমিও ইহাতে নিবিষ্ট নহি, পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনও নিবিষ্ট নহেন, তোমার এই বন্যারত্ন পার্শ্ব কর্তৃক বিজিতা হইয়াছেন । ২৩ । হে রাজন ! আমাদের এই প্রতিজ্ঞা যে, সকলে মিলিয়া রত্ন ভোজন করিব, হে রাজশ্রেষ্ঠ ! এই প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করিত ইচ্ছা নহি না । ২৪ । কৃষ্ণা ধর্ম্যতঃ আশাদের সকলেরই মহিষী হইবেন, অগ্নিসমীপে যথাপূর্ব্বক সকলেরই পাণিগ্রহণ করুন । ২৫ ।

ঋপদ উবাচ—

“একস্য বহ্নেয়া বিহিতা মহিষ্যঃ কুরুনন্দন ।

“নৈকন্তা বহবঃ পুংসঃ শ্রয়ন্তে পতয়ঃ কচিৎ ॥ ২৬ ॥

“লোকবেদবিরুদ্ধঃ ত্বং নাধর্ম্যং ধর্ম্যবিচ্ছচিৎ ।

“কর্তু মর্হসি কোন্তেয় ! কস্মাতে বুদ্ধিরীদৃশী ॥ ২৭ ॥

ঋপদ বলিলেন—হে কুরুনন্দন । এক পুরুষের এক কালে বহু স্ত্রী বিহিতই আছে, কিন্তু এক স্ত্রীর এক কালে বহুপতি কোথাও শ্রবণ করি নাই । ২৬ । তে কোন্তেয় ! তুমি ধর্ম্যবিৎ স্তুতি হইয়া

দিস্ত

“আমি ও পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন উভয়েই অকৃতদার”

একপ লিখিলে, বোধ করি, স্থলের অর্থ প্রকৃতরূপে প্রকাশিত হইত ।

“আমিও ইহাতে নিবিষ্ট নহি” ইহার অর্থবোধ তওয়া দুর্ঘট । বস্তুতঃ, স্থলস্থিত “অনিবিষ্ট” শব্দের অর্থগ্রহ করিতে না পারিয়াই, ওকপ অপ্রকৃত ও অসংলগ্ন অর্থ লিখিয়াছেন ।

লোকবেদবিরুদ্ধ এই অধর্ম বরিও না, কেন তোমার এমন বুদ্ধি হইল । ২৭ ।

এই আখ্যানটি পূর্বোল্লিখিত ঞ্জতিটির সাক্ষাৎ উদাহরণ-স্বরূপ । সমুদয় মহোদয়গণ । নিম্পক্ষান্তঃকরণে দেখিবেন, এই উপাখ্যানটিতে কি বিবাহান্তরে পত্নীব বন্ধ্যাত্তের বা অসবর্ণাত্তের অপেক্ষা আছে বলিবা বোধ হয় ? পুরুষের বহুবিবাহ কি শাস্ত্রনিষিদ্ধ ?” (১৬) ।

“এহ আখ্যানটি পূর্বোল্লিখিত ঞ্জতিটির সাক্ষাৎ উদাহরণস্বরূপ” এ স্থলে সামশ্রমী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, আখ্যানটির একদেশমাত্র উদ্ধৃত না করিয়া, সমুদয় আখ্যানটি উদ্ধৃত করিলে, তিনি এরূপ নির্দেশ করিতে পারিতেন কি না । তাঁহার উদ্ধৃত বদ্ভবংশ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, “এক পুরুষের বহু স্ত্রী বিহিত আছে, এক নারীর বহু পতি কোথাও শুনিতে পাওয়া যায় না”, সুতরাং, ইহা দ্বারা তাঁহার উল্লিখিত বেদবাক্যের সমর্থন হইতেছে, অর্থাৎ, বেদেও এক পুরুষের দুই বা বহুভার্য্যা বিধান, আব এক স্ত্রীব বহুপতি নিষেধ দৃষ্ট হইতেছে, এবং এই আখ্যানেও তাহাই লক্ষিত হইতেছে, সুতরাং, সামশ্রমী মহাশয় উল্লিখিত আখ্যানের এই অংশকে তাঁহার অবলম্বিত বেদ-বাক্যের “সাক্ষাৎ উদাহরণস্বরূপ” বলিয়া নির্দেশ করিতে পারেন । কিন্তু, এহ আখ্যানের উক্তবভাগে ঐ বেদবাক্যের সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবহার ঞ্জতিপাদিত দৃষ্ট হইতেছে । যথা,

যুধিষ্ঠির উবাচ,—

ন মে বাগনৃতং প্রাহ নাথর্থে ধীরতে মতিঃ ।

বর্ততে হি মনো মেত্র নৈবোধধমঃ কথঞ্চন ॥

ঞয়তে হি পুরাণেপি জটিলা নাম গোতমী ।

ঋষীনধ্যাসিতবতী সপ্ত ধর্মভূতাং বরা ॥

তথৈব মুনিজা-বাকী তপোভির্ভাবিতান্নমঃ ।

সঙ্গতাভদ্রশ ভ্রাতৃনেকনামঃ প্রচেতসঃ (১৭) ॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন,

আমার মুখ হইতে মিথ্যা নির্গত হয় না, আমার বুদ্ধি অধর্ম-পথে ধাবিত হয় না; এ বিষয়ে আমার প্রবৃত্তি হইতেছে; ইহা কোনও মতে অধর্ম নহে। পুরাণেও শুনিতে পাওয়া যায়, নিরতি-শয় ধর্মপবাবণা গোতমকুলোদ্ভবা জটীলা সপ্ত ঋষির পানিগ্রহণ কবিয়াছিলেন, আর, মুনিজন্য বাকী প্রচেতানামক তপঃপরায়ণ দশ ভ্রাতার ভার্য্যা হইয়াছিলেন।

সামশ্রমী মহাশয় যে আখ্যানটিকে উল্লিখিত বেদবাক্যের সাফাৎ উদাহরণস্বরূপ নির্দেশ কবিয়াছেন, উপরি নির্দিষ্ট যুধিষ্ঠিববাক্যও সেই আখ্যানটির এক অংশ। আখ্যানের অন্তর্গত দ্রুপদবাজাব উক্তিবে ব্যক্ত হইতেছে, পুরুষের বহুভার্য্যাবিবাহ বিহিত, স্ত্রীলোকের বহু পতি শুনিতে পাওয়া যায় না, স্ত্রীলোকের বহুপতিবিবাহ অধর্মকর ব্যবহার, ধর্মজ্ঞ ব্যক্তির তাহাতে প্রস্তুত হওয়া উচিত নহে। আর যুধিষ্ঠিরের উক্তিবে ব্যক্ত হইতেছে, জটীলা ও বাকী এই দুই মুনিজন্য যথাক্রমে সাত ও দশ পতি বিবাহ করিয়াছিলেন; স্ত্রীলোকের বহুপতিবিবাহ কোনও মতে অধর্মকর ব্যবহার নহে। এক্ষণে, সামশ্রমী মহাশয় স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখুন, তাঁহার উল্লিখিত আখ্যানটির যুধিষ্ঠিরোক্তিকপ অংশ দ্বারা তাঁহার অবলম্বিত বেদবাক্যের সমর্থন হইতেছে কি না। বেদবাক্যের পূর্বাদ্ধে পুরুষের বহুভার্য্যাবিবাহ বৈধ, উত্তরাদ্ধে স্ত্রীলোকের বহুপতিবিবাহ অবৈধ, বলিয়া উল্লেখ আছে, দ্রুপদ রাজাব উক্তি দ্বারা ঐ উল্লেখের সম্পূর্ণ সমর্থন হইতেছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু যুধিষ্ঠির বাকী ও জটীলা এই

দুই মুনিকন্যার বহুপতিবিবাহরূপ প্রাচীন আচার কীর্তন করিয়া, স্ত্রীলোকের বহুপতিবিবাহ অবৈধ. এই বৈদিক নির্দেশের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ব্যবহার প্রতিপন্ন করিতেছেন । অতএব, সামশ্রমী মহাশয়কে অগত্যা স্বীকার করিতে হইতেছে, তাঁহার উল্লিখিত আখ্যানের এ অংশ তাঁহার অবলম্বিত “শ্রুতিটির সাক্ষাৎ উদাহরণস্বরূপ” নহে, সুতরাং “এই আখ্যানটি পূর্বোল্লিখিত শ্রুতিটির সাক্ষাৎ উদাহরণ-স্বরূপ,” তদীয় এই নির্দেশ সঙ্গত ও সর্বাঙ্গসুন্দর বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না । বস্তুতঃ, “এই আখ্যানটি” এরূপ না বলিয়া “এই আখ্যানের অন্তর্গত বড়বিংশ শ্লোকটি পূর্বোল্লিখিত শ্রুতিটির সাক্ষাৎ উদাহরণস্বরূপ”, এরূপ নির্দেশ করাই সর্বতোভাবে উচিত ও আবশ্যিক ছিল । এ স্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যিক, প্রকারান্তরে বিবেচনা করিয়া দেখিলেও, সামশ্রমী মহাশয়ের এই নির্দেশ সম্যক সঙ্গত হইতে পারে না । তিনি, আখ্যানের যে শ্লোক অবলম্বন করিয়া, এরূপ নির্দেশ করিয়াছেন, উহা তাঁহার অবলম্বিত “শ্রুতিটির সাক্ষাৎ উদাহরণস্বরূপ” নহে । ঐ শ্লোক, এবং ঐ শ্লোক যে শ্রুতির সাক্ষাৎ উদাহরণস্বরূপ, উভয় প্রদর্শিত হইতেছে,

একস্ম বহ্ব্যে জায়া ভবন্তি নৈকস্মৈ বহবঃ সহ পত্যঃ (১৮) ।

এক ব্যক্তির বহু ভার্য্যা হইতে পাবে, এক স্ত্রীর এক সঙ্গে বহু পতি হইতে পারে না ।

একস্ম বহ্ব্যে বিহিতা মহিব্যঃ কুরুনন্দন ।

নৈকস্মা বহবঃ পুংসঃ শ্রয়ন্তে পত্যঃ কচিৎ ॥ ২৬ ॥

হে কুরুনন্দন ! এক পুরুষের বহু ভার্য্যা বিহিত, এক স্ত্রীর বহু পতি কোথাও শ্রুতিতে পাওয়া যায় না ।

এই শ্লোকটি এই শ্রুতিটির সাক্ষাৎ উদাহরণস্বরূপ বলিয়া নির্দেশ

(১৮) এই শ্রুতি এই পুস্তকের ২১৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত ও আলোচিত হইয়াছে ।

করিলে, অধিকতর সঙ্গত হয় কি না, সামগ্রমী মহাশয় কিঞ্চিৎ শ্বিৰ ও সরল চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন । সে যাহা হউক, ভাবতীয় আখ্যানের যে অংশ আপন অভিপ্রায়ের অনুকূল বোধ হইয়াছে, সামগ্রমী মহাশয় প্রকুল্ল চিত্তে তন্মাত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন ; কিন্তু, যখন তিনি ধর্মশাস্ত্রের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় অংশ উদ্ধৃত করিয়া, সমাধান করাই উচিত ও আবশ্যক ছিল । যখন আখ্যানটি পাঠ করিয়াছিলেন, সে সময়ে প্রতিকূল অংশ তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই, ইহা কোনও ক্রমে সম্ভব বা সঙ্গত বোধ হয় না ।

“সহদয় মহোদয়গণ ! নিম্পাকান্তঃকরণে দেখিবেন, এই আখ্যান-টিতে কি বিবাহান্তরে পত্নীর বন্ধ্যাত্ত্বের বা অসবর্ণাত্ত্বের অপেক্ষা আছে বলিয়া বোধ হয়” । এ স্থলে বক্তব্য এই যে, এই আখ্যানের অন্তর্গত ষড়্বিংশ শ্লোকে, এক ব্যক্তির একাধিক বিবাহ বিহিত, এতন্মাত্র নির্দেশ আছে, ঐ একাধিক বিবাহ শাস্ত্রোক্ত নিমিত্ত নিবন্ধন, অথবা ষদৃচ্ছামূলক, তাহার কোনও নিদর্শন নাই । এমন স্থলে, বাঁহারা পক্ষপাতশূন্য হৃদয়ে বিবেচনা কবিবেন, তাঁহারা এই আখ্যানটিতে বিবাহান্তরে পত্নীর বন্ধ্যাত্ত্বের বা অসবর্ণাত্ত্বের অপেক্ষা আছে কি না, কিছুই অবশ্যরিত বলিতে পারিবেন না । এক ব্যক্তির একাধিক বিবাহ বিহিত, এতন্মাত্র নির্দেশ দেখিবা, একতব পক্ষ নির্ণয় করিয়া মত প্রকাশ করা বিবেচনাসিদ্ধ হইতে পারে না । বাহা হউক, যদিও এ স্থলে কোনও বিশেষ নির্দেশ নাই, কিন্তু, ধর্মশাস্ত্র প্রবর্তক মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ কৃতকার ব্যক্তিব দ্বিতীয় প্রভৃতি বিবাহপক্ষে স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ত্ব প্রভৃতি নিমিত্ত নির্দেশ কথিবা সর্বণাবিবাহের, এবং ষদৃচ্ছাপক্ষে সর্বণাবিবাহ নিষেধ পূর্বক অসবর্ণাবিবাহের, বিধি প্রদর্শন করিয়াছেন, এই বিধির সহিত একবাক্যতা সম্পাদন করিয়া দেখিলে, অপক্ষপাতী মহোদয়দিগকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক, পূর্বপরিণীতা স্ত্রী

জীবদ্দশায় পুনরায় বিবাহ করিতে হইলে, স্থলবিশেষে স্ত্রীর বক্ষ্যাত্ত প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত নিমিত্তের, স্থলবিশেষে স্ত্রীর অসবর্ণাত্তেব অপেক্ষা আছে । সামশ্রমী মহাশয় ধর্মশাস্ত্রের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ; এমন স্থলে, প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্মশাস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া, বিচারকার্য্য নির্বাহ করাই উচিত ও আবশ্যিক ; পুরাণোক্ত অথবা ইতিহাসোক্ত উপাখ্যানের অন্তর্গত অস্পষ্ট নির্দেশ মাত্র অবলম্বন পূর্বক, ধর্মশাস্ত্রে সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া, ঐদৃশ বিষয়েব মীমাংসা করা কোনও অংশে ন্যায্যানুগত বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না ।

সামশ্রমী মহাশয়েব পঞ্চম আপত্তি এই,—

“ক্রোড়পত্রে বেদরত্নাদিসংগৃহীত প্রমাণদ্বয় উদ্ধৃত হইয়াছে, — ইহাব উত্তবে বলা হইয়াছে “মনু কাম্যবিবাহস্থলে অসবর্ণা-বিবাহের বিধি দিয়াছেন ।” পরে আমরা এইরূপ সমাধানের মূল পাই না” (১৯) ।

এ স্থলে বক্তব্য এই যে, প্রথমতঃ, সামশ্রমী মহাশয় ধর্মশাস্ত্রের রীতিমত অধ্যয়ন ও বিশিষ্টরূপ অনুশীলন করেন নাই ; দ্বিতীয়তঃ, তত্ত্বনির্ণয়পক্ষ লক্ষ্য করিয়া বিচাবকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়েন নাই, তৃতীয়তঃ, বালস্বভাবস্থলভ চাপল দোষের আতিশয্য বশতঃ, স্থিবি চিত্তে শাস্ত্রার্থ-নির্ণয়ে বুদ্ধিচালনা কবিতো পারেন নাই ; এই সমস্ত কারণে, “মনু কাম্যবিবাহস্থলে অসবর্ণাবিবাহের বিধি দিয়াছেন,” এরূপ সমাধানের মূল পান নাহ । মনু কাম্যবিবাহস্থলে অসবর্ণাবিবাহের বিধি দিয়াছেন কি না, এই বিষয় তর্কবাচস্পতিপ্রকরণেব প্রথম পরিচ্ছেদে সবিস্তর আলোচিত হইয়াছে (২০) । সামশ্রমী মহাশয় স্থিবিচিত্ত হইয়া, কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ সহকারে, ঐ স্থল আলোচনা করিয়া দেখিলে, তাদৃশ সমাধানের মূল পাইতে পারিবেন ।

(১৯) বহুবিবাহবিচারসমালোচনা, ২২ পৃ।

(২০) এই পুস্তকের ১২৩ পৃষ্ঠা হইতে ১৩৮ পৃষ্ঠা দেখ ।

সামশ্রমী মহাশয়ের ষষ্ঠ আপত্তি এই,—

“অপরঞ্চ

এতদ্বিধানং বিজ্ঞেয়ং বিভাগশ্চৈকযোনিষু ।

বহ্বীষু চৈকজাতানাং নানাদ্রীষু নিবোধত ॥

অস্ত্য কুল্লুকভট্টব্যাখ্যা । এতদিত্তি সমানজাতীয়াসু ভাৰ্য্যাশু, একেন তত্র । জাতানাম্ এষ বিভাগবিধির্বোদ্ধবাসঃ । ইদানীং নানাজাতীয়াসু স্ত্রীষু বহ্বীষু উৎপন্নানাং পুত্রাণাং বিভাগং শব্দতঃ ।

সমানজাতীয় বহুভাৰ্য্যাতে ব্রাহ্মণ কর্তৃক জনিত বহুপুত্রের বিভাগ এইকপ জানিবে । সম্প্রতি নানাজাতীয় বহু স্ত্রীতে ব্রাহ্মণ কর্তৃক উৎপাদিত পুত্রগণের বিভাগ শব্দে নর ।

এবং

সদৃশস্ত্রীষু জাতানাং পুত্রাণামবিশেষতঃ ।

ন মাতৃতো জ্যৈষ্ঠ্যমগ্নি জন্মতো জ্যৈষ্ঠ্যমুচ্যতে ॥

সমানজাতীয় স্ত্রীসমূহে ব্রাহ্মণকর্তৃক উৎপাদিত পুত্রগণের জাতিগত বিশেষ না থাকিলেও মাতার জ্যেষ্ঠতা প্রযুক্ত পুত্রের জ্যেষ্ঠতা নহে কিন্তু জন্ম দ্বারা জ্যেষ্ঠই জ্যেষ্ঠ ।

এই মনুবচনদ্বয় কুল্লুকভট্টের টীকার সহিত উদ্ধৃত হইয়াছে । ইহা দ্বারা কি সৰ্বণী পুত্রবতী ভাৰ্য্যা থাকিতেও পুনঃ সৰ্বণীপরিণয় প্রতিপন্ন হইতেছে না ? কৈ ? ইহাব উত্তর কৈ ? (২১) ।

সামশ্রমী মহাশয় স্থির করিয়াছেন, তাঁহার এই আপত্তির উত্তর নাই, এজন্যই, “কৈ ? ইহাব উত্তর কৈ ?”, ঈদৃশ অসঙ্গত আক্ষালন পূর্বক, প্রশ্ন করিয়াছেন । কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রে বোধ ও অধিকার থাকিলে, একপ উদ্ধৃত ভাবে প্রশ্ন করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, সম্ভব বোধ হয় না । সে যাহা হউক, এই দুই বচনে এরূপ কোনও কথা লক্ষিত হইতেছে না, যে তদ্বারা, সৰ্বণী পুত্রবতী ভাৰ্য্যা থাকিতেও, পুনঃ সৰ্বণী পরিণয় প্রতিপন্ন হইতে

পাবে । এই দুই বচনে এতদ্ব্যতীত উপলব্ধ হইতেছে যে, এক ব্যক্তির সজাতীয়া, অথবা সজাতীয়া বিজাতীয়া, বহু ভাৰ্য্যা আছে ; তাহারা সকলেই, অথবা তন্মধ্যে অনেকেই, পুত্রবতী হইয়াছে । মনে কর, এক ব্যক্তি ক্রমে ক্রমে চারি স্ত্রী বিবাহ করিয়াছে, এবং চারি স্ত্রীই পুত্রবতী হইয়াছে । কোন সময়ে কাহার পুত্র জন্মিয়াছে, যে ব্যক্তি তাহা অবগত নহেন , তিনি কখনই অবধারিতবলিতে পারিবেন না, যে পূৰ্ব পূৰ্ব স্ত্রীর সন্তান হইলে পর, পর পর স্ত্রী বিবাহিতা হইয়াছে , কাবণ, পূৰ্ব পূৰ্ব স্ত্রীর সন্তান হইলে পর, পব পর স্ত্রীর বিবাহ সেরূপ সম্ভব , সকলের বিবাহ হইলে পব, তাহাদের সন্তান হইতে আরম্ভ হওয়াও সেইরূপ সম্ভব । বিশেষজ্ঞ না হইলে, এরূপ স্থলে একতর পক্ষ নির্ণয় কবিনা নির্দেশ করা সম্ভবিত্তে পারে না । অতএব, “ইহা দ্বারা কি সৰ্বণা পুত্রবতী ভাৰ্য্যা থাকিতেও পুনঃ সৰ্বণাপরিণয় প্রতিপন্ন হইতেছে না”, এরূপ নিশ্চয়াত্মক নির্দেশ না করিয়া, “ইহা দ্বারা কি সৰ্বণা পুত্রবতী ভাৰ্য্যা থাকিতেও পুনঃ সৰ্বণাপরিণয় সম্ভব বলিয়া বোধ হইতে পারে না”, এরূপ সংশয়াত্মক নির্দেশ করিলে অধিকতর আয়ানুগত হইত ।

কিন্তু, আমার মতে, অর্থাৎ আমি যেরূপ শাস্ত্রের অর্থবোধ ও তাৎপর্যাগ্রহ কবিত্তে পাবিয়াছি, তদনুসারে, পুত্রবতী সৰ্বণা ভাৰ্য্যা সত্ত্বে পুনরায় সৰ্বণাপরিণয় অসিদ্ধ বা অপ্রসিদ্ধ নহে । মনে কর, ব্রাহ্মণজাতীয় পুরুষ সৰ্বণাবিবাহ করিয়াছে, এবং ঐ সৰ্বণা পুত্রবতী হইয়াছে , এই পুত্রবতী সৰ্বণা ভাৰ্য্যা ব্যতিচাৰিণী, চিররোগিণী, সুরাপাশিণী, পতিদ্রোহিণী, অর্থনাশিণী বা অপ্রিয়বাদিনী স্থির হইলে, শাস্ত্রানুসারে ঐ ব্যক্তির পুনরায় সৰ্বণা বিবাহ করা আবশ্যিক , সুতরাং, উক্তবিধ নিমিত্ত ঘটিলে, পুত্রবতী সৰ্বণাসত্ত্বে সৰ্বণাপরিণয় সম্পূর্ণ সম্ভব হইতেছে । অতএব, যদি সামশ্রমী মহাশয়ের উল্লিখিত পূৰ্বনির্দিষ্ট মনুচন্দ্রযে পুত্রবতী সৰ্বণাসত্ত্বে সৰ্বণাপরিণয় প্রতিপন্ন

হয়, তাহা হইলে ঐ সর্বণাপরিণয়, স্বধাসম্ভব, শাস্ত্রোক্ত নিমিত্ত বশতঃ ঘটয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। পূর্বপরিণীতা সর্বণা ভার্য্যার জীবদ্দশায়, শাস্ত্রোক্ত নিমিত্ত ব্যতিরেকে, যদৃচ্ছা ক্রমে সর্বণাবিবাহই শাস্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ কর্ম। তর্কবাচস্পতিপ্রকরণের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে এই বিষয় সবিশেষ আলোচিত হইয়াছে (২২), এ স্থলে আর আলোচনাব প্রয়োজন নাই।

পরিশেষে, সামগ্রমী মহাশয় স্বকৃত বিচারের

• “বহুবিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ নহে ! নহে ! নহে !”

এই সাবসংগ্রহ প্রচার করিয়াছেন। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, তিনি নানা শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইতে পারেন ; কিন্তু, বহুবিবাহবিচার-সমালোচনায় যত দূর পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে একপ দৃঢ় বাক্যে একপ উদ্ধৃত নির্দেশ করিতে পারেন, ধর্ম্মশাস্ত্রে তাঁহার তাদৃশ অধিকার আছে, একপ বোধ হয় না।

(২২) এই পুস্তকের ২০৮ পৃষ্ঠা হইতে ২১৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দেখ।

কবিরত্ন প্রকরণ



মুৰশিদাবাদনিবাসী শ্ৰীযুত গঙ্গাধৰ ৰায় কবিরাজ কবিরত্ন বহু-বিবাহ বিষয়ে যে পুস্তক প্ৰচাৰ কৰিয়াছেন, তাহাৰ নাম “বহুবিবাহ-রাহিত্যাবাহিত্যনিৰ্ণয়”। যদৃচ্ছাপ্ৰৱত্ত বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্ৰবহিৰ্ভূত ব্যৱহাৰ বলিয়া, আমি যে ব্যবস্থা প্ৰচাৰ কৰিয়াছিলাম, তদৰ্শনে নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া, কবিরত্ন মহাশয় তাদৃশ বিবাহব্যৱহাৰেৰ শাস্ত্ৰীয়তা সংস্থাপনে প্ৰৱত্ত হইয়াছেন। যিনি যে বিষয়েৰ ব্যবসায়ী নহেন, সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ কৰিলে, তাহাৰ বেক্সপ ক্লতকাৰ্য্য হওয়া সম্ভৱ, তাহা অনায়াসে অনুমান কৰিতে পাৰা যায়। কবিরত্ন মহাশয় ধৰ্ম্মশাস্ত্ৰব্যৱসায়ী নহেন, স্মৃতিবাং, ধৰ্ম্মশাস্ত্ৰেৰ মীমাংসায় বদ্ধপৰিকৰ হইয়া, তিনি কিৰূপ ক্লতকাৰ্য্য হইয়াছেন, তাহা অনুমান কৰা হুকহ ব্যাপাৰ নহে। অনেকেই মনে করেন, ধৰ্ম্মশাস্ত্ৰ অতি সৰল শাস্ত্ৰ, বিশিষ্টৰূপ অনুশীলন না কৰিলেও, ধৰ্ম্মশাস্ত্ৰেৰ মীমাংসা কৰা কঠিন কৰ্ম্ম নহে। এই সংস্কাৰেৰ বশবৰ্ত্তী হইয়া, তাঁহাৰা, উপলক্ষ উপস্থিত হইলেই, ধৰ্ম্মশাস্ত্ৰেৰ বিচাৰে ও মীমাংসায় প্ৰৱত্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু, সেক্ষেপ সংস্কাৰ নিববদ্ধিৰ জালন্তি মাত্ৰ। ধৰ্ম্মশাস্ত্ৰ বহুবিস্তৃত ও অতি হুকহ শাস্ত্ৰ। বাঁহাৰা অৱিশ্ৰামে ব্যবসায় কৰিয়া জীবনকাল অতিবাহিত কৰিয়াছেন, তাঁহাৰাও ধৰ্ম্মশাস্ত্ৰ বিষয়ে পাবদৰ্শী নহেন, এক্ষেপ নিৰ্দেশ কৰিলে, বোধ কৰি, অসঙ্গত বলা হয় না। এমন স্থলে, কেবল বিদ্যাবলে ও বুদ্ধিকৌশলে, ধৰ্ম্মশাস্ত্ৰবিচাৰে প্ৰৱত্ত হইয়া, সম্যক্ ক্লতকাৰ্য্য হওয়া কোনও মতে সম্ভাৱিত নহে। শ্ৰীযুত তাবানাত্ৰ তৰ্কবাচস্পতি ও শ্ৰীযুত গঙ্গাধৰ কবিরত্ন এ বিষয়েৰ উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত

স্থল। উভয়েই প্রাচীন, উভয়েই বহুদর্শী, উভয়েই দ্বিত্বাবিশারদ বলিয়া বিখ্যাত, উভয়েই ষড়্ছাপ্ররুত বহুবিবাহব্যবহারের শাস্ত্রীয়তা সংস্থাপনে প্ররুত হইয়াছেন; কিন্তু, আক্ষেপেব বিষয় এই, উভয়েই ধর্মশাস্ত্রব্যবসারী নহেন; এজন্ত, উভয়েই ধর্মশাস্ত্র বিষয়ে অনভিজ্ঞতাব পবা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। বাঙ্গা হউক, ষড়্ছাপ্ররুত বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রবহির্ভূত ব্যবহাব, এই ব্যবস্থা বিষয়ে কবিরত্ন মহাশয় যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা ক্রমে আলোচিত হইতেছে।

• কবিরত্ন মহাশয়ের প্রথম আপত্তি এই,—

“মদ্যদিবচন নিদর্শন কবিবা বহুবিবাহ রহিত কবা নিখিরা-
ছেন, তাহাতে যদ্যপি শাস্ত্রাবলম্বন কবিত্তে হয়, তবে শাস্ত্রেব
যথার্থ ব্যাখ্যা করিয়া ব্যবস্থা দিতে হয়। শাস্ত্রাথ গোপন করিয়া
প্রাপ্তিতেই বা অমাথা ব্যাখ্যা করিয়া ব্যবস্থা দেওয়া উচিত নহে,
পাপ হয়। মদ্যদিবচন যে নিদর্শন দেখাইবাছেন, তাহার
ব্যাখ্যা যথার্থ বোধ হইতেছে না।

মদ্যবচন যথা,

গুরুণানুযতঃ স্নাত্বা সমারুতো যথাবিধি ।

উদ্বহেত দ্বিজো ভার্গ্যাং সর্বাং লক্ষণান্বিতান্ ॥

এই বচনে ব্রহ্মচর্য্যানন্তর ব্রাহ্মণাদি দ্বিজ গুরুব অনুমতিক্রমে
অবভূগ স্নান কবিয়া বিধিক্রমে সমারুতন কবিয়া স্নানলক্ষণা সর্বা
কৃত্য বিবাহ কবিবে। সর্বাং লক্ষণান্বিতা এই দুই শব্দ প্রশস্তা-
ভিপ্রায়, নতুবা হীনলক্ষণা কৃত্যব বিবাহ সম্ভব হয় না। তাহাই
পবে বলিয়াছেন এবং পরবচনে প্রশস্তাশব্দ সার্থক হয় না।
তদ্বচনং যথা

সর্বাংগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দানকর্ম্মণি ।

কামতস্ত প্ররুতানামিমাঃ সূ্যঃ ক্রমশোবরাঃ ॥

শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্ত সা চ স্যা চ বিণঃ স্মৃতে ।

তে চ স্যাচৈব রাজশ্চ তাশ্চ স্যাচাগ্রজন্মনঃ ॥

এই ঘটনাদ্বয়ের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, দ্বিজাতির পক্ষে অগ্রে
সবর্ণবিবাহই বিহিত বিবাহই এই অবধারণ ব্যাখ্যায় অসবর্ণ-
বিবাহ অগ্রে বিধি নহে । যদি এই অর্থ হয়, তবে প্রশস্তা শব্দ-
পাদানের প্রয়োজন কি । সবর্ণের দ্বিজাতীনাংগ্রে স্যাদারকর্মণি,
এই পাঠে তদর্থ সিদ্ধি হয় । অতএব ও অর্থ যথার্থ নহে । যথার্থ
ব্যাখ্যা এই, দ্বিজাতীনাংগ্রে দারকর্মণি সবর্ণ স্ত্রী প্রশস্তা স্যাৎ
অসবর্ণা তু অগ্রে দারকর্মণি অপ্ৰশস্তা ন তু প্রতিষিদ্ধা দ্বিজা-
তীনাং সবর্ণাসবর্ণবিবাহস্ত সামান্যতো বিধের্বক্ষ্যমাণত্বাৎ । ব্রাহ্মণ
কন্নিয় বৈশ্যের ব্রহ্মচর্যাশ্রমানস্তর গার্হস্থ্যশ্রমকবণে প্রথমতঃ সবর্ণা
কন্যা বিবাহে প্রশস্তা, অসবর্ণা কন্যা অপ্ৰশস্তা কিন্তু নিষিদ্ধা নহে ;
যে হেতু সবর্ণাসবর্ণে সামান্যতো বিবাহবিধান আছে , প্রশস্তা-
পদগ্রহণে এই অর্থ ও তাৎপর্য্য জানাইয়াছেন” (১) ।

ধর্মশাস্ত্রব্যবসায়ী হইলে, কবিরত্ন মহাশয়, এবংবিধ অসঙ্গত আক্ষালাল
পূর্বক, ঈদৃশ অদ্ভুতর ও অশ্রুতপূর্ব ব্যবস্থা প্রচার করিতেন, এরূপ
বোধ হয় না । ধর্মশাস্ত্রে দৃষ্টি নাই, বহুদর্শন নাই , স্মৃতরাং, মনুস্মৃতি
অর্থবোধ ও তাৎপর্য্যগ্রহ কবিতে পারেন নাই , এজন্যই তিনি আমাদ
অবলম্বিত চিরপ্রচলিত যথার্থ ব্যাখ্যাকে অযথার্থ ব্যাখ্যা বলিয়া,
অবলীলা ক্রমে নির্দেশ করিয়াছেন ।

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মণি ।

দ্বিজাতিদিগের প্রথম বিবাহে সবর্ণা কন্যা প্রশস্তা ।

এই মনুস্মৃতিতে প্রশস্তাপদ প্রযুক্ত আছে । প্রশস্তশব্দ অনেক স্থলে
“উৎকৃষ্ট” এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে , এই অর্থকেই ঐ শব্দের
একমাত্র অর্থ স্থির কবিয়া, কবিরত্ন মহাশয় ব্যবস্থা করিয়াছেন, যখন

দ্বিজাতিদিগের প্রথম বিবাহে সর্বণ্য কন্যা প্রশস্তা বলিয়া নির্দেশ আছে, তখন অসর্বণ্য কন্যা অপ্ৰশস্তা, নিষিদ্ধা নহে । কিন্তু, এই ব্যবস্থা মনুবচনের অর্থ দ্বারাও সমর্থিত নহে, এবং অগ্ৰ্য্য ঋষি-বাক্যেও সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ । মনুবচনের অর্থ এই, “দ্বিজাতিদিগের প্রথম বিবাহে সর্বণ্য কন্যা প্রশস্তা অর্থাৎ বিহিতা” । সর্বণ্য কন্যার বিধান দ্বারা অসর্বণ্য কন্যার নিষেধ অর্থ বশতঃ সিদ্ধ হইতেছে । প্রশস্তাশব্দের এই অর্থ অসিদ্ধ বা অপ্ৰসিদ্ধ নহে ;

অসপিণ্ডা চ যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতৃঃ ।

সা প্রশস্তা দ্বিজাतीनां दावकर्म्मणि मैथुने ॥ ৩ । ৫ ।

যে কন্যা মাতা ও পিতার অসপিণ্ডা ও অসগোত্রা, তাহা কন্যা দ্বিজাতিদিগের বিবাহে প্রশস্তা ।

এই মনুবচনে অসপিণ্ডা ও অসগোত্রা কন্যা বিবাহে প্রশস্তা বলিয়া নির্দেশ আছে । এ স্থলে, প্রশস্তাপদের অর্থ বিহিতা ; অর্থাৎ অসপিণ্ডা ও অসগোত্রা কন্যা বিবাহে বিহিতা । এই বিধান দ্বারা সপিণ্ডা ও সগোত্রা কন্যার বিবাহনিষেধ অর্থ বশতঃ সিদ্ধ হইয়া থাকে । কিন্তু কবিরত্ন মহাশয়ের মত অনুসারে, এই ব্যবস্থা হইতে পারে, যখন অসপিণ্ডা ও অসগোত্রা কন্যা বিবাহে প্রশস্তা বলিয়া নির্দেশ আছে, তখন সপিণ্ডা ও সগোত্রা কন্যা বিবাহে অপ্ৰশস্তা, নিষিদ্ধা নহে । অর্থাৎ সপিণ্ডা ও সগোত্রা কন্যা বিবাহে দোষ নাই । এক্ষণে ব্যবস্থা যে কোনও ক্রমে শ্রদ্ধেয় নহে, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র ।

কিঞ্চ, প্রথম বিবাহে অসর্বণ্যনিষেধ কেবল অর্থ বশতঃ সিদ্ধ নহে , শাস্ত্রে তাহা বিবাহের প্রত্যক্ষ নিষেধও লক্ষিত হইতেছে । যথা,

কলবিট্শূদ্রকন্যাংস্ত ন বিবাহ্য দ্বিজাতিभिः ।

বিবাহ্য ব্রাহ্মণী পশ্যাদ্বিবাহ্যঃ কৃত্তিদেব তু (২) ॥

দ্বিজাতিবা ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রকন্যা বিবাহ করিবেক না ; তাহারা ব্রাহ্মণী অর্থাৎ সর্বণা বিবাহ করিবেক ; গচ্ছাৎ, অর্থাৎ আগ্রে সর্বণা বিবাহ করিষা, স্থলবিশেষে ক্ষত্রিয়াদি কন্যা বিবাহ করিতে পারিবেক ।

দেখ, এ স্থলে আগ্রে সর্বণাবিবাহবিধি ও অসর্বণাবিবাহনিষেধ স্পষ্টা-
ক্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে । আর,

অলাভে কন্যায়াঃ স্নাতকব্রতং চরেৎ অপিবা ক্ষত্রি-
য়ায়াং পুত্রযুৎপাদয়েৎ বৈশ্যায়াং বা শূদ্রায়াঞ্চে-
ত্যেকে (৩) ।

সজাতীয়া কন্যার অপ্রাপ্তি ঘটিলে, স্নাতকব্রতের অনুষ্ঠান অথবা
ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যকন্যা বিবাহ করিবেক । কেহ কেহ শূদ্রকন্যাবিবা-
হেরও অনুমতি দিয়া থাকেন ।

এই শাস্ত্রে সজাতীয়া কন্যার অপ্রাপ্তিস্থলে ক্ষত্রিয়াদিকন্যাবিবাহ
বিহিত হওয়াতে, সজাতীয়া কন্যার প্রাপ্তি সম্ভবিলে প্রথমে অসর্বণা-
বিবাহনিষেধ নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে । এজন্যই নন্দপণ্ডিত,

অথ ব্রাহ্মণস্য বর্ণানুক্রমেণ চতস্রো ভার্য্যা ভবন্তি ১২৪।১।

বর্ণানুক্রমে ব্রাহ্মণের চারি ভার্য্যা হইয়া থাকে ।

এই বিষ্ণুবচনের ব্যাখ্যাস্থলে লিখিয়াছেন,

“তেন ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণীবিবাহঃ প্রথমং ততঃ ক্ষত্রি-
য়াদিবিবাহঃ অন্যথা রাজন্যাপূর্ব্যাণি নিমিত্তপ্রায়-
শ্চিভপ্রসঙ্গঃ” (৪) ।

অতএব, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী বিবাহ প্রথম বর্ত্তব্য, তৎপরে ক্ষত্রিয়াদি
কন্যাবিবাহ, নতুবা, রাজন্যাপূর্বী প্রভৃতিনিমিত্ত প্রাথনিক্ত ঘটে ।

(৩) পবিশবভাষ্য ও বীরাহিত্রোদয়বৃত্ত পৈঙ্গীনসিবেচন ।

(৪) কেশবটৈজস্য়ম্ভী ।

রাজন্যাপূর্বী প্রভৃতি নিমিত্ত প্রারম্ভিত এই,

ব্রাহ্মণো রাজন্যাপূর্বী দ্বাদশরাত্রং চরিত্বা নির্বিশেষে
তাকৈবোপগচ্ছেৎ বৈশ্যাপূর্বী তপ্তকৃচ্ছ্ৰং শূদ্রাপূর্বী
কৃচ্ছ্ৰাতিকৃচ্ছ্ৰম্ (৫) ।

যে ব্রাহ্মণ রাজন্যাপূর্বী অর্থাৎ প্রথমে ক্ষত্রিয়কন্যা বিবাহ করে,
সে দ্বাদশরাত্ররূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, সর্বর্ণার পাণিগ্রহণ পূর্বক,
তাহারই সহিত সহবাস করিবেক, বৈশ্যাপূর্বী হইলে অর্থাৎ প্রথমে
বৈশ্যকন্যা বিবাহ করিলে তপ্তকৃচ্ছ্ৰ, শূদ্রাপূর্বী হইলে অর্থাৎ
প্রথমে শূদ্রকন্যা বিবাহ করিলে কৃচ্ছ্ৰাতিকৃচ্ছ্ৰ প্রায়শ্চিত্ত করিবেক ।

দেখ, প্রথমে অসবর্ণা বিবাহ করিলে, শাস্ত্রকারেরা, প্রায়শ্চিত্ত করিয়া
পুনর্ব্বার সর্বর্ণাবিবাহ ও সর্বর্ণারই সহিত সহবাস করিবার স্পষ্ট বিধি
দিয়াছেন । অতএব, প্রথমে অসবর্ণাবিবাহ অপ্ৰশস্ত, নিষিদ্ধ নহে,
কবিরত্ন মহাশয়ের এই ব্যবস্থা কোনও অংশে শাস্ত্রানুমত বা ত্যায়ানু-
গত বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না ।

দ্বিজাতিদিগের পক্ষে প্রথমে অসবর্ণাবিবাহ অপ্ৰশস্ত, নিষিদ্ধ
নহে, এই ব্যবস্থা প্রদর্শন করিয়া, দৃষ্টান্ত দ্বারা উহাব সমর্থন করিবার
নিমিত্ত, কবিরত্ন মহাশয় কহিতেছেন,

“উদাহরণও আছে । অগস্ত্য মুনি জনকদুহিতা লোপামুদ্রাকে
প্রথমেই বিবাহ কবেন ; ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি দশরথের ঔরস কন্যা
প্রথমেই বিবাহ কবেন । যদি অবিধি হস্ত তবে বেদবহির্ভূত কর্ম
মহর্ষিরা করিতেন না ! এবং জৈগীষব্য ঋষি হিমালয়ের একপর্ণা
নামে কন্যা প্রথমেই বিবাহ কবেন । দেবল ঋষি দ্বিপর্ণা নামে
কন্যাকে বিবাহ কবেন । হিমালয় পর্বত ব্রাহ্মণ নহে । অতএব
অসবর্ণা প্রথম বিবাহে প্রশস্তা নহে নিষিদ্ধাও নহে । ক্ষত্রিয়-

(৫) প্রায়শ্চিত্তবিবেকযুক্ত শাভাতপবচন ।

জাতিও প্রথমে অসবর্ণাবিবাহ করিয়াছেন । যযাতি রাজা শুক্রেব কন্যা দেবজানীকে বিবাহ করেন ” (৬) ।

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, যখন শাস্ত্রে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ নিষেধ দৃষ্ট হইতেছে, তখন কোনও কোনও মহর্ষি প্রথমে অসবর্ণা বিবাহ করিয়াছিলেন, অতএব তাদৃশ বিবাহ নিষিদ্ধ নহে, একরূপ অনুমানসিদ্ধ ব্যবস্থা গ্রাহ্য হইতে পারে না । সে যাহা হউক, কবিরত্ন মহাশয়ের উল্লিখিত একটি উদাহরণ দেখিয়া, আমি চমৎকৃত হইয়াছি । সেই উদাহরণ এই, “ যযাতি রাজা শুক্রেব কন্যা দেবজানীকে বিবাহ করেন ” । যযাতি রাজা কল্লিষ, শুক্রাচার্য্য ব্রাহ্মণ ; যযাতি কল্লিষ হইয়া ব্রাহ্মণকন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন । কি আশ্চর্য্য ! কবিরত্ন মহাশয়ের মতে এ বিবাহও নিষিদ্ধ ও অবৈধ নহে । ইহা, বোধ করি, এ দেশেব সর্বসাধারণ লোকে অবগত আছেন, বিবাহ দ্বিবিধ অনুলোম বিবাহ ও প্রতিলোম বিবাহ । উৎকৃষ্ট বর্ণ নিরুচ্চ বর্ণের কন্যা বিবাহ করিলে, ঐ বিবাহকে অনুলোম বিবাহ, আর, নিরুচ্চ বর্ণ উৎকৃষ্ট বর্ণের কন্যা বিবাহ করিলে, ঐ বিবাহকে প্রতিলোম বিবাহ বলে । স্থল-বিশেষে অনুলোম বিবাহ শাস্ত্রবিহিত , সকল স্থলেই প্রতিলোম বিবাহ সর্বতোভাবে শাস্ত্রনিষিদ্ধ ।

১ । নারদ কহিয়াছেন,

অনুলোমো বর্ণানাং যজ্ঞস্য স বিধিঃ স্মৃতঃ । ১

প্রাতিলোমো যজ্ঞস্য স জ্ঞেয়ো বর্ণসঙ্করঃ (৭) ॥

ব্রাহ্মণদিবর্ণের অনুলোম ক্রমে যে জন্ম, তাহাই বিধি বলিয়া পরিগণিত , প্রতিলোম ক্রমে যে জন্ম তাহাকে বর্ণসঙ্কর বলে ।

২ । ব্যাস কহিয়াছেন,

(৬) বহুবিবাহরাস্ত্যাহিত্যনির্ণয়, ১০ পৃষ্ঠা ।

(৭) নারদসংহিতা, দ্বাদশ বিবাদপদ ।

অধমাত্তম্যাস্তু জাতঃ শূদ্রাধমঃ স্মৃতঃ (৮) ।

নিকৃষ্ট বর্ণ ইহাতে উৎকৃষ্টবর্ণের গৰ্ভজাত সম্ভান শূদ্র অপেক্ষাও
অধম ।

৩। বিষ্ণু কহিয়াছেন,

সমানবর্ণাসু পুত্রাঃ সমানবর্ণা ভবন্তি । ১৬ । ১ ।

অনুলোমাসু মাতৃবর্ণাঃ । ১৬ । ২ ।

প্রতিলোমাসু আখ্যবিগহিতাঃ । ১৬ । ৩ । (৯)

- সর্বগণগৰ্ভজাত পুত্রেরা সর্বগণ অর্থাৎ পিতৃজাতি প্রাপ্ত হয় । ১ ।
অনুলোমবিধানে অসবর্ণগণগৰ্ভজাত পুত্রেরা মাতৃবর্ণ অর্থাৎ মাতৃ-
জাতি প্রাপ্ত হয় । ২ । প্রতিলোমবিধানে অসবর্ণগণগৰ্ভজাত পুত্রেরা
আখ্যবিগহিত অর্থ ৩ ভঙ্গ সমাজে হেয় হয় ।

৪। গৌতম কহিয়াছেন,

প্রতিলোমাস্তু ধর্মহীনঃ (১০) ।

প্রতিলোমজেরা ধর্মহীন; অর্থাৎ ঐতিবিহিত ও স্মৃতিবিহিত
ধর্মে অনধিকারী ।

৫। দেবল কহিয়াছেন,

তেষাং সর্বগজাঃ শ্রেষ্ঠাস্তেভ্যোহিব্রগনুলোমজাঃ ।

অন্তুরালা বহির্বর্ণাঃ প্রথিতাঃ প্রতিলোমজাঃ (১১) ॥

নানাবিধ পুত্রের মধ্যে সর্বগজেরা শ্রেষ্ঠ, অনুলোমজেরা সর্বগজ
অপেক্ষা নিকৃষ্ট, তাহারা অন্তরাল অর্থাৎ পিতৃবর্ণ ও মাতৃবর্ণের
মধ্যবর্তী, আর প্রতিলোমজেরা বহির্বর্ণ অর্থাৎ বর্ণধর্মবিহীন
বলিয়া পরিগণিত ।

(৮) ব্যাসসংহিতা, প্রথম অধ্যায় ।

(৯) বিষ্ণুসংহিতা ।

(১০) গৌতমসংহিতা, ১তম অধ্যায় ।

(১১) পবাসরভাষ্য দ্বিতীয় অধ্যায়স্থত ।

৬। দাশবাচ্য্য কহিয়াছেন,

প্রতিলোম দাস্ত বণবাহুত্ৰাৎ পতিতা অসবণাঃ (১২) ।

প্রতি নামজেরা বাহুযবহিকৃত, অতএব পতিত ৩ অসবণ ।

৭। জাম্বুবাহন কহিয়াছেন,

প্রতিলোমপরিণয়নং সর্বথৈব ন কার্য্যম্ (১৩) ।

প্রতিলোমবিবাহ কদাচ কবিবেদ ন ।

দেখ, নামদপ্রভৃতি প্রতিলোম বিবাহকে স্পষ্টাঙ্গের অবৈধ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । কবিবদ্র মহাশয়ের উদাহৃত ষষাতিদেবজ্ঞানবিবাহ প্রতিলোম বিবাহ হইতেছে । প্রতিলোম বিবাহ যে সর্বত্রোভাবে শাস্ত্রবিগাহিত ও ধর্ম্মবহির্ভূত কর্ম্ম, কবিবদ্র মহাশয়ের সে দোষ নাই, এতদ্ব্যতীত, “সুদ্বিজ্ঞাতো প্রথম অসবর্ণা বিবাহ করিয়াছে”, এং ব্যবস্থা নির্দেশ করিয়া, তাহার প্রাগাণ্যের নিমিত্ত, যদ্যপি প্রদর্শন-জ্ঞানবিবাহ উদাহরণস্থলে বিব্রান্ত করিয়াছেন ।

কবিবদ্র মহাশয়, পূর্বিদিগের প্রাথমিক অসবর্ণবিবাহের কাতপয উদাহরণ প্রদান করিয়া, লিখিয়াছেন, “বদি অদ্যাব ইহিত তবে বেদবহির্ভূত কর্ম্ম মহমিব” কবিতেন না । ইহার তাৎপর্য্য এই, মহাবিদ্যা শাস্ত্রাচলনী ও শবম ধাম্মিক ছিলেন, সুতরাং, তাঁহারা অবৈধ আচরণে প্রসূত হইবেন, হহা, সম্ভব নহে । যখন, তাঁহারা প্রথমে অসবর্ণা বিবাহ করিয়াছেন, তখন তাহা কোনও ক্রমে অবৈধ নহে । এ বিবরণ সত্য্য এই যে, মহামিরা বা অন্যান্য মহৎ ব্যক্তির অবৈধ কর্ম্ম, কার্য্যে প্রদর্শন না, অথবা করেন নাই, হহা নিববাজ্জিন্ন অণোর ও অনভিজ্ঞের কথা । যখন ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রথমে অসবর্ণবিবাহ

(১২) পদ্যসংগ্রহ, দ্বিতীয় অধ্যায় ।

(১৩) দ্যবদ্যুত ।

সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ দৃষ্ট হইতেছে, এবং যখন প্রতিলোম বিবাহ সর্বতো-
ভাবে শাস্ত্রবাহিত্ত ও ধর্মবিগর্হিত ব্যবহাৰ বলিয়া পরিগণিত
হইরাছে, তখন কোনও কোনও ঋষি প্রথমে অসবর্ণা বিবাহ, অথবা
কোনও রাজা প্রতিলোম বিবাহ করিয়াছিলেন, অতএব তাহা অবৈধ
নহে, বাঁহাৰ ধর্মশাস্ত্রে সামান্যরূপে দৃষ্টি ও অবিকার আছে, তাদৃশ
ব্যক্তিও কদাচ দৈদৃশ অসঙ্গত নির্দেশ করিতে পারেন না ।

বোধায়ন কহিয়াছেন,

• অনুরতন্ত যদেবৈবমুন্নিভিসদনুষ্ঠিতম্ ।

নানুষ্ঠেয়ং মনুব্যস্ততুজ্ঞং কৰ্ম নদ্যচরেৎ । ১৪ ।

দেবগণ ও মুনিগণ যে সকল কর্ম করিয়াছেন, মনুষ্যের পক্ষে
তাঁহা বরং কর্তব্য নহে, তাঁহারা শাস্ত্রোক্ত কর্মই করিবক ।

ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, দেবতারা ও মুনিরা একপা অনেক
কর্ম করিয়াছেন, যে তাহা মনুষ্যের পক্ষে কোনও মতে কর্তব্য নহে,
এজন্য মনুষ্যের পক্ষে শাস্ত্রোক্ত কর্মের অনুষ্ঠানই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে ।

আপস্তম্ব কহিয়াছেন,

দৃষ্টৌ ধর্মব চিক্রমঃ সাংস্কৃৎ মহতাম্ । ১। ৬। ১৩।

ত্রেয়াং তেজোনির্দেশেণ প্রত্যাবায়ো ন বিদ্যতে । ২। ৬। ১৩।

ত দ্বীক্ষ্য প্রযুক্তানঃ শীদত্যবঃ । ২। ৬। ১৩। ১০।

নহি লোকদিগের ধর্মরাজ্য ও অবৈধ আচরণ দেখিতে পাওয়া
যায় । তাঁহারা তেজোমান, তাঁহাতে তাঁহাদের প্রত্যায় নাই ।
সাধারণ লোকে, ওদর্শনে তদনুগতী হইয়া চলিলে, একদা উৎ-
সন্ন হয় ।

ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, পূর্বকালীন মহৎ লোকে অবৈধ
আচরণে দূষিত হইতেন । তবে তাঁহারা তেজোমান ছিলেন, এজন্য

অবৈধ আচরণ নিবন্ধন প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতেন না। এক্ষণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, “যদি অবৈধ হইত তবে বেদবাহিত্ত কৰ্ম মহর্ষিরা করিতেন না”, কবিরত্ন মহাশয়ের এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত হইতে পারে কি না। যদি মহর্ষিরা অবৈধ কৰ্মের অনুষ্ঠান না করিতেন, তবে “মুনিগণ যে সকল কৰ্ম করিয়াছেন, মনুষ্যের পক্ষে তাহা কর্তব্য নহে”, বোধায়ন নিজে মহর্ষি হইয়া এক্রপ নিষেধ করিলেন কেন, আব, মহর্ষি আপত্ত্ত্বই বা, মহৎ লোকের অবৈধ আচরণ নির্দেশ পূৰ্ব্বক, “তদর্শনে তদনুবর্তী হইয়া চলিলে, এককালে উৎসন্ন হয়”, এক্রপ দোষকীৰ্ত্তন করিলেন কেন।

কবিরত্ন মহাশয়ের দ্বিতীয় আপত্ত্ত্ব এই,—

“তর্হি কিং সৰ্বা অসবর্ণা অণে দারকৰ্ম্মণি তুল্যং বিজাতীনাম-
প্রশস্তা ইত্যত আহ

কামতস্ত প্রবর্তানামিমাঃ সূ্যঃ ক্রমশোবরাঃ ।

বিজাতীর সকল অসবর্ণা প্রথম বিবাহে তুল্য অপ্রশস্তা নহে কিন্তু কামতঃ অর্থাৎ ইচ্ছাক্রমে প্রথম বিবাহে প্রবৃত্ত দ্বিজাতির এই ক্রমে শ্রেষ্ঠ। বৈশ্যের শূদ্রা স্ত্রী অপেক্ষা বৈশ্যা স্ত্রী শ্রেষ্ঠা। ক্ষত্রিয়ের শূদ্রা অপেক্ষা বৈশ্যা বৈশ্যা অপেক্ষা ক্ষত্রিয়া শ্রেষ্ঠা। ব্রাহ্মণের শূদ্রা অপেক্ষা বৈশ্যা বৈশ্যা অপেক্ষা ক্ষত্রিয়া ক্ষত্রিয়া অপেক্ষা ব্রাহ্মণী ভাষ্যা শ্রেষ্ঠা। কামতঃ এই শব্দ প্রযোগ থাকাতে যে কাম্য বিবাহ এমন নহে” (১৫)।

কবিরত্ন মহাশয় ধর্মশাস্ত্রব্যবসায়ী নহেন, সুতরাং মনুসম্মত প্রকৃত পাঠ ও প্রকৃত অর্থ অবগত নহেন। জীমূতবান্মপ্রণীত দায়ভাগ, মাধবাচার্য্যপ্রণীত পবাসবভাষ্য, মিত্রমিশ্রপ্রণীত বীর-মিত্রোদয়, বিষ্ণেশ্বর ভট্টপ্রণীত মদনপাবিজাত প্রভৃতি গ্রন্থে দৃষ্টি

থাকিলে, বচনের প্রকৃত পাঠ জানিতে পারিতেন এবং তাহা হইলে, বচনের প্রকৃত অর্থও অবগত হইতে পারিতেন । মনুবচনের যে ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহার সম্পূর্ণ কপোলকম্পিত, আব, বচনে “কামতঃ এই শব্দের প্রয়োগ থাকাতে যে কাম্য বিবাহ এমন নহে”, এই যে তাৎপর্য্যব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও সম্পূর্ণ কপোলকম্পিত । তর্কবাচস্পতিপ্রকরণের প্রথম পরিচ্ছেদে এই বিষয় সবিস্তর আলোচিত হইয়াছে (১৬), ঐ অংশে নেত্রসঞ্চারণ করিলে, কবিরত্ন মহাশয় মনুবচনের প্রকৃত পাঠ ও প্রকৃত অর্থ অবগত হইতে পারিবেন ।

কবিরত্ন মহাশয়ের তৃতীয় আপত্তি এই,—

“স্বমত স্থাপনার্থে অপর এক অশ্রুত কথা লিখিয়াছেন
বিবাহ ত্রিবিধ নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য । নিত্য বিবাহ কি প্রকার
বুঝিতে পারিলাম না” (১৭) ।

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, ধর্মশাস্ত্রে দৃষ্টি ও অধিকার নাই, এজ্ঞা, কবিরত্ন মহাশয় নিত্য বিবাহ কি প্রকার তাহা বুঝিতে পারেন নাই ।

“নিত্যকর্মজ্ঞাপনার্থে যাহা লিখিয়াছেন । যথা

নিত্যং নদা যাবদায়ুর্ন কদাচিদতিক্রমেৎ ।

উপেত্যাতিক্রমে দোষশ্রুতেরত্যাগচোদনাৎ ।

ফলশ্রুতের্বীপ্সয়া চ তল্লিত্যমিতি কীর্তিতম্ ॥ ইতি

সে সকল নিত্যাদিপদপ্রয়োগও বিবাহবিধানবচনে দেখি না (১৮) ।”

ধর্মশাস্ত্রে দৃষ্টি ও অধিকার থাকিলে, কবিরত্ন মহাশয় দেখিতে পাইতেন, তাঁহার উল্লিখিত কাবিকায় নিত্যত্বসাধক যে আটটি হেতু

(১৬) এই পুস্তকের ১২৩ পৃষ্ঠা হইতে ১৩৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দেখা

(১৭) বহুবিবাহবাহিত্যাবাহিত্যনির্ণয়, ১৫ পৃষ্ঠা ।

(১৮) বহুবিবাহবাহিত্যাবাহিত্যনির্ণয়, ১৫ পৃষ্ঠা ।

নিরূপিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কলশ্রুতিবিবাহকণ হেতু যাবতীয় বিবাহ-
বিধানবচনে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে, (১৯) ।

“তবে দোষশ্রুতি প্রযুক্ত নিত্য বলিবেন, তাহাই দোষ-
শ্রবণের বচন দর্শিত হইয়াছে, যথা অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেতু দিনমেক-
মপি দ্বিজ ইত্যাদি কিন্তু সে বচনে দোষশ্রুতি নাই কারণ সে
বচনে প্রায়শ্চিত্তীয়তে এই পদপ্রয়োগ আছে তাহাব অর্থ
প্রায়শ্চিত্তীবাচরতি প্রায়শ্চিত্তবান্ পুরুষেব ন্যায় আচরণ
করিতেছেন এ অর্থে প্রায়শ্চিত্তির্হ দোষ স্থায়ি বলেন নাই যদি
দোষ হইত তবে প্রায়শ্চিত্তঃ সমাচরণঃ এই বিধি কথিয়া
লিখিতেন” (২০) ।

অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেতু দিনমেকমপি দ্বিজঃ ।

আশ্রমেণ বিনা তিষ্ঠন্ “প্রায়শ্চিত্তীয়তে” ইতি ৯ ॥

দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণ আশ্রমবিনীত
হইয়া এক দিনও থাকিবক না ; বিনা আশ্রমে অবস্থিত হইলে
পাতকগ্রস্ত হয় ।

এই দশবচনে যে “প্রায়শ্চিত্তীয়তে” এই পদ আছে, তাহাব অর্থ
“প্রায়শ্চিত্তির্হ দোষভাগী হয়,” অর্থাৎ এ কণ দোষ জন্মিলে তজ্জন্য
প্রায়শ্চিত্ত কৰা আবশ্যক । অতএব, উপরি দর্শিত বচনব্যতীত এ
পাদব অথ “পাতকগ্রস্ত হয়” ইহা লিখিত হইয়াছে । বিনা আশ্রমে
অবস্থিত হইলে প্রায়শ্চিত্তির্হ দোষভাগী হয়, এ কথা বলাতে,
আশ্রমেব অনবস্থানে স্পষ্ট দোষশ্রুতি লঙ্ঘিত হইতেছে, সুতরাং
আশ্রমাবলম্বন নিত্য কর্ম । কিন্তু, কবিবর মহাশয়ের মতে “প্রায়-
শ্চিত্তীয়তে” এই পদ প্রায়শ্চিত্তির্হ দোষবোধক নহে, ‘প্রায়শ্চিত্তী
ইব আচরতি, প্রায়শ্চিত্তবান্ পুরুষেব ন্যায় আচরণ করিতেছেন,”

(১৯) এই পুস্তকের ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭১ ১৭২ পৃষ্ঠা দেখ ।

(২০) বহুবিবাহরীকিত্যরাহিত্যনির্ণয়, ১৬ পৃষ্ঠা ।

তাহার বিবেচনার ইহাই “প্রায়শ্চিত্তীয়তে” এই পদেব অর্থ : “প্রায়শ্চিত্তির্হ দোষভাগী হ্য” এরূপ অর্থ অভিপ্রেত হইলে, মহর্ষি “প্রায়শ্চিত্তং সমাচবেৎ” “প্রায়শ্চিত্ত করিবেক” এরূপ লিখিতেন । শুনিতে পাই, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের দ্বাৰা, কবিরত্ন মহাশয়েরও ব্যাকরণ শাস্ত্রে বিলক্ষণ বিদ্যা আছে, এজন্ত। তাহার দ্বাৰা, ইনিও, ব্যাকরণের সহায়তা লইয়া, ধর্মশাস্ত্রের ঐবাস্তব প্রবৃত্ত হইয়াছেন । প্রথমতঃ প্রায়শ্চিত্তির্হ দোষভাগী পুরুষের ন্যায় আচরণ কবে, এ কথা বলিলে দোষশ্রুতি নিদ্ধ হয় না, এরূপ নহে । যেহেতু ধর্ম কবিলে প্রায়শ্চিত্ত কবিত হইবে, যে ব্যক্তি সেধে ধর্ম কবে, তাহাকে প্রায়শ্চিত্তির্হ দোষভাগী বলে, কোনও ব্যক্তি এরূপ ধর্ম কবিবাছে যে তজ্জন্ত সে প্রায়শ্চিত্তির্হ দোষভাগীর তুল্য হইয়াছে, এরূপ নির্দেশ কবিলে, সে ব্যক্তির পক্ষে দোষশ্রুতি নিদ্ধ হয় না, বোধ কবি, তাহা কবিরত্ন মহাশয় ভিন্ন অন্যের বুদ্ধিপথে আসিতে পারে না । দ্বিতীয়তঃ, প্রচলিত ব্যাকরণের নিয়মভূবত্তী হইয়া, বিবেচনা করিতে গেলে, যদি “প্রায়শ্চিত্তীয়তে” এই পদ দ্বারা “প্রায়শ্চিত্তির্হ দোষভাগীর তুল্য” এরূপ অর্থই প্রতিপন্ন হয় হউক, কিন্তু ঋষিবা, সচবাচন। “প্রায়শ্চিত্তির্হ দোষভাগী হ্য” এই অর্থই এই পদেব প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন, বধা,

১। অকুর্ক্বন্ বিহিতং ধর্ম নিন্দিতঞ্চ সমাচরন্ ।

প্রসঙ্গঃশ্চেন্দ্রিয়াথেষু প্রায়শ্চিত্তীয়তে নঃ ॥১১।৪৪।(২১)

বিহিত ধর্ম ত্যাগ ও নিষিদ্ধ কর্মের অনুষ্ঠান কবিলে, এবং

ই দ্বয় সেবার অতিশয় আসক্ত হইলে, মনস্ব “প্রায়শ্চিত্তীয়তে” ।

এ স্থলে কবিরত্ন মহাশয় কি ‘প্রায়শ্চিত্তীয়তে’ এই পদেব “প্রায়শ্চিত্তির্হ দোষভাগী হ্য” এরূপ অর্থ বাস্তবন না । যে ব্যক্তি বিহিত

কর্ম ত্যাগ কবে ও নিষিদ্ধ কর্মের অনুষ্ঠানে রত হয়, সে প্রায়-
শ্চিত্তার্থ দোষভাগী অর্থাৎ তজ্জন্ম তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়,
ইহা, বোধ করি, কবিরত্ন মহাশয়কে অগত্যা স্বীকার করিতে হইতেছে;
কারণ, বিহিতবর্জন ও নিষিদ্ধসেবন এই দুই কথাতেই বাবতীয় পাপ-
জনক কর্ম অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে ।

২ । শূদ্রাং শয়নমারোপ্য ব্রাহ্মণো যাতাধোগতিম্ ।

প্রায়শ্চিত্তীয়তে চাপি বিধিদৃষ্টেন কর্মণা (২২) ॥

ব্রাহ্মণ শূদ্রা বিবাহ কবিতা অধোগতি প্রাপ্ত হয় ; এবং শাস্ত্রোক্ত
বিধি অনুসারে, “প্রায়শ্চিত্তীয়তে” ।

৩ । যন্তু পত্ন্যা সমং রাগান্মৈথুনং কামতশ্চরেৎ ।

তদব্রতং তস্ম লুপ্যেত প্রায়শ্চিত্তীয়তে দ্বিজঃ (২৩) ॥

যে দ্বিজ, বানপ্রস্থ অবস্থায়, বাগ ও কাম বশতঃ ক্তিসম্বোগ
কবে, তাহাব ব্রতলোপ হ', সে ব্যক্তি “প্রায়শ্চিত্তীয়তে” ।

এই দুই স্থলেও, বোধ করি, কবিরত্ন মহাশয়কে স্বীকার করিতে
হইতেছে, “প্রায়শ্চিত্তীয়তে” এই পদ “প্রায়শ্চিত্তার্থ দোষভাগী হয়,”
এই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । বোধ হয়, ইহাতেও কবিরত্ন মহাশয়ের
পারিতোষ জন্মিবেক না ; এজন্য, এ বিষয়ে স্পষ্টতর প্রমাণান্তর
প্রদর্শিত হইতেছে ।

অনাশ্রমী সংবৎসরং প্রাজাপতাং কৃচ্ছ্রং চরিয়া
আশ্রমমুপেয়াৎ দ্বিতীয়েত্কৃচ্ছ্রং তৃতীয়ে কৃচ্ছ্রাতি-
কৃচ্ছ্রম্ অত উর্দ্ধং চান্দ্রায়ণম্ (২৪) ।

(২২) মহাভারত. অনুশাসনপর্ব, ৪৭ অধ্যায় ।

(২৩) পরাশরভাষ্যযুক্ত কূর্মপুর্বাণ ।

(২৪) নিতাকর। প্রায়শ্চিত্তাধ্যায়স্থত কারীতবচন ।

যে ব্যক্তিসংবৎসরকাল আশ্রমবিহীন হইয়া থাকে, সে প্রাজ্ঞাপত্য কৃষ্ণু প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, আশ্রম অবলম্বন করিবেক ; দ্বিতীয় বৎসর অতিকৃষ্ণু, তৃতীয় বৎসরে কৃষ্ণাতিকৃষ্ণু, তৎপরে চাক্ষাশ্রম করিবেক ।

এই শাস্ত্রে এক বৎসর, দুই বৎসর, তিন বৎসর, অথবা তদপেক্ষা অধিক কাল বিনা আশ্রমে অবস্থিত হইলে, পৃথক্ পৃথক্ প্রায়শ্চিত্ত, ও প্রায়শ্চিত্তেব পর আশ্রমাবলম্বন, অতি স্পষ্টোক্তরে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, সুতরাং আশ্রমবিহীন ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্তার্থ দোষভাগী হয়, সে বিষয়ে সংশয় বা আপত্তি করিবার আর পথ থাকিতেছে না ।

ঐতএব, যদিও কবিরত্ন মহাশয়ের অধীত ব্যাকরণ অনুসারে অন্যবিধ অর্থ প্রতিপন্ন হয়, কিন্তু, হাবীতবচনের সহিত একবাক্যতা কবিয়া, দক্ষবচনস্থিত “প্রায়শ্চিত্তীয়তে” এই পদের “প্রায়শ্চিত্তার্থ দোষভাগী হয়”, এই অর্থই স্বীকার করিতে হইতেছে । বস্তুতঃ, ঐ পদের ঐ অর্থই প্রকৃত অর্থ । বৈয়াকরণকেশরী কবিরত্ন মহাশয়ের ধর্মশাস্ত্রে দৃষ্টি নাই, বহুদর্শন নাই, তত্ত্বনির্ণয়ে প্রবৃত্তি নাই, কেবল কুতর্ক অবলম্বন পূর্বক প্রস্তাবিত বিষয়ে প্রতিবাদ করাই প্রকৃত উদ্দেশ্য ; এই সমস্ত কারণে প্রকৃত অর্থও অপ্রকৃত বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে ।

যাহা হউক, এখানে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, বিনা আশ্রমে অবস্থিত হইলে, পাপম্পর্শ হয় কি না, এবং সেই পাপ বিমোচনের নিমিত্ত, প্রায়শ্চিত্ত করা আবশ্যিক কি না ; আর, অপকৃপাত হৃদয়ে বিচার করিয়া বলুন, “বিনা আশ্রমে অবস্থিত হইলে প্রায়শ্চিত্তীয়তে” এ স্থলে “প্রায়শ্চিত্তার্থ দোষ ঋষি বলেন নাই”, এই তাৎপর্য্যব্যাখ্যা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতামূলক, কবিরত্ন মহাশয়ের ইহা স্বীকার করা উচিত কি না ।

“এই শাস্ত্রার্থপ্রযুক্ত পূর্ব পূর্ব কালে অনেক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যেরা সমাবর্তন করিয়াও বিবাহ না করিয়া স্নাতক হইয়া থাকিতেন তাছাৎ নিদর্শন পরাশর ও ব্যাস ঋষ্যশৃঙ্গের পিতা

বিবাহ করেন নাই এবং বাসপুত্র শকেরচারি পুত্র হরি কৃষ্ণপ্রভু
গৌর তাঁহারাও বিবাহ করেন নাই ঐ পর্য্যন্ত বংশিষ্ঠবংশ সমাপ্ত
এবং সুধিষ্ঠিব যুববাজ হইয়া বতদিন পরে জতুগৃহদাহে পলায়ন
করিয়া চতুর্দশ বর্ষ পরে দ্রৌপদীকে বিবাহ করেন এই সকল
অনাশ্রমে দোষাভাব দেখিতেছি যদি দোষ থাকিত তবে সে
সকল মহাত্মা ধার্মিক লোকে বিবাহ না করিয়া কালক্ষেপণ
করিতেন না” (২৫) ।

আশ্রম অবলম্বন না করিলে দোষ হয় না, দম্ববচনের এই অর্থ স্থির
করিয়া, অবলম্বিত অর্থের প্রামাণ্যার্থে, কবিরত্ন মহাশয়, যে সকল
ঋষি ও রাজা বিবাহ করেন নাই, তন্মধ্যে কতকগুলি নাম কীর্ত্তন
করিয়াছেন, এবং কহিয়াছেন, “এই সকল অনাশ্রমে দোষাভাব
দেখিতেছি, যদি দোষ থাকিত তবে সে সকল মহাত্মা ধার্মিক লোকে
বিবাহ না করিয়া কালক্ষেপণ করিতেন না” । ইতি পূর্বে দর্শিত
হইয়াছে, কবিরত্ন মহাশয়, দম্ববচনের ব্যাখ্যা করিয়া, বিনা আশ্রমে
অবস্থিত হইলে দোষ নাই, এই যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ
ভ্রান্তিমূলক । তৎপূর্বে ইহাও দর্শিত হইয়াছে, পূর্বকালীন মহৎ
লোকে অর্থেব আচরণে দূষিত হইতেন, তবে তাঁহারা তেজীয়াব
ছিলেন, এজন্য অর্থেব আচরণ নিবন্ধন প্রত্যবায়প্রস্তু হইতেন না ।
অতএব, যখন পূর্বদর্শিত শাস্ত্রসমূহ দ্বারা ইহা নির্দিষ্টবাদে প্রতিপাদিত
হইতেছে যে আশ্রমবিহীন হইয়া থাকা অর্থেব ও পাতকজনক কর্ম,
তখন, পূর্বকালীন কোনও কোনও মহৎ লোকের আচার দর্শনে,
আশ্রমের অনবলম্বনে দোষস্পর্শ হয় না, এরূপ সিদ্ধান্ত করা স্বীকৃত অন-
ভিজ্ঞতার পবিচয়প্রদান মাত্র । বোধ হয়, কবিরত্ন মহাশয়, কথকদিগের
মুখে পৌরাণিক কথা শুনিয়া, যে সংস্কার করিয়া রাখিয়াছেন, সেই

সংস্কারের বশবর্তী হইয়াই, এই অদ্ভুত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । যে ব্যক্তি নিজে শাস্ত্রজ্ঞ, তাঁহার মুখ হইতে এরূপ অপূৰ্ণ সিদ্ধান্তবাক্য নির্গত হওয়া সম্ভব নহে । কোনও সম্পন্ন ব্যক্তির বাটীতে মহাভারতের কথা হইয়াছিল । কথা সমাপ্ত হইবার কিঞ্চিৎ কাল পরেই, বাটীর কর্তা জানিতে পারিলেন, তাঁহার গৃহিণী ও পুত্রবধূ ব্যভিচারদোষে দূষিতা হইয়াছেন । তিনি সাতিশয় কুপিত হইয়া, তিবস্কাব করিতে আরম্ভ করিলে, গৃহিণী উত্তব দিলেন, আমি কুন্তী ঠাকুবাণীব, পুত্রবধূ উত্তব দিলেন, আমি দ্রৌপদী ঠাকুবাণীব, দৃষ্টান্ত দেখিয়া চলিষাছি । যদি বহুপুৰুষসন্তোগে দোষ থাকিত, তাহা হইলে ঐ দুই পুণ্যশীলা প্রাতঃ-স্মরণীয়া রাজমহিষী তাহা কবিতেন না । তাঁহাবা প্রত্যেকে পঞ্চপুৰুষে উপগতা হইয়াছিলেন, আমরা তাহার অতিবিক্ত করি নাই । বাটীর কর্তা, গৃহিণী ও পুত্রবধূ উত্তববাক্য শ্রবণ করিয়া, যেমন আপ্যায়িত হইয়াছিলেন ; আসবাত, কবিরত্ন মহাশয্যেব পূৰ্ণোক্ত সিদ্ধান্তবাক্য শ্রবণ কবিয়া, তদনুসং আপ্যায়িত হইয়াছি । শাস্ত্র দেখিয়া, তাহার অর্থগ্রহ ও তাৎপর্যনির্ণয় করিয়া, মীমাংসা করা স্বতন্ত্র ; আর, শাস্ত্রে কোন বিষয়ে কি বিধি ও কি নিষেধ আছে তাহা না জানিয়া, পুৰাণেব কাহিনী শুনিয়া, তদনুসারে মীমাংসা করা স্বতন্ত্র ।

“তাহাতেও যদি দোষশ্রুতি বলেন তবে সে অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেদিত্যাদি বচন সাংগিক দ্বিজেব প্রকরণে নিবন্ধি দ্বিজ বিষয় নহে যদি এক্ষণে ঐ বচন নিবন্ধি বিষয় কেহ লিখিয়া থাকেন তিনি ঐ ঋষিব মূলসংহিতা না দেখিয়া লিখিয়াছেন” (২৬) ।

যদি কেহ উল্লিখিত দক্ষবচনকে নিরপ্তিদ্ধিজবিষয় বলিয়া ব্যবস্থা কবিয়া থাকেন, তিনি ঋষির মূলসংহিতা দেখেন নাই, কবিরত্ন মহাশয্যেব কি সাহসে ঐদৃশ অসঙ্গত নির্দেশ করিলেন, বলিতে পারা যায় না ।

তিনি নিজে মূলসংহিতা দেখিয়া ব্যবস্থা স্থির করিয়াছেন, তাহার কোনও লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে না ; কারণ, মূলসংহিতায় এরূপ কিছুই উপলব্ধ হইতেছে না যে, ঐ বচনকে নিবন্ধিবিষয় বলিয়া ব্যবস্থা করিলে, ত্রায়াভুগত হইতে পারে না । কবিরত্ন মহাশয় কি প্রমাণ অবলম্বন করিয়া এরূপ লিখিয়াছেন, তাহা প্রদর্শন করা উচিত ও আবশ্যিক ছিল । ফলকথা এই, দক্ষসংহিতায় আশ্রম বিষয়ে যে ব্যবস্থা আছে, তাহা সর্বসাধারণ দ্বিজাতির পক্ষে ; তাহাতে সাগ্নিক ও নিরগ্নি বলিয়া কোনও বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায় না । যখন আশ্রমের অবলম্বনে দোষত্রুটি সিদ্ধ হইতেছে, তখন ঐ বচন উভয় পক্ষেই সমভাবে ব্যবস্থাপিত হওয়া উচিত ও আবশ্যিক । যথা,

১ । স্বীকরোতি যদা বেদং চরেদ্বৈদব্রতানি চ ।

ব্রহ্মচারী ভবেতাবদুর্ল্লং স্নাতো ভবেদগৃহী ॥

যত দিন বেদাধ্যয়ন ও আনুষ্ঠানিক ব্রতচরণ করে, তত দিন ব্রহ্মচারী, তৎপরে সমাবর্তন করিয়া গৃহস্থ হয় ।

২ । দ্বিবিধো ব্রহ্মচারী তু স্মৃতঃ শাস্ত্রে মনীষিভিঃ ।

উপকুর্বাণকস্বাদ্যো দ্বিতীয়ো নৈষ্ঠিকঃ স্মৃতঃ ॥

পণ্ডিতেরা শাস্ত্রে দ্বিবিধ ব্রহ্মচারী নির্দেশ করিয়াছেন, প্রথম উপকুর্বাণ, দ্বিতীয় নৈষ্ঠিক ।

৩ । যো গৃহাশ্রমস্থায় ব্রহ্মচারী ভবেৎ পুনঃ ।

ন যতিন বনশ্শচ সৰ্ব্বাশ্রমবিবর্জিতঃ ॥

যে ব্যক্তি গৃহাশ্রম অবলম্বন করিয়া পুনরায় ব্রহ্মচারী হন, যতি অথবা বানপ্রস্থ না হয়, সে সকল আশ্রমে বর্জিত ।

৪ । অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেভু দিনমেকমপি দ্বিজঃ ।

আশ্রমেণ বিনা তিষ্ঠন্তু প্রায়শ্চিত্তীয়তে হি সঃ ॥

দ্বিজ আশ্রমবিহীন হইয়া এক দিনও থাকিবেক না, বিনা
আশ্রমে অবস্থিত হইলে, পাতকগ্রস্ত হয় ।

৫। জপে হোমে তথা দানে স্বাধ্যায়ে চ রতস্তু যঃ ।

নাসৌ তৎফলমাপ্নোতি কুর্বাণোহপ্যাশ্রমচ্যুতঃ ॥

আশ্রমচ্যুত হইয়া জপ, হোম, দান, অথবা বেদাধ্যয়ন করিলে
ফলভাগী হয় না ।

৬। এতেষামানুলোম্যং স্মাৎ প্রাতিলোম্যং ন বিদ্যতে ।

প্রাতিলোম্যেন যো যাতি ন তস্মাৎ পাপকৃৎমঃ ॥

এই সকল আশ্রমের অবলম্বন অনুলোম ক্রমে বিহিত, প্রাতিলোম
ক্রমে নহে, যে প্রাতিলোম ক্রমে চলে, তাহা অপেক্ষা অধিক পাপাত্মা
আর নাই ।

৭। মেখলাঙ্গিনদণ্ডেন ব্রহ্মচারী তু লক্ষ্যতে ।

গৃহস্থো দেবযজ্ঞাদৈর্নখলোয়া বনাশ্রিতঃ ॥

দ্বিদণ্ডেন যতিশ্চৈব লক্ষণানি পৃথক্ পৃথক্ ।

যস্মৈতল্লক্ষণং নাস্তি প্রায়শ্চিত্তী ন চাশ্রমী (২৭) ॥

মেখলা, অঙ্গিন ও দণ্ড ব্রহ্মচারীর লক্ষণ ; দেবযজ্ঞ প্রভৃতি গৃহস্থের
লক্ষণ ; নখলোমপ্রভৃতি বানপ্রস্থের লক্ষণ, দ্বিদণ্ড যতির লক্ষণ,
এক এক আশ্রমের এই সকল পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ ; যাহার এ লক্ষণ
নাই, সে ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্তী ও আশ্রমজর্ক ।

আশ্রম বিষয়ে মহর্ষি দক্ষ যে সকল বিধি ও নিষেধ কীর্তন করিয়াছেন,
সে সমুদয় প্রদর্শিত হইল । তিনি এ বিষয়ে ইহার অতিরিক্ত কিছুই
বলেন নাই । এক্ষণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, এই কয়
বচনে যে ব্যবস্থা আছে, তাহা সর্বসাধারণ দ্বিজাতির পক্ষে সম ভাবে
বর্ত্তিতে পারে না, মূলসংহিতায় এরূপ কোনও কথা লক্ষিত হইতেছে

কি না ; দক্ষোক্ত আশ্রমব্যবস্থা সাগ্নিক দ্বিজাতির পক্ষে, নিরগ্নি দ্বিজা-
তিব পক্ষে নহে, এই ব্যবস্থা কবিরত্ন মহাশয়ের কপোলকম্পিত
কি না, আব, “ যদি এক্ষণে ঐ বচন নিরগ্নিবিষয় কেহ লিখিয়া
থাকেন তিনি ঐ শব্দের মূলসংহিতা না দেখিয়া লিখিয়াছেন”, তদীয়
এতাদৃশ উদ্ধৃত নির্দেশ নিতান্ত নিরুল অথবা নিতান্ত অনভিজ্ঞতা-
মূলক বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত কি না ।

“সাগ্নিক ব্যক্তির স্ত্রীর যদি পূর্বে মৃত্যু হয় তবে তাহাব সেই
স্ত্রীকে ঐ অগ্নিহোত্র সহিত সেই অগ্নিতে দাহন করিতে হয় তবে
তিনি তখন অগ্নিহোত্র রহিত হইয়া ক্ষণমাত্র থাকিবেন না কাবণ
নিত্যক্রিয়া লোপ হয় অতএব দ্বিতীয় বিবাহ করিয়া অগ্নিগ্রহণ
করবেন এক দিবসও অনাশ্রমী থাকিবেন না এই অভিপ্রায়ে ঐ
বচন লিখিয়াছেন । যদি নিবগ্নিবিষয়েও বলেন তবে দিনমেকং
ন তিষ্ঠেৎ ইহা সঙ্গত হয় না কারণ নিরগ্নি দ্বিজের দশাহ দ্বাদ-
শাহ পক্ষাশৌচ । অশৌচ মধ্যে দ্বিতীয় বিবাহ কি প্রকারে
বিধি হইতে পাবে কাবণ দিনমেকং ন তিষ্ঠেতু এই বচন নিবগ্নির
পক্ষে সঙ্গত হয় না সাগ্নিক পক্ষে উত্তম সাগ্নিক অভিপ্রায়ে এই
বচন কাবণ অগ্নিবেদ উভয়বিত্ত দ্বিজের সত্ত্বাশৌচ অতএব
দিনমেকং ন তিষ্ঠেতু এই বচন সঙ্গত হয় কাবণ সেই বেদাগ্নি
যুক্ত ব্যক্তি সেই স্ত্রীকে দাহন করিয়া স্নান করিলে শুদ্ধ হয়
পরে বিবাহ কবিত্তে পারে প্রমাণ পবাসব সংহিতার বচন ।

একাহাচ্চুধাতে বিপ্রো যোঃগ্নিবেদনমস্মিতঃ ।

ত্ৰাহাৎ কেবলবেনস্ত দ্বিহীনো দর্শভিদিনৈঃ” (২৮)

যে দ্বিজ, বৈবাহিক অগ্নি রক্ষা করিয়া, প্রতিদিন তাহাতে বথানিয়মে
হোম করে এবং মৃত্যু হইলে সেই অগ্নিতে যাহার দাহ হয়, তাহাকে
সাগ্নিক বলে ; আব যে ব্যক্তির তাহা না ঘটে, তাহাকে নিরগ্নি

বলে , অর্থাৎ বাহার বৈবাহিক অগ্নি রক্ষিত থাকে, সে সাগ্নিক , আর, বাহার বৈবাহিক অগ্নি রক্ষিত না থাকে, সে নিবগ্নি । বিবাহ-কালে যে অগ্নির স্থাপন করিয়া বিবাহের হোম অর্থাৎ কুশাঙিকা করে, তাহাব নাম বৈবাহিক অগ্নি । সচরাচর, বিবাহের হোম করিবার নিমিত্ত, নূতন অগ্নির স্থাপন কবে , কিন্তু কোনও কোনও পরিবাবের রাতি এই, পুত্র জন্মিলে, অরণি মন্ত্ৰন পূৰ্ব্বক অগ্নি উৎপন্ন কবিয়া, সেই অগ্নিতে আযুয্য হোম করে, এবং সেই অগ্নি বক্ষা কবিয়া তাহাতেই সেই পুত্রের চূড়াকরণ, উপনয়ন, পাণিগ্রহণ নিমিত্তক হোমকার্য্য সম্পাদিত হয় । বাহার জন্মকালীন অগ্নিতেই জাতকর্ম্ম অবধি আশ্ব্যুতিক্রিয়া পর্য্যন্ত নির্বাহ হয়, সেই প্রকৃত সাগ্নিক বলিয়া পরিগণিত । বেদবিহিত অগ্নিহোত্র, দর্শপূর্ণনাম প্রভৃতি হোম সাগ্নিকের পক্ষে অনুজ্জ্বলনীয় নিত্যকর্ম্ম । সর্ষসাধাবর্ণের পক্ষে ব্যবস্থা আছে, জননাশৌচ ও মরণাশৌচ ষটিলে, ব্রাহ্মণ দশ দিন, ক্ষত্রিয় দ্বাদশ দিন, বৈশ্য পঞ্চদশ দিন শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অনধিকারী হব । কিন্তু, সাগ্নিকের পক্ষে সপ্তাশৌচ, একাহাশৌচ প্রভৃতি অশৌচসঙ্কোচের বিশেষ ব্যবস্থা আছে , তদনুসাবে কোনও সাগ্নিক নান করিয়া সেই দিনেই, কোনও সাগ্নিক দ্বিতীয় দিনে, ইত্যাদি প্রকারে বেদবিহিত অগ্নিহোত্রাদি কতিপয় কার্য্য করিতে পারে ; তন্নিম্ন অত্যা অত্যা শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অধিকারী হয় না ; অর্থাৎ অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কতিপয় বেদবিহিত কর্ম্মের অনুবোধে, কেবল তত্তৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠানকালে শুচি হয়, তত্তৎ কর্ম্ম সমাপ্ত হইলেই পুনরায় সে ব্যক্তি অশুচি হয় , সুতবাং, শাস্ত্রোক্ত অত্যা অত্যা কর্ম্ম করিতে পারে না । যথা,

১ । প্রত্যাহ্নেগ্নিস্থ ক্রিয়াঃ । ৫ । ৮৪ । (২৯)

অশৌচকালে অগ্নিক্রিয়ার অর্থ্যৎ অগ্নিহোত্রাদি হোমকাণ্ডের ব্যাঘাত করিবেক না ।

২। বৈতানোপাসনাঃ কার্য্যঃ ক্রিয়াশ্চ শ্রুতিচোদনাৎ
১৩। ১৭। (৩০)

বেদবিধান বশতঃ, অশৌচকালে বৈতান অর্থ্যৎ অগ্নিহোত্রাদি হোম এবং উপাসন অর্থ্যৎ সাংকালে ও প্রাতঃকালে কর্তব্য হোম করিবেক ।

৩। অগ্নিহোত্রার্থং স্নানোপস্পর্শনাৎ শুচিঃ (৩১) ।

অগ্নিহোত্রেব অনুরোধে, স্নান ও আচমন করিয়া শুচি হয় ।

৪। উভয়ত্র দশাহানি সপিণ্ডানামশৌচকম্ ।

স্নানোপস্পর্শনাভ্যাসাদগ্নিহোত্রার্থমহতি (৩২)

উভয়ত্র অর্থ্যৎ জননে ও মরণে সপিণ্ডদিগেব দশাহ অশৌচ ; কিন্তু স্নান ও আচমন করিয়া অগ্নিহোত্রে অধিকারী হয় ।

৫। স্মার্তকর্ম্মপরিতাগে রাহোরন্যত্র স্মৃতকে ।

শ্রৌতে কর্ম্মণি তৎকালং স্নাতঃ শুদ্ধিমবাগ্নয়াৎ (৩৩) ॥

এহণ ব্যতিরিক্ত অশৌচ ঘটিলে, স্মৃতিবিহিত কর্ম্ম পরিতাগ করিবেক ; কিন্তু বেদবিহিত কর্ম্মের অনুরোধে স্নান করিয়া তৎকাল-মাত্র শুচি হইবেক ।

৬। অগ্নিহোত্রাদিহোমার্থং শুদ্ধিস্তাৎকালিকী স্মৃতা ।

পঞ্চযজ্ঞান্ ন কুর্বাতি হুশুদ্ধঃ পুনরেব সং (৩৪) ॥

(৩০) যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ।

(৩১) মধ্বমুক্তাবলীভূত শঙ্করলিখিতবচন । ৫। ৮৪ ।

(৩২) শুদ্ধিতত্ত্বভূত জীবলবচন ;

(৩৩) মিতাক্ষরাপ্রাযশ্চিত্তাধ্যায়ভূত বৈরাগ্যপাদবচন ।

(৩৪) পরাশরভাষ্যভূত গোভিলবচন ।

অগ্নিহোত্র প্রভৃতি হোমকার্যের অনুবোধে, তাৎকালিক শুদ্ধি হয় ,
অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি করিতে যত সময় লাগে, তাবৎ কাল মাত্র
শুচি হয় । কিন্তু পঞ্চ যজ্ঞ করিবেক না ; কারণ, সে ব্যক্তি পুনরাষ
অশুচি হয় ।

৭। সূতকে কৰ্মণাং ত্যাগঃ সন্ধ্যাদীনাং বিধীয়তে ।

হোমঃ শ্রৌতে তু কর্তব্যঃ শুক্লান্নোপি বা ফলৈঃ (৫৫) ॥

অশৌচকালে সন্ধ্যাবন্দন প্রভৃতি বর্ষ্য পরিত্যাগ করিবেক , কিন্তু
শুষ্ক অন্ন অথবা ফল দ্বারা শ্রৌত অগ্নিতে হোম করিবেক ।

৮। হোমস্তত্র তু কর্তব্যঃ শুক্লান্নেন ফলেন বা ।

পঞ্চযজ্ঞবিধানস্ত ন কাহ্যঃ ব্রতুজন্মনোঃ ॥ ৪৪ ॥ (৩৬)

(৩৫) কাংত্যাগনীয় কর্মপ্রদীপ, ত্রয়োবিংশ খণ্ড । সন্ধ্যাবন্দনস্থলে বিশেষ
বিদ আছে । যথা,

সূতকে সূতকে চৈব সন্ধ্যাকর্ম সমাচবেৎ ।

মনসোচ্চাবয়ন্ মন্ত্রান প্রাণায়ামমূতে দ্বিজঃ (১) ॥

জননশৌচ ও মরণশৌচ ঘটিল, দ্বিজ মনে মনে মন্ত্রোচ্চারণ
পূর্বক, প্রাণায়াম ব্যতিবেকে, সন্ধ্যাবন্দন করিবেক ।

এজন্য মাধবাচার্য, বাক্য দ্বারা মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া সন্ধ্যাবন্দন করাই
নিষিদ্ধ বলিয়া, ব্যবস্থা করিয়াছেন । যথা,

“যতু জাবালেনোক্তম

সন্ধ্যাং পঞ্চ মহাযজ্ঞান নৈতাকং স্মৃতিকর্ম চ ।

তদ্বোধো হাপবেদেব অশৌচান্তে তু তৎক্রিয়া ॥

তদাচিকসন্ধ্যাভিপ্রায়ম্” (২)

“সন্ধ্যা পঞ্চ মহাযজ্ঞ, স্মৃতিবিহিত নিত্য কর্ম অশৌচকালে পরি-
ত্যাগ করিবেক , অশৌচান্তের পব তদ্বৎ বর্ষ্য করিবেক” । জাবাল-
কৃত এই নিষেধ, বাক্য দ্বারা মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক সন্ধ্যাবন্দন করিবেক
না, এই অভিপ্রায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে ।

(৩৬) সংবর্ত্তসংহিতা ।

(১) পবাশরভাষ্য তৃতীয়াধ্যায়পৃষ্ঠ পুলস্ত্যবচন ।

(২) পবাশরভাষ্য, তৃতীয় অধ্যায় ।

মরণাশৌচ ও জননাশৌচ ঘটিলে, শুদ্ধ অন্ন অথবা কল দ্বারা হোমকার্য্য কবিরেক, কিন্তু পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান কবিরেক না ।

৯। পঞ্চযজ্ঞবিধানস্ত ন কুর্য্যান্নতজন্মনোঃ ।

হোমং তত্র প্রকুব্বীত শুক্লান্নেন কলেন বা (৩৭) ॥

মরণাশৌচ ও জননাশৌচ ঘটিলে, পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেক না ; কিন্তু, শুদ্ধ অন্ন অথবা কল দ্বারা হোমকার্য্য কবিরেক ।

১০। নিত্যানি নিবর্তেরন্ বৈতানবজ্জম্ (৩৮) ।

অশৌচকালে বৈতান অর্থাৎ বেদবিহিত অগ্নিহোত্র প্রভৃতি ভিন্ন যাবতীয় নিত্য কর্ম্ম রহিত হইবেক ।

এই সকল শাস্ত্র দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, সাগ্নিক দ্বিজব পাঞ্চে যে অশৌচসঙ্কোচেব ব্যবস্থা আছে, তাহা কেবল বেদবিহিত অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কতিপয় কর্ম্মেব জ্ঞাত্য ; সেই সকল কর্ম্ম করিতে যত সময় লাগে, তাবৎ কাল মাত্র শুচি হয়, সে সকল সমাপ্ত হইলেই, পুনরায় অশুচি হয় ; দশাহ প্রভৃতি অশৌচেব নিয়মিত কাল অতীত না হইলে, এককালে অশৌচ হইতে মুক্ত হয় না ; এজ্ঞাত্য ঐ সময়ে পঞ্চযজ্ঞ, সন্ধ্যাবন্দন প্রভৃতি প্রত্যহকর্তব্য নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানও নিষিদ্ধ হইয়াছে ; এবং, এই জ্ঞাত্যই, স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য বয়ুনন্দন, অশৌচ-সঙ্কোচের বিচার করিয়া, ঐরূপ ব্যবস্থাই অবলম্বন কবিয়াছেন । যথা,

“তস্মাৎ সপ্তগণানাং তন্ত্বেকর্ম্মণ্যেবাসৌচসঙ্কোচঃ
সর্বাসৌচনিরস্তিস্ত দশাহাদ্যুর্দ্ধমিতি হারলতামিতা-
ক্ষরাঃ ক্লাকরাড্যন্তঃ সাধীয়াঃ (৩৯) ।

(৩৭) অত্রিসংহিতা ।

(৩৮) মিতাক্ষরা প্রামাণিকভাষ্য ও সম্বর্ধমুক্তাবলীভূত পৈঙ্গীননিবচন ।

(৩৯) শুদ্ধিতত্ত্ব, সপ্তগাণ্যশৌচপ্রকরণ ।

অতএব, সপ্তম দিনের (৪০) তত্তৎ কর্মেই অশৌচসঙ্কোচ, সর্ব প্রকারে অশৌচনিবৃত্তি দশাহাদির পর; হারলতা, মিভাক্ষরা, ব্রতাকর প্রভৃতি গ্রহে এই যে ব্যবস্থা অবধারিত হইয়াছে, তাহাই প্রশস্ত ।

এইরূপ স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ শাস্ত্র, এবং এইরূপ চিরপ্রচলিত সর্বসম্মত ব্যবস্থা সত্ত্বেও, কবিরত্ন মহাশয় ব্যবস্থা করিয়াছেন, সপ্তম দ্বিজের সর্ব বিষয়ে সত্মশৌচ, অশৌচ ঘটিলে, স্নান করিবা মাত্র, তিনি, এককালে অশৌচ কইতে যুক্ত হইয়া, সর্বপ্রকার শাস্ত্রোক্ত কর্মের অনুরূপে অধিকারী হইয়েন, অন্য অন্য কর্মের কথা দূরে থাকুক, ব্যবস্থাপক কবিরাজ মহাশয় বিবাহ পর্য্যন্ত করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন । কিন্তু, যে অবস্থায় শাস্ত্রকারেরা সপ্তমের পক্ষে অবশ্যকর্তব্য সন্ধ্যাবন্দন, পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠান প্রভৃতি নিত্য কর্মের নিবেশ করিয়া গিয়াছেন, সে অবস্থায় বিবাহ করা কত দূর সম্ভব, তাহা সকলে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন । কবিরত্ন মহাশয়, স্বাবলম্বিত ব্যবস্থার প্রমাণস্বরূপ, নিম্নদর্শিত পরাশরবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন,

একাহাৎ শুধ্যতে “বিপ্রো” যোগ্নিবেদসমম্বিতঃ ।

ত্রাহাৎ কেবলবেদস্তু দ্বিহীনো দশভির্দিনৈঃ (৪১) ॥

যে “বিপ্র” অগ্নিযুক্ত ও বেদযুক্ত, সে এক দিনে শুদ্ধ হয় ; যে কেবল বেদযুক্ত সে তিন দিনে শুদ্ধ হয় ; আর, যে দ্বিহীন অর্থাৎ উভয়ে বর্জিত, সে দশ দিনে শুদ্ধ হয় ।

(৪০) যাঁজারা বেদাধ্যয়ন, অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কর্ম যথানিয়মে করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে সপ্তম, আর যাঁজারা তাহা করেন না, তাঁহাদিগকে নিষ্ঠূর্ণ বলে । সপ্তমের পক্ষে কর্মবিশেষ অশৌচসঙ্কোচের ব্যবস্থা আছে, নিষ্ঠূর্ণের পক্ষে তাহা নাই ।

(৪১) পরাশরসংহিতা, তৃতীয় অধ্যায় ।

এই বচন অবলম্বন করিয়া, কবিরত্ন মহাশয় সত্ত্বংশোচের ব্যবস্থা করিয়াছেন । কিন্তু এই বচনে, সত্ত্বংশের পক্ষে, একাহাংশোচ ও ত্র্যাহাংশোচের ব্যবস্থা দৃষ্ট হইতেছে, সত্ত্বংশোচবিধানের কোনও চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে না । বোধ করি তিনি, বচনস্থিত একাহ শব্দের অর্থগ্রহ করিতে না পারিয়া, সত্ত্বংশোচ ও একাহাংশোচ এ উভয়কে এক পদার্থ স্থির করিয়া, সত্ত্বংশোচের ব্যবস্থা দিয়াছেন । কিন্তু, সত্ত্বংশোচ ও একাহাংশোচ এ উভয় সর্বতোভাবে বিভিন্ন পদার্থ । অংশোচ ঘটিলে, যে স্থলে স্নান ও আচমন করিলেই শুচি হয়, তথায় সত্ত্বংশোচশব্দ ; আর, যে স্থলে এক দিন অর্থাৎ অহোরাত্র অশুচি থাকিয়া, পর দিন স্নান ও আচমন করিয়া শুচি হয়, তথায় একাহশব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে । বচনে একাহশব্দ আছে, সত্ত্বংশোচশব্দ নাই । দক্ষসংহিতায় দৃষ্টি থাকিলে, কবিরত্ন মহাশয় ঈদৃশ অদৃষ্টের, অশ্রুতপূর্ব ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেন, একপ বোধ হয় না । যথা,

সত্ত্বংশোচং তথৈকাহস্ত্র্যাহশ্চতুরহস্তথা ।

ষড়্‌দশদ্বাদশাহঞ্চ পক্ষো মাসস্তথৈব চ ॥

মরণান্তং তথা চান্যৎ পক্ষান্ত দশ সূতকে ।

উপন্যাসক্রমেণৈব বক্ষ্যাম্যহমশেষতঃ ॥

এত্বার্থতো বিজানাতি বেদমঞ্জৈঃ সমাধিতম্ ।

সকম্পং মরহস্যঞ্চ ক্রিয়াবাংশেচন সূতকম্ ॥

একাহাৎ শুধ্যতে বিপ্রো যোঃগ্নিবেদসমম্বিতঃ ।

হীনে হীনতরে চাপি ত্র্যাহশ্চতুরহস্তথা ।

তথা হীনতমে চাপি ষড়্‌হঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ॥

জাঃবিপ্রো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ ।

বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি ॥

ব্যাপ্তিতম্য কদর্যাস্থ ঋণগ্রস্তস্য সর্বদা ।
 ক্রিয়াহীনস্য মূৰ্খস্য স্ত্রীজিতস্য বিশেষতঃ ।
 ব্যসনাসক্তচিত্তস্য পরাধীনস্য নিত্যশঃ ।
 স্বাধ্যায়ব্রতহীনস্য ভস্মান্তং সূতকং ভবেৎ ।
 নাসূতকং কদাচিৎ স্নাদ্যাবজ্জীবন্তু সূতকম্ ॥
 এবং গুণবিশেষেণ সূতকং সমুদাহৃতম্ (৪২) ॥

১ সদ্যঃশৌচ, ২ একাহাশৌচ, ৩ ত্র্যাহাশৌচ, ৪ চতুৰ্বাহাশৌচ,
 ৫ ষড়্বাহাশৌচ, ৬ দশাহাশৌচ, ৭ দ্বাদশাহাশৌচ, ৮ পঞ্চদশাহাশৌচ,
 ৯ মাসাশৌচ, ১০ মরণান্তাশৌচ, অশৌচ বিষয়ে এই দশ পক্ষ ব্যব-
 স্থাপিত আছে । উপন্যাস ক্রমে, অর্থাৎ যাহার পর যাহা নির্দিষ্ট
 হইয়াছে তদনুসারে, তৎসমুদয় প্রদর্শিত হইতেছে । ১—যে ব্যক্তি
 সঙ্কপ, সবহস্য, সাক্ষ বেদের অভ্যাস ও অর্থগ্রহ করিয়াছে, সে
 ব্যক্তি যদি ক্রিয়াবান্ হয়, তাহার সদ্যঃশৌচ । ২—যে ব্রাহ্মণ
 অগ্নিযুক্ত ও বেদযুক্ত হয়, সে একাহা শুদ্ধ হয় । ৩—৪—৫—
 যাহারা অগ্নি ও বেদে হীন, হীনতব, হীনতম, তাহারা যথাক্রমে
 তিন দিনে, চারি দিনে, ছয় দিনে শুদ্ধ হয় । ৬—যে ব্যক্তি
 জাতিবিপ্র অর্থাৎ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ মাত্র করিয়াছে, কিন্তু যথা
 নিয়মে কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান করে না, সে দশাহা শুদ্ধ হয় । ৭—
 ৩ দশ ক্ষত্রিয় দ্বাদশাহা শুদ্ধ হয় । ৮—তাদৃশ বৈশ্য পঞ্চদশাহা
 শুদ্ধ হয় । ৯—শূদ্র এক মাসে শুদ্ধ হয় । ১০—যে ব্যক্তি চিববোগা,
 কৃপণ, সর্বদা ঋণগ্রস্ত, ক্রিয়াহীন, মূৰ্খ, স্ত্রীবশীভূত, ব্যসনাসক্ত,
 সজত পদার্থান, বেদাধ্যয়নবিহীন, তাহার মরণান্ত অশৌচ ; সে
 ব্যক্তি এক দিনেব জন্যেও সূচি নয়, সে যাবজ্জীবন অশুচি ।
 প্রণব ন্যূনাধিক্য অনুসারে অশৌচের ব্যবস্থা নির্দিষ্ট হইল । •

এক্ষণে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, সত্ত্বঃশৌচ ও একাহাশৌচ
 এই দুই এক পদার্থ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে কি না । মহর্ষি
 দক্ষ অশৌচের দশ পক্ষ গণনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে সত্ত্বঃশৌচ প্রথম
 পক্ষ, একাহাশৌচ দ্বিতীয় পক্ষ ; যে ব্যক্তি সাক্ষ বেদে সম্পূর্ণ রুতবিত্ত

ও ক্রিয়াবান্, তাহার পক্ষে সত্ৰঃশৌচ, আর যে ব্যক্তি অগ্নিযুক্ত ও বেদযুক্ত, তাহার পক্ষে একাহাশৌচ ব্যবস্থাপিত হইয়াছে ।

অতঃপর, কবিরত্ন মহাশয়কে অগত্যা স্বীকার করিতে হইতেছে, সত্ৰঃশৌচ ও একাহাশৌচ এক পদার্থ নহে ; সুতরাং, দক্ষসংহিতার হ্রায়, পরাশরবচনে অগ্নিযুক্ত ও বেদযুক্ত ব্রাহ্মণের পক্ষে যে একাহাশৌচের বিধি আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া, “অগ্নিবেদ উভয়াস্থিত দ্বিজের সত্ৰঃশৌচ,” এই ব্যবস্থা প্রচার করা নিতান্ত অনভিজ্ঞের কর্ম হইয়াছে । কবিরত্ন মহাশয়, ঐ বচনের সহিত একবাক্যতা করিয়া,

অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেতু দিনমেকমপি “দ্বিজঃ” ।

“ দ্বিজ ” আশ্রমবিহীন হইয়া এক দিনও থাকিবেক না ।

এই দক্ষবচনের ব্যাখ্যা করিতে উদ্যত হইয়াছেন । তাঁহার ব্যাখ্যা অনুসারে, পরাশরবচনে সাগ্নিক দ্বিজের পক্ষে সত্ৰঃশৌচ বিহিত হইয়াছে, আর দক্ষবচনে বিনা আশ্রমে এক দিনও থাকিতে নিষেধ আছে ; সুতরাং, স্ত্রীবিয়োগ হইলে, তাদৃশ দ্বিজ স্ত্রীর দাহান্তে স্নান ও আচমন করিয়া, শুচি হইয়া, সেই দিনেই বিবাহ করিতে পারে । কিন্তু উপরি ভাগে যেরূপ দর্শিত হইল, তদনুসারে, তাঁহাব অবলম্বিত পরাশরবচন একাহাশৌচবিধায়ক, সত্ৰঃশৌচবিধায়ক নহে ; সত্ৰঃশৌচবিধায়ক না হইলে, উভয় বচনের একবাক্যতা কোনও ক্রমে সম্ভবিত্তে পারে না । আর, কবিরত্ন মহাশয়ের ইহাও অনুধাবন করিয়া দেখা আবশ্যক ছিল, দক্ষবচনে দ্বিজশব্দ প্রযুক্ত আছে, দ্বিজশব্দ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণের বাচক, সুতরাং, দক্ষবচনে ত্রিবিধ দ্বিজের পক্ষে ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে । কিন্তু, পরাশরবচনে বিপ্রশব্দ প্রযুক্ত আছে, বিপ্রশব্দ ব্রাহ্মণমাত্রবাচক, সুতরাং, পরাশরবচনে কেবল ব্রাহ্মণের পক্ষে ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে, ত্রিবিধ দ্বিজের পক্ষে ব্যবস্থা প্রদত্ত হয় নাই ; এজন্তও, এই দুই বচনের এক-

বাক্যতা ঘটিতে পারে না । আর, সাগ্নিক বিশেষের পক্ষে সন্তুঃশোচের ব্যবস্থা আছে, যথার্থ বটে ; কিন্তু সেই সাগ্নিক দ্বিজ, স্ত্রীর দাহান্তে নান ও আচমন করিয়া শুচি হইয়া, সেই দিনেই বিবাহ কবিতে পারে, কবিরত্ন মহাশয়ের এ ব্যবস্থা অত্যন্ত বিস্ময়কর ; কাবণ, অশৌচসঙ্কোচব্যবস্থার উদ্দেশ্য এই যে, শাস্ত্রকারেরা যে সকল কর্মের নাম নির্দেশ করিয়া সন্তুঃশোচের বিধি দিয়াছেন, কেবল তত্তৎ কর্মের জন্তই সে ব্যক্তি তত্তৎ কালে শুচি হয়, তত্তৎ কর্ম সমাপ্ত হইলেই, পুনরায় অশুচি হয়, সে সময়ে সন্ধ্যাবন্দন, পঞ্চবক্তানুষ্ঠান প্রভৃতি নিত্য কর্মেরও বাধ হইয়া থাকে, এ অবস্থায় দাবপরিগ্রহ বিধিসিদ্ধ, ইহা কোনও মতে সম্ভবিত্তে পারে না । ফলকথা এই, কবিরত্ন মহাশয়, ধর্মশাস্ত্র বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ; অশৌচসঙ্কোচের উদ্দেশ্য কি, তাহা জানেন না, দক্ষবচন ও পরাশরবচনের অর্থ ও তাৎপর্য্য কি, তাহা জানেন না ; এজন্তই এরূপ অসঙ্গত ও অশ্রুত-পূর্ব ব্যবস্থা প্রচার করিয়াছেন । বাহার যে শাস্ত্রে বোধ ও অধিকার না থাকে, নিতান্ত অর্ধাচীন না হইলে, সে ব্যক্তি সাহস করিয়া সে শাস্ত্রের মীমাংসায় হস্তক্ষেপ করে না । কবিরত্ন মহাশয়, প্রাচীন ও বহুদর্শী হইবা, কি বিবেচনায় অনধীত অননুশীলিত ধর্মশাস্ত্রের মীমাংসায় হস্তক্ষেপ করিলেন, বুঝিতে পারা যায় না । যাহা হউক, কবিরত্ন মহাশয়ের অদ্ভুত ব্যবস্থার উপযুক্ত দৃষ্টান্তস্বরূপ যে একটি সামান্য উপাখ্যান স্মৃতিপাথে আরুঢ় হইল, তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত না করিয়া, ক্ষান্ত হইতে পারিলাম না ।

“যার যে শাস্ত্র কিঞ্চিৎপ্রাচীণ অধীত নয় সে শাস্ত্রেতে তাহার ঔপদেশ গ্রাহ্য করিবেক না ইহার কথা । এক রাজার নিকটে বিপ্রাভাষ নামে এক বৈজ্ঞ থাকে সে চিকিৎসাতে উত্তম তাহার পঞ্চভ্রূপান্তি হইলে পর ঐ রাজা রামকুমার নামে তৎপুত্রকে তাহার পিতৃপদে স্থাপিত কবিলেন । ঐ ভিক্ষুপুত্র রামকুমার ব্যাকরণ সাহিত্য কিঞ্চিৎ পড়িয়া ব্যুৎপন্ন ছিল

কিন্তু বৈজ্ঞানিক শাস্ত্র কিঞ্চিৎপ্রাচুর্য পাইত ছিল না বাজানুগ্রহেতে অশিশু-
পদাভিষিক্ত হওয়াতে রোগিণী চিকিৎসার্থে তাহার সন্নিধিতে যাওয়া
আমরা কবিতা লাগিল। পবে এক দিবস এক নেত্রাবাগী ঐ বামকুমার
বৈজ্ঞানিক নিকটে আসিয়া কহিল হে বৈজ্ঞানিক আমি অক্ষিপীড়াতে
অতিশয় পীড়িত আছি দেখ আমাকে এমন কোন ঔষধ দেও যাহাতে
আমার নবনবায়ি শীঘ্র উপশম পায়। কথনেকের এই বাক্য শ্রবণ
করিয়া ঐ চিকিৎসকস্বত অতিবড় এক পুস্তক আনিয়া খুলিবারাত্র এক
বচনাক্ষ দেখিতে পাইল সে বচনাক্ষ এই

“নেত্ররোগে সমুৎপন্ন কর্ণে ছিত্রা কটিং দহেৎ ।”

ইহার অর্থ নেত্রবোগ হইলে নেত্রবোগির কর্ণদ্বয় ছেদন করিয়া লৌহ
তপ্ত করিয়া তাহার কটিতে দাগ দিবে এই বচনাক্ষ পাইয়া ঐ
ভিষকসন্ধান নেত্ররোগিকে কহিল হে কথাক্ষ এই প্রতীকারে তোমার
ব্যাধি শীঘ্র শান্তি হইবে যেহেতুক গ্রন্থ মুকুলিত করামাত্রই এ ব্যাধি
ঔষধের প্রমাণ পাওয়া গেল এ বড় সুলক্ষণ। রোগী কহিল সে কি
ঔষধ ভিষকসন্ধান কহিল তুমি শীঘ্র বাণী গিয়া এই প্রয়োগ কর তীক্ষ্ণ-
স্বার শানিত এক ক্ষুব আনিয়া স্বকীয় দুই কর্ণ কাটিয়া সমস্ত লৌহেতে
দুই পাছাতে দুই দাগ দেও তবে তোমার চক্ষুপীড়া আশু শান্ত হইবে
ইহা শুনিয়া ঐ লোচনরোগী আত্মতাপ্রযুক্ত কিঞ্চিৎপ্রাচুর্য বিবেচনা না
করিয়া তাহাই করিল।

অনন্তর বোগী এক পীড়োপশমনার্থ চেষ্টাতে অধিক পীড়ায় অত্যন্ত
বাকুল হইয়া ঐ বৈজ্ঞানিক নিকটে পুনর্যাব গেল ও তাহাকে কহিল
হে বৈজ্ঞানিক নেত্রের জ্বালা যেমন তেমনি পাছার জ্বালা মরি।
বৈজ্ঞানিক কহিল ভাই কি করিবে বোগ হইলে সহিষ্ণুতা কবিত হই আমি
শাস্ত্রানুসারে তোমাকে ঔষধ দিয়াছি আত্ম হইলে কি হবে “নহি সূখং
দুঃখৈকিনা লভতে”। এইরূপে বোগী ও বৈজ্ঞানিক কথোপকথন হইতেছে
ইতিমধ্যে অত্যন্ত এক চিকিৎসক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। ঐ
যমসহোদর রামকুমার নামে মূর্খ বৈজ্ঞানিকের পল্লবগ্রাহি পাণ্ডিত্যপ্রযুক্ত

স্বাস্থ্যের বিশেষ অবগত হইয়া কহিল ওরে বালীক সৰ্বনাশ করিয়াছি
এ রোগীটাকে খুন করিলি এ বচনাক্ষি অশ্ব চিকিৎসার মনুষ্যপন নয় ।
দেশ কাল পাত্র অবস্থা ভেদে চিকিৎসার বিশেষ আছে তোর প্রকরণ
জ্ঞান নাই এ শাস্ত্র তোর পড়া নয় কুব্যুৎপত্তিমাত্র বলে অপঠিত শাস্ত্রের
ব্যবস্থা দিস্ যা যা উত্তম গুণের স্থানে বৈজ্ঞানিক শাস্ত্রের অধ্যয়ন কর “সঙ্কেত-
বিজ্ঞা গুরুবক্তৃগম্যা” ইহা কি তুই কখন শুনিস্ নাই । এইরূপে ঐ
চিকিৎসকবৎসকে পবিত্র ভৎসন করিয়া ঐ ক্লিনিক রোগিকে বখাশাস্ত্র
ঔষধ প্রদান কবিরী নীবোগ করিল” (৪৩) ।

শ্রীযুত রামকুমার কবিরাজের ব্যবস্থা, আর শ্রীযুত গঙ্গাধর
কবিরাজের ব্যবস্থা এ উভয়ের অনেক অংশে সৌসাদৃশ্য আছে কি
না, সকলে অনুধাবন করিয়া দেখিবেন ।

কবিরত্ন মহাশয়ের চতুর্থ আপত্তি এই,

“নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর বিবাহই নাই” (৪৪) ।

এ আপত্তির উদ্দেশ্য এই, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, বিবাহ না করিয়া,
যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক, কাল যাপন করেন । বিবাহ
ও গৃহস্থাশ্রম নিত্য হইলে, নিত্য কর্ম্মের ইচ্ছাকৃত পরিত্যাগ
জন্য, তিনি প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতেন । অতএব, বিবাহ নিত্য নহে ।
এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী দারপরিগ্রহ করেন না, এই
হেতুতে বিবাহের বা গৃহস্থাশ্রমের নিত্যত্ব ব্যাঘাত হয় না; ইহা
তর্কবাচস্পতিপ্রকরণে আলোচিত হইয়াছে (৪৫) । কবিরত্ন মহাশয়ের
সম্ভাব্যার্থে প্রমাণাস্তর উল্লিখিত হইতেছে ।

যস্মৈতানি স্মৃশুণ্তানি জিহ্বোপশ্বাদরং করঃ ।

সন্ন্যাসসময়ং কৃত্বা ব্রাহ্মণো ব্রহ্মচর্য্যয়া ।

(৪৩) প্রবোধচক্রিকা, দ্বিতীয় শবক, তৃতীয় কুসুম ।

(৪৪) বহুবিবাহরীতিসারাহিতানির্দেশ, ১২ পৃষ্ঠা ।

(৪৫) এই পুস্তকের ১৮২, ১৮৩, ১৮৪ পৃষ্ঠা দেখ ।

তস্মিন্বেব নয়ৈৎ কালমাচার্যো যাবদায়ুষ্ম ।

তদভাবে চ তৎপুত্রে তচ্ছিষ্যে বাথ তৎকুলে ।

ন বিবাহো ন সন্ন্যাসো নৈষ্ঠিকস্ত বিধীয়তে ॥

ইমং যো বিধিমাশ্চায় তাজেদেহমর্ত্যতঃ ।

নেহ ভূয়োঃপি জায়েত ব্রহ্মচারী দৃঢ়ব্রতঃ (৪৬) ॥

যে ব্যক্তির জিজ্ঞা, উপস্থ, উদর ও কর সুরক্ষিত অর্থাৎ বিষ-
যানুবাগে বিচলিত না হয়, তাদৃশ ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মচার্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক,
সর্ব্বত্যাগী হইয়া, সেই গুরুব নিকটেই যাবজ্জীবন কালযাপন করি-
বেক, গুরুব অভাবে গুরুপুত্রের নিকট, তদভাবে তদীয় শিষ্য
অথবা তৎকুলোৎপন্ন ব্যক্তির নিকট । নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর বিবাহ ও
সন্ন্যাস বিহিত নহে । যে দৃঢ়ব্রত ব্রহ্মচারী, অবতিত ও অনলস হইয়া,
এই বিধি অবলম্বন পূর্ব্বক, দেহভ্যাগ করে, তাহার পুনর্জন্ম হয় না ।

এই শাস্ত্রে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে । সামান্য-
শাস্ত্র অনুসারে, ব্রহ্মচার্য্য সমাপনের পর, গুরুব অনুমতি লইয়া,
গৃহস্থশ্রমে প্রবেশ ও দারপরিণেহ কবিতে হয় । বিশেষশাস্ত্র অনু-
সারে, ইচ্ছা ও ক্ষমতা হইলে, যাবজ্জীবন ব্রহ্মচার্য্য কবিতে পাবে ।
যে যাবজ্জীবন ব্রহ্মচার্য্য কবে, তাহাকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলে । যথা,

যন্তু পনয়নাদেতদা যুতোঃ ব্রতমাচরেৎ ।

স নৈষ্ঠিকো ব্রহ্মচারী ব্রহ্মসামুজ্যমাপ্নয়াৎ (৪৭) ॥

যে ব্যক্তি, উপনয়ন অবধি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত, এই ব্রতের অর্থাৎ ব্রহ্ম-
চার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, সে ব্রহ্মসামুজ্য প্রাপ্ত হয় ।

ব্রহ্মচার্য্য সমাপনের পব বিবাহের বিধি প্রদত্ত হইয়াছে । নৈষ্ঠিক ব্রহ্ম-
চারীর ব্রহ্মচার্য্য সমাপ্ত হয় না, সুতরাং বিবাহে অধিকার জন্মে না ।
বিবাহ করিলে, ব্রতভঙ্গ হয়, এ জন্যই নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর পক্ষে
বিবাহ নিষিদ্ধ দৃষ্ট হইতেছে । এমন স্থলে, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বিবাহ

(৪৬) বাবীতসংহিতা, তৃতীয় অধ্যায় ।

(৪৭) ব্যাসসংহিতা, ঐকম অধ্যায় ।

করনে না বলিয়া, বিবাহের নিত্যত্ব ব্যাখ্যাত হইতে পারে না । শাস্ত্র-
কারেরা অবিরক্ত ব্যক্তির পক্ষেই গৃহস্থাশ্রমের ও গৃহস্থাশ্রমপ্রবেশ-
মূলক বিবাহেব নিত্যত্বব্যবস্থা করিয়াছেন । তর্কবাচস্পতিপ্রকরণের
তৃতীয় পরিচ্ছেদ, আদ্যোপান্ত, বিবাহের নিত্যত্ব, নৈমিত্তিকত্ব, ও
কাম্যত্ব সংস্থাপনে নিবোজিত হইয়াছে । কবিরত্ন মহাশয়, আলম্ব্য
ত্যাগ কবিতা, ঐ পরিচ্ছেদে দৃষ্টিবিস্তার করিলে, বিবাহেব নিত্যত্ব
সিদ্ধ হয় কি না, তাহার সবিশেষ অবগত হইতে পারিবেন ।

কবিরত্ন মহাশয়ের পঞ্চম আপত্তি এই,

“অসবর্ণাবিবাহ যদি দ্বিজাত্যাদিগের পূর্বের বিধিই নাই এই
ব্যাখ্যা কবেন তবে বিষ্ণুচরন সঙ্গত হয় না । বিষ্ণুচরন বিষ্ণুঃ
লিখিয়াছেন শেষ গোপন করিয়া রাখিয়াছেন ইহা কি উচিত ।
শাস্ত্রের যথার্থ ব্যাখ্যা কবিত হয় ।

বিষ্ণুচরন যথা

সবর্ণাসু বহুভার্য্যাসু বিদ্যমানাসু জ্যেষ্ঠয়া সহ ধর্ম্মং
কুর্য্যাৎ ।

এই পদ্যান্ত লিখিয়া শেষ লিখেন নাই । শেষটুক লিখিলেও
ব্যাখ্যা সঙ্গত হয় না । উহাব শেষ এই ।

মিশ্রাসু চ কনিষ্ঠয়াপি সবর্ণয়া । সবর্ণাভাবে হনন্ত-
রনৈবাপদি চ । নত্বেব দ্বিজঃ শূদ্রয়া ।

দ্বিজস্য ভার্য্যা শূদ্রো তু ধর্ম্মার্থে ন ভবেৎ কচিৎ ।

রতয়ার্থমেব না তস্য রাগান্বস্য প্রকীর্তিতা ইতি ॥

এই বিষ্ণুচরনে । মিশ্রাসু চ কনিষ্ঠয়াপি সবর্ণয়া । এই লিখাতে
ব্রাহ্মণেব অগ্রে বিবাহ ক্ষত্রিয়া অথবা বৈশ্যা হইতে পাবে
পবে সবর্ণা বিবাহ হইতে পাবে । তাহা হইলে মিশ্রবর্ণ বহুভার্য্যা
হয় কিন্তু ক্ষত্রিয়া জ্যেষ্ঠা তবে কি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ার সহিত ধর্ম্ম-
চরণ করিবে । এবং ক্ষত্রিয়ের অগ্রস্ত্রী বৈশ্যা পরে ক্ষত্রিয়া

তাহার জ্যোষ্ঠা বৈশ্যার সন্তি কি ধৰ্ম্মাচরণ করিবে । তাহাতেই
কহিয়াছেন মিশ্রাস্ত কনিষ্ঠরাপি সৰ্গয়া— । সৰ্গা কনিষ্ঠা স্ত্রীর
সহিতেই ধৰ্ম্মাচরণ করিবে” (৪৮) ।

কবিরত্ন মহাশয়ের উল্লিখিত বিষ্ণুবচন যে অভিপ্রায়ে উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত
হইয়াছিল, তৎপ্রদর্শনার্থ প্রথম পুস্তকের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে ;—

“কোনও কোনও মুনিবচনে এক ব্যক্তির বহু স্ত্রী বিদ্যমান
থাকা নির্দিষ্ট আছে, তদর্শনে কেহ কেহ কহিয়া থাকেন, যখন
শাস্ত্রে এক ব্যক্তির যুগপৎ বহু স্ত্রী বিদ্যমান থাকার স্পষ্ট উল্লেখ
দৃষ্টিগোচর হইতেছে, তখন বদৃচ্ছাপ্ররত্ত বহুবিবাহ শাস্ত্রকাব-
দিগেব অনুমোদিত কার্য্য নহে, ইহা কিরূপে পবিত্র হইতে
পারে । তাহাদের অভিপ্রেত শাস্ত্র সকল এই,—

১ । সৰ্গয়াস্ত বহুভার্য্যাস্ত বিদ্যমানাস্ত জ্যেষ্ঠয়া মহ ধৰ্ম্ম
কার্য্যং কারয়েৎ ।

মজাভীয়া বহু ভার্য্যা বিদ্যমান থাকিলে, জ্যেষ্ঠাব সন্তি ধৰ্ম্ম-
কার্য্যেব অনুষ্ঠান বিবিবেক” (৪৯) ।

এইরূপে বহুভার্য্যাপরিগ্রহের প্রমাণভূত কতিপয় বচন প্রদর্শন করিয়া
লিখিয়াছিলাম,

“এই সকল বচনে একপা কিছুই নির্দিষ্ট নাই যে তদ্বাবা
শাস্ত্রোক্ত নিমিত্ত ব্যতীবেকে পুরুষেব ইচ্ছাদীন বহু বিবাহ
প্রতিপন্ন হইতে পারে । প্রথম বচনে (কবিরত্ন মহাশয়েব উল্লিখিত
বিষ্ণুবচনে) এক ব্যক্তির বহুভার্য্যা বিদ্যমান থাকার উল্লেখ
আছে, কিন্তু ঐ বহুভার্য্যাবিবাহ অধিবেদনেব নির্দিষ্ট নিমিত্ত
নিবন্ধন নহে, তাহাব কোনও হেতু লক্ষিত হইতেছে না” (৫০) ।

বিষ্ণু প্রথম বচনে ব্যবস্থা করিয়াছেন, যদি কোনও ব্যক্তিব সৰ্গা বহু

(৪৮) বহুবিবাহবিচারাহিত্যারাহিতানির্ণয়, ২০ পৃষ্ঠা ।

(৪৯) বহুবিবাহবিচার, প্রথম পুস্তক, ১০ পৃষ্ঠা ।

(৫০) বহুবিবাহবিচার, প্রথম পুস্তক, ১১ পৃষ্ঠা ।

ভার্য্যা থাকে, সে জ্যেষ্ঠা ভার্য্যার সহিত ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেক ; অনন্তর, দ্বিতীয় বচনে ব্যবস্থা করিয়াছেন, যদি সর্বণা অসর্বণা বহু ভার্য্যা থাকে, তাহা হইলে, সর্বণা অসর্বণা অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠা হইলেও, তাহাবই সহিত ধর্ম্মকার্য্য করিবেক । যথা,

মিশ্রাসু চ কনিষ্ঠয়াপি সর্বণয়া ।

সর্বণা অসর্বণা বহু ভার্য্যা বিদ্যমান থাকিলে, সর্বণা বয়ঃকনিষ্ঠা

হইলেও, তাহারই সহিত ধর্ম্মকার্য্য করিবেক ।

এ স্থলে দৃষ্ট হইতেছে, সর্বণা অপেক্ষা অসর্বণা বয়োজ্যেষ্ঠা, তদ্ভাব্য ইহা প্রতিপন্ন হইতে পারে, সর্বণাব পূর্বে অসর্বণাব পাণিগ্রহণ সম্পন্ন হইয়াছে, সুতরাং, প্রথম বিবাহে অসর্বণা নিষিদ্ধা নহে, ইহা সিদ্ধ হইতেছে। এই স্থির করিয়া, কবিরত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন, আমি বিষ্ণুবচনের শেষ অংশ গোপন পূর্ব্বক, পূর্ব্ব অংশের অর্থার্থ ব্যাখ্যা করিয়া, লোককে প্রভারণা করিবাছি। এ স্থলে ব্যক্তব্য এই যে, সর্বণা অসর্বণা বহু ভার্য্যা সম্বারে সর্বণা স্ত্রী বয়ঃকনিষ্ঠা হওয়া তিন প্রকারে ঘটিতে পারে ; প্রথম, অগ্রে অসর্বণা বিবাহ করিয়া পরে সর্বণাবিবাহ ; দ্বিতীয়, প্রথমে সর্বণাবিবাহ, তৎপরে অসর্বণাবিবাহ, অনন্তর পূর্ব্বপরিণীতা সর্বণাব মৃত্যু হইলে, পুনরায় সর্বণাবিবাহ, তৃতীয়, প্রথমে অতি অস্পবয়স্কা সর্বণাবিবাহ, তৎপরেই অধিকবয়স্কা অসর্বণাবিবাহ (৫১) । ইতঃপূর্বে নির্বিবাদে

(৫১) ঈদৃশ বিবাহের উদাহরণ নিম্নোক্ত দুপ্পাপ্য নহে । ইদানীন্তন কুলীন কায়স্থদিগের মধ্যে একপ বিবাহের প্রণালী প্রচলিত আছে । কখনও বখনও, কুলকর্ম্মনিরোধে, কুলীন দায়স্থ প্রথমে অতি অস্পবয়স্কা কুলীন কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিয়া তৎপরে অধিকবয়স্কা মৌলিককন্যার সহিত বিবাহ দিয়া থাকেন । পূর্ব্বকালীন ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রথমে অসর্বণা বিবাহ যেকপ নিষিদ্ধ ছিল, ইদানীন্তন কুলীন কায়স্থের পক্ষে প্রথমে মৌলিককন্যা বিবাহ সেইরূপ নিষিদ্ধ ।

প্রতিপাদিত হইয়াছে, প্রথমে অসবর্ণাবিবাহ সর্বতোভাবে শাস্ত্র-
বহির্ভূত ও ধর্মবিগর্হিত কর্ম । অতএব, যখন প্রথমে অসবর্ণাবিবাহ
সর্বতোভাবে বিধিবিরুদ্ধ কর্ম বলিয়া স্থিরীকৃত আছে, এবং যখন
বিম্ববচনে বয়ঃকনিষ্ঠা সবর্ণার উল্লেখ অত্র দুই প্রকারে সম্পূর্ণ সম্ভব
হইতেছে, তখন ঐ উল্লেখ মাত্র অবলম্বন করিয়া, প্রথমে অসবর্ণা-
বিবাহ নিষিদ্ধ নহে, একরূপ সিদ্ধান্ত নিতান্ত অসঙ্গত তাহার সংশয়
নাই ।

কবিরত্ন মহাশয় স্বীয় বিচারপুস্তকের শাস্ত্রীয় অংশ সমাপন
করিয়া উপসংহার করিতেছেন,

“এই সকল শাস্ত্রদৃষ্টিতে আমার বুদ্ধিসিদ্ধ বহুবিবাহ শাস্ত্র-
সিদ্ধ অশাস্ত্রিক নহে । তবে যদি বহুবিবাহ বহিতেব বাসনা সিদ্ধ
করিতে হয় তবে শাস্ত্রাবলম্বন ত্যাগ ককন । শাস্ত্রেব যথার্থ ব্যাখ্যা
না করিয়া, মূর্খদিগকে বুঝাইয়া শাস্ত্রসম্মত কর্ম বলিয়া প্রকাশ
কবার আবশ্যক কি (৫২)” ।

“এই সকল শাস্ত্রদৃষ্টিতে আমার বুদ্ধিসিদ্ধ বহুবিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ
অশাস্ত্রিক নহে” ।—কবিরত্ন মহাশয়, ধর্মশাস্ত্রবিচাবে প্রবৃত্ত হইয়া,
বুদ্ধিব যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, তাহা ইতঃপূর্বে সবিস্তর দর্শিত
হইয়াছে । অতএব, বহুবিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ অশাস্ত্রিক নহে ইহা,
তাঁহার বুদ্ধিসিদ্ধ, তদীয় এই নির্দেশ কত দূর আদরণীয় হওয়া উচিত,
তাহা সকলে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন ।—“তবে যদি বহুবিবাহ
রহিতের বাসনা সিদ্ধ করিতে হয় তবে শাস্ত্রাবলম্বন ত্যাগ ককন” ।
—যিনি কোনও কালে ধর্মশাস্ত্রেব অধ্যয়ন ও অনুশীলন করেন নাই ;
সুতরাং, ঋষিবাক্যেব অর্থবোধে ও তাৎপর্যাগ্রেহে সম্পূর্ণ অসমর্থ,
তাদৃশ ব্যক্তির মুখে ঐদৃশ উপদেশবাক্য শ্রবণ করিলে, শরীর পুল-
কিত হয় । অনন্তমনাঃ ও অনন্যকর্মা হইয়া, জীবনের অবশিষ্ট ভাগ

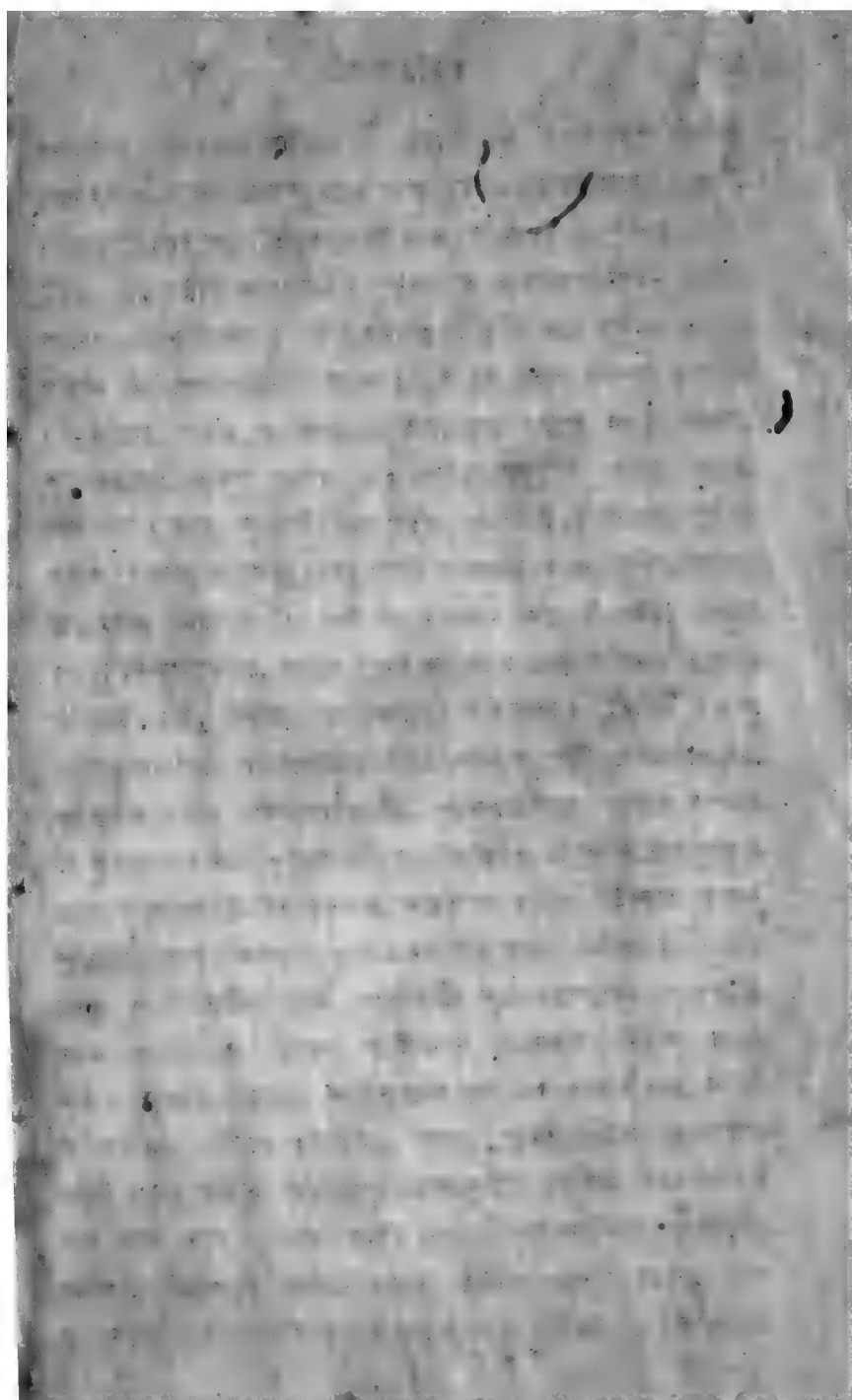
ধর্মশাস্ত্রের অনুশীলনে অতিবাহিত কবিলেও, তাঁহার ঈদৃশ উপদেশ দিবার অধিকার জন্মিবেক কি না, সন্দেহ স্থল, এমন স্থলে, অর্থগ্রহ ব্যতিবেকে দুই চারিটি বচন অবলম্বন করিয়া, ধর্মশাস্ত্রের পারদর্শী হইয়াছি এই ভাবিয়া, “শাস্ত্রাবলম্বন পবিত্রাঙ্গ করুন,” অম্লানমুখে এতাদৃশ উপদেশ দিতে উদ্বৃত্ত হওয়া সাতিশয আশ্চর্য্যেব ও নিবতিশয কৌতুকের বিষয় বলিতে হইবেক ।—“শাস্ত্রের যথার্থ ব্যাখ্যা না করিয়া ব্যাখ্যাস্তর কবিয়া মূর্খদিগকে বুঝাইয়া শাস্ত্রসম্মত কর্ম বলিয়া প্রকাশ করার আবশ্যক কি” ।—যদি এরূপ রাজাজ্ঞা প্রচারিত থাকিত, শ্রীযুত গঙ্গাধর রায় কবিরত্ন যে স্মৃতিবচনের যে অর্থ যথার্থ বা অযথার্থ বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিবেন, অগ্রাবধি, দ্বিভুক্তি না করিয়া, ঐ বচনের ঐ অর্থ যথার্থ বা অযথার্থ বলিয়া, ভারতবর্ষবাসী লোকদিগকে শিবোধার্য্য করিতে হইবেক, তাহা হইলে, আমি যে সকল ব্যাখ্যা লিখিয়াছি, সে সমস্ত যথার্থ নহে, তদীয় এই সিদ্ধান্ত নির্বিবাদে অঙ্গীকৃত হইতে পারিত। কিন্তু, সৌভাগ্য ক্রমে, সেরূপ রাজাজ্ঞা প্রচারিত নাই; সুতরাং, অকুতোভয়ে নির্দেশ করিতেছি, আমি, শাস্ত্রের অযথার্থ ব্যাখ্যা লিখিয়া, লোককে প্রভাবণা করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাই নাই। পূর্বে নির্দেশ করিয়াছি এবং এক্ষণেও নির্দেশ করিতেছি, কবিরাজ মহাশয় ধর্মশাস্ত্রে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, চিকিৎসা বিষয়ে কিরূপ বলিতে পারি না, কিন্তু ধর্মশাস্ত্র বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র নাড়ীজ্ঞান নাই; এজন্যই, নিতান্ত নির্বিবেক হইয়া, এরূপ গর্ভিত বাক্যে এরূপ উদ্ধত, এরূপ অসঙ্গত, নির্দেশ করিয়াছেন। আব,—“মূর্খদিগকে বুঝাইয়া”,—তদীয় এই লিখন দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে, বিষয়ী লোক মাত্রেই মূর্খ, সেই মূর্খদিগের চক্ষে ধূলিপ্রক্ষেপ করিবার নিমিত্ত, আমি যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রবহির্ভূত কর্ম বলিয়া অলীক অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা প্রচার করিয়াছি। কবিরত্ন মহাশয়ের মত কতকগুলি লোক আছেন; তাঁহারা বিষয়ী

লোকদিগকে মূৰ্খ স্থিৰ করিয়া রাখিয়াছেন ; কারণ, বিষয়ী লোক সংস্কৃত ভাষা জানেন না । তাঁহাদের মতে সংস্কৃতভাষার ব্যাকরণ না পড়িলে, লোক পণ্ডিত বলিয়া গণনীয় হইতে পারে না , তাদৃশ লোক, অসাধারণ বুদ্ধিমান্ ও বিদ্যাবিশারদ বলিয়া সৰ্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইলেও, তাঁহাদের নিকট মূৰ্খ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন । প্ৰকাস্তবে, যে সকল মহাপুরুষ, সংস্কৃতভাষার ব্যাকরণ পাঠ ও অন্যান্য শাস্ত্র স্পর্শ করিয়া, বিদ্যার অভিমানে জগৎকে তৃণ জ্ঞান করেন, বিষয়ী লোকে তাদৃশ পণ্ডিতাভিমানী দিগকে মূৰ্খের চুড়ামণি ও নির্বোধের শিরোমণি বলিয়া ব্যবস্থা স্থিৰ করিয়া রাখিয়াছেন । এ স্থলে, কোন পক্ষ ন্যায়বাদী, তাহার মীমাংসা করিবার প্রয়োজন নাই ।

ব্যবহার, ইহা কেহ প্রতিপন্ন কবিতে পারিবেন না। এরূপ নির্দেশ কবিতে ভয়, সংশয়, বা সঙ্কোচ উপস্থিত হইতেছে না। ফলতঃ, আমার সামান্য বুদ্ধিতে, যত দূর শাস্ত্রের অর্থবোধ ও তাৎপর্যাগ্ৰেহ কবিতে পারিয়াছি, তদনুসারে, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রসম্মত ব্যবহার বলিয়া সমর্থিত হওয়া সম্ভব নহে।

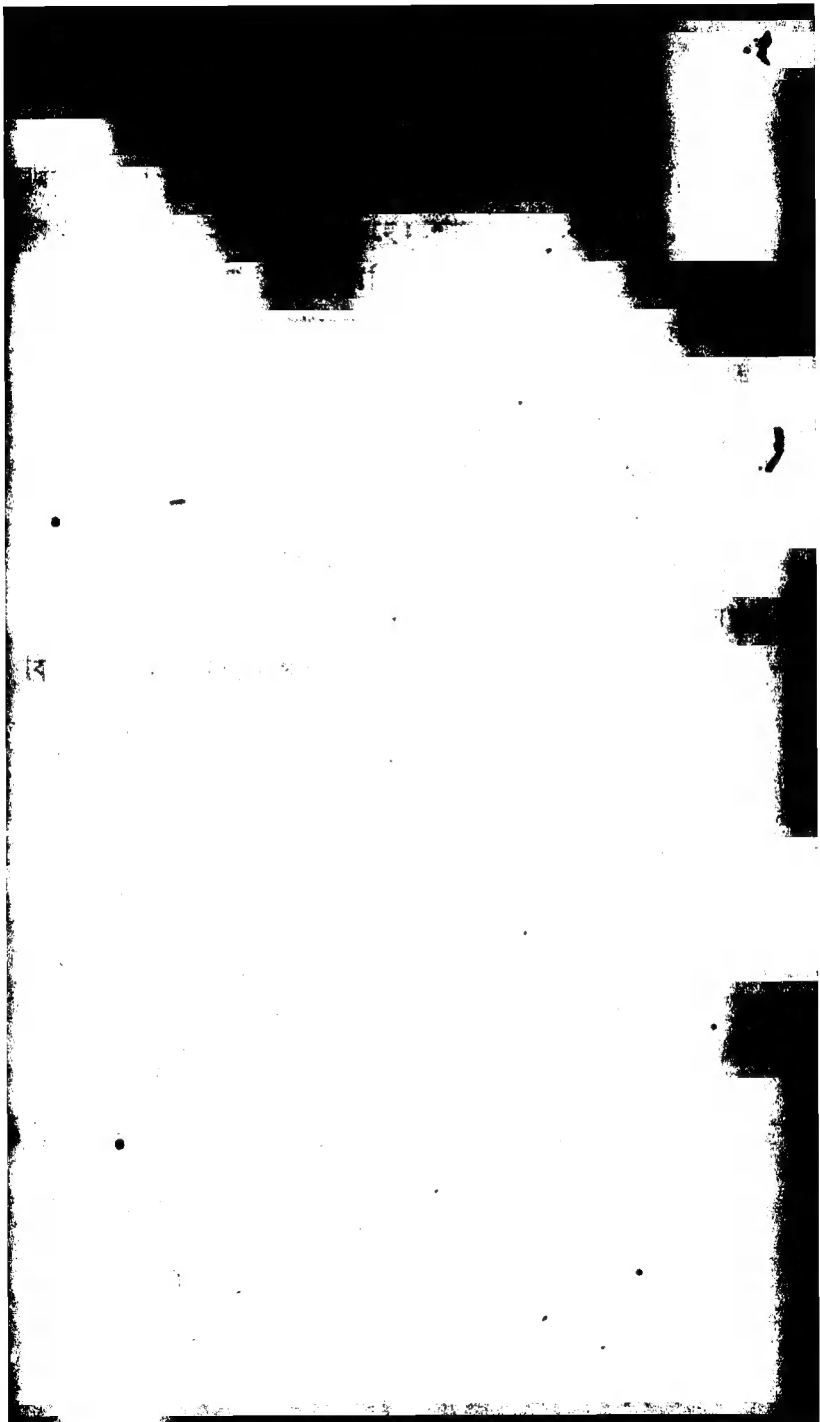
যদৃচ্ছা ক্রমে যত ইচ্ছা বিবাহ করা শাস্ত্রকারদিগের অনুমত ও অনুমোদিত কার্য্য, ইহা প্রতিপন্ন কবিতে উদ্যত হইলে, যে কেবল ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ে স্থায়ী অনভিজ্ঞতাব সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয় এরূপ নহে, নিবপরাধ শাস্ত্রকাবদিগকেও নিতান্ত নৃশংস ও নিতান্ত নির্বিবেক বলিয়া প্রতিপন্ন করা হয়। যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড যে যার পর নাই লজ্জাকর, ঘৃণাকর, ও অনর্থকর ব্যবহার, তাহা প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিবার প্রয়োজন নাই। আমার বোধে, যে সকল মহাত্মারা জগতের হিতৈব নিমিত্ত, শাস্ত্রপ্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা তাদৃশ ধর্ম্মবহির্ভূত লোকবিগর্হিত বিষয়ে অনুমতিপ্রদান বা অনুমোদন-প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, ইহা মনে করিলে মহাপাতক জন্মে। বস্তুতঃ, মানবজাতির হিতাহিত ও কর্তব্যাকর্তব্য নিরূপণ কবিবার নিমিত্ত, যে শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহরূপ পিশাচব্যবহার সেই শাস্ত্রের বিধি অনুযায়ী কার্য্য, ইহা কোনও মতে সম্ভব হইতে পারে না। ফলতঃ, যাহা একবারে অত্যা অত্যায বোধশূন্য, সদসদ্বিচারশক্তিবর্জিত এবং সম্ভব অসম্ভব ও সঙ্গত অসঙ্গত বিবেচনা বিষয়ে বহির্মুখ নহেন, ধর্ম্মশাস্ত্রে অধিকার থাকিলে, এবং তত্ত্বনির্ণয়পক্ষ লক্ষ্য হইলে, তাদৃশ ব্যক্তির, যদৃচ্ছাক্রমে যত ইচ্ছা বিবাহ করা শাস্ত্রানুমোদিত কার্য্য, ঐদৃশ ব্যবস্থা প্রচারে প্রবৃত্ত হইতে পারেন, এরূপ বোধ হয় না।

শাস্ত্রে দ্বিবিধ মাত্র অধিবেদন অনুমত ও অনুমোদিত দৃষ্ট হইতেছে, প্রথম ধর্ম্মার্থ অধিবেদন, দ্বিতীয় কামার্থ অধিবেদন। পূর্ব্ব-



তাঁহার ক্রেশ, অসুখ, বা অসুবিধা ঘটে, সে তাঁহার নিজের দোষ ।
 আব, যদি পূর্বপরিণীতা/সবর্ণা সহধর্ম্মিণীর সম্মতিনিরপেক্ষ হইয়া,
 অথবা এক বারেই শাস্ত্রীয় বিধি ও শাস্ত্রীয় নিষেধ উল্লঙ্ঘন করিয়া,
 যথেষ্টচারী ধার্ম্মিক মহাপুরুষেরা স্বেচ্ছাধীন বিবাহ করিতে আবন্ত
 করেন, এবং ধর্ম্মশাস্ত্রানভিজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞ মহাপুরুষেরা তাদৃশ অবৈধ
 বিবাহকে বৈধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তজ্জন্য
 লোকহিতৈষী নিরীহ শাস্ত্রকারেরা কোনও অংশে অপরাধী হইতে
 পারেন না । তাঁহারা পূর্বপরিণীতা সবর্ণা সহধর্ম্মিণীকে ধর্ম্মপত্নী, আর
 কামোপশমনের নিমিত্ত অনন্তবপরিণীতা অনবর্ণা ভার্য্যাকে কামপত্নী
 শব্দে নির্দেশ করিয়াছেন । শাস্ত্র অনুসারে, ধর্ম্মপত্নী গৃহস্থকর্তব্য
 যাবতীর লৌকিক বা পারলৌকিক বিষয়ে সহধিকারিণী ; কামপত্নী
 কেবল কামোপশমনের উপযোগিনী ; সুতরাং, শাস্ত্রকারেরা
 কামপত্নীকে উপপত্নীবিশেষ বলিয়া পরিগণিত করিয়াছেন । ফলতঃ,
 অসবর্ণা কামপত্নী, কোনও অংশে, সবর্ণা ধর্ম্মপত্নীর প্রতিদ্বন্দ্বিনী
 বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, তাঁহারা তাহার পথ রাখেন নাই ।
 এ স্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যিক, কামুক পুরুষ, কেবল কামোপ-
 শমনের নিমিত্ত, দারাস্তব পরিগ্রহ করিতে পারে, এ বিষয়ে ধর্ম্মশাস্ত্র-
 প্রবক্তকদিগের ঐকমত্য নাই । মহর্ষি আপস্তম্ব, অসন্দিগ্ধ বাক্যে,
 পুত্রবতা ও ধর্ম্মকায়োপযোগিনী পত্নী সত্ত্বে একবারে দারাস্তব
 পরিগ্রহ নিষেধ করিয়া রাখিয়াছেন । কেবল কামোপশমনের নিমিত্ত
 পুরুষ পুনরায় বিবাহ করিতে পারে, তদীয় ধর্ম্মস্থত্রে তাহান্ত কোনও
 চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না ।

সাহা হউক, যে দ্বিবিধ অধিবেদন উল্লিখিত হইল, এতদ্ব্যতিরিক্ত
 স্থলে, শাস্ত্র অনুসারে, পূর্বপরিণীতা সবর্ণা সহধর্ম্মিণী জীবদ্দশায়,
 পুনরায় দাবপরিগ্রহ করিবার অধিকার নাই । যিনি যৎ ইচ্ছা বিতণ্ডা
 ককন, যিনি যত ইচ্ছা পাণ্ডিত্যপ্রকাশ ককন, যদৃচ্ছা ক্রমে যত ইচ্ছা



পরিশিষ্ট

এই পুস্তকের ১৩৮ পৃষ্ঠায় নিম্ননির্দিষ্ট বচন,
সবর্ণা যশা যা ভার্য্যা ধর্মপত্নী হি মা স্মৃতা ।
অসবর্ণা তু যা ভার্য্যা কামপত্নী হি মা স্মৃতা ॥
এবং ১৭৫ পৃষ্ঠায় নিম্ননির্দিষ্ট বচন সকল,
অদারস্য গতির্নাস্তি সর্বাস্তম্মাফলাঃ ক্রিয়াঃ ।
সুরার্কনং মহামজ্জং হীনভার্য্যো বিবর্জ্জয়েৎ ॥
একচক্রো রথো যদ্বদেকপক্ষো যথা খগঃ ।
অভার্য্যোহপি নরস্তদ্বদযোগ্যঃ সর্বকর্ম্মসু ॥
ভার্য্যাহীনে ক্রিয়া নাস্তি ভার্য্যাহীনে কুতঃ সুখম্ ।
ভার্য্যাহীনে গৃহং কস্য তস্মাদ্ভার্য্যাং সমাপ্রয়েৎ ॥
সর্বশ্বেনাপি দেবেশি কর্তব্যো দারসংগ্রহঃ ॥

মৎস্যসূক্ত মহাতন্ত্রের একত্রিংশ পটল হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু কলিকাতার কতিপয় স্থানে ও রুক্ষনগরের বাজবাটীতে যে পুস্তক আছে, তাহাতে প্রথম ৩৪ পটল নাই। তদ্বর্ণনে বোধ হইতেছে, এ প্রদেশে মৎস্যসূক্ত তন্ত্রে যে সকল পুস্তক আছে, সমুদায়ই আদি-খণ্ডিত। যদি কেহ, কোঁতুলপবতন্ত্র হইয়া, মূলপুস্তকে এই সকল বচনের অনুসন্ধান করেন, এতদ্দেশীয় পুস্তকে একত্রিংশ পটলের অসম্ভাব বশতঃ, তিনি তাহা দেখিতে পাইবেন না, এবং হয় ত মনে করিবেন, এই সকল বচন অমূলক, আমি বচন রচনা কবিয়া প্রমাণরূপে প্রদর্শিত করিয়াছি। ঝাঁহাদের মনে সেরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইবেক, তাঁহারা, স্থানান্তর বা দেশান্তর হইতে পুস্তক সংগ্রহ করিয়া, সন্দেহ

তজ্জনের চেষ্টা করিবেন, তদ্রূপ প্রত্যাশা করিতে পারা যায় না ;
এজ্ঞা, নির্দেশ করিতেছি, অধুনা লোকান্তরবাসী খড়্গহনিবাসী
প্রাণরূক্ষ বিশ্বাস মহোদয়ের আদেশে প্রাণতোষণী নামে যে গ্রন্থ
সঙ্কলিত ও প্রচারিত হইয়াছে, অনুসন্ধানকারী মহাশয়েরা, ঐ
গ্রন্থের ৪৫ পত্রের ১ পৃষ্ঠায় এই সকল বচন প্রমাণরূপে পরিগৃহীত
হইয়াছে, দেখিতে পাইবেন । এ অঙ্কে মূলপুস্তকের অসম্ভাব
স্থলে, উল্লিখিত বচনসমূহের অমূলকত্বশঙ্কাপরিহারের ইহা অপেক্ষা
বিশিষ্টতর উপায়ান্তর প্রদর্শিত হইতে পারে না । এ স্থলে ইহাও
উল্লেখ করা আবশ্যিক, প্রাণতোষণীতে যেরূপ পাঠ ধৃত হইয়াছে,
তাহার সহিত মিলাইয়া দেখিলে, আমাদের পুস্তকে প্রথম বচনের
পূর্বোক্ত পাঠের কিছু বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইবেক, কিন্তু, ঐ বৈলক্ষণ্য
অতি সামান্য, তজ্জ্ঞা অর্থের কোনও বৈলক্ষণ্য ঘটিতে পারে না ।
বিশেষতঃ, বিবেচনা করিয়া দেখিলে, আমাদের ধৃত পাঠই অধিকতর
সঙ্গত ও সম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হয় । যথা,

প্রাণতোষণীধৃত পাঠ ।

সবর্ণা ব্রাহ্মণী যা তু ধর্মপত্নী চ সা স্মৃতা ।

অসবর্ণা চ যা ভার্য্যা কামপত্নী তু সা স্মৃতা ॥

আমার ধৃত পাঠ ।

সবর্ণা যস্য যা ভার্য্যা ধর্মপত্নী হি সা স্মৃতা ।

অসবর্ণা তু যা ভার্য্যা কামপত্নী হি সা স্মৃতা ॥

বহা বিবাহ

রহিত হওয়া উচিত কি না

এতদ্বিষয়ক বিচার

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা সাগর প্রণীত।

তৃতীয় সংস্করণ।

CALCUTTA :

PUBLISHED BY THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY,
No. 3 MIRZAPORE STREET, COLLEGE SQUARE, SOUTH

1879,

One Rupee & Four Annas.

মূল্য এক টাকা চারি আনা।